অতুলনীয় প্রভু যীশু

পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M. Th)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ কর্তৃক প্রকাশিত

অতুলনীয় প্রভু যীশু
The Incomparable Lord Jesus

লেখক: পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)
By: Pastor Shamsul Alam Polash (M. Th)

প্রথম প্রকাশ : ইন্টারনেট সংস্করণ

কপি রাইট (©) ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ, ঢাকা ২০২০

এই পুস্তকে পবিত্র বাইবেলের যে সব পদ ব্যবহার করা হয়েছে
তা বাচিব কর্তৃক প্রকাশিত “নিউ কেরী ভার্সন” থেকে নেওয়া হয়েছে।

Published By:
International Bible Church (IBC)
House # 12, Road # 4, Sector # 7,
Uttara, Dhaka - 1230, Bangladesh.
Email: contact@ibc-bacib.com; ibcdhakabd@gmail.com; bacib123@yahoo.com
Phone: +880 1714075742

অতুলনীয় প্রভু যীশু

সূচিপত্র

১. অতুলনীয় প্রভু যীশু
২. স্বর্গের দেওয়া ‘যীশু’ নাম
৩. কারণ তিনি আমাকে অভিষেক করেছেন
৪. খ্রীষ্ট আমাদের রাজা ও আমাদের মহাপুরোহিত
৫. খ্রীষ্ট যীশুর প্রার্থনা ও আমাদের প্রার্থনা
৬. যীশু খ্রীষ্টের রুদ্রমূর্তি ধারণ
৭. খ্রীষ্ট যীশু যে দিন ক্রুশের উপরে
৮. খ্রীষ্টের মহামূল্যবান রক্ত
৯. ক্রুশের আত্মকথা
১০. যীশুর সংগে উত্থিত হওয়া
১১. ফেব্রুয়ারীর ‘একুশ’ ও ক্রুশের ‘রক্ত’
১২. আমরা কি লোহিত সাগর পাড়ি দিচ্ছি?
১৩. আমাদের এখন ভয়হীন প্রত্যাশা প্রয়োজন
১৪. আমাদের সত্যিই কি কোন সান্ত্বনা আছে?
১৫. একটি নতুন দিন আসে একটি সূর্যের উদয় হয়
১৬. বিশ্বাসীর জীবনে পরীক্ষা
১৭. ব্যক্তি জীবনের জন্য ঈশ্বর পরিকল্পনা
18. বন্ধু ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক
১৯. সেবা করার প্রকৃত দৃষ্টান্ত
20. একতার আশীর্বাদ
২১. ধার্মিক ও দুষ্টদের শেষ গন্তব্য
২২. যীশুর সেবা করা এবং যীশুর মতো সেবা করা
২৩. ‘মহান’ ও ‘বড়’ হওয়ার সারমম
২৪. অঙ্কুরিত হওয়া

২৫. সাক্ষ্যমর স্তিফান
২৬. ঈশ্বরের বাক্য ও আজকের আমরা
২৭. যোহনের 'সুসমাচার' ও যীশুর বাপ্তিস্ম প্রসংগে
২৮. ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসছেন
২৯. "যাও, তোমার ছেলেটি বাঁচলো"
৩০. ইম্মানূয়েল' শব্দটির অর্থ, ব্যবহার ও ব্যাপকতা
৩১. পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ও আমরা
৩২. ভোজ-উৎসব
৩৩. পবিত্র আত্মার আগমনের প্রতিজ্ঞা
৩৪. কারণ তিনি আসছেন!
৩৫. যাঁরা 'প্রথম বড়দিন' উপভোগ করেছিলেন
৩৬. পবিত্র শাস্ত্রের আলোকে শিষ্য-গঠনের প্রয়োজনীয়তা

অতুলনীয় প্রভু যীশু

"আর অন্য কারো কাছে পরিত্রাণ নেই; কেননা আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে এমন আর কোন নাম দেওয়া হয় নি, যে নামে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।" প্রেরিত ৪:১২

অতুলনীয়, বিশ্বয়কর, অপূর্ব ইত্যাদি শব্দগুলোকে আমরা বিশ্বয়কর অর্থেই প্রকাশ করি। আমাদের দৃষ্টিতে ও আমাদের অভিজ্ঞতায় আমাদের প্রভু সত্যিই বিশ্বয়ক, অতুলনীয়। আজকের এই লেখাটির যে শিরোনাম দিয়েছি তা আমাদের খ্রীষ্ট সঙ্গীতের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গানের সারমর্ম– তার অর্থও বিশ্বয়কর, অতুলনীয়। এই গানটি গেয়ে আমরা প্রভু যীশুর গৌরব করে থাকি– বলে থাকি, 'প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেহ নাই'।

আমরা আমাদের উপাসনায় অনেক গান গাই– অনেক সময় সেই গানের অর্থ সম্পর্কে আমরা ততটা চিন্তা করি না। সেই কথাগুলো আমাদের জীবনে সত্য কি সত্য নয়, অথবা আমরা তা আদৌ করি বা করি না, বা গানে যা বলি সেই মত কাজ করি কিনা তা কখনও ভাবি না। কিন্তু মনে রাখতে হবে উপাসনা সংগীতের কথাগুলো আমরা আমাদের ঈশ্বরের সামনে উচ্চারণ করি এবং সংগীতের কথাগুলো উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের গৌবর করতে করতে তাঁর উপাসনা করি। আমরা যারা উপাসনা করতে চার্চে প্রবেশ করি ও সম্মিলিত ভাবে উপাসনার গানে অংশগ্রহণ করি তখন হয়তো ভাবি না যে, গানের যে কথাগুলো বলে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি হয়তো সেই কথাগুলো আমার ব্যক্তি জীবনে সত্যি নয়। আবার হয়তো অনেক ভক্তের জীবনেই তা সত্যি– আত্মিকভাবে বা জাগতিকভাবে।

আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে খ্রীষ্ট সঙ্গীতের একটি গানের প্রথম লাইন

অতুলনীয় প্রভু যীশু

হল "প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেহ নাই" - এর সারমর্ম নিয়ে আলোচনা করতে চাই, কারণ আমাদের প্রভু অতুলনীয়। আসুন, প্রথমে দেখি পবিত্র বাইবেলের কোন কথা থেকে খ্রীষ্ট সঙ্গীতের এই লাইনটি নেওয়া হয়েছে। এই কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ে প্রেরিত ৪:১২ পদের কথা। সেখানে লেখা আছে: "আর অন্য কারো কাছে পরিত্রাণ নেই; কেননা আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে এমন আর কোন নাম দেওয়া হয় নি, যে নামে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।"

কভিট-১৯ আমাদের জীবন থেকে অনেক কিছু নিয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের সংসারে একটি জিনিস দিয়েছে। আমাদের অনেককে প্রতিদিন প্রার্থনায় বসিয়েছে। আমরা এর আগে কখনও প্রতিদিন এক সঙ্গে নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করি নি। কিন্তু এখন আমরা এই অভ্যেসটি গড়ে তুলেছি। কয়েক দিন আগে এক প্রার্থনায় আমরা এই খ্রীষ্ট সঙ্গীতটি গেয়েছিলাম এবং সংগীতের এই পদটি থেকেই আমরা অনেকটা আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রভু যীশুর মত আর কেহ নাই এই কথা আমরা কেন বলবো? এই কথা বলে আমরা কেন তাঁর উপাসনা করবো? তাঁর এমন কি দেখে আমরা বলতে পারি 'তাঁর মত আর কেউ নাই' তিনি অতুলনীয়? তিনি এমন কি করেছেন যাতে এই কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি– এমন কি উপাসনায়, ঈশ্বরের সামনে? আমার মনে হয় বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে।

- একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু মানুষের পরিত্রাতা। মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করতে তিনি আমাদের জন্য নিজের জীবন দান করেছেন, যাতে আমরা মুক্তি পাই, যাতে আমরা জীবন পাই, যাতে আমরা অনন্ত জীবনের পথে হাঁটতে পারি। পৃথিবীতে যত ভাববাদী এসেছেন এই কাজটি কেউ করেন নি। হ্যাঁ, তারা পথ বাতলে দিয়েছেন। মানুষকে ধার্মিকতার পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন এমনটা ইতিহাসে দেখা যায় নি। আর সেই জন্যই আমরা গানে গানে উপাসনা করে বলি প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেউ নেই– তিনি অতুলনীয়।
- তিনি আমাদের এত ভালবেসেছেন যে ভালবাসা আমরা আর অন্য কারো মধ্যে দেখতে পাই নি। আমরা সবাই জানি তিনি ঈশ্বরের পুত্র, যিনি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও এরকম ইনকারনেশনের অর্থাৎ মানুষ হয়ে আবির্ভূত হওয়ার, বা মানুষ

হয়ে জন্মগ্রহণ করার কথা পাওয়া যায়। তারা প্রায়শতই রাজত্ব করতেন, শাসন করতেন এবং কঠোর হস্তে মানুষকে দমন করতেন। কিন্তু মানুষকে সত্যিকার ভাবে ভালবাসা, তাদের জন্য নিজেকে উজার করে দেওয়া, এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেই ভালবাসার স্বাক্ষর রাখা যীশু ছাড়া আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। এমন কি তিনি শারীরিক ভাবে স্বর্গে চলে যাবার পরও আত্মিক ভাবে আমাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছেন। সেইজন্য প্রকাশিত বাক্য ৩:২০ পদ বলে যে, তিনি আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দিতে বলেন। কারণ তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকতে চান, ও আমাদের সহভাগিতা চান। এই জন্যই আমরা গানে গানে উপাসনা করতে করতে বলি প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেহ নাই। সত্যি তিনি অতুলনীয়!

- পবিত্র বাইবেল বলে তিনি সমস্ত সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এই বিশ্বভ্রম্মাণ্ডে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তাঁকে ছাড়া কিছুই সৃষ্টি হয় নি। তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হয়েও মানুষের জন্য মানুষ হলেন। মানুষের মধ্যে আসলেন। তাঁদের মধ্যে থাকলেন। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে দাবীদার এমন কেউ তা করে নি।

- প্রভু যীশু পিতা-ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান– ঈশ্বর মানুষকে অনেক কিছুই দিয়েছেন। মানুষের জীবন ধারণের জন্য এই প্রকৃতি, সমুদ্র, বায়ূমণ্ডল, সূর্যের আলো, চাদের কিরণ– সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছে। কিন্তু যা কেউ দেয় না বা কোন দেব-দেবতা দেয়নি, পিতা-ঈশ্বর সেই ভাবেই নিজের পুত্রকে মানুষের জন্য দিয়ে দিয়েছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। যে মানুষকে তিনি আদোন বাগানে হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই মানুষকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে নেবার জন্য তিনি যীশুকে মানুষ হিসাবে পাঠালেন। আর তিনি যীশু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর মত আর কেউ নেই। তিনি আমাদের অতুলনীয় প্রভু।

- এই পৃথিবীতে সেই প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় যে, দেবদেবতারা বা ঈশ্বরগণ সাধারণত মনিব, বা প্রভু হন। কিন্তু যীশু মানুষ হয়ে মানুষের জন্য দাসের রূপ ধারণ করলেন, নিজেকে শুণ্য করলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন যা আর কেউ করেন নি। আমরা তাকে লর্ড বা রাজা বলি কিন্তু তিনি এক দিনের জন্য আমাদের শাসন করেন নি, কিন্তু দাসের মত সেবা করেছেন।

অতুলনীয় প্রভু যীশু

- তিনি তাঁর পিতাকে আমাদের পিতা করলেন। তিনি তাঁর পিতাকে আমাদেরকে পিতা বা বাবা বলে ডাকার অধিকার দিলেন, যা আর কেউ দেয় নি। আর সেইজন্যই আমরা ঈশ্বরকে শুধু ঈশ্বর বলি না কিন্তু পিতা-ঈশ্বর বলে ডাকি। প্রার্থনা করার সময় আমরা বলি 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'। এই অধিকার প্রভু যীশুই আমাদের দিয়েছেন।

- তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও আমাদেরকে বন্ধু হিসাবে বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের অধিকার আমাদের দিয়েছেন যা আর কেউ দেয় নি।

- পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়েছে যে, তিনি হবেন আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা। কিন্তু তবুও তিনি সাধারণ মানুষ হলেন, একটি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন এবং এখনও আমাদের মধ্যে থাকতে চান, আমাদের অন্তরে থাকতে চান ও আমাদের সহভাগিতা চান।

- ঐশ্বরিক শক্তিতে অনেকেই অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। কিন্তু যীশুর মত এত আশ্চর্য কাজ আর কেউ করেন নি– আশ্চর্য কাজ, ভালবাসার কাজ, শিক্ষা দেবার কাজ, সেবার কাজ, এবং সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপনের কাজ আর কেউ করেন নি।

- কোন মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং কবরই তার শেষ ঠিকানা ছিল। কিন্তু মৃত্যু যীশুকে ধরে রাখতে পারে নি। তিনি যদিও মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে পিতা-ঈশ্বরের ইচ্ছেমত স্বর্গে চলে গিয়েছেন কিন্তু আবার ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আর কেউ দেয় নি। তিনি সত্যি অতুলনীয়!

এ সব বিষয়গুলো ভাবতে ভাবতে, দেখতে দেখতে নিশ্চয় যে কোন লোক বলতে বাধ্য হবে যে, সত্যি প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেউ নাই। প্রভু যীশুর মত আর কেউ নাই– এটা শুধু বলবার বিষয় নয়, কিন্তু তা উপলব্ধি করার বিষয়, বিশ্বাসে ধারণ করার বিষয়, এবং এর পর তাঁকে অনুসরণ করার বিষয়।

যিহূদীদের মধ্যে তাদের বিশ্বাস অনুসারে মশীহ মাত্র একজনই। আর নতুন নিয়ম বলে যে, তিনি খ্রীষ্ট যীশু– আমাদের প্রভু ও আমাদের বন্ধু, আমাদের পরিত্রাতা। তিনি মানুষ হিসাবে, ভাববাদী হিসাবে, সেবাকারী হিসাবে, সুস্থতাদানকারী হিসাবে, ভালবাসার মানুষ হিসাবে অনন্য। তার মত আর কেউ নাই– তিনি

অতুলনীয় প্রভু যীশু

অতুলনীয়!

সেজন্য যদি আমরা নিজেকেই প্রশ্ন করি: কেন আমি যীশুকে ভালবাসবো? কেন আমি যীশুকে বিশ্বাস করবো, কেন আমি তাঁর আশ্রয়ে থাকবো, কেন তাঁকে অনুসরণ করবো? এসব নিশ্চয়ই করবো, কারণ তাঁর মত আর কেউ নাই।

আমি দেখতে পেয়েছি কেবল তিনিই আমার মত পাপীকে গ্রহণ করেন, কেয়ার করেন, সুস্থ করেন, জীবন দেন, অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন, আর সেই জন্যই বলি 'প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেহ নাই'– তিনি অতুলনীয় প্রভু!

তিনি আমার জন্য নিজে দাসের রূপ ধারণ করেছেন, ঈশ্বর হয়েও নিজেকে শুন্য করেছেন, আমি পাপী বলে আমাকে ঘৃণা করেন নি, তাঁকে পাবার জন্য তাঁর কাছে আমার যেতে হয় নি, বরং তিনি আমার কাছে এসেছেন, তিনি আমাকে ভালবেসে, তাঁর ভাই, বন্ধু, সন্তান করেছেন– তাই বলি 'প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেহ নাই।'

তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। তাঁর স্বর্গে চলে যাবার পর তিনি পবিত্র আত্মাকে তাঁর কাছ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যেন আমরা অনাথ না থাকি। তিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠালেন যেন তিনি আমাদের শক্তি দিয়ে তাঁর পথে চালাতে পারেন, আমাদের গাইড করতে পারেন, তাঁর কাছে ধরে রাখতে পারেন। তাই বলি 'প্রভু যীশুর মত ভাই আর কেহ নাই।'

আমাদের জীবনে অনেক ব্যক্তিগত কারণ আছে 'সত্যি প্রভু অতুলনীয়' এই কথা বলার জন্য। আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে বললে অনেকে অনেক কথা বলতে পারবেন যে, সত্যি প্রভু যীশুর মত আর কেউ নাই আমাদের জীবনে। তিনিই আমাদের জীবনে একমাত্র প্রভু। আমরা তাঁর অপেক্ষাতেই আছি। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা মত আবার আমাদের নিয়ে যেতে ফিরে আসবেন। ধন্য প্রভু যীশুর নাম! সত্যি তাঁর মত আর কেউ নেই।

স্বর্গের দেওয়া ‘যীশু’ নাম

“আর তিনি পুত্র প্রসব করবেন এবং তুমি তাঁর নাম যীশু [পরিত্রাণকর্তা] রাখবে; কারণ তিনিই তাঁর লোকদেরকে তাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন।” মথি ১:২১

আজকের আলোচনা পবিত্র শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত পদ দিয়েই শুরু করতে চাই। সাধারণত এই পদটি আমরা বড়দিনের বাণীতে বেশি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আজ আমি পদটি আরও বড় রকমের অর্থে ব্যবহার করতে চাই। আর সত্যি তা শুধু মাত্র তাঁর জন্মের বিষয়ে নয় কিন্তু তাঁর চিরকালীন সত্ত্বার বিষয়। পদটিতে লেখা আছে, “কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন, একটি পুত্র আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে; আর তাঁরই কাঁধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকবে এবং তাঁর নাম হবে ‘আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, নিত্যস্থায়ী পিতা, শান্তিরাজ’ ” (যিশাইয় ৯:৬)।

এই পৃথিবীতে জন্মের পূর্বে কারো কখনো কোন নাম দেওয়া হয় না। সাধারণত জন্মের পরেই নাম দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কি নাম রাখবে তা বলা হয়েছে, যেমন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের নাম। যোহন জন্মাবার আগেই তাঁর জন্মের শুভ সংবাদ দেবার মুহূর্তে স্বর্গদূত তার পিতার কাছে এই নাম রাখার কথা বলেছিলেন। তবে যোহনের নাম যোহন ছাড়া আর কিছু ছিল না। অপরদিকে যীশু খ্রীষ্টের নামও স্বর্গ থেকে স্থিরকৃত হয়েছিল এবং স্বর্গদূত দ্বারা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর মা-বাবা সেই নামই তাঁর জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু যীশুর এই নামটি ছাড়া আরও অনেক নাম তাঁর ছিল যে নাম তাঁর জন্মের শত শত বছর আগেই দেওয়া হয়েছিল। যেসব নাম দিয়ে আমরা তাঁকে জানতে পারি, তাঁকে তাঁর আসল স্বরূপ বুঝতে পারি, তাঁর সত্যিকারের সত্ত্বাকে চিনতে পারি এবং নত হয়ে তাঁর কাছে আমরা আমাদের জীবন সমর্পণ করি।

যুগে যুগে আমরা ‘যীশু’ নামের শক্তি সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। আমরা যুগ যুগ ধরে চার্চের ইতিহাসে এই নামের শক্তি আবিস্কার করতে সমর্থ হয়েছি। সেই প্রথম যুগ থেকে– প্রেরিতদের যুগ থেকেই আমরা এই নামের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হয়েছি।

স্বর্গের দেওয়া 'যীশু' নাম

প্রেরিতেরা মহা শক্তিতে এই নাম ব্যবহার করেছেন। যীশুর স্বর্গে চলে যাওয়ার পর আমরা পিতর ও যোহনকে এই নাম ব্যবহার করতে দেখি কারণ তারা এই নামের মহা পরাক্রম সম্বন্ধে জানতেন। সেজন্যই তারা মন্দিরে যাবার পথে সুন্দর নামক দরজার কাছে জন্মখঞ্জ ভিখারীকে যীশুর নামে হেঁটে বেড়াতে আদেশ করেছিলেন এবং যীশুর নামের শক্তিতে সেই দিন যে লোকটি জন্ম থেকেই খঞ্জ ছিল সেই লোকটি হেঁটে বেড়াতে সমর্থ হয়েছিল। আমরা প্রেরিত পৌলকে যীশু নাম ব্যবহার করে অসংখ্য অসুস্থ লোককে সুস্থ করতে দেখতে পাই। এমন কি, যারা তখনও যীশুতে বিশ্বাস করে নি তারাও যীশু নাম ব্যবহার করে মন্দ-আত্মা ছাড়িয়ে বেড়াত। সত্যিই যীশু নাম এক আশ্চর্য শক্তিশালী নাম।

কখনও আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে কি কেন তাঁর নাম 'যীশু' রাখা হল? যীশু নামের অর্থই হল পরিত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা, – এই পরিত্রাণ শুধুমাত্র পাপ থেকে পরিত্রাণই নয় কিন্তু একজন বিশ্বাসীর জীবনে যখনই যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন সেই সমস্যা থেকে রক্ষা করতে যীশু সমর্থ। সেজন্যই তিনি যীশু– পরিত্রাণকর্তা । আমরা যতজন তাঁর নামে ডাকি, তাঁকে স্মরণ করি, তিনি আমাদের উদ্ধার করতে সমর্থ।

পবিত্র বাইবেলে যেসব নাম যীশুকে দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। আর বাইবেলে তাঁর নাম বিভিন্নভাবে তালিকাবদ্ধ হয়ে রয়েছে– যেমন:

- পরিত্রাতা, - যিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্তির এক বিশেষ কার্য করে থাকেন।
- খ্রীষ্ট, - যিনি ঈশ্বরের পক্ষে এক বিশেষ মিশন পরিচালনার জন্য অভিষিক্ত।
- ঈশ্বরের মেষশাবক, - যিনি প্রায়শ্চিত্ত সাধনের জন্য নিজেকে বলি হিসাবে দান করবেন।
- ইম্মানুয়েল, - যিনি চেয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে বাস করার জন্য– কারণ তিনি মানুষকে ভালবাসেন।
- ঈশ্বরের পুত্র, - যিনি ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি অনন্তকাল ধরে আছেন ও থাকবেন ও যিনি সমস্ত সৃষ্টির কাজ সাধন করেছেন।
- মনুষ্যপুত্র, - যিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষ– সম্পূর্ণ মানুষ– যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ হলেন মানুষকে ভালবেসে।
- বাক্য, - যিনি পিতার মুখে ছিলেন। পিতার পক্ষে কার্য সাধন করতেন।

- উদ্ধারকর্তা, - শুধু মানুষের পাপের মুক্তির জন্য নয় কিন্তু মানুষের সমস্ত সমস্যার উদ্ধার করেন। যারা সদাপ্রভুর নামে ডাকে তারাই উদ্ধার পায়– সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। সেই উদ্ধার তিনিই করে থাকেন।
- উত্তম মেষপালক, - তিনিই পালনকর্তা। তিনিই উত্তম নেতৃত্বদানকারী। মানব জাতিকে উত্তমরূপে পালন করার ক্ষমতা শুধু তিনিই রাখেন।
- সর্বশক্তিমানের দাস, - সমস্ত কাজ যা পিতা তাঁর জন্য নিরুপণ করে থাকেন। একজন আজ্ঞাবহ দাসের মতই তিনি সমস্ত কিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকেন।

এছাড়াও আরও অনেক নাম তাঁর রয়েছে। কিন্তু যিশাইয় ভাববাদী যে নাম দিয়েছেন সেই নাম তাৎপর্যমূলক– আশ্চর্যমন্ত্রী, বিক্রমশীল ঈশ্বর, নিত্যস্থায়ী পিতা, শান্তিরাজ। আসুন আজকে আমরা যিশাইয় ভাববাদীর দেওয়া নামগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করি।

প্রথমত: তাঁর নাম হবে আশ্চর্যমন্ত্রী। মন্ত্রনা প্রদানে যিনি আশ্চর্য বা যিনি আশ্চর্য মন্ত্রনা দান করতে সক্ষম। আশ্চর্যমন্ত্রী নামটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে চাই।

ক. যার সব কিছুই ছিল আশ্চর্য : বিখ্যাত প্রচারক স্পারর্জন বলেছেন অতীতে যীশু ছিলেন আশ্চর্য ব্যক্তি। তাঁর অনন্তকালীন অস্তিতের বিষয়ে বিবেচনা করুন, জগত আরম্ভের পূর্বাবধি তিনি ছিলেন পিতার এক মাত্র সত্ত্বা। তিনি ছিলেন পিতার সহিত সমান। তিনি সৃষ্ট নন কিন্তু আদি থেকেই তিনি ছিলেন, ঈশ্বরের সমান, অনন্তকালীন, "ঈশ্বরের একমাত্র অস্তিত্ব।" যীশুর ঐশ্বরিক স্বভাব বাস্তবে আশ্চর্য। মানুষের বেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁকে আমরা বৈৎলেহেমের যাব পাত্রে দেখতে পাই, এক আশ্চর্য শিশু সন্তান, ঈশ্বর আমাদের সহিত, যার নাম ইম্মানুয়েল। এই পৃথিবীতে যতটুকু সময় তিনি যাপন করেন তার সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আশ্চর্য ব্যক্তি। নাসারতীয় যীশু ছিলেন স্বর্গের রাজা। তথাপি তিনি দরিদ্র হলেন, অবজ্ঞাত, তাড়িত এবং অপবাদক নামে আখ্যাত হলেন। সেই বিষয়টা আমরা বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু আমরা তাঁকে ভালবাসি। যত দিন আমরা বেঁচে থাকব তত দিন আমাদের মতো পাপীর জন্য যন্ত্রনা ও দুঃখভোগের জন্য তাঁর প্রশংসা আমরা করবো। কিন্তু আমরা কোনদিনও হয়তো তা বুঝে উঠতে পারব না। তাঁর নামের সমুদয় দিক দিয়ে বিচার করে তাঁর

নামকে অতি অবশ্যই আশ্চর্য বলেই আমাদের সম্বোধন করতে হবে।

কিন্তু তাঁকে ক্রুশের উপরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখুন। তাঁর নিজের শরীরে আপনার পাপের ভার বহন করতে দেখুন। তাঁর হাতে ও পায়ে পেরেক বিদ্ধ হয়ে থাকতে দেখুন। তাঁর শরীর দেখুন, তাঁর পিঠে চাবুকের আঘাত মাথায় কাঁটার মুকুট দেখুন। কিভাবেই না তিনি স্বর্গের গৌরব ছেড়ে এই প্রকারে নিজেকে শেষ করলেন আর এটাই আমাদেরকে আশ্চর্য করে তোলে। তাই সত্যই তিনি আশ্চর্য যীশু। তিনি আপনার জন্যই প্রচণ্ড দুঃখার্ত? তিনি আপনাকে চিরকালীন ভালবাসায় ভালবেসেছেন। এটাই হল তাঁর অনুপম প্রেম। তাঁর এই অনুপম প্রেমের জন্যই তিনি দুঃখভোগ করলে, তাঁর সেই অনুপম শক্তি তাঁকে সমর্থ করে তুলল তাঁর পিতার সমস্ত শাপের ভারকে সহ্য করতে। আর এখানেই তাঁর সীমাহীন দয়ার কারণেই তিনি নিজে দুঃখভোগ করলেন যেন আমাদের মতো পাপী মানুষদের নরকের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই জন্যই এবং তাঁর নামই হবে "আশ্চর্য মন্ত্রী" কারণ তিনি আশ্চর্য যীশু।

কিন্তু তাঁকে আমরা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হতে দেখি। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে পাতালে ত্যাগ করলেন না এবং তাঁর পবিত্রতমকে বিনষ্ট হতে দিলেন না। তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে উঠলেন। যে কাপড়ে তাঁকে মুড়ে রাখা হয়েছিল তা অতি যত্ন সহকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কবরের পাথরখানি একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং যীশু সেই দিনেই অতি প্রত্যুষে সেই কবর থেকে হেঁটে বাইরে এসেছিলেন। সেইজন্যই তাঁর নাম হবে "আশ্চর্যমন্ত্রী" আর শত শত বছর আগে তা ঘোষণা করা হয়েছিল।

এখন তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর শিষ্যেরা মাথা উঁচু করে তাঁকে স্বর্গে উন্নত হতে দেখেছিলেন। পরিশেষে স্বর্গদূতেরা তাদের বলেছিলেন - যে ভাবে তারা তাঁকে মেঘে উন্নত হতে দেখলেন সেইভাবে তিনি আবার ফিরে আসবেন। সেই জন্যই "তাঁর নামই হবে আশ্চর্যমন্ত্রী"– সমস্ত মন্ত্রণায় যিনি সত্যিই আশ্চর্য।

খ. দ্বিতীয়ত, তিনি সুমন্ত্রণাকারী ঈশ্বর: তিনি যখন এই জগতে ছিলেন তখন কিছু মানুষ তাঁর সুমন্ত্রণার পরামর্শের কথা শুনেছিলেন। আর আজকেও অবিশ্বাসী জগতের অনেকে তাঁর সুমন্ত্রণাকারী পরামর্শের কথা অগ্রাহ্য করে। এমনকি আমরা যাঁরা তাঁকে ভালোবাসি ও বিশ্বাস করি তারাও তাঁর পরিচালনা মান্য করা থেকে বহু সময়ে দূরে থাকি। যিনি "সমস্ত কিছুর উত্তমরূপে করেন" তাঁর উপর নির্ভর না করে আমরা

নিজেদের উপর নির্ভর করি, অধৈর্য হই এবং তাঁর উপরে আস্থা না রেখে নিজেদের উপরেই আস্থা রাখি।

কিন্তু তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন তা আর সেই মতো থাকবে না। তখন সমস্ত লোকেরা তাঁকে “সুমন্ত্রণাকারী” ব্যক্তি বলেই ডাকবেন। তিনি যখন দায়ূদের সিংহাসনে বসবেন তখন প্রতিটি জায়গাতে সমস্ত লোক তাঁর অন্বেষণ করবে এবং তাঁর সুমন্ত্রণাকারী পরামর্শের বাধ্য হবে। সেই গৌরবময় দিনে খ্রীষ্টই হবেন ধার্মিক বিচারক এবং রাজাধিরাজ। আর তিনিই হবেন এই জগতের বিক্রমশীল ব্যক্তি। কোন এক কবি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

“সূর্যের ন্যায় হবে যীশুর রাজত্ব
সেখানেই শুরু হবে তার আধিপত্য;
তটে তটে ছড়িয়ে পরবে তাঁর রাজত্ব,
যতক্ষণ পর্যন্ত না চন্দ্রাতাপের জ্যোতি হয় অবক্ষয়।”

গঃ তাঁর নাম হইবে বিক্রমশালী ঈশ্বর। আজকে মানুষ তাঁকে সেই নামে উন্নত করে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে বিভ্রান্তিকর মুর্খ হিসাবে ডাকেন। হিন্দুরা তাঁকে “অবতার” বলে ডাকেন। মুসলমানেরা তাঁকে একজন “সাধারণ ভাববাদী হিসাবে ডাকেন। যিহোবা ওয়িটনেসের লোকেরা তাঁকে “সৃষ্ট সত্ত্বা” হিসাবে আখ্যা দেন। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে তাঁকে “বিক্রমশালী ঈশ্বর” হিসাবে সম্মানিত করেন। হাল্লেলুইয়া! তিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্ত্বা। স্বর্গে এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়ছে। “বিক্রমশালী ঈশ্বর” কি আশ্চর্যই না এই যীশুর নাম!

- “বিক্রমশালী”- কি অদ্ভুতই না এই নাম! সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রতাপ এবং পরাক্রম তাঁর খ্রীষ্টের পরাক্রমি শক্তি এই জগতকেই কিছু না থেকে অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ে এলো।
- সমস্ত অবিন্যস্ত অবস্থা থেকে তাঁর রব সমস্ত কিছুকে সুবিন্যস্ত করলো। তাঁর আদেশে সমস্ত অন্ধকার থেকে জ্যোতির আগমন হল।
- যেখানে আমাদের জন্য অনন্তকালীন দণ্ডাজ্ঞা ও মৃত্যু স্থিরকৃত হয়েছিল– সেই মৃত্যুর ও দণ্ডাজ্ঞার হাত থেকে তিনি নিয়ে এলেন অনন্তকালীন জীবন। খ্রীষ্টের পরাক্রমী শক্তির দ্বারাই সমস্ত প্রকৃতি পূর্ণ করবে তাঁর উদ্দেশ্যকে। সমস্ত প্রকার

ফুল, সমস্ত পাখি, সমস্ত বৃক্ষ, সমস্ত পর্বত, সমস্ত উপত্যকা, বজ্রপাতের সমস্ত আওয়াজ এবং বিদ্যুতের চমকানি খ্রীষ্টের শক্তির কথাই ব্যক্ত করে, কারণ "তাঁর নাম হবে বিক্রমশীল ঈশ্বর।"

ঘ : তাঁর নাম হবে নিত্যস্থায়ী পিতা। এই নামকে ব্যাখ্যা করা আমার কাছে অত্যন্ত উচ্চমার্গের কাজ বলে মনে হয়। স্পারর্জন বলেছেন, "যতদূর পর্যন্ত ঈশ্বরত্বের অস্তিতের কথা বলা যায়, আমাদের প্রভুর প্রকৃত নাম, সেই দিক দিয়ে তিনি পিতা নন কিন্তু তিনি হলেন পুত্র। অতএব বিভ্রান্তিকর বিষয় থেকে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। সেই পুত্র পিতা নন, আর নাতো পিতা পুত্রের ভূমিকা পালন করেন; এই বিষয়টা অতি সতর্কতার সঙ্গে বিশ্বাস এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সেই পিতা কোন পুত্র নন এবং সেই পুত্রও পিতা নন। আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশ সেই ব্যক্তিত্বের অবস্থান এবং উপাধির প্রসঙ্গে একে অপরের বিষয়ে কিছু তুলে ধরছে না; এটা সেই ঐশ্বরত্বের যে সম্পর্ক সেই বিষয়ে ইঙ্গিত করছে না, বরং আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করছে। আমাদের কাছে তিনি 'নিত্যস্থায়ী পিতা'।"

তিনি হলেন নিত্যস্থায়ী পিতা, "যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যা ছিলেন তিনি তাই আছেন" (ইব্রীয় ১৩:৮)। তিনি চিরকাল ছিলেন। তিনি চিরকাল যা ছিলেন তাই আছেন। তাঁকে বলা হয় "পিতা।" কোন দিক দিয়ে যীশু একজন পিতা? চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি হলেন একজন পিতা, শেষ আদমের ন্যায় তিনি হলেন উদ্ধারপ্রাপ্ত সকলের মস্তক। আমাদের প্রতি প্রথম যে অভিশাপ বা দণ্ডাজ্ঞা এসেছে তা প্রথম আদমের অপরাধের ফলেই এসেছে। সেই আদম ছিলেন আমাদের আদি-পিতা। কিন্তু এখন আমরা খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে অবস্থান করছি। তিনি হলেন আমাদের চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ের মস্তক। তিনি হলেন তাঁর লোকেদের পিতা। আদম আমাদের "নিত্যস্থায়ী পিতা" নয়, কিন্তু যীশু হলেন আমাদের "নিত্যস্থায়ী পিতা," ঠিক নতুন চুক্তির এক মস্তক। তিনি হলেন সমস্ত খ্রীষ্টানদের পিতা, খ্রীষ্টানিটির পিতা, যে অনুগ্রহের মধ্যে আমরা পরত্রাণ লাভ করেছি সেই সমস্ত পদ্ধতির পিতা হলেন তিনি। আপনি যদি হারানো অবস্থার মধ্যে থেকে থাকেন তবে এখনও পর্যন্ত আদম হলেন আপনার পিতা। কিন্তু আপনি যদি তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তবে যীশু হলেন আপনার "নিত্যস্থায়ী পিতা," এবং আপনার আত্মার পরিত্রাণকর্তা।

চতুর্থত : তাঁর নাম হইবে শান্তিরাজ। যীশু যখন বৈৎলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন তখন

স্বর্গের দেওয়া 'যীশু' নাম

স্বর্গদূতেরা বেশ কিছু রাখাল বালকদের কাছে প্রকাশিত হয়ে তাদের কাছে ঘোষণা করে বলেন, "উদ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতিপাত্র, মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি" (লূক ২:১৪)।

আমাদের শান্তিপ্রদানের জন্য যীশুর আগমন হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের শান্তি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন নিয়ম বলে, "অতএব বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধার্মিক পরিগণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে" (রোমীয় ৫:১)। আমাদের পাপ ক্ষমা করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মিলন করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর "তাঁর ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করে তাঁর দ্বারা যেন নিজের সঙ্গে স্বর্গে হোক, বা পৃথিবীর হোক, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁর দ্বারাই করেন" (কলসীয় ১:২০)।

কিন্তু তিনি যখন "শান্তিরাজ" হিসাবে মেঘ সহকারে পুনরায় আগমন করবেন তখন তিনি এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন। সেই দিনে "আর তিনি জাতিদের বিচার করবেন এবং অনেক দেশের লোক সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করবেন; আর তারা নিজ নিজ তলোয়ার ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফাল গড়বে ও নিজ নিজ বর্শা ভেঙ্গে কাস্তে গড়বে; এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে আর তলোয়ার তুলবে না, তারা আর যুদ্ধ শিখবে না" (যিশাইয় ২:৪)।

পরিশেষে আবারও যিশাইয় ভাববাদীর বিখ্যাত উক্তিটি হৃদয়ে ধারণ করুন: "কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন, একটি পুত্র আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে; আর তাঁরই কাঁধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকবে এবং তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, নিত্যস্থায়ী পিতা, শান্তিরাজ'" (যিশাইয় ৯:৬)।

আমি প্রার্থনা করি যেন আজ আপনি যীশুতে নির্ভর করেন। তাঁর সমস্ত সুন্দর নাম এটাই প্রকাশ করে যে, তিনি আমাদের জন্য কি করতে পারেন। আপনি তাঁর নামে যেমন পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন তেমনি আপনার সমস্ত সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট থেকে তাঁর নামে উদ্ধার পেতে পারেন। আপনার সমস্ত সমস্যা, বিপদ তাঁর উপর ফেলে দিতে পারেন। তিনি আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তিনি আপনার লজ্জাকে তাঁর রক্তের দ্বারা পরিষ্কার করতে পারেন। তাঁর রক্ত আমার ও আপনার জন্য পাতিত হয়েছে। সেজন্য বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলেছেন, "ঐ দেখো ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান" (যোহন ১:২৯)। আমেন।

“কারণ তিনি আমাকে অভিষেক করেছেন. . .”

“প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অবস্থিতি করেন, কেননা নম্রদের কাছে সুসংবাদ প্রচার করতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করেছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বেঁধে দিই; যেন বন্দী লোকদের কাছে মুক্তি ও কারাগারে আটক লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি।” যিশাইয় ৬১:১

যীশু খ্রীষ্ট নিজেও পিতা ঈশ্বর কাছ থেকে অভিষেক পেয়েছিলেন, যদিও কথাটি শুনতে আশ্চর্য লাগে, কারণ তিনি পিতা-ঈশ্বরের বুকে থাকা একমাত্র পুত্র। কিন্তু তবুও তিনি যখন মাংসে মূর্তিমান হলেন– নারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষ হলেন এবং এই পৃথিবীতে আগমন করলেন, তখন তাঁকে একটি বিশেষ কাজ দিয়েই এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। এই বিশেষ কাজের জন্যই তাঁর অভিষেক প্রয়োজন ছিল। তিনি যখন কাজ করতে শুরু করলেন তখন আমরা দেখতে পেলাম যে, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট পরিচর্যাকারী হয়ে উঠলেন, যিনি তাঁর কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সাড়ে তিন বছরের সেবা-কাজের দিকে তাকালে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে।

তিনি হয়তো নিয়মিতই সিনাগগে বা সমাজঘরে যেতেন অনেকের সংগে উপাসনা করার জন্য। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, তাঁকে একটি বিশেষ সময়ে প্রথম বারের মত সমাজঘরে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ ও সেখান থেকে বাণী-প্রচারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তখন তিনি যে শাস্ত্রের অংশটুকু পাঠ করেছিলেন তা ছিল তাঁরই পরিচর্যা কাজের ভবিষ্যদ্বাণী যা ভাববাদী যিশাইয় তাঁর জন্যই লিখে গিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করে একটি সময়োপযোগী ঘোষণা দিলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি

দেখিয়েছিলেন যে, তিনি সেই খ্রীষ্ট যাঁর কথা তাদেরই পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর গ্রামের যারা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই চিনতো তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইতোমধ্যেই তারা তাঁর বিষয়ে যা যা শুনতে পেয়েছে তা সত্যি।

তাঁর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ শুরু হয়েছে। এটি তাঁর সাড়ে তিন বছরের পরিচর্যা কাজের শুরু মাত্র। মাত্র দেড়-দুই মাস আগে তাঁর বাপ্তিস্ম হয়েছে। লোকেরা যাঁকে ভাববাদী বলে মানে সেই যোহন তাঁকে বাপ্তিস্ম দিয়েছেন আর তাঁর বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। শুধু তিনি নন কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সেই মুহূর্তে আকাশ খুলে গিয়েছিল আর স্বর্গ থেকে তাঁর খ্রীষ্টত্বের ঘোষণা স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছিলেন। অনেক লোকের চোখের সামনেই এই ঘটনা ঘটেছিল। এর পর দীর্ঘ ৪০ দিন প্রান্তরে তাঁর পরীক্ষা হয়েছে। সেই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন। এর পর তিনি নাসরতে ফিরে এসেছেন।

আমরা সবাই জানি তিনি জাতিতে যিহূদী ছিলেন। যিহূদী নিয়ম অনুসারেই তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। সমাজের অন্যান্য লোকের মতই নিয়মিত সিনাগগে যেতেন ও এর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর কার্যক্রমের অংশস্বরূপ আজও তিনি সিনাগগের সভায় মিলিত হয়েছেন।

সেই সময়ের যিহূদী রীতি অনুযায়ীই সিনাগগ বা সমাজঘর পরিচালিত হত। আমরা জানি না কেন যীশুকে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করবার জন্য আহ্বান করা হল– আহ্বান করা হল পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার জন্য। হয়তো আগে থেকেই সিনাগগের নেতা তা ঠিক করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন এবং তিনি সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করার কথা দিয়ে রেখেছিলেন। নয়তো বা পবিত্র আত্মার আবেশেই তাঁকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিল। হয়তো যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে পবিত্র আত্মার অভিষেকের কথা তাঁর গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পরেছিল যেখানে লোকেরা আকাশ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেয়েছিল। হয়তো যীশু খ্রীষ্টের কোন অলৌকিক কাজের কথা ইতিমধ্যেই তাঁর গ্রামের সমাজঘরের নেতাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পরেছিল। তাই তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল।

যে কারণেই হোক, তারা তাঁকে পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতে ও ব্যাখ্যা করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। আর যীশু খ্রীষ্ট এই সুযোগটি তাঁর নিজেকে প্রকাশ করার

সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাঁর বাপ্তিস্মের পরে কোন সিনাগগে এটাই তাঁর প্রথম প্রচার-বাণী। তাঁর হাতে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকখানা দেওয়া হল। সেই সময় কোন বই আকারে কোন পুস্তক ছিল না। তখন ভাববাদীদের পুস্তক বা পবিত্র লেখাগুলোকে স্ক্রোল আকারে রাখা হত। সেজন্য যিশাইয়রে পুস্তকের মত একটি বড় পুস্তক অনেকগুলো স্ক্রোলে ভাগ করা হতো। যে স্ক্রোলটি তাঁকে দেওয়া হল সেই স্ক্রোল থেকে তিনি সেই স্থান খুঁজে বের করলেন যেখানে তাঁর অভিষেকের কথা লেখা আছে।

আমরা অনেকেই জানি যে, যিশাইয়ের পুস্তকখানি হল পুরাতন নিয়মে মধ্যে যেন নতুন নিয়ম। এই একটি মাত্র পুস্তক যেখানে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি লেখা আছে। পুরো পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে যত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে শুধু যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে। সেজন্য এটিকে পুরাতন নিয়মে নতুন নিয়ম বলা হয়ে থাকে।

আমরা দেখতে পাই পুস্তকখানি তাঁর হাতে দেওয়া হল। না, তিনি খুলে সেই জায়গা বের করলেন না যেখানে তাঁর জন্মের কথা, ইম্মানূয়েলের কথা, কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্মের কথা লেখা আছে। না, তিনি সেই জায়গাও বের করলেন না যেখানে তাঁর রাজ্যের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সেই অংশও বের করলেন না যেখানে তাঁর মৃত্যুর এক পরিস্কার ছবি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সেই জায়গাটি বের করলেন যেখানে তাঁর অভিষেকের কথা এবং পরিচর্যা শুরু করার কথা ভবিষ্যদ্বাণী আকারে রয়েছে।

তিনি স্ক্রলটি খুলেই পাঠ করতে শুরু করলেন। আমরা অনেকেই মনে করি তিনি ঐশ্বরিক ছিলেন বলে পড়াশুনা বা পড়তে পারাটা এমনিই হয়েছিল বা তাঁর পড়াশুনা শিখতে হয় নি। কিন্তু আসলে তা নয়। তিনিও সাধারণ ছাত্রদের মতই পড়াশুনা করে অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিলেন। হয়তো প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান তার ঘর থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে তৎকালীন সমাজঘরগুলো যিহূদী জাতির স্কুলের চাহিদা মিটাত এবং ইস্রায়েলীয় ছেলেমেয়েদেরকে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হত। এছাড়া যীশু খ্রীষ্টের সময়ে কিছু কিছু যিহূদী সম্প্রদায় ছিল যারা নির্জন জায়গায় গিয়ে একটি কমিউনিটি গড়ে তুলতো স্বতন্ত্র বসবাস করার জন্য যেন জগতের অপবিত্রতা তাদের স্পর্শ করতে না পারে। এসব কমিউনিটিগুলোতে স্কুলের মতই ব্যবস্থা ছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে পুরাতন নিয়ম ও তাদের ব্যাখ্যা পুস্তকগুলোর সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতো। যদিও ১২ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের কোন ইতিহাস

আমাদের জানা নেই, তাই অনেকে মনে করেন তিনি এমন কোন ধর্মীয় স্কুলে বা মঠে গিয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন বলেই আমরা তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কোন ইতিহাস বা ঘটনা জানতে পারি না। অনেকে মনে করেন সেখানে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং শিক্ষা দেবার কাজ শুরু করেন।

যাহোক, আমরা দেখতে পাই যে, তিনি পাঠ করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর সিনাগগে উপস্থিত হওয়া লোকদের কাছে পাঠ করলেন–

“প্রভুর আত্মা আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন,
কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন,
দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করার জন্য;
তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, বন্দীদের কাছে মুক্তি,
এবং অন্ধদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা করার জন্য,
নির্যাতিতদেরকে নিস্তার করে বিদায় করার জন্য,
প্রভুর প্রসন্নতার বছর ঘোষণা করার জন্য”।

যিশাইয় পুস্তকের এই অংশটুকু পাঠ করার পর তিনি ঘোষণা দিলেন যে, এই কথা আজ তাঁর মধ্যে পূর্ণ হল।

তিনি বললেন, **‘প্রভুর আত্মা আমার মধ্যে অবস্থিতি করেন’**। আমরা জানি যে, তিনি পবিত্র আত্মার আবেশে জন্মগ্রহণ করেছেন– পবিত্র আত্মায় তাঁর অভিষেক ও বাপ্তিস্ম হয়েছে। সুতরাং এটি খুবই সত্যি কথা যে, পবিত্র আত্মা তাঁর মধ্যে অবস্থিতি করেন। আজ তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে তাঁরই সমাজঘরে নিজের মুখে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি ঘোষণা করছেন যে, তিনি কি জন্য এসেছেন– তিনি কি কাজ করতে যাচ্ছেন। তিনি বললেন যে, তিনি এসেছেন **দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার** করার জন্য।

এখানে দু’টি বিষয় চিন্তা করার আছে– দরিদ্র ও সুসমাচার। সুসমাচার কার জন্য? হ্যাঁ, দরিদ্রদের জন্য। প্রশ্ন জাগে, সুসমাচার কি? আমাদের জীবনে যেসব বিষয় অভিশাপ হয়ে আসে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘোষণাই হল সুসমাচার। দারিদ্রতা একটি অভিশাপ– শুধু অভিশাপ নয় কিন্তু একটি বড় অভিশাপ। এর থেকে আমাদের মুক্তির প্রয়োজন। দারিদ্রতার একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন আমাদের মনটা দরিদ্র হয়। আমাদের মনটা যখন দরিদ্র হয় তখন এই দরিদ্র অবস্থা আমাদের পৃথিবীয় দারিদ্রতা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সঙ্গে আছেন বলে যখন আমরা

মন থেকে দারিদ্রতাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি তখনই আমরা ধীরে ধীরে এই দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে শুরু করি। পবিত্র শাস্ত্র বলে সুসমাচার প্রয়োজন আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য। আর এই পাপই আমাদের দরিদ্র করে রাখে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর কাছে আমরা সবাই দরিদ্র, উলঙ্গ, ভিখারী, তাই আমাদের সকলেরই সুসমাচার প্রয়োজন যেন আমরা অনন্ত জীবন পাই– পাই পাপ থেকে অনন্ত পরিত্রাণ। যীশু আমাদের সকলকেই তা দিতে চান। আজ এই সিনাগগে তিনি ঘোষণা করলেন যে, যিশাইয় নবী যে খ্রীষ্টের বিষয়ে এই কথা বলেছেন তিনিই সেই খ্রীষ্ট এবং আজ পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্ণ হল।

তিনি বললেন, **'তিনি অভিষিক্ত বন্দিদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করার জন্য।'** কারা এই বন্দি? রাজা হেদোর ও রোমীয় সম্রাট যাদের বন্দি করে রেখেছেন তারা? প্রকৃত অর্থে এই জগত সংসারে আমরা অনেকভাবেই বন্দি আছি। শুধু যারা জেলে আছে তারাই বন্দি নয়। আমরা আমাদের গর্বের কাছে, অহংকারের কাছে, দর্পের কাছে, নানা রকম পাপ-স্বভাবের কাছে বন্দি হয়ে আছি। এছাড়া, আমরা নানা রকম নেশার কাছে– অর্থ, সোনারূপা, চাকচিক্য, বিলাসিতা ইত্যাদির কাছে বন্দি হয়ে আছি। আমরা নানা রকম কুসংস্কার, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কাছে বন্ধি হয়ে আছি। আমরা অনেক রোগ-শোকে বন্দি হয়ে আছি– বন্দি হয়ে আছি নানা রকম চিন্তার অসারতায়। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সেখান থেকে মুক্ত করতে চান। তিনি আমাদের এসব থেকে স্বাধীন করতে চান। কারণ প্রকৃত মানুষ কখনও বন্দি থাকতে পারে না। আর ঈশ্বরের সন্তানদের তো বন্দি থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না।

যীশু বলেছেন, **'প্রভুর আত্মা তাঁকে অভিষেক করেছেন আমাদের কাছে দৃষ্টিদান ঘোষণা করার জন্য।'** আমাদের অনেকেরই দৈহিক অন্ধত্ব আছে বটে। যীশু তাঁর সেবা-কাজের সময় অনেককে সেই অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আজ আমাদের যাদের চোখ আছে তারাও অনেক রকমভাবে অন্ধ। এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের অনেকেরই মনের চোখ অন্ধ, আমাদের হৃদয়ের চোখ অন্ধ, আমাদের জ্ঞানের চোখ অন্ধ। এই অন্ধত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দরকার। যীশুকে ঈশ্বর অভিষেক করেছেন যেন তিনি এসব অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারেন। ঈশ্বরের পুত্র এই জগৎ সংসারে এসেছেন যেন আমাদের জাগতিক ও আত্মিক অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যের আলো– প্রেমের আলো দেখাতে পারেন। আজকে এই বিশ্বে যীশুর নামে হাজারো প্রতিষ্ঠান কাজ করছে যেন পৃথিবীতে যে অন্ধত্ব আছে তা ঘুচিয়ে যীশুর নামে

তারা আলো জ্বালাতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতায় বন্দি হয়ে আছে। এখান থেকে তাদের মুক্ত করা দরকার। যীশুর শিষ্য হিসাবে তাদের মুক্ত করার দায়িত্ব এখন আমাদেরই, কারণ আমরা তাঁর অভিষিক্ত লোক।

তিনি বলেছেন, **‘তিনি নির্যাতিতদের নিস্তার করতে এসেছেন।’** ঈশ্বর যীশুকে অভিষেক করেছেন যেন নির্যাতিতরা নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়। তৎকালীন যিহূদী সমাজ ব্যবস্থায় ধনীদের দ্বারা, সমাজপতিদের দ্বারা, ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা, দাসত্ব প্রথার দ্বারা বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হতো। যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে মুক্ত করার জন্য অভিষেক পেয়েছেন। তিনি বিশেষ করে যারা নানারকম অসুস্থতার দ্বারা ও মন্দ-আত্মাদের দ্বারা নির্যাতিত ছিল তিনি তাদের সুস্থ করে মন্দ আত্মা ছাড়িয়ে তাদের মুক্ত করেছেন। আজকে আমাদের সমাজ জীবনে মানুষ অনেকভাবে নির্যাতিত। যীশু খ্রীষ্ট তাদের সকলকে মুক্ত করতে চান।

শেষতঃ তিনি বলেছেন যে, **‘তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন প্রভুর অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য।’** এই অনুগ্রহের বছর হল ঋণ ক্ষমা করার বছর। এ সময় দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এ সময় বন্ধকী বা ক্রয়কৃত ভূমি আগের মালিককে ফেরত দেওয়া হয়। এই সময়টি তাদের জীবনে ফিরে আসত ৭০ বছর পর পর। যীশুকে অভিষেক করা হয়েছে চিরকালীন অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য।

ঈশ্বর কাছে লোকেরা পাপের ঋণে আবদ্ধ। মানুষ মানুষের কাছে দাসত্বে আবদ্ধ। আমাদের জীবনরূপ ভূমি শয়তানের হাতে চলে গেছে। আজ যীশু চান তা আমাদের ফিরিয়ে দিতে। তিনি আমাদের মুক্তি দিতে চান। পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে চান। তাঁর অনুগ্রহ তিনি আমাদের দিতে চান।

আজ সবাই প্রচার করে খ্রীষ্টিয়ান বানাতে চায়, বাপ্তিস্ম দিয়ে সেই কাজ শেষ করতে চায়। কিন্তু বাস্তব লোকদের বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে চায় না। কিন্তু যীশু বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান করেছেন– এটাই মানুষের জীবনে সুখবর। একজন লোক যখন অসুস্থ তখন তার জীবনে সুখবর হল সেই অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ হওয়া। একজন লোক যখন দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত তখন তার কাছে সুখবর হল কিভাবে সেই দারিদ্রতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া। আমি আমার জীবনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাব– এটাই তো আমার জীবনের সুখবর হওয়া উচিত।

মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলো সমাধান না দিয়ে শুধু ধর্ম প্রচার সুখবর হতে পারে না। মুক্ত করার, স্বাধীন করার জন্যই যীশু খ্রীষ্ট অভিষেক পেয়েছেন এবং

তিনি আমাদেরকে মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অভিষেক দিয়েছেন যেন আমরা “মুক্ত করার” এই কাজটি করে যাই।
আজ যীশু স্বশরীরে এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে নেই। মণ্ডলীকে তিনি এই দায়িত্ব দিয়েছেন যেন আমরা সুসমাচার প্রচার করি, মুক্তি ঘোষণা করি, অন্ধদের দৃষ্টি দেই এবং নির্যাতিতদের নিস্তার করি এবং প্রভুর পরিত্রাণ বা নাজাত ঘোষণা করি। আজ আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে। প্রভুর শক্তি যাচঞা করতে হবে যেন পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অভিষেক করেন এসব সেবা-কাজের দায়িত্ব পালন করার জন্য।

দয়া করে আবারও প্রভুকে যে কারণে অভিষেক করা হয়েছিল সেই দিকে তাকাতে বলি। আর তিনি তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে আবারও সেই একই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন। আপনাদের মথি ২৫ অধ্যায়ে ৩৫-৪৫ পদটি পাঠ করে দেখতে আহ্বান জানাই। তিনি দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে আমাদের বলেছেন, “এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্রেরা, পৃথিবী পত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার অধিকারী হও। কেননা আমি ক্ষুধিত হয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়েছিলে; পিপাসিত হয়েছিলাম, আর আমাকে পান করিয়েছিলে; অতিথি হয়েছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; খালি গায়ে ছিলাম, আর আমাকে কাপড় পরিয়েছিলে; অসুস্থ হয়েছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করেছিলে; কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর আমাকে দেখতে এসেছিলে।” এটাই যীশুর দত্ত সুখবর যা তিনি তাঁর অভিষেকের সময় প্রকাশ করেছিলেন। এই কাজগুলো করার জন্য তিনি এসেছিলেন ও তিনি যতদিন এই পৃথিবীতে ছিলেন তিনি তা করেছেন। আর এখন বলছেন, তিনি যখন দেখতে পাবেন ধার্মিক লোকেরা এই কাজগুলো করেছেন, তাদেরকে বলবেন, “আমার পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্তেরা”।

তখন জবাবে পিতার এই আশীর্বাদ প্রাপ্তরা তাঁকে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখে ভোজন করিয়েছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখে পান করিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে মেহমান দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে অসুস্থ কিংবা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেখে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?

তখন তিনি বলবেন আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের– এই ক্ষুদ্রতমদের– অর্থাৎ এই গরীবদের মধ্যে এক জনের প্রতি যখন তা করেছিলে, তখন

আমারই প্রতি করেছিলে।

যীশু আজও চান যেন আমরা এই কাজগুলো করি। এটা আমাদের দায়িত্ব। আর আমরা যদি ধার্মিক লোক হই, তাঁর মণ্ডলীর হই, তাঁর পিতার সন্তান হই, তবে আমাদের এই কাজগুলো করে যেতে হবে কারণ এখানেই রয়েছে সত্যিকারের সুসমাচার– যা আমাদের প্রচার করা ও পালন করা প্রয়োজন।

আসুন, আমরা আমাদের অভিষেকের প্রতি একটু ফিরে তাকাই। প্রভুর লোক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসি এবং প্রভুতে সমর্পিত হই।

খ্রীষ্ট আমাদের রাজা ও আমাদের মহাপুরোহিত

"অতএব, হে পবিত্র ভাইয়েরা, স্বর্গীয় আহ্বানের অংশীদারেরা, যিনি আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির প্রেরিত ও মহাপুরোহিত, তোমরা সেই যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখ।" ইব্রীয় ৩:১

আজকের আলোনার জন্য গীত ১১০ অধ্যায় বেছে নিয়েছি কারণ বেশ কয়েকদিন ধরে এই বিষয়ে একটু চিন্তা করছিলাম। আমি বিশ্বাস করি আমরা যারা ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝবার জন্য ক্ষুধার্ত মন নিয়ে অপেক্ষা করি তাদের কাছে এটি ভাল লাগবে। গীত ১০ অধ্যায়টিকে আমরা কোন্ চোখে দেখছি আর কিভাবেইবা বুঝছি? আমরা যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী আমরা প্রায়ই গর্ববোধ করি যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে কারণ পুরো পবিত্র বাইবেলে, কি পুরাতন বা নতুন নিয়মে সব জায়গায়ই তাঁর কথা পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে তাঁর পুরো জীবন চিত্রায়িত হয়েছে। সত্যি এসব দেখে ও এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আমরা আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে গর্ববোধ করি। কারণ আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের বিশ্বাস সত্যি।

আমরা যখন গীত ১১০ অধ্যায় নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তখন তা আমাদের বিশ্বাসকে আরও গভীরতায় পৌঁছে দেয়। এটি খ্রীষ্টানদের কাছে কেন্দ্রীয় চরিত্র যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক পুরোহিত-রাজা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই গীতটি (বিশেষ করে এর দুটি সংক্ষিপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী, (পদ ১, ৪) পবিত্র নতুন নিয়মে বারবার খ্রীষ্টের প্রতি সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গীত ২ অধ্যায়ের মত এখানেও অভিষেক

সংক্রান্ত বিষয়ের আভাস রয়েছে যা দায়ূদের রাজবংশের নতুন রাজার অভিষেক গ্রহণের সময় ব্যবহারের জন্য রচনা করা হয়েছিল। খ্রীষ্টিয় যুগের সূচনা হওয়ার আগেই যিহূদীরা তা মশীহের জন্য ব্যবহার করতো।

এই গীতটিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট (মথি ২২:৪৩-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লূক ২০:৪২-৪৪ পদ), প্রেরিত পিতর (প্রেরিত ২:৩৪-৩৬ পদ) এবং ইব্রীয় পুস্তকের রচয়িতা (ইব্রীয় ১:১৩; ৫:৬-১০; ৭:১১-২৮ পদ) নতুন নিয়মে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এই গীতটিকেই সমগ্র গীতসংহিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর গীত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। যদি তাই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে রাজা দায়ূদ স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে (২ শমূ ২৩:২ পদ) তাঁর বংশের মহান বংশধরের জন্য একটি অভিষেক গীত রচনা করেছেন, যাঁর কথা ভাববাদীরা দায়ূদের সময়ের আরও পরে বলতে শুরু করেছেন। তবে এটাও হতে পারে যে, রাজা দায়ূদ তাঁর পুত্র শলোমনের অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য এই গীতটি রচনা করেছেন, যাঁকে তিনি এখানে 'আমার প্রভু' বলে উচ্চারণ করেছেন তাঁর পুত্রের নতুন পদমর্যাদার জন্য। শলোমনকে রাজা হিসেবে অভিষেক দানের কারণে বৃদ্ধ রাজা দায়ূদের চেয়ে শলোমনকে অপেক্ষাকৃত উঁচু পদমর্যাদায় আসীন হয়েছেন এবং এ কারণে তিনি হয়তোবা নিজের অজান্তেই এমন একটি কথা বলে ফেলেছেন যার এক সুগভীর ও নিগূঢ় অর্থ রয়েছে এবং তিনি নিজেই তা সে সময় জানতেন না। শমূয়েল, রাজাবলি ও বংশাবলি পুস্তক থেকে আমরা রাজা দায়ূদ সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে করে এটিই এই গীতের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা। তবে সেই সময় দায়ূদ খুব বৃদ্ধ ছিলেন বলে লেখার মত অবস্থায় তিনি ছিলেন কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে তিনি তাঁর দর্শনে খ্রীষ্টকে যে অবস্থায় দেখেছেন সেই অবস্থার কথাই তিনি এই গীতি বর্ণনা করেছেন।

এই গীতটিকে দুটি সমান অংশে বিভক্ত করা যায় (পদ ১-৩ ও ৪-৭)। দুটি অংশেই একটি করে মোট দুটি ভবিষ্যদ্বাণী মূলক উক্তি রয়েছে (পদ ১, ৪) যার পরে রয়েছে বিষয়বস্তু ভিত্তিক ও কাঠামো ভিত্তিক বিশেষ ব্যাখ্যা। এবার আসুন গীতটির ভিতরে যে শব্দাবলি ও বিষয়াবলি ব্যবহার করা হয়েছে তার দিকে একটু নজর দিই। প্রথমত আমরা প্রথম তিনটি পদকে (১-৩) একটি অনুচ্ছেদ হিসাবে দেখতে পাই। এই অনুচ্ছেদে সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিধান ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অভিষিক্ত জনকে তাঁর বিরোধিতাকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করছেন।

১১০:১ পদটি প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে খ্রীষ্টকে আমার প্রভু বলা হয়েছে অর্থাৎ তিনি দায়ূদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান শাসক, সেদিক থেকে তিনি দায়ূদের উপরের পদমর্যাদা সম্পন্ন (মথি ২২:৪৪-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লূক ২০:৪২-৪৪; প্রেরিত ২:৩৪-৩৫; ইব্র ১:১৩ পদ ও তার পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করুন)।

ডান দিকে বস: একজন রাজার পাশে সবচেয়ে সম্মানের স্থানে তাঁকে বসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (৪৫:৯; ১ রাজা ২:১৯ পদ)। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পরে দ্বিতীয় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন নিয়েমের ব্যাখ্যা অনুসারে বহুবার যীশু খ্রীষ্টকে এই স্থানে উপবিষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে (মথি ২৬:৬৪; মার্ক ১৪:৬২; ১৬:১৯; লূক ২২:৬৯; প্রেরিত ২:৩৩; ৫:৩১; ৭:৫৫-৫৬; রোমীয় ৮:৩৪; ইফি ১:২০; কল ৩:১; ইব্রী ১:৬; ৮:১; ১০:১২; ১২:২ পদ দেখুন)।

এরপর লক্ষ্য করুন তোমার শত্রু ও তোমার পাদপীঠ শব্দ দুটি। এর সঙ্গে ইব্রীয় ১০:১২-১৩ পদ দেখুন। প্রাচীন শাসকগণ অনেক সময় পরাজিত শত্রুদের মাথার উপরে নিজেদের পা রেখে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করতেন (যিহোশূয় ১০:২৪ পদ দেখুন)। সিংহাসনের অংশ হিসেবে রাজার পা রাখার স্থান সম্পর্কে আরও দেখুন ২ বংশাবলী ৯:১৮ পদ। প্রেরিত পৌল এই কথাগুলোকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ১ করি ১৫:২৫; ইফি ১:২২ পদে।

এরপর এই গীতের দ্বিতীয় পদটি লক্ষ্য করুন (১১০:২)। সেখানে প্রয়োগ করা বাক্যগুলো দেখুন যেখানে বলা হয়েছে: তোমার পরাক্রমদণ্ড প্রেরণ করবেন অর্থাৎ তোমার রাজ্যের পরিধি আরও বৃদ্ধি করবেন যে পর্যন্ত না তোমার শত্রুতা করার মত কোন রাজ্য অবশিষ্ট থাকে। ***সিয়োন থেকে:*** দায়ূদের রাজধানী (২ শমূ ৫:৭, ৯ পদ দেখুন), কিন্তু একই সাথে ঈশ্বরের রাজকীয় নগরী (৯:১১ পদ), যেখানে তিনি মহান রাজা হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনা করেন (গীত ৪৬; ৪৮ অধ্যায়; ১৩২:১৩-১৮ পদ)। সদাপ্রভু ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাঁর উদীয়মান রাজ্যের প্রতিনিধি শাসক হিসেবে নির্বাচিত।

এবার ১১০:৩ পদে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছগুলো দেখুন। ***স্বেচ্ছায় দত্ত উপহার:*** আক্ষরিক অর্থে "স্বেচ্ছায় দেওয়া উৎসর্গ" অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে নিবেদিত প্রাণ সৈনিক

হিসেবে উৎসর্গ করবে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে পারে (বিচার ৫:২ পদ) – যেভাবে ইস্রায়েলীয়রা মরুভূমিতে সাক্ষ্য-সিন্দুক নির্মাণের সময় নিজেদের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করেছিল (যাত্রা ৩৫:২৯; ৩৬:৩ পদ)। সে অনুসারে প্রেরিত পৌল বলেছেন খ্রীষ্টের অনুসারীরা নিজেদের দেহ "জীবন্ত উৎসর্গ" হিসেবে উৎসর্গ করে থাকে (রোমীয় ১২:১) এবং তিনি নিজেকে "পানীয় নৈবেদ্য" হিসেবে উৎসর্গ করার কথা বলেছেন (ফিলি ২:১৭); এর সাথে ২ করি ৮:৫ পদও দেখুন।

সংগ্রহ দিনে ... পবিত্র শোভায়: যদি এখানে সদাপ্রভুর অভিষেক গ্রহণের আড়ম্বরের কথা বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে এখানে তাঁকে রাজকীয় মহিমা ও গৌরবের পোশাকে আবৃত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যদি এখানে রাজার সহচর সৈনিকদের কথা বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত বলা হচ্ছে তারা পুরোহিতদের মত সাদা পোশাকে আবৃত, কারণ তারা প্রত্যেকে ধর্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত (১ শমূ ২১:৪-৫ পদ দেখুন) এবং সকালে যেমন শিশির ঝরে পড়তে থাকে সেভাবে রাজার শিবিরে তারা আসছে এবং সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এবার গীতটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (১১০:৪-৭) চোখ রাখুন। এই অনুচ্ছেদে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে সিয়োনের উপরে পুরোহিত-রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত করবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আগত সমস্ত শক্তির উপরে তাঁকে বিজয়ী করবেন।

১১০:৪ পদে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়: ***সদাপ্রভু শপথ করলেন:*** এর আগে তিনি শপথ করেছিলেন যে, তিনি চিরকালের জন্য দায়ূদের রাজবংশকে সুরক্ষিত রাখবেন (৮৯:৩৫-৩৭ পদ)। ইব্রীয় পুস্তকের রচয়িতা এই শপথের শক্তিকে আরও বিধৃত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন (ইব্রীয় ৬:১৬-১৮; ৭:২০-২২ পদ)। অনন্তকালীন পুরোহিত, মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে। রাজা দায়ূদ ও সদাপ্রভু তাঁর বংশধরগণ হবেন ঈশ্বরের শাসন ও কর্তৃত্বের প্রতিনিধি। তাঁরা সদাপ্রভুর কর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করবেন, যেমন সাক্ষ্য-সিন্দুক রক্ষণাবেক্ষণ করা ও মন্দির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্দিরের সমস্ত উপাসনার কার্যক্রম পরিচালনায় পুরোহিত ও লেবীয়দের কাজের তত্ত্বাবধান করা। এই সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা এমন কি মহাপুরোহিতের চেয়েও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হিসেবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু পুরোহিত হারোণের সময় থেকে পুরোহিতের জন্য যে সকল দায়িত্ব নির্ধারিত রাখা হয়েছে সেসব

দায়িত্ব পালনে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না (২ বংশা ২৬:১৬-১৮ পদ)। এই পদের বার্তা অনুসারে দায়ূদের বংশধরকে ঈশ্বর মল্কীষেদকের রীতি বা প্রথা অনুসারে সিয়োনের পুরোহিত-রাজা হিসেবে অভিষেক দিয়েছেন। এই মল্কীষেদক হচ্ছেন অব্রাহামের সময়ে যিরূশালেমে দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপুরোহিত (আদি ১৪:১৮, ২০ পদ)। এমনই একজন পুরোহিত-রাজা হিসেবে তিনি হারোণ ও তাঁর বংশধরদের চেয়ে আরও ক্ষমতাশালী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুরোহিত-রাজাকে এক জন ব্যক্তিকে একীভূত করা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সখরিয় ৬:১৩ পদ। যীশু খ্রীষ্টের পৌরহিত্য প্রসঙ্গে এই অংশটির অর্থ হচ্ছে ইব্রীয় ৭ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।

অনন্তকালীন: চিরস্থায়ী ও অমোচনীয়ভাবে; সম্ভবত যোহন ১২:৩৪ পদে এই অংশের বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হয়েছে।

এরপর এই গীতের (১১০:৫) এই বাক্যটি লক্ষ্য করি: তোমার ডান পাশে প্রভু অবস্থিত অর্থাৎ যুদ্ধে ঈশ্বর তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি তাঁর সহবর্তী থাকবেন (পদ ২ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১০৯:৩১ পদ)। অনেকে মনে করেন এখানে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে: প্রভু (দায়ূদের বংশধর) তোমার (ঈশ্বরের) ডান পাশে অধিষ্ঠিত (১ পদের মত)। তাঁর ক্রোধের দিনে বাক্যটির সঠিক অর্থ বুঝবার জন্য আমরা খ্রীষ্ট বিষয়ক গীত ২:৫ পদ দেখতে পারি, যেখানে বলা হয়েছে, “তখন তিনি ক্রোধে তাদের কাছে কথা বলবেন, কোপে তাদেরকে বিহ্বল করবেন।”

গীতটির ছয় পদে (১১০:৬) তিনি শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এর মানে হল সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জন যাঁকে সদাপ্রভু এই কাজের জন্য মনোনীত করে রেখেছেন। তিনি মৃতদেহ দিয়ে দেশ পরিপূর্ণ করবেন অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি কল্পিত চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে (যা রাজা দায়ূদ তাঁর বিজিত যুদ্ধগুলো থেকে গ্রহণ করেছেন) যেখানে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জন ঈশ্বরের রাজ্যের সমস্ত শত্রুদেরকে পরাজিত করে তাদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (২:৯ পদ দেখুন; প্রকা ১৯:১১-২১ পদ দেখুন)।

পরিশেষে গীতটির শেষ পদে (১১০:৭) স্রোতের জল পান করবেন কথার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের এই তীব্রতার মধ্যেও তিনি সজীবতার স্পর্শ দান করবেন এবং তিনি “মাথা তুলবেন” ও তাঁর সমস্ত শত্রুদেরকে নিঃশেষ করে দেবেন বলে নিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন।

এই গীতটির মধ্য দিয়ে পুরোহিত-রাজা হিসাবে যীশু খ্রীষ্টের গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদের

কার্যক্রম দেখতে পাই যা রাজা দায়ূদ তাঁর গীতে প্রকাশ করেছেন আর আমরা যারা তাঁর ভক্ত আমরাও এই হিসাবেই তাঁকে দেখে থাকি। আমেন।

খ্রীষ্ট যীশুর প্রার্থনা ও আমাদের প্রার্থনা

"কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ভিতরের ঘরে প্রবেশ করো, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন।" মথি ৬:৬

ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা সেই আদিকাল থেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পবিত্র বাইবেলের ভাষায় যে লোকদের আমরা বিশ্বাসের আদিপুরুষ বলে থাকি তাঁরাও তাদের জীবনের বেশীরভাগ সময় প্রার্থনায় কাটিয়েছেন। লূক লিখিত সুখবরের ১১:১ পদে আমরা পাঠ করি, "এক সময়ে তিনি (যীশু) কোন স্থানে প্রার্থনা করছিলেন; যখন শেষ করলেন, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এক জন তাঁকে বললেন, প্রভু, আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিন, যেমন যোহনও তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।" সেই প্রথম মণ্ডলীর দিনগুলোর মত আমাদের বর্তমান দিনেও 'প্রভুর প্রার্থনা' সম্বন্ধে আমরা অনেক গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করে থাকি। যে পদটি আমরা পাঠ করেছি সেখান থেকে জানতে পারি যে, একজন নাম না জানা শিষ্য যীশু খ্রীষ্টের কাছে তাঁর অন্তরের একটি ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে একটি 'স্পার্ক' সৃষ্টি করেছিলেন যার কারণে আমরা এত সুন্দর একটি প্রার্থনা পবিত্র শাস্ত্রে দেখতে পাই যা আমরা প্রতি উপাসনার সময় উচ্চারণ করে থাকি। আমরা এখান থেকে জানতে পারি যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিষয়টি যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেছিল, যে কারণে যীশু খ্রীষ্ট এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছিলেন এখন যাকে আমরা 'প্রভুর প্রার্থনা' বলে থাকি। আমরা প্রায়ই প্রার্থনা করি, প্রার্থনার বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করি, আমরা আমাদের প্রার্থনা মণ্ডলীতে প্রকাশ করি, কিন্তু কতজন আমরা অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা শিক্ষা করতে চাই, যেমন করে শিষ্যরা প্রার্থনা শিক্ষা করতে চেয়েছিলেন?

খ্রীষ্ট যীশুর প্রার্থনা ও আমাদের প্রার্থনা

আমরা কি কেউ কখনও প্রশ্ন করি যে, কেন যীশু খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছেন? কেন নিরি-বিচ্ছিন্নভাবে প্রার্থনা করেছেন? কেন সারারাত ধরে প্রার্থনা করেছেন? হ্যাঁ, সত্যিই তিনি প্রার্থনা করেছেন আর আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনার জীবন দেখে প্রার্থনা শিক্ষা করতে আগ্রহী হয়ে উঠি। যদিও সুখবরগুলোতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয় নি কিন্তু তাঁর প্রার্থনার জীবন সম্পর্কে কিছু খণ্ডচিত্র দেওয়া হয়েছে যা থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য অনেক কিছু শিক্ষা করতে পারি। এ সমস্ত খণ্ডচিত্র যীশু খ্রীষ্ট কেন প্রার্থনা করেছেন তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। যদিও যীশু খ্রীষ্ট কেন প্রার্থনা করেছেন এই বিষয়টি আমাদের অনেক খ্রীষ্টানকে ধাঁধায় ফেলে দেও কারণ যীশু খ্রীষ্ট নিজে ঈশ্বর ছিলেন তবে কেন তাঁর প্রার্থনা করার দরকার ছিল?

ধর্মতাত্ত্বিক ভাবে যদি বলি, তবে কমপক্ষে তিনটি কারণ দেখা যায় যে কারণে যীশু প্রার্থনা করেছেন। প্রথমত: যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে দৃষ্টান্ত হতে চেয়েছেন। তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন আমরা তা করি ও তাঁর কাছ থেকে শিখি। দ্বিতীয়ত: তিনি যখন মানুষ হলেন তখন তাঁর মধ্যে দুটি সত্ত্বাই ছিল– ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব। তাঁর মানবত্ব অনুসারে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। একজন যিহূদীর যেমন প্রার্থনা করে, তেমনি যীশুও প্রার্থনা করেছেন। তৃতীয়ত: ত্রিত্ব অনুসারে এটা অনুমোদিত ছিল, একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ রক্ষা করা। প্রার্থনা ছিল সেই যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যম। সেজন্যই আমরা পুত্র-ঈশ্বরকে পিতা-ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখি।

যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রার্থনা আমাদের জীবনের জন্য একটি আদর্শ। তিনি যেমনভাবে তাঁর প্রার্থনার জীবন কাটিয়েছেন আমাদেরও তা করা উচিত কারণ আমরা তো তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। তিনি আমাদের মডেল ও আদর্শ। আসুন, দেখি তিনি কিভাবে তাঁর প্রার্থনার জীবন সাজিয়েছিলেন।

ক. যীশু খ্রীষ্ট অন্যদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। মথি ১৯:১৩ পদে আমরা পাঠ করি: "তখন কতগুলো শিশু তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের উপরে হাত রাখেন ও তাদের জন্য আশীর্বাদ করেন।" যোহন ১৭:৯ পদে বলে: "আমি তাদেরই জন্য নিবেদন করছি; পৃথিবীর জন্য নিবেদন করছি না, কিন্তু যেসব আমাকে দিয়েছ, তাদের জন্য নিবেদন করছি; কেননা তারা তোমারই।" এতে আমরা বুঝতে পারি যে, মধ্যস্থাতাকারী প্রার্থনা কি এবং কেন তা করতে হবে। তিনি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করেছেন বলে আমাদের অন্যদের প্রয়োজনগুলোকে সামনে রেখে সর্বশক্তিমান পিতা-

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

খ. যীশু খ্রীষ্ট অন্যদের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। লূক ৯:২৮ পদে আমরা পড়ি, "এসব কথা বলবার পরে অনুমান আট দিন গত হলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে উঠলেন।" যদিও তিনি একাকী প্রার্থনা করতেন তবুও তিনি জানতেন যে, অন্যের সঙ্গে প্রার্থনা করার অর্থ বা এর মূল্য কতখানি। আমরা প্রেরিত ১:১৪ পদে এর গুরুত্ব দেখতে পাই যে, বিশ্বাসীরা একত্র হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন...। সুতরাং আমাদের শুধু অন্যদের জন্য নয় কিন্তু অন্যকে সঙ্গে নিয়েও প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

গ. যীশু খ্রীষ্ট একাকী প্রার্থনা করেছেন। লূক ৫:১৬ পদে লেখা আছে, "কিন্তু তিনি কোন না কোন নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতেন।" যীশু খ্রীষ্ট জানতেন অন্যকে নিয়ে প্রার্থনা করার মূল্য কি ও অন্যদের জন্য প্রার্থনা করার মূল্য কি। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, একাকী প্রার্থনা করার মূল্য কতখানি ও তার নিবেদন কতখানি। গীত ৪৬:১০ পদে পড়ি: "তোমরা ক্ষান্ত হও; জেনো, আমিই ঈশ্বর; আমি জাতিদের মধ্যে উন্নত হব, আমি পৃথিবীতে উন্নত হব।" ঈশ্বরের সামনে 'ক্ষান্ত' হবার জন্য আমাদের একা হতে হবে যেন সবটুকু দিয়ে আমরা নিজেদের তাঁর চরণে সমর্পণ হতে পারি।

ঘ. যীশু প্রকৃতির সঙ্গে প্রাকৃতিক স্থানে প্রার্থনা করেছেন। গীত ১৯:১ বলে: "আ-কাশ ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে, আকাশের শূন্যস্থান তাঁর হস্তকৃত কাজ জ্ঞাপন করে।" ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সুন্দর এক প্রাকৃতিক স্থান কতনা ভাল উপায় হতে পারে! লূক ৬:১২ পদ বলে: "সেই সময়ে তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বের হয়ে পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত রাত যাপন করলেন।" যীশু হয়তো সিনাগগে বা মন্দিরে যেতে পারতেন প্রার্থনা করার জন্য। কিন্তু তিনি যখনই প্রার্থনা করতেন তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ বেছে নিতেন কারণ ওটা তাঁর পিতার তৈরি করা স্থান যেখানে তিনি পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উপযুক্ত মনে করতেন। আমরা বেশীরভাগ সময় মানুষের হাতে গড়া কোন সুন্দর উপাসনালয়ে গিয়ে প্রার্থনা করতে পছন্দ করি ও মনে মনে বলি প্রার্থনা করার জন্য এটা হয়তো উত্তম একটি স্থান। কিন্তু আমাদের পিতার তৈরি কোন প্রাকৃতিক স্থান হয়তো প্রার্থনার জন্য সর্বত্তোম স্থান হয়ে উঠতে পারে– যেখানে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে সক্ষম হই।

ঙ. যীশু দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা করতেন। লূক ৬:১২ পদ বলে, “আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত রাত যাপন করলেন।” যীশু খ্রীষ্ট প্রায়ই সারা রাত ধরে প্রার্থনা করতেন। যদি দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা তাঁর জন্যই প্রয়োজন হতো তবে তা আমাদের জন্য আরও কত না প্রয়োজন!

চ. যীশু খ্রীষ্ট সব সময় (রেগুলারলি) প্রার্থনা করতেন। লূক ৫:৬ পদে পাঠ করি, “যীশু প্রায়ই নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রার্থনা করতেন।” “প্রায়ই” শব্দ থেকে আমরা বুঝি তিনি মাঝেমধ্যে বা একটু সময় বাদে বাদে প্রার্থনা করতেন। এর মানে হল তিনি প্রায় সময়ই প্রার্থনা করার জন্য নির্জন স্থানে যেতেন। আমরা যখনই সুখবরে যীশুর প্রার্থনার কথা পড়ি, তার মানে হল তিনি সব সময়ই প্রার্থনা করতেন ও নির্জন স্থানে মানে প্রাকৃতিক স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। প্রেরিত পৌল আমাদের সব সময় প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন, কারণ তিনি প্রভুকে অনুসরণ করতেন আর আমাদেরও তা অনুকরণ করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন।

ছ. যীশু খ্রীষ্ট অন্তর থেকে প্রার্থনা করতেন। যীশু লোক দেখানো, মনভুলানো কথায়, বা কথার ফুলঝুরি দিয়ে প্রার্থনা সাজাতেন না। কিন্তু তিনি অন্তরকে ভেঙ্গেচুরে খানখান করে প্রার্থনা করতেন যেখানে হৃদয় থেকে আবেদন-নিবেদন, লোকদের জন্য ভালবাসা ও ঈশ্বরের জন্য ভালবাসা দেখা যেত। এমনই একটি প্রার্থনা আমরা যোহন ১৭ অধ্যায়ে দেখতে পাই, যেখানে তিনি নিজের জন্য, তাঁর সহকারী শিষ্যদের জন্য ও সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য ও অনাগত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। আমরা যখন প্রার্থনা করি আমাদের সেই প্রার্থনায় সেই রকম নিবেদন থাকা বাঞ্ছনীয়।

জ. যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রার্থনা করতেন। তিনি যোহন ৪:২৪ পদে বলেন, “ঈশ্বর আত্মা; যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মায় ও সত্যে তাদের সেই উপাসনা করতে হবে।” তা ছাড়া তিনি যোহন ৮:৩২ পদে বলেছেন, “তা ছাড়া আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে।” সত্যিকারের প্রার্থনা দাবী করে যেন আমরা সত্যিকারের ঈশ্বরকে জানি ও তাঁর সত্য জানি। তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়েই আমরা সত্য জানতে পারি।

ঝ. যীশু খ্রীষ্ট অবিরত ভাবে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। লূক ১৮:১ পদে পাই, “নিরুৎসাহিত না হয়ে তাঁদের সব সময়ই যে প্রার্থনা করা উচিত, এই বিষয়ে তিনি শিষ্যদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি বললেন।” এখানে তিনি যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতে তিনি

বুঝিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রার্থনা করতে থাকি ও ঈশ্বরের জন্য ও তাঁর সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকি।

ঞ. যীশু খ্রীষ্ট জানতেন যে, তাঁর সমস্ত প্রার্থনার বিষয়ই যে উত্তর দেওয়া হবে তা নয়– যেমনটা আশা করা হয়ে থাকে। মথি ২৬:৩৬-৪৪ পদ এই কথা বলে যে, তিনি তিনবার গেৎসীমানী বাগানে প্রার্থনা করেছেন, তারপরও তিনি বলেছেন, "তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক।" আমাদের খ্রীষ্টিয়ান জীবনেও এমন অনেক প্রার্থনা আছে যার উত্তর আমরা পাই না। কিন্তু আমাদেরও একই ভাবে পিতা-ঈশ্বরকে বলা উচিত "তোমার ইচ্ছাই সিদ্ধ হোক– আমার ইচ্ছা নয়।"

আমরা যারা যীশুকে অনুসরণ করতে চাই– তাঁর প্রার্থনার জীবন আমাদের জীবনে রপ্ত করতে চাই, আসুন তাঁর প্রার্থনার মডেলটি আমাদের জীবনে রপ্ত করি। তাতে আমরাও একটি শক্তিশালী প্রার্থনার জীবন আমাদের মধ্যেই আবিষ্কার করতে সমর্থ হব।

পবিত্র বাইবেলে মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা ও এর প্রভাব

প্রার্থনা খ্রীষ্টিয় জীবনে এক অতি উত্তম মুহূর্ত। প্রার্থনাহীন খ্রীষ্টিয় জীবন একটি অসম্ভব জীবন। আমাদের জীবনের প্রথম প্রার্থনা আমরা মায়ের কাছে বা বাবার কাছেই শিখে থাকি। আমরা তাদের তাদের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে করতে প্রার্থনা করতে শিখি। এর পর সাণ্ডেস্কুলে, মণ্ডলীতে আমরা প্রার্থনায় অংশ নিয়ে থাকি ও প্রার্থনার বিষয়ে নান রকম শিক্ষা লাভ করি। সময়ের প্ররিক্রমায় প্রার্থনা আমাদের প্রতি দিনের জীবন-যাপনের অংশ হয়ে ওঠে। আজ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি আমরা যাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করছি সেই যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনা এবং তাঁকে দেখেই আমরা মূলত প্রার্থনা কিভাবে করতে হয় তা পুনাঙ্গভাবে ভাবে শিক্ষা লাভ করি।

আজকে আমরা একটু ভিন্নভাবে বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। পবিত্র বাইবেলে অনেক প্রার্থনা রয়েছে যাকে আমরা মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা বলে আখ্যায়িত করতে পারি। সেখানে দেখাতে পাই যে, যিনি প্রার্থনা করছেন প্রার্থনাটি আসলে তাঁর নিজের জন্য নয় কিন্তু অন্যের জন্য বিশেষ করে তাঁর লোকদের জন্য বা তাঁর জাতির জন্য অথবা সমস্ত পৃথিবীর লোকদের জন্য। কারণ যিনি প্রার্থনা করছেন তিনি মনে করেছেন তাঁর লোকদের বা তাদের কোন বিষয়কে মহান ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব এবং এই কাজের জন্যই তিনি এই পৃথিবীতে রয়েছেন। এমন মনোভাব

নিয়ে যে প্রার্থনা তাকেই মূলত আমরা মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা বলে আখ্যায়িত করতে পারি। এই প্রার্থনা একেবারে বড় পরিসর থেকে একেবারে ছোট পরিসরে পর্যন্ত হতে পারে।

এরকম একটি প্রার্থনা আমরা আদিপুস্তক ১৮:১৬-৩৩ পদে লক্ষ্য করি। বিশ্বাসের আদিকর্তা অব্রাহাম ছিলেন মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনারও আদিকর্তা। তাঁর ভাইপো লোট তাঁর কাছ থেকে চলে গিয়ে সদোম শহরে বাস করছিলেন আর অব্রাহাম জানতে পেরেছিলেন যে, পাপের কারণে সেই শহর ঈশ্বর ধ্বংস করতে চলেছেন। অব্রাহাম জানতেন তাঁর ভাইপো একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ তাই তিনি তাঁর ভাইপোকে রক্ষা করার জন্য এই মধ্যস্থাতাকারী প্রার্থনা তুলে ধরেছিলেন যেন তিনি ও তাঁর পরিবার রক্ষা পান। আমরা এই ঘটনার বিবরণে জানতে পারি যে, যদিও সদোম ও ঘমোরা শহর ও তাঁর আশেপাশের জায়গাগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরের দূতগণ লোট ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন। শুধু স্বর্গদূতদের কথার অবাধ্য হওয়ার করণে লোটের স্ত্রী লবণের স্তম্ভ হয়ে গিয়েছিলেন।

পবিত্র বাইবেলে যে সমস্ত মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার কথা রেকর্ড করা হয়েছে এটি তার মধ্যে অন্যমত যেখানে আমরা শিখি কিভাবে মহান ঈশ্বরের কাছে বিনতি করতে হয় অন্যকে– বিশেষভাবে আপনজনদের, জাতির লোকদের, মণ্ডলীর লোকদের রক্ষা করার জন্য। অব্রাহাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, লোটকে রক্ষা করা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব– তাঁর যাজকীয় দায়িত্ব আর তিনি তাঁর বিনতির মাধ্যমে লোটকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই মোশির জীবনে। তিনি একটি নতুন জাতির জনক, তাঁর হাত দিয়েই ইস্রায়েলীয় জাতি জাতি হিসাবে মিশর দেশ থেকে বের হয়ে আসে। তারা অনেক আশ্চর্যঘটনার সাক্ষী হয়ে যখন সিনাই পর্বতের পাদদেশে তখন এই নতুন জাতির জন্য কিছু আইন-কানুন দেবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মোশিকে সিনাই পর্বতে ডেকে নেন এবং তিনি সেখানে ৪০ দিন ও ৪০ রাত অবস্থান করেন। তিনি যখন সেখান থেকে নীচে নেমে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে, ইস্রায়েলীয়রা এক গরুর মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করছে কারণ তারা মনে করেছিল যে মোশি তাদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কি হয়েছে তারা তা জানে না। তাই নতুনভাবে নেতৃত্ব দেবার জন্য এক গোবৎস তৈরি করে তাকে তারা তাদের দেবতা মেনে পূজা

করছিল। এতে ঈশ্বরের ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল। আমরা যাত্রা ৩২:১০ পদে দেখতে পাই ঈশ্বর মোশিকে বলছেন: "এখন তুমি ক্ষান্ত হও, তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হোক, আমি তাদেরকে সংহার করি, আর তোমার মধ্য থেকে একটি বড় জাতি উৎপন্ন করি।" এই কথা বলে তিনি তাদের ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোশির বিনতি ও প্রার্থনার ফলে সেদিন ইস্রায়েলীয়রা রক্ষা পেয়েছিল। এই সময় মোশি ইস্রায়েলীয়দের বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে কারণ দেখিয়েছিলেন যেন তাদের ধ্বংস করা না হয়। মোশির বিনতিতে ঈশ্বর তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন আর সেই যাত্রায় তারা বেঁচে গিয়েছিল। এরকম আরো বেশ কয়েকটি ঘটনায় তিনি ইস্রায়েলীয়দের জন্য মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা করেছিলেন যেন ইস্রায়েলীয়দের জন্য ঈশ্বরের যে ক্রাধ উৎপন্ন হয়েছিল তার নিরসন হয় ও তারা মারা না পড়ে। মরুভূমিতে ৪০ বছর থাকা কালে অনেক বার তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল যার ফলে মোশিকে এই মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা করতে হয়েছিল।

মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার আরেকটি বড় ঘটনা আমরা দেখতে পাই ভাববাদী দানিয়েলের সময়ে। দানিয়েল ৯:১-২৪ পদে এই মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনাটি দেখা যায়। আমরা জানি যে, দানিয়েল ভাববাদীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ব্যাবিলনে। তারা সেখানে বন্দি জীবন কাটাচ্ছিলেন। তবুও তিনি রাজার ডান হাত হয়েছিলেন ও তার উপদেষ্টা হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, ভাববাদী যিরমিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সত্তর বছর শেষ হতে চলেছে। এর পরই তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে। এই সত্য জেনে তিনি ইস্রায়েলীয় জাতির জন্য– তাঁর নিজের জাতির জন্য প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। দানিয়েল ৯:১-২৪ পদে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দানিয়েল তাঁর এই প্রার্থনায় চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন যে, আমরা পাপ করেছি। তোমার আইন-কানুন অনুসারে জীবন-যাপন করি নি। তিনি তাঁর ও তাঁর জাতির হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন আর ঈশ্বর তাঁর সেই প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রহণ করার প্রমাণস্বরূপ তিনি গাব্রিয়েল দূতকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মধ্যস্থ্যতাকারী সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় প্রার্থনাটি দেখা যায় নতুন নিয়মের যোহন ১৭ অধ্যায়। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের শেষ সময়কার প্রার্থনা। তিনি জানতেন আর বেশী সময় তাঁর হাতে নেই। কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে নিস্তার-পর্বের মেষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজের জীবনকে এই মানব জাতির পাপের জন্য উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু তিনি

যে শিষ্যদের দল, এবং সাধারণ শিষ্যমণ্ডলী ইতিমধ্যেই তাঁকে বিশ্বাস করেছে– মেনে নিয়েছে যে, তিনিই খ্রীষ্ট, মুক্তিদাতা তাদের কি হবে! তাই তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় তুলে ধরেছেন যেন তারা এক হয়। কারণ তিনি জানতেন যে, যে সময় সামনে আসছে সেই সময়ে এই 'একতা' তাদের বড় দরকার। তাই তিনি প্রচণ্ড আবেগে এই প্রার্থনা করেছেন, "হে পিতা, আমি ও তুমি যেমন এক, এরাও যেন এক হয়।" এছাড়া তিনি জানতেন যে, তিনি চলে যাবার পর এই শিষ্যের দল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের প্রচারের ফলে আরও লক্ষ-কোটি লোক তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁর দেহের সঙ্গে যুক্ত হবে– নতুন জীবনের পথে চলবে। তিনি সেই ভবিষ্যতে আগত সেই বিশ্বাসীদের জন্যও প্রার্থনা করেছেন যেন তারা এক হয়ে চলে। তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, এই ভবিষ্যতের বিশ্বাসীগণ 'এই খোয়াড়ের নয়' অর্থাৎ যিহূদী জাতির লোক নয় কিন্তু সারা পৃথিবীর থেকে আগত। তারা যুগের পর যুগ ধরে নানার দেশ থেকে তাঁর খোয়াড়ে অর্থাৎ তাঁর দেহের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাদের একতার খুব বেশী দরকার। তাই তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে, সমগ্র মানব জাতির জন্য উৎসর্গ হবার আগে তাঁর পিতার কাছে এই প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি তাদের এক হয়ে থাকতে সাহায্য করেন। সেই জন্য যোহন ১৭ অধ্যায়ে যীশু খ্রীষ্ট যে প্রার্থনা করেছেন তাকে আমরা মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা বলে বলে থাকি। এছাড়া, ক্রুশের উপর থেকে যে প্রার্থনা করেছেন তাও মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা যখন তিনি বলেছেন, "পিতা এদের ক্ষমা কর কারণ এরা কি করছে তা জানে না।" এই প্রার্থনা তিনি নিজের জন্য করেন নি– কিন্তু আমাদের মত পাপী লোকদের জন্য করেছেন যেন আমরা ক্ষমা পাই– চিরদিন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারি।

নতুন নিয়মের যুগে মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার মূল্য মণ্ডলী ও প্রেরিতেরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমরা প্রেরিত পৌলকে দেখতে পাই তিনি যে সমস্ত জায়গায় গিয়ে প্রচার কাজ করেছেন ও মণ্ডলী স্থাপন করেছেন সেই সব মণ্ডলীর জন্য, তাদের বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি ফিলিপীয় মণ্ডলীকে লিখেছেন: "আর আমি প্রার্থনা করি তোমাদের ভালবাসা যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে ..." ফিলিপীয় ১:৯-১১। এছাড়াও তিনি কলসীয় মণ্ডলীর কাছে এই কথা বলে অনুরোধ করেছেন: "তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ সহকারে এই বিষয়ে জেগে থাক। আর সেই সঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাক্যের দ্বার খুলে দেন, যেন খ্রীষ্টের সেই নিগূঢ়তত্ত্ব জানাতে পারি, যার জন্য আমি

বন্দী অবস্থায় আছি, যেন আমার যেমন বলা উচিত তেমনি তা প্রকাশ করতে পারি” কলসীয় ৪:২-৪ ।

এছাড়াও যাকোব ৫:১৬-২০ পদে দেখা যায় তিনি মধ্যস্থতাকারী একজন প্রার্থনাকারী হবার জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান করেছন। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, যীশু খ্রীষ্টের পরে তাঁর পথ ধরে প্রেরিতগণ এই পৃথিবী ও এর লোকদের জন্য প্রার্থনা করেছেন যেন তারা ঈশ্বরের কাছে গ্রহ্যনীয় হয়। প্রেরিতদের পরে যারা মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হয়েছেন তারাও মণ্ডলীর জন্য ও সমস্ত পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের সুখবর যত জায়গায় প্রচারিত হয়েছে তাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা করে চলেছেন।

বর্তমান দিনগুলোতে মণ্ডলীতে একজন পালকের পালকীয় প্রার্থনা বা প্রার্থনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটিও মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা। মণ্ডলীতে লোকেরা তাদের নানা রকম প্রার্থনার বিষয় নিয়ে হাজির হয়। তারা এই কথা বিশ্বাস করে যে, মণ্ডলীর পালক ও মণ্ডলীর লোকেরা তাদের প্রার্থনার বিষয় নিয়ে যখন প্রার্থনা করবে তখন তা শক্তিযুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে উঠে যাবে আর তিনি প্রার্থনার উত্তর স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করবেন।

মণ্ডলী একটি সমাজ। এখানে অনেক রকম লোক অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আসে। এখানে এসে তাদের সম্মিলিত উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রার্থনার বিষয়গুলো তুলে ধরে আর পালক বা পুরোহিত যখন সেই প্রার্থনার বিষয় মণ্ডলীতে তুলে ধরেন। তখন প্রার্থনা চাওয়া সদস্য অন্তরে শক্তি অনুভব করেন এবং পালকের প্রতি তার মনোভাব প্রসন্ন ও সম্মানের হয়। যখন সাধারণ লোকেরা মণ্ডলীর পালককে সম্মান করতে শুরু করে ও তার সম্পর্কে ভাল মনোভাব পোষণ করে তখনই মণ্ডলীর বৃদ্ধি শুরু হয় কারণ নানা রকম কাজে সদস্যগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। এছাড়া যখন কোন প্রচারক প্রচার করতে গিয়ে কোন অবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেন তখন সেই লোকের অন্তরেও সেই প্রচারকের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হয় যা তার পরিচর্যা কাজে সহায়ক হয়। তাই, আসুন একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করি, ভাল থাকি।

যীশু খ্রীষ্টের রুদ্রমূর্তি ধারণ

“তখন ঘাস দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত করে গরু, মেষ সমস্তই ধর্মধাম থেকে বের করে দিলেন এবং টাকা ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মুদ্রা ছড়িয়ে দিলেন ও টেবিল উল্টিয়ে ফেললেন; আর যারা কবুতর বিক্রি করছিল, তাদেরকে বললেন, এই স্থান থেকে এসব নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহ করো না।” যোহন ২:১৫-১৬

আমরা যীশু খ্রীষ্টকে একজন ভালবাসার মূর্ত প্রতীক হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত। তাঁর সমগ্র জীবন চরিত্রের মধ্যে সেই রকম ছবিই ফুটে ওঠে। তাঁর কথাবার্তা, তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন-গাঁথা, তাঁর দয়াপূর্ণ কাজ, ইত্যাদি সবকিছুতেই তাঁর কোমল, নম্র ও ভালবাসাপূর্ণ জীবনের কথাই প্রকাশ করে। কেউ ডাকলে তিনি না গিয়ে থাকতে পারেন নি, কেউ কিছু চাইলে তিনি না দিয়ে থাকতে পারেন নি। আমরা তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করে জোর গলায় বিনাদ্বিধায় এই কথা বলতে পারি যে, মানবতা উন্নয়নে যে অটল ভালবাসায় পূর্ণ একটি চরিত্রের কল্পনা করি– সেই কল্পনার মহা পুরুষ যীশু খ্রীষ্ট যিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন– আর আমাদের দান করেছেন তাঁর শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত।

সে যাহোক, আজ তাঁর ব্যক্তিজীবনের যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে বসেছি তা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। সচারচর আমরা যেমনটা দেখি এখানে যেন ঠিক তার উল্টো।

আমরা সবাই জানি যে, খেজুর পাতা রবিবার থেকে খ্রীষ্টিয়ান জগতে পবিত্র সপ্তাহ শুরু হয় এবং যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্ব দিয়ে পবিত্র সপ্তাহের শেষ হয়। সেই পবিত্র সপ্তাহের তৃতীয় দিনেই যীশু খ্রীষ্টের রুদ্ররূপ আমরা দেখতে পাই যখন তিনি

যীশু খ্রীষ্টের রুদ্রমূর্তি ধারণ

যিরূশালেমে বিজয় যাত্রা করার পর যিহূদীদের জাতীয় মন্দিরে যান।

আমরা যাকে খেজুরপাতা রবিবার বলে থাকি সেই দিন হাজার হাজার সাধারণ যিহূদী লোক যীশুকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করেছেন আর তাঁর পিছে পিছে চলছে এই কথা চিৎকার করতে করতে– "হোশান্না দায়ূদ-সন্তান! ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসছেন! ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না!"

এই শ্লোগান দেবার পিছনে লোকদের একটা ঐতিহাসিক এক্সপেক্টেশন ছিল। তারা তাদের ধর্মীয় রাজনৈতিক বিজ্ঞতা থেকে জানতো যে, তাদের মুক্ত করার জন্য একজন উদ্ধারকর্তা আসবেন যিনি তাদের মুক্ত করবেন। লোকেরা চেয়েছিল যে, তিনি তাদের রোমীয় শাসন থেকে উদ্ধার করবেন– তারা চেয়েছিল তিনি পিলাতের রাজদরবারে গিয়ে তাকে উৎখাত করে রোমীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন বা তাদের দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তিনি তাদের আশাহত করে যিহূদীদের প্রাণকেন্দ্র মন্দিরে অর্থাৎ তাদের জাতীয় উপাসনালয়ে গেলেন। হয়তো লোকেরা ভেবেছিল যে, তিনি সেখান থেকে তাঁর রাজ্যগ্রহণের ডিক্লারেশন ঘোষণা করবেন কারণ এই রকম ঘোষণার জন্য জাতীয় মন্দির একটি আদর্শ জায়গা ছিল।

যিরূশালেমের উপাসনালয়ে পুরোহিতেরা তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। কারণ মহাপুরোহিত, প্রধান পুরোহিতবর্গ ও সাধারণ পুরোহিতবর্গ তারা সবাই রোমীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিল এবং তারা সবাই চাইছিল যেন এই সরকার টিকে থাকে। এছাড়া তারা যীশুকে কখনও সেই চোখে দেখে নি যাঁকে তারা ইস্রায়েলের রাজা হিসাবে গ্রহণ করেতে পারে। যে খ্রীষ্টের জন্য ইস্রায়েলীয় অপেক্ষা করছিল এই শ্রেণীর লোকেরা নাসরত থেকে আগত যীশুকে কখনও সেই খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকার করে নি। সুতরাং এই পুরোহিতবর্গ যীশুর উপর কড়া নজর রাখছিল যাতে তিনি কোন অঘটন ঘটাতে না পারেন। তবে কিছুদিন হল তারা তাঁর উপর একটু বেশীই চোখ রাখছিল কারণ ইতিমধ্যেই তাদের অনেকের যীশুর প্রতি মন নরম হচ্ছিল কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে চারদিনের মৃত লাসার নামক এক ব্যক্তিকে জীবন দিতে সক্ষম হয়েছেন। পুরোহিতদের মধ্যে অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে অন্যান্য শক্তিশালী পুরোহিতবর্গ যীশুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল। তাই যীশু যখন হাজার হাজার লোক নিয়ে মন্দিরে এলেন তখন মন্দির

রক্ষীরা তাঁর উপর নজরদারী করছিল।

যে সাধারণ লোকেরা তাঁর পিছু পিছু আসছিল তারা সত্যিই এবার অবাক হল। তিনি মন্দিরে এলেন সত্যি, কিন্তু কোন ডিক্লারেশন দিলেন না বা কোন ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন না বা রোমীয় সরকারের বিরুদ্ধে এমন কিছুই তিনি বললেন না। এছাড়াও, তাঁর চরিত্রে নম্রতার যেসব বৈশিষ্ট দেখা যায় এবার মন্দিরে আসলে পর তাঁর মধ্যে সেই নম্রতা দেখা গেল না, তাঁর মধ্যে এবার জেন্টেলনেস দেখা গেল না। বরং তিনি এমন কিছু করলেন যা তিনি আগে কখনও করেন নি। না, তিনি যে মাত্র এবারই প্রথমবারের মত যিরূশালেমের এই জাতীয় মন্দিরে আসলেন তা নয়, তিনি আগেও বেশ কয়েকবার এখানে এসেছেন। কখনও তাঁর চরিত্রের এই রুদ্ররূপ দেখা যায় নি। এবার তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে কোন শিক্ষা দান করলেন না, বরং তিনি একশনে গেলেন– তৃণদ্বারা একগাছি কশা প্রস্তুত করে (যোহন ২:১৫) সেখানে যারা ব্যবসা করছিল তাদের আঘাত করলেন। যারা টাকা বদল করার ব্যবসা করছিল তাদের টেবিল-চেয়ার উল্টিয়ে দিলেন। যারা উৎসর্গের পশু-পাখী কেনাবেচা করছিল তাদের তছনছ করে দিলেন। তাঁকে কেউ থামাতে পারছিল না– আটকাতে পারছিল না– না সেখানকার রক্ষীরা না তাঁর শিষ্যরা। তিনি এসব ব্যবসায়ীদের, পোদ্দারদের সেখান থেকে বের করে দিলেন।

সেখানে যে পুরোহিতেরা ছিল এই অবস্থা দেখে তারাও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা যীশুকে প্রশ্ন করে বলেছে, “কি অধিকারে তুমি এসব করছো?” হ্যাঁ, এবার তিনি মুখ খুললেন। এবার তিনি মুখ খুললেন তাদের প্রতি যারা এই মন্দিরে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করছিল– যাদের হাতে এই গৃহের পবিত্র রক্ষা করার ভার ছিল। তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই কথা বলে– লেখা আছে, “আমার গৃহ প্রার্থনার-গৃহ বলে আখ্যাত হবে,” কিন্তু তোমরা এটাকে “দস্যুগণের গহ্বর” করে তুলছো।” এই কথা শুনে হয়তো মহাপুরোহিত, প্রধান পুরোহিতগণ ও সাধারণ পুরোহিতগণ আশ্চর্য হয়েছিল কারণ তারা এই কাজগুলোকে মন্দিরের সেবার অংশ হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। এছাড়া তারা জানতো যে, এটা তাদের অধিকারের মধ্যে পরে। আর যীশু তাদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আর তারা যীশুর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল সত্যিই কি যীশুর সেই অধিকার ছিল? খ্রীষ্ট হিসাবে এটা কি তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পরে? খ্রীষ্ট হিসাবে তাঁর যে কর্মসূচি পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী

আকারে লিপিবদ্ধ আছে তাতে কি এমন কোন কর্মসূচি রয়েছে? যারা সেখানকার পুরোহিতবর্গ তাদের তো এসব কর্মসূচির কোন না কোন ধারণা থাকার কথা। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, তারা যীশুকে কখনও তাদের আগত খ্রীষ্টের চোখে দেখে নি বা তাঁকে বিশ্বাস করে নি। তবুও যীশুর কাজ দেখে তারা কিছু অনুমান তো করতে পারত! তারা তা না করে বরং লাসারকে জীবন দানের ঘটনার ফলে তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল। কিন্তু তারা যদি ভাল করে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করতো তবে হয়তো তারা কিছুটা আন্দজ করতে পারতো। পবিত্র বাইবেলের মালাখী পুস্তকের ৩:১-৩ পদ বলে, "... এবং তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছো, তিনি অকস্মাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; নিয়মের সেই দূত, যাঁতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসছেন, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে; আর তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াতে পারবে; কেননা তিনি রূপা পরিষ্কার করা আগুনের মত ও ধোপার সাবানের মত।" এছাড়া গীত ৬৯:৯ "কারণ তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করেছে।"

আজ আমরা যীশু খ্রীষ্টকে এই চেহারায় দেখতে পেয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখতে পেয়েছি। যীশুকে যদি আমরা সারা জীবন যে চেহারায় দেখতে অভ্যস্ত সেরকমই যদি দেখতে থাকতাম তবে এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা পেত না কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই পূর্ণ হতে হবে।

প্রশ্ন হল আজই কেন যীশু এই পরিস্কারের কাজ করতে গেলেন? নতুন নিয়মে এর প্রভাবই বা কতদূর?

প্রথমত, আমাদের জানতে হবে যে, এটা তাঁর পিতার গৃহ– পবিত্র স্থান– উপাসনার স্থান– ব্যবসার স্থান নয়। এর মানে এই নয় যে, যীশু যাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, তছনছ করেছেন তাদের কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাদের প্রয়োজন আছে– তবে যার স্থান যেখানে সেখানেই তাদের থাকতে হবে। মন্দির যখন নির্মিত হয় এ রকম পরিসেবার কিছু প্রয়োজন তখনও ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে যেসব যিহূদীরা ইস্রায়েলীয় দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে তারা বছরান্তে এখানে এসে উপাসনা করতো এবং তাদের জন্যও টাকা বদল করার ও উৎসর্গের পশু ক্রয়-বিক্রয় করার এই পরিসেবার প্রয়োজন ছিল।

মন্দির একটি নিদির্ষ্ট স্থান ছিল যাকে বলা হতো 'অযিহূদীদের চত্তর।' যে সমস্ত

যীশু খ্রীষ্টের রুদ্রমূর্তি ধারণ

অযিহূদীরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ভালবাসত, ভক্তি করতো, বিশ্বাস করতো, তাঁর উপর নির্ভর করতো তারা এই চত্তরে এসে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সেবা করতো। এটা মন্দিরেরই অংশ, কোন বাইরের অংশ নয়। জায়গাটি ব্যবসার স্থান ছিল না কিন্তু উপাসনার স্থান ছিল। সেখানে এই বেচা-কেনার কাজ চলছিল যেটি আসলে অযিহূদীদের উপাসনার স্থান হিসাবে বরাদ্ধকৃত– স্বয়ং সদাপ্রভুর কাছ থেকে।

ইতিহাস বলে মন্দির নামে যিহূদীদের এই জাতীয় উপাসনালয়ের উপাসনা-কাজে যে সব দ্রব্য-সামগ্রীর দরকার হতো– বিশেষ করে যেসব পশু-পাখী উৎসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হতো– এসব পরিসেবার কাজ সাধারণত জৈতুন পর্বতের চারপাশ ধরে করা হত– কারণ এটাও প্রয়োজনীয়। কিন্তু যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করার একটু আগে থেকে মহাপুরোহিত কাইয়াফা এই ব্যবসাকে এই অযিহূদীদের চত্তর পর্যন্ত নিয়ে আসেন– তাদের লাভের কারণে। কিন্তু যীশু উপাসনার এই স্থান পবিত্র রাখতে চেয়েছিলেন, কারণ এটা তার পিতার গৃহ। সেদিন যারা সেখানে মহাপুরোহিত ও পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছিল তাদের সকলেরই প্রশ্ন ছিল কোন্ অধিকারে যীশু এসব কাজ করছেন? কি অধিকার আছে তাঁর? আসলে এটা করার একমাত্র অধিকার তো তাঁরই থাকবার কথা– খ্রীষ্ট হিসাবে এই কাজ তো তিনি করবেনই। তিনি তাঁর কাজ সঠিক ভাবেই করছেন। সদাপ্রভুর মন্দিরকে ব্যবসার স্থান বানানোটাকে তিনি ঘৃণা করেন। এই উপাসনালয়কে কেবল তিনিই পরিষ্কার করতে পারেন আর তাঁর এই পরিষ্কার করার কাজ করতে গিয়ে যদি আমাদের ক্ষতিও হয় তবে তা স্বীকার করতে হবে– আমাদের সমর্পিত হতে হবে। ঈশ্বরের বুকে থাকা একমাত্র পুত্র, যাঁকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তাঁরই তো অধিকার আছে তাঁর নামে খ্যাত উপাসনালয়টি পরিষ্কার করার। তাই তিনি এই পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে এই কাজটি করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। সেই দিনের পুরোহিতবর্গ হয়তো এটা বুঝতে পারে নি কিন্তু আমরা যারা নতুন নিয়মের লোক, আমরা ভাল করেই তা বুঝতে পারি। অবশ্য মন্দির পরিষ্কারের বিষয়টি যে, স্থায়ী রূপ পেয়েছিল তা নয়। আমরা সবাই জানি যে, যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ৭০ বছর পরেই এই মন্দিরটিকে একেবারে ধ্বংস করা হয়েছিল যা আজও গড়ে ওঠে নি।

আমরা যারা নতুন নিয়মের যুগে বাস করছি– আমরা যারা তাঁর নামে আখ্যাত তাদের হৃদয়কে করা হয়েছে পবিত্র আত্মার মন্দির। এই হৃদয় নামক মন্দিরও অপবিত্র করার কোন অধিকার আমাদের নেই কারণ পবিত্র আত্মা সেখানে বসবাস করেন।

যীশু খ্রীষ্টের রুদ্রমূর্তি ধারণ

এছাড়া যীশু নিজেও এই হৃদয় নামক মন্দিরে বসবাস করতে বাসনা করেছেন– সেজন্য আমাদের বলা হয়েছে যেন আমরা আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দিই যেন তিনি আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন ও আমাদের সহভাগিতা দিতে পারেন। কিন্তু এটা যদি আমরা অপরিষ্কার রাখি– নানা রকম স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, অহংকার, ধর্ম-ব্যবসা ইত্যাদি দিয়ে অপবিত্র করে রাখি তবে হয়তো তাঁর রুদ্ররূপ আমাদের দেখতে হবে যা দেখেছিল সেই দিনের পুরোহিতবর্গ। আসুন, চিন্তা করে দেখি আমাদের হৃদয় নামক মন্দিরটিকে ব্যবসার স্থান বানাচ্ছি না তো? আমরা নিজেদের লাভের জন্য কি ধর্মকর্ম করছি? নাকি সত্যি ঈশ্বরকে গৌরব দেবার জন্যই করছি? প্রভুকে মহিমান্বিত করার জন্য করছি, নাকি এতে আমরাই সম্মানিত হচ্ছি?

খ্রীষ্ট যীশু যে দিন ক্রুশের উপরে

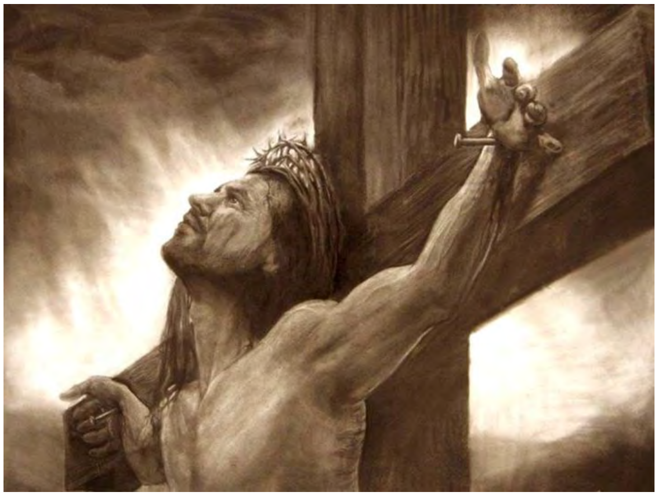

"সেখানে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল এবং তাঁর সঙ্গে আর দুই জনকে দুই পাশে ও মধ্যস্থানে যীশুকে দিল।" যোহন ১৯:১৮

পৃথিবীতে অনেক গুরুত্বপুর্ণ দিন আছে। পৃথিবীর চোখে কোন কোন দিনকে শ্রেষ্ঠতম দিন বলা যেতে পাওে বৈকি। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে প্রত্যেক জাতিরই কোন নির্দিষ্ট দিন আছে যাকে তারা শ্রেষ্ঠতম দিন বলে তাকে। জাতিভেদে দেশভেদে এটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনকি পরিবারের মধ্যেও বা বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দিনের তাৎপর্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

আমরা যখন পবিত্র বাইবেলের প্রথম শাস্ত্রটি পাঠ করি তখন মনে হয় প্রথম সাতটি দিন আমাদের সমস্ত ভূমণ্ডলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেক দিনেই কোন না কোন সৃষ্টির কাজ হয়েছে কিন্তু মানব জাতির জন্য ষষ্ট দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই দিন মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আজকে পবিত্র শাস্ত্রে আলোকে বিশেষ কয়েকটা দিনের কথা বলছি যে দিনগুলো আমাদের চোখে বিশেষ দিন হিসাবে বিবেচিত। তেমনি একটি দিন হল যে দিন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সমস্ত মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। এটি সত্যি মানব জাতির ইতিহাসে আমার হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনের চতুর্থ একটি দিন।

তবে প্রশ্ন আসে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন কোনটি ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। অনেকের মতে প্রথম দিন ছিল যখন ঈশ্বর প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয়টি ছিল যখন মানুষ ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে ছিটকে পরে পাপে পতিত হয়। পাপে পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ পাপ করে এই জগতের ধ্বংস ডেকে আনে। তৃতীয় দিনটি ছিল যখন নোহের সময়ে সমস্ত প্রাণী জগতকে ধ্বংস করে দিয়ে নোহকে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা। কিন্তু চতুর্থ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি ছিল সেই দিন যেদিনে খ্রীষ্ট যীশু ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করেন। গলগথার সেই পাহাড়ের উপরে যিরূশালেম নগরীর বাইরের জায়গাটিতে যে দিনে যীশু ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করেন, সেই দিনে মনুষ্যজাতির সমুদয় ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটে– চিরকালের জন্য হাজার হাজার মানুষের জীবন পরিবর্তন হয় আর এই জগতের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। আজকের এই লেখনিতে আমি সে দিনটিকে আবার নতুন করে দেখতে চাই যে দিনে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেন। এই দিনে যেসব মহৎ ঘটনা ঘটেছিল এবং আমাদের জীবনে এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কি তাও দেখতে চেষ্টা করবো।

প্রথমতঃ সেই দিন পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল

পবিত্র নতুন নিয়ম বলে: "পরে বেলা ষষ্ঠ ঘটিকা থেকে নবম ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হয়ে রইলো" (মথি ২৭:৪৫ পদ)। মথি, মার্ক, এবং লূক আমাদের বলেন যে, সেই দুপুর থেকে বিকাল তিনটে অবধি "সমুদয় দেশে" তখন অন্ধকার বিরাজ করতে থাকলো।

এরপরে দুপুরের সময়ে এই অন্ধকারময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর তখন আমাদের প্রভুর সেই ক্রুশ এক বেদিতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে– যেখান বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বলা সেই 'মেষশাবক' সমুদয় জগতের পাপের ভার নিজের উপরে নিয়ে উৎসর্গীকৃত হন। এটা সূর্য গ্রহণের কোন প্রভাব ছিল না, কারণ যিহূদীরা ব্যবহার করতেন ল্যুনার বা চন্দ্র সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার, আর নিস্তার-পর্ব সব সময়ই পূর্ণিমার দিনে হত, তাই সূর্য গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল প্রশ্নের বাইরে। এটা ছিল এক অতিপ্রাকৃতিক অন্ধকার। সেই অতিপ্রাকৃতিক অন্ধকারে তক্ষুনি সারা দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যখন খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা মোশির সময়কার দ্বাদশতম অলৌকিক ঘটনার বিষয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ইস্রায়েলীয়রা মিশর ত্যাগ করবে এটা ছিল তার ঠিক তার আগেকার অবস্থা। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, "পরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, তুমি আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দাও; তাতে মিশর দেশে অন্ধকার হবে ও সেই অন্ধকার স্পর্শ করা যাবে। পরে মোশি আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন; তাতে তিন দিন

পর্যন্ত সমস্ত মিশর দেশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে রইলো” (যাত্রা ১০:২১-২২)।

মোশির সময়ে ঈশ্বর সেই তিমির অন্ধকার তিন দিনের জন্য পাঠিয়েছিলেন আর যীশু যখন ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করেন তখনও ঈশ্বর সেই একই রকম অন্ধকার তিন ঘণ্টার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এর ফলে সূর্য ভালোভাবেই অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছিল, ও তার গৌরব বা উজ্জ্বলতাকে রুদ্ধ করেছিল। ঠিক এমনিভাবেই, পাপীদের পাপের জন্যই খ্রীষ্ট, সেই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।

আমরা কি কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছি কেন পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল? এই অন্ধকার কি বার্তা আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে এসেছিল?

যদি মোশির সময়কার ঘটনা দেখি, এই ঘটনার পরপরই ইস্রায়েলীয় জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তারা ফরৌণের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছিল।

যীশুর সময়কার ঘটনায় আমরা দেখতে পাই তিনি মানুষের পাপের বোঝা নিজের কাধে বহন করেছিলেন। যেমন যোহন ৩:১৬ পদে বলা হয়েছে তেমনি তিনি সমস্ত জগতকে ভালবেসে তার সমস্ত পাপ বহন করে এই পৃথিবীর মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ সেইদিনে মন্দিরের যবনিকা বা তিরস্করিণী চিরে গিয়েছিল

পবিত্র নতুন নিয়ম বলে, “আর দেখ, মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু’খানি হল” (মথি ২৭:৫১)।

মন্দিরের ভিতরে ছিল এক প্রকান্ড, মোটা যবনিকা বা তিরস্করিণী ছিল যা মহা-পবিত্র স্থান ও পবিত্র স্থানকে আলাদা করতো। সেই পবিত্র স্থান লম্বায় ছিল নব্বই ফিট, চওড়ায় ছিল ত্রিশ ফিট এবং উচ্চতায় নব্বই ফিট। সে পবিত্র স্থানটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ষাট ফিট ছিল সেই পবিত্র স্থান। একটা প্রকান্ড মোটা যবনিকা পবিত্র স্থানের থেকে অন্য এক-তৃতীয়াংশকে আলাদা করে রাখতো, যাকে বলা হত মহা-পবিত্র স্থান। খুব উচ্চ মানের পুরোহিত ছাড়া অন্য কেউ সেই সবচেয়ে পবিত্রতম স্থানটিতে যেত পারতেন না। আবার সেই পুরোহিতেরও সেই স্থানে বছরে কেবলমাত্র একদিন, কেবল সেই উৎসর্গের দিনেই যেত পারতেন। খ্রীষ্ট যখন ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করেন তখন, মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়াটা, এটাই ইঙ্গিত করে যে, ঈশ্বর নিজেই সেই যবনিকা বা তিরস্করিণী [ছিঁড়ে]

ফেললেন। যখন সেই যবনিকা ছিঁড়ে গেল, তখন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ছিল তা অপসারণ করা হলো তাদের জন্য যারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আসতে চান।

তৃতীয়ঃ সেই দিন এক ভূমিকম্প পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুললো

পবিত্র বাইবেল বলে, "ভূমিকম্প হল ও শৈলগুলো বিদীর্ণ হল" (মথি ২৭:৫১)।

ভূমিকম্পও হয়েতা তিরষ্করিণী বা যবনিকাকে ছিঁড়ে দুভাগ করে দেওয়ার বিষয় হতে পারে। আমার মনে হয় এটা হয়েছিল কিন্তু এডারসিম নির্দেশ করেন, "যদিও ভূমিকম্প প্রাকৃতিক ভিত্তিতে সেটাকে সজ্জিভূত করলেও, উপাসনালয়র যবনিকা বা তিরষ্করিণী সেইদিন চিরে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল তা কেবলমাত্র ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের দ্বারাই"। সেই যবনিকা বা তিরষ্করিণীর ঘনত্ব ছিল মানুষের হাতের তালুর সমান (প্রায় আড়াই ইঞ্চি মোটা) "তালমুদ যদি সেই যবনিকাকে সেভাবে বর্ণনা করে থাকেন, তবে সেটা কোনমতেই এই প্রকার ভূমিকম্পের দ্বারা ছিঁড়ে যেত পারে না।"

সেই যবনিকা বা তিরষ্করিণী তখনই ছিঁড়ে যায় "যখন, সান্ধ্যকালীন উৎসর্গের সময়ে, দায়িত্বশীল পুরোহিতেরা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিলেন, হয় ধূপ জ্বালানোর জন্য বা অন্য কোন সেবা কাজের জন্য।" এই যিহূদী পুরোহিতদের উপরে যবনিকা বা তিরষ্করিণী ছিঁড়ে যাওয়াটা এক ভীষণ ভয়ানক আভাস। প্রেরিত ৬:৭ পদে উল্লেখ রয়েছে, যে, পুরোহিতদের মধ্যে অনেক লোক বিশ্বাসের বশবর্তী হল।

খ্রীষ্ট যখন মারা যান, তখন যবনিকা বা তিরষ্করিণী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় যেহেতু খ্রীষ্ট এখন মধ্যস্থতাকারী, তাই আপনি তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারেন এখন আপনার ও ঈশ্বরের মধ্যে আর কোন যবনিকা বা তিরষ্করিণী নেই আপনার ও ঈশ্বরের মাঝখানে, সেখানে এখন যীশু রয়েছেন। তাই যীশুর কাছে আসুন আর তিনিই আপনাকে সরাসরি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যাবেন। কারণ শাস্ত্র এই কথা বলে, "কারণ ঈশ্বর মাত্র এক জনই আছেন আর ঈশ্বরের ও মানবজাতির মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র এক জন আছেন– তিনি মানুষ খ্রীষ্ট যীশু" (১ তিমথি ২:৫)

চতুর্থতঃ সেই দিনেই ক্রুশের উপর থেকে যীশুর বলা মহৎ মহৎ কথাগুলো

উপাসনালয়র প্রহরীরা যীশুকে ভ্রান্ত ও ভুল অভিযোগে বন্দী করেছিল। তারা তাঁকে মহাপুরোহিতের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তারা তাঁর মুখে থুতু দিয়েছিল। আর

তাদের মুষ্টির দ্বারা তারা যীশুর মুখে ঘুঁষি মেরেছিল। যেহতু যিহূদীদের কর্তৃত্বপ্রসূত কোন অধিকার ছিল না, তাই তারা যীশুকে রোমীয় শাসনকর্তা পন্তীয় পীলাতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। পীলাত যীশুর প্রতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ও তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। আর এইভাবে তাঁর জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি যীশুকে বেত্রাঘাত করতে বলেন, এই আশা নিয়ে যে এতে হয়তো মহাপুরোহিতদের পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট করবে। রোমীয় সেনারা তাঁর পিঠে বেত্রাঘাত করতে ও চাবুক মারতে থাকে, তারা তাঁর মাথায় কাঁটার একটা মুকুট তৈরি করে চেপে বসিয়ে দেয়, আর তাঁর শরীরে বেগুনি রঙের বস্ত্র পড়িয়ে দেয়। পীলাত তাঁকে লোকেদের সামনে নিয়ে এসে প্রদর্শন করতে চান যে, কিভাবে তাঁকে প্রহার করা হয়েছে, আর ভাবছিলেন যে, এই দেখে তাদের হয়েতো অনুকম্পা হবে। পীলাত তাদের বলেছিলেন, "তাঁর কোন দোষই আমি খুঁজে পাচ্ছি না" (যোহন ১৯:৪)। প্রধান পুরোহিতেরা তাঁকে দেখার পরে চিৎকার করে বলতে থাকে, "ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক, ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।" পীলাত তাদের বলেন, "তোমরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশারোপিত কর; কারণ আমি তাঁর কোন দোষই পাইনি।" যিহূদী নেতারা চিৎকার করতে থাকে, "তুমি যদি এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও, তবে তুমি সীজারের বন্ধু নও। ইনি নিজেকে রাজা বলে সীজারের বিরুদ্ধাচারণ করে।" পীলাত বলেন, "তবে কি আমি তোমদের রাজাকে ক্রুশে দেব?" তখন প্রধান পুরোহিত চিৎকার করে বলে, "সীজার ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই।" পীলাত তখন যীশুকে সৈন্যদের হাতে অর্পণ করে, আর তারা তাকে ক্রুশারোপনের জন্য নিয়ে যায়।

যীশু তখন প্রচন্ড ব্যাথায় কষ্ট পান এবং ক্রুশারোপনের সময়ে বীভৎস তীব্র যন্ত্রণা পান। কিন্তু তিনি যখন দুঃখভোগ করছিলেন তখন তিনি এই মহৎ মহৎ কথাগুলো বলতে থাকেন:

ক্ষমালাভের প্রথম বাণী

"তখন যীশু বললেন, পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।" (লূক ২৩:৩৪)

এই কারণেই যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হতে গিয়েছিলেন। আমাদের পাপ সকলের ক্ষমা কর-ার জন্য আমাদের পাপের দন্ড মিটিয়ে দেওয়ার জন্য যীশু ইচ্ছা করেই ক্রুশে নিজেকে উৎসর্গ করতে গিয়েছিলেন।

উদ্ধারলাভের দ্বিতীয় বাণী

"পরে সে বললো, যীশু আপনি যখন আপন রাজ্যে ফিরে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন। তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে।" (লূক ২৩:৩৯-৪৩)

পাপীদের উদ্ধার করার জন্যই যীশু ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রথম যে পাপীকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন বলে আমরা বিশ্বাস করি তিনি ছিলেন তাঁরই ক্রুশের পাশের এক দস্যু। অনেক লোক মনে করেন যে, তারা উদ্ধার লাভের বিষয়টাকে কেবল শিখতে পারেন কিন্তু এই যে দস্যু সে কোন কিছুই এই পরিত্রাণ বা উদ্ধারের বিষয়ে শেখেনি। সে সরলভাবেই যীশুতে নির্ভর করেছিল। অন্যরা আবার মনে করে উদ্ধার লাভের জন্য তাদের কোন অনুভূতি বা এক প্রকার আন্তরিক পরিবর্তন অর্জন করতে হবে কিন্তু সেই দস্যুর কোনটাই ছিল না। সে কেবলমাত্র সরলচিত্তে যীশুতে নির্ভর করেছিল।

প্রেম করা হল তৃতীয় বাণী

"যীশু তাঁর মাকে দেখে এবং যাঁকে প্রেম করতেন, সেই শিষ্য কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে মাকে বললেন, হে নারী, ঐ দেখ, তোমার পুত্র। পরে তিনি সেই শিষ্যকে বললেন, ঐ দেখ তোমার মা। তাতে সেই সময় থেকে ঐ শিষ্য তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।" (যোহন ১৯:২৬-২৭)

যোহনকে যীশু বললেন যেন তিনি তাঁর মায়ের যত্ন নেন। যীশু চান আমরা যেন স্থানীয় মণ্ডলীতে সহভাগিতার সময়ে একে অপরের যত্ন নিই।

প্রায়শ্চিত্ত কথা ছিল চতুর্থ বাণীতে

"পরে বেলা ষষ্ঠ ঘটিকা থেকে নবম ঘটিকা পর্যন্ত গোটা দেশ অন্ধকারময় হয়ে রইলো। আর নবম ঘটিকার সময়ে যীশু জোরে চিৎকার করে ডেকে বললেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" (মথি ২৭:৪৫-৪৬)।

যীশুর তীব্র মনোকষ্ট এটাই দেখায় যে, তিনি পিতা ঈশ্বর থেকে পৃথকীকৃত আর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

দুঃখভোগ পঞ্চম বাণী

খ্রীষ্ট যীশু যে দিন ক্রুশের উপরে

"এর পরে যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত হল জেনে পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য যেন সিদ্ধ হয়, এজন্য বললেন, 'আমার পিপাসা পেয়েছে'। সেই স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটি পাত্র ছিল; তাতে লোকেরা সিরকায় পূর্ণ একটি স্পঞ্জ এসোব নলে লাগিয়ে তাঁর মুখের কাছ ধরলো।" (যোহন ১৯:২৮-২৯)

এটা দেখায় যে, আমাদের পাপের দণ্ড মিটিয়ে দেওয়ার জন্য যীশু এই প্রকার বিরাট যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন।

উৎসর্গ ষষ্ঠ বাণী

"সিরকা গ্রহণ করার পর যীশু বললেন, 'সমাপ্ত হল'; পরে মাথা নত করে আত্মা সমর্পণ করলেন।" (যোহন ১৯:৩০)।

আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন ছিল তা এখন সমাপ্ত হয়েছে। একজন হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির জন্য যীশুর উপরে নির্ভর করা ব্যতিরেকে সেখানে আর কিছুই নেই।

পিতার প্রতি অঙ্গীকার ছিল সপ্তম বাণীতে

"আর যীশু উচ্চরবে চিৎকার করে বললেন, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করি। আর এই কথা বলে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।" (লূক ২৩:৪৬)।

এক অশান্ত শতপতি বহু ক্রুশারোপন দেখেছেন তার হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যীশু যেভাবে মারা গেলেন সেইভাবে কাউকে মৃত্যু বরণ করতে তিনি দেখেন নি। সেই শতপতি ক্রুশের উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় যীশুর দেহকে ঝুলতে দেখলেন। তার দুই গাল বেয়ে যখন অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে, তখন শতপতি বললেন, "সত্য সত্যই এই ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন" (মার্ক ১৫:৩৯)।

তাঁর উৎসর্গ ও তাঁর রক্তের দ্বারা আপনি কি ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করবেন ও আপনার পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন? সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। আমেন

খ্রীষ্টের মহামূল্যবান রক্ত

"কিন্তু তিনি যেমন আলোতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি আলোতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে এবং তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত আমাদেরকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।" ১ যোহন ১:৭

এক জন মিশনারী ফিলিপাইনে প্যালওয়ান দ্বীপে মিশনারী হিসাবে কাজ করছেন। তার নাম সনি। তিনি তার প্রার্থনা পত্রে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন: "আমি এক সোমবার রাতে খবর পেলাম যে, আমার জন্য পাহাড়ের মিশন চার্চে যাওয়ার অনুরোধ রয়েছে। আমি সপ্তাহান্তে প্রচার ও পরিচর্যায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু তবুও আমি গিয়ে দেখা করার প্রয়োজন অনুভব করলাম।

"মঙ্গলবার সকালে আমি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি এবং যিনি অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন সেই মিস ডেবিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি সেই বিকেলে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি উপজাতি চার্চে গেলাম, তাদের কিন্ডার স্কুলে গেলাম এবং কিছু উপজাতিদের সাথে আমার বিকেলে কথাবার্তারও শেষ করেছি। আমি আদিবাসীদের কাছ থেকে কিছু বিশেষ উপহারও পেলাম যা ছিল কলা, এবং তাজা অক্টোপাস।

"আমি যখন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তারা এক জন উপজাতি ব্যক্তি এবং তার ছোট মেয়েকে আমার জিপের কাছে নিয়ে এসেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমি যদি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি কিনা। আমি শিশুটির দিকে তাকিয়ে বলতে পারি যে, সে উচ্চ জ্বর এবং ফুসফুসের রোগে ভুগছিল। তার নাম ছিল "লরেনা"। মেয়েটি তিন বছর বয়সী। আমরা লরেনাকে জিপে তুলে নিলাম এবং তার বাবাকেও আমাদের সাথে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম।

"হাসপাতালে আসার পরে আমরা জানতে পারলাম যে, লোকটির কোনও টাকা নেই চিকিৎসা করাবার জন্য। ফিলিপাইনে হাসপাতালগুলিতে আপনি প্রথমে অর্থ প্রদান

করবেন, তারপরে পরিসেবাগুলো পাবেন। আমরা শিশুটির রক্ত পরীক্ষা করানোর জন্য টাকা দিলাম যা ২ ডলার সমমূল্যের। এরপরই চিকিৎসক শিশুটিকে ভর্তি করলেন। তারা জানতে পেরেছিল যে, লোরেনার দুই ধরণের ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, কিডনি সংক্রমণ ছিল এবং শিশুটি অত্যন্ত রক্তশুন্যতায় ভুগছিল। আমি প্রেসক্রিপশন অনুসারে কিছু ওষুধ কিনলাম এবং শিশুটির উপরে হাত রেখে প্রার্থনা করলাম। তারপর শিশুটির জন্য একটি ভাল বিছানা এবং কিছু খাবার আনতে বাড়িতে গেলাম; কারণ হাসপাতালের বিছানা ভাল ছিল না।

"পরের দিন সকালে আমি যখন হাসপাতালে গেলাম তখন জানতে পারলাম যে, রাতে লরেনার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। যে ধরণের ম্যালেরিয়ায় সে ভুগছে তার কারণে তার অবস্থা মারাত্মক হয়ে পড়েছিল। আমি একজন নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তার অবস্থা কি রকম। নার্স আমাকে জানালো যে, "আজ যদি তার কোনও তাজা রক্ত না পাওয়া যায় তবে সে মারা যাবে।"

"তারা বলেছিল যে তার বাবা রক্ত দিতে পারে না কারণ তার রক্ত প্রবাহেও ম্যালেরিয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ ধরণের রক্ত এবং এটি কোথায় পাব? তিনি বলেছিলেন যে, এটি "বিশেষ ধরণের রক্ত" হতে হবে, এটি "তাজা রক্ত" হতে হবে।

"আমি সিটি রেডক্রস সেন্টারে গিয়ে তাদের অনুরোধটি হস্তান্তর করলাম। ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে, তাদের কাছে এই ধরণের কোনও "তাজা রক্ত" নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তার কোন ধরণের রক্তের প্রয়োজন?" তারা বলেছিল যে, তার "বি-টাইপ ফ্রেশ ব্লাড" দরকার ছিল। আমি নার্সের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার 'বি' রক্ত আছে, আমার রক্ত নিয়ে গিয়ে তাকে দিন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি এই উপজাতির বাচ্চাটির জন্য রক্ত দেবেন?" তার কথা শুনে মনে হল তাদের সংস্কৃতিতে কিছু সমস্যা রয়েছে এবং এটি তাকে স্তম্ভিত করেছিল যে, আমি একজন আমেরিকান হয়ে একটি "আদিবাসী শিশুকে" আমার রক্ত দেবো!

"তিনি যখন আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সেই প্রশ্ন আমার প্রাণে গিয়ে লেগেছিল। আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পরেছিল। পরে নার্স আমার বাহু থেকে রক্ত নিতে শুরু করলেন এবং আমার চোখে অশ্রু লক্ষ্য করলেন। তিনি থামিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ঠিক আছি কিনা? আমি বললাম, "আপনি জানেন না

যে, আমি একসময় অনেক পাপজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে রোগে আক্রান্ত শিশু ছিলাম। মৃত্যু পথের যাত্রী ছিলাম এবং আমার বাবা আমাকে বাঁচাতে পারেন নি কারণ তিনিও একজন পাপী ছিলেন এবং আমার রক্তে ‘বিশেষ ধরণের রক্ত’ দরকার ছিল।” ঈশ্বরের নিখুঁত মেষশাবকের কাছ থেকে আমার “তাজা রক্ত” দরকার ছিল। আর সেই রক্ত তিনি কালভেরী ক্রুশে দিয়েছিলেন। তিনি আমার আত্মাকে রক্ষা করেছিলেন, আমার রোগ নিরাময় করে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। সেই রক্তটি এখনও “টাটকা” ঈশ্বর ইচ্ছেতে এখনও সারা বিশ্বের পাপ জনিত কারণে অসুস্থ লোকদের সেই রক্ত সুস্থ করছে।”

আমি সেই রক্ত হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং সেই ছোট্ট শিশুটিকে সন্ধ্যার বাকি সময়টুকু ধরে সেখানে রেখেছিলাম। তাকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি সুস্থ হতে শুরু করলো। শিশুটি হাসপাতালে এক সপ্তাহ অবস্থান করেছিল এবং তার লোকদের কাছে ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিল।

আমি পরের মঙ্গলবার লরেনা এবং তার বাবাকে আবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তার বাড়িতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা পাহাড়ের পথ ধরে উঠেছিলাম। আমরা চার্চে এসে থামলাম যেখানে তারা তাদের জিনিসপত্র জিপ থেকে নামিয়ে নিল। লরেনার মা এসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বাবা চলে যেতে শুরু করতেই, ছোট্ট লরেনা আমার কাছে এসেছিল, ছোট হাত দিয়ে ধরে আমাকে বলল, “সালামাত পো” যার সোজা অর্থ হল “ধন্যবাদ”।

আজকের পবিত্র শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখেছি মূল্যবান রক্তের কথা– রক্ত দানের কথা। লেখা আছে: কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন।

আমাদের নাজাতের জন্য যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দেওয়া জরুরি ছিল।

পৃথিবীতে প্রেমের যে সবচেয়ে বড় কাজটি ঘটেছিল, সেই দিনটি ছিল যে দিনটিতে যীশু খ্রীষ্ট মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন– মানুষ হয়ে অবতার হয়েছিলেন। ঈশ্বর সদাপ্রভু নিজের পুত্রকে ক্রুশে বিদ্ধ হবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটি করতে গিয়ে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতি পরম ভালবাসা প্রদর্শন করছিলেন। রোমীয় ৫:৮ বলছে: “কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।”

১. দেহ থেকে রক্ত নিয়ে নিন এবং আপনার দেহ তখন প্রাণহীন মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস থেকে খ্রীষ্টের রক্ত নিয়ে নিন এবং আপনার জীবন্ত

বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রাণহীন ধর্ম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ঈশ্বর লেবীয় কিতাবে স্পষ্টভাবে বলেছেন: **রক্তের মধ্যেই প্রাণীর প্রাণ থাকে।**

২. আমরা যে মতবাদেই বিশ্বাস করি না কেন, যে চার্চের অংশই হই না কেন, এই একটি বিষয়ে আমাদের একমত হতেই হবে। খ্রীষ্টের রক্ত ছাড়া আমরা মুক্তি পেতে পারি না। একজন মানুষকে অবশ্যই এই বিষয়ে সঠিক হতে হবে নইলে তিনি চিরতরে হারিয়ে যেতে পারেন।

৩. কীভাবে একজন বিশ্বাসী নির্ধারণ করে আমি অনন্ত জীবন পাবো কি পাবে না, আমাদের জীবনে সুখ বা দুর্দশা নেমে আসবে, আমি কি জীবনের অধিকারী হবো, নাকি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবে, আমি কি আশীর্বাদ বা অভিশাপের অধিকারী হবো। এসব প্রশ্নের শুধু মাত্র বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের রক্ত আপনার জীবনে প্রয়োগ হয়েছে কি না তা তার উপর নির্ভর করে।

৪. হতে পারে আপনি পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে অনেক জানেন। আপনি সান্ডে স্কুলে পড়াতে পারেন বা পুলপিট থেকে প্রচার করতে পারেন। যেমন একজন মানুষ তার দেশের ইতিহাস জানতে পারেন তেমনি হয়তো পবিত্র বাইবেলের ইতিহাসের রূপরেখা জানেন। আপনি হয়তো সিজার, বা নেপোলিয়ন বা আব্রাহাম লিংকন সম্পর্কে জানেন, তেমনি পবিত্র বাইবেলের চরিত্রগুলোর নামও জানেন। আপনি শাস্ত্রের প্রজ্ঞাগুলো জানেন এবং মানুষ প্লেটো বা শেক্সপীয়ারের যেমন প্রশংসা করেন তেমন সেগুলো নিয়েও আপনি প্রশংসা করতে পারেন। তবে আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবনে খ্রীষ্টের রক্তের শক্তির কথা না জানেন ও এর প্রয়োগ আপনার জীবনে না থাকে তবে আপনার বিশ্বাসের কোনও বাস্তবতা নেই।

৫. খ্রীষ্টের রক্ত ব্যতীত আমরা ‘ভক্তির অবয়ধারী, কিন্তু খ্রীষ্টের শক্তির অস্বীকারকারী’ হবো। ২ তীমথিয় ৩:৫।

৬. যদি খ্রীষ্টের রক্তে আপনি বিশ্বাস না করেন তবে আপনার বিশ্বাস হল সূর্যবিহীন একটি স্বর্গ, ভিত্তির পাথর ছাড়া একটি খিলান মাত্র, একটি কাটা ছাড়া একটি কম্পাস, স্প্রিং ছাড়াই একটি ঘড়ি, তেল ছাড়া একটি প্রদীপ। সেখানে কোন বাস্তবতা নেই এবং কোনও ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য নেই। মনে রাখতে হবে যে, খ্রীষ্টের রক্ত ছাড়া অনন্ত জীবনের কোন আশা নেই।

যে সমস্ত চার্চ বা ডিনমিনেশন যীশুর রক্তে বিশ্বাস করে না তাদের থেকে সাবধান

থাকুন। দুঃখ জনকভাবে এই ধরণের সতর্কতা আজকের দিনে প্রয়োজন কারণ শত শত উপাসনার স্থান আছে যেখানে খ্রীষ্টের রক্ত ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই রয়েছে।

এমন অনেক চার্চের কথা আমি শুনেছি যে, তাদের লোকেরা এবং তাদের প্রচারকরা খ্রীষ্টের রক্তের কথা উল্লেখ করলে প্রচণ্ডভাবে অসন্তুষ্ট হয়, তাই তারা এই বিষয় উল্লেখ করেন না।

ধর্মস্থানের অনেক চিত্তাকর্ষক বিল্ডিং এই পৃথিবীতে রয়েছে। সেখানে খোদাই করা ওক গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি এবং পাথরের ভাস্কর্য কাঁচের উপর নানা কাজ এবং উজ্জ্বল চিত্র রয়েছে। এগুলো চার্চের সম্মান বাড়িয়ে দেয় সত্যি, কিন্তু খ্রীষ্টের রক্ত ছাড়া সেখানে কোন জীবন নেই। সেখানে চমৎকার অনুষ্ঠান, সুন্দর সংগীত, শিক্ষিত পালক, সুন্দর প্রভুর ভোজের টেবিল, বড় রকমের প্রভুর ভোজ হতে পারে কিন্তু তারা যদি খ্রীষ্টের মহামূল্য রক্তে বিশ্বাস না করে তবে সেখানে জীবন থাকতে পারে না।

মনে রাখতে হবে যে, খ্রীষ্টের রক্ত ছাড়া একটি মণ্ডলী আলো ছাড়া বাতিঘর। খ্রীষ্টের রক্ত ব্যতীত একটি মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা হোঁচট খায়। অবিশ্বাসীদের পক্ষে সেই মণ্ডলী আরামদায়ক, আনুষ্ঠানিকতার জন্য এটি একটি ভাল জায়গা, শয়তানের কাছে তা আনন্দ দায়ক এবং ঈশ্বর কাছে তা অপরাধের স্থান।

নতুন নিয়মের সুসমাচার হল ক্রুশের রক্তের সুসমাচার যা থেকে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর শক্তি উৎসারিত হয়। পবিত্র বাইবেল একটি রক্ত দিয়ে লেখা পুস্তক। চার্চ রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি মণ্ডলী। যীশুর কাছে যাওয়ার পথটি একটি রক্তাক্ত পথ– সঙ্কীর্ণ পথ।

পরিত্রাণের একমাত্র পথ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে। যিনি বলেছিলেন, "আমিই সেই পথ, সত্য এবং জীবন; আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না" (যোহন ১৪:৬)।

আসুন আমরা ইবরানী ৯:৭ পদের শব্দগুলো এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করি, **"তিনি আবার রক্ত ছাড়া প্রবেশ করতেন না।"** পুরাতন নিয়মে মহাপুরোহিত বছরে একবার মহা পবিত্রস্থানে প্রবেশ করতেন এবং পাপাবরণের উপর নিখুঁত মেষশাবকের রক্ত ছিটিয়ে দিতেন। শাস্ত্র বলে–

১. রক্ত সেচন ব্যতিরেকে পাপের ক্ষমা হয় না। ইব্রীয় ৯:২২।
২. মুক্তির কাজ রক্ত ছাড়া হয় না (ইব্রীয় ১০:১৯, ২০)।
৩. শান্তি উপভোগ করা যায় তবে রক্ত ছাড়া শান্তি আসে না। (কলসীয় ১:২০)।

৪. ন্যায়বিচার পাওয়া যায় তবে রক্ত ছাড়া তা হয় না (রোমীয় ৫: ৯)।
৫. রক্ত ছাড়া পবিত্রতার অভিজ্ঞতা পেতে পারে না (ইব্রীয় ১৩:১২)।
৬. মহিমা আমরা পেতে পারি তবে রক্ত ছাড়া তা আসে না (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯)

কেন আমাদের রক্তের প্রয়োজন? পবিত্র নতুন নিয়মের সহজ উত্তরটি হল আমরা সকলেই পাপী এবং আমরা সকলেই মৃত্যুর বাস্তবতার মুখোমুখি। মৃত্যু মানেই বিচ্ছেদ। শারীরিক মৃত্যু হল দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ যা অস্থায়ী মৃত্যু। কিন্তু শাস্ত্র কি বলে?

১. আদিপুস্তক বলে মানুষ পাপ করেছে। প্রথম মানুষের মধ্য দিয়ে পাপ এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে।
২. রোমীয় ৩:১০ পদ ঘোষণা করেছে যে "ধার্মিক কেউ নেই একজনও নেই।"
৩. রোমীয় ৩:২৩ বলেছিলেন, "যেহেতু সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছে।"
৪. পাপ মৃত্যু নিয়ে আসে। "পাপের বেতন মৃত্যু। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর দান হল অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)।

কেউ হয়তো বলতে পারে, "এটি আমার জন্য প্রযোজ্য নয়, কারণ আমি কখনও ঈশ্বরের অবাধ্য হই নি। আদমের মতো কখনও পাপ করি নি, আমি খাঁটিভাবে বেঁচে থাকি এবং মূলত সত্যবাদী ও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি ভালভাবে চলতে। অবশ্যই আপনি বলতে পারবেন না যে, আমি পাপের জন্য এতটাই দোষী যে আমাকে অবশ্যই চিরকাল নরকে বেঁচে থাকতে হবে।"

প্রিয় বন্ধু, আমরা আপনাকে যা করতে পারি তা হল পবিত্র শাস্ত্র থেকে একটি অংশ দেখাতে পারি। দেখুন ১ যোহন ১:৮, ১০ পদ । লেখা আছে, "আমরা যদি বলে থাকি যে, আমাদের কোনও পাপ নেই, তবে আমরা নিজেকে ফাঁকি দিই, এবং সত্য আমাদের মধ্যে নেই ... আমরা যদি বলি যে আমরা পাপ করিনি, তবে আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানাই এবং তার বাক্য আমাদের মধ্যে নেই।" রোমীয় ৫:১২ পদ অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আদম থেকে এসেছে ও পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।
তবুও আমাদের প্রেমময় ঈশ্বর কালভেরীর ক্রুশে রক্ত দিয়ে আমাদের পবিত্র করার মাধ্যমে পাপের পরিণতি থেকে উদ্ধার করেছেন। ইব্রীয় ৯:২২ পদ বলেছে, "রক্তপাত না করলে কোনও ক্ষমা হয় না।"

খ্রীষ্টের মহামূল্যবান রক্ত

কেন এই রক্ত ঝরছে? লেবীয় পুস্তক ১৭:১১ এটিকে স্পষ্ট করে বলেছে, তোমাদের প্রাণের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি তা বেদির উপর দিয়েছি। রক্তে জীবন থাকে। পাপের শাস্তি মৃত্যু (রোমীয় ৬:২৩)। তাই সেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রক্ত দরকার। এর অর্থ হল নাজাতের প্রতিটি প্রচেষ্টা রক্ত ছাড়া ব্যর্থ হবে। কোন প্রচারক বা পুরোহিত, মণ্ডলী বা ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বা বাপ্তিস্ম বা ভাল কাজ আপনার পক্ষে রক্ত দান করে নি। ঈশ্বর পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত ছাড়া অন্য কোনও রক্তই আপনার ও আমার পক্ষে উপকারী হতে পারে না। ইব্রীয় ১০:৪ পদ আমাদের বলে, ষাড় ও ছাগলের রক্ত আমাদের পাপ দূর করতে পারে না।

পবিত্র শাস্ত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তকে মূল্যবান বলে উল্লেখ করেছে (১ পিতর ১:১৮-১৯)। খ্রীষ্টের রক্ত মূল্যবান কারণ এটি রাজকীয় রক্ত। কিছু রহস্যময় অর্থে এটি ঈশ্বরের রক্ত ছিল (প্রেরিত ২০:২৮; যোহন ১:১, ১৪) এটি ঈশ্বর-মানবের রক্ত (২ করিন্থীয় ৫:২১; ইব্রীয় ৪:১৫; ১ যোহন ৩:৫)।

যেহেতু ঈশ্বর এই রক্তকে মূল্যবান রক্তের মর্যাদা দিয়েছেন তাই খ্রীষ্টিয়ান জীবনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এটি ছাড়া জীবন থাকতে পারে না। যে এই রক্তকে প্রত্যাখ্যান করে সে পরিত্রাণ প্রত্যাখ্যান করে।

পবিত্র নতুন এই কথা বলে– রক্তের মাধ্যমে আমরা মুক্তি পেয়েছি: প্রকাশিত বাক্য ৫:৯ পদ। খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে: তিনি আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত (১ যোহন ২:২)। খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে আমরা ক্ষমা পেয়েছি এবং পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি (ইফিষীয় ১:৭)।

উপসংহারে এই কথা বলি: যীশু খ্রীষ্ট রক্ত দিয়েছেন বলে মণ্ডলীর কেউ নরকের আগুনে অনন্তকাল কাটাতে পারে না বা তাদের পাপের জন্য মরতে পারে না। কারণ তাদের জন্য রক্ত দান করা হয়েছে। রোমীয় ৫:৮-৯ বলে, “কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর নিজের প্রেম দেখিয়েছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন। সুতরাং সম্প্রতি তাঁর রক্তে যখন ধার্মিক গণিত হয়েছি, তখন আমরা কত সুনিশ্চিত যে, তাঁর দ্বারা ঈশ্বর ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ পাব। কেননা যখন আমরা ঈশ্বর শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বর সঙ্গে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সম্মিলিত হলাম। এভাবে সম্মিলিত হয়েছি বলে এটা কত বেশি নিশ্চয় যে, তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব।”

ক্রুশের আত্মকথা

“তখন যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে ইচ্ছা করে, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলে নিক এবং আমার পিছনে আসুক।” মথি ১৬:২৪

আমি ক্রুশ কথা বলছি। আমি সেই ক্রুশ, যে ক্রুশে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা হয়তো অবাক হবেন এই কথা ভেবে যে, আমার আবার কি কথা থাকতে পারে! আমি তো এক খণ্ড কাঠ মাত্র। হ্যাঁ, সত্যি আমি এক খণ্ড শুকনো কাঠ মাত্র কিন্তু একদিন তো আমি তরতাজা একটি গাছ ছিলাম। বনের মধ্যে শক্তিশালী মোটাতাজা গাছের অংশ ছিলাম। বুক ভরে নিশ্বাস নিতাম। হাজারো পাখী আমার মধ্যে বাসা বাঁধতো। তাদের কলতানে আমি মুগ্ধ হতাম। আমার যে বনে জন্ম হয়েছিল সেখানে বন্য পশুরা আমারই নীচ দিয়ে চলাচল করত, আমার সঙ্গে গা ঘষে তাদের শরীরের জ্বালা জুড়োতো। তাদের সকলকে নিয়ে আমি সুখেই ছিলাম।

বনের মধ্যে অন্যান্য গাছের সঙ্গে আমি যখন বেড়ে উঠছিলাম তখন একটি বিকট সিংহ আমার ছায়ায় একদিন বিশ্রাম নিতে এলো। এই সিংহটিকে আমি আগে কখনও দেখি নি। সিংহটাকে দেখে আমার মনে হল এ সামান্য কোন সিংহ নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ধারণা সত্য হয়ে দেখা দিল। সিংহটি আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। আমার ভাল-মন্দ জিজ্ঞেস করল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। আবার আনন্দে হেসে উঠল। আমাকে বলল, “তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে তবে ভেবো না, অচিরেই সেই কষ্ট ঘুচে গিয়ে তুমি আনন্দে হাসবে।” আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বলার আগেই দেখলাম সিংহটি আর নেই, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ক্রুশের আত্মকথা

আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু আমি এর কোন অর্থ উদ্ধার করতে পারি নি। আর সেদিন থেকেই একটি শঙ্কা আমার মনের মধ্যে কাজ করতে লাগল। কি এমন ঘটবে আমার জীবনে যে আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে আবার আনন্দও হবে! এরপর কেটে গেছে অনেক দিন। অন্যান্যদের মতই বন্য পরিবেশে সুখেই আমার দিন কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ করেই যেন একদিন বনের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হল। কাঠুরিয়ার দল এসেছে! কাঠুরিয়ার দল এসেছে! অনেক গাছ তো কান্নাকাটিই শুরু করে দিল। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, কাঠুরিয়ারা আমার দিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করল। আমার তো বুক ফেটে কান্না আসতে শুরু করল। আর যা হবার তাই হল। অবশেষে আমার গোড়াতেই কুঠারের আঘাত হানতে শুরু করল। আমি লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে। আমাকে যখন কেটে ডালপালা ছেটে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল, দেখলাম আমার সঙ্গে আরও কয়েকটি গাছও কেটে নেওয়া হয়েছে। আমি কাঠুরিয়াদের বলতে শুনলাম যে, তারা যিরূশালেমের রোমীয় সৈন্যবাহিনী কাছে আমাদের তুলে দেবে। তারা আমাদের বন থেকে বের করে এনে আরও অনেক গাছের সঙ্গে একসঙ্গে বেঁধে সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করল। আমি যে গাছের ভেলার সঙ্গে ছিলাম– আমাকে একেবারে নীচের অংশে রাখা হয়েছিল। ভেলার সঙ্গে যখন আমরা সাগরের জল দিয়ে এগিয়ে চলছিলাম তখন আমার নীচে অনেক মাছ ছিল। আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাবার ফলে যে স্রোত সৃষ্টি হত মাছগুলো সেই স্রোতের টানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলছিল। আমি শুনতে পেলাম একটি মাছ আরেকটি মাছকে বলছে, "জানো তো, ভবিষ্যত বলার একরকম ক্ষমতা আমার আছে। আমি জানি যে যীশু সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে ছিলেন, তখন তাঁর পায়ের তলায় পানির নীচে আমি ছিলাম, সেই যীশুর সঙ্গে এই গাছের একটি যোগ আছে। আমি নিশ্চিত, এই গাছ দিয়েই সেই ক্রুশ বানানো হবে যাতে যীশুকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করা হবে। এটি সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনারই পরম অংশ।" আমি তাদের কথাবার্তা শুনলাম বটে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারলাম না ক্রুশ কি, আর যীশুই বা কে?

অবশেষে আমাদের ভেলা এসে ভিড়ল। এবার আমাদের আবার মাটির উপরে টেনে তোলা হবে। তাই হল। আমাদেরকে টেনে হেচরে একটি স্থানে স্তুপ করে রাখা হল। শুনতে পেলাম এরপর আমাদের করাত কলে তোলা হবে। তা-ই হল। আমাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটা হচ্ছে। আমার ছাল-বাকলা সব তুলে ফেলা হল। এর পর বড় বড় খণ্ড

ক্রুশের আত্মকথা

করে আমাকে কেটে ফেলা হল। আবারও সেই 'ক্রুশ' শব্দটি শুনতে পেলাম যারা আমাকে খণ্ড খণ্ড কাটছিল তাদের মুখে। আমাদের দিয়ে নাকি ক্রুশের কাঠ বানানো হবে। আমি সেই সময় পর্যন্ত ক্রুশ কি তা জানতাম না।

এরপর আমাদের টেনে হেচরে নিয়ে চলল। অবশেষে আমাদের ছোট্ট একটা কাঠের খণ্ড-দলকে যিরূশালেমে নিয়ে আসা হল। আমাদের ঠাই হল রোমীয় সৈন্যদলের কাঠের কারখানায়। এই কারখানায় নানা রকমের কাজ হয়। সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র তৈরি হয় যাদের জায়গা হয় রাজপ্রাসাদ সহ বড় বড় ঘর-বাড়ীতে। কিন্তু আমরা এখানেও সেই ক্রুশের কথা শুনতে পেলাম। আমাদের দিয়ে নাকি কোন আসবাব পত্র তৈরি করা হবে না কিন্তু তৈরি করা হবে ক্রুশের কাঠ– যে ক্রুশে সমস্ত অপরাধীদের হত্যা করা হয়। এই কথা শুনেই আমার মনের কষ্ট আরও বেড়ে গেল। এখন থেকে ক্রুশের একটা ছবি যেন আবছা আবছা আমার মধ্যে সৃষ্টি হতে লাগল।

অবশেষে আমাকে সহ আরও কয়েকটি বড় বড় খণ্ডকে চিরে লম্বা থামের মত কেটে ছেচে রাখা হল। কাড়িগররা বলাবলি করতে লাগল, আমরা নাকি ক্রুশের কাঠ। একটি বড় করে আরেকটি একটু ছোট করে কেটে আমাকে দুই খণ্ড কাঠে পরিণত করা হল। আমাদের পরিচয় হল আমরা 'ক্রুশের কাঠ'।

মনটা আমার দুঃখে ভরে গেল। মনে পড়ল সেই সিংহের কথা। সিংহ আমাকে বলেছিল আমার নাকি ভীষণ কষ্ট হবে। আবার কষ্টের শেষে অনেক আনন্দও হবে। মাছের কথাও আমার মনে পড়ল। আমাকে নাকি ক্রুশ বানিয়ে 'যীশু' নামক কাউকে ক্রুশে টাঙ্গানো হবে। সত্যি বলছি, যীশু নামটি যেন আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেল। ভাবতে লাগলাম লোকটির কথা। আমি কখনও তাঁকে দেখিনি, আসতে আসতেই তাঁর কথা শুনেছি মাত্র। শুধু মাছের কথা থেকে বুঝেছি যে, তিনি সাগরের পানিতে হেঁটেছেন। কথাটা শুনে আমি শুধু ভেবেছি এও কি সম্ভব! তাঁকে দেখবার জন্য আমার মনটা ছট্‌ফট করতে লাগল।

অবশেষে দেই দিনটি এলো। আমাকে আবার জোড়া লাগানো হল আড়াআড়ি ভাবে। এটাকেই নাকি 'ক্রুশ' বলে। আমাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে অনেক জনতার ভীড়। যাঁকে কেন্দ্র করে এত ভীড় তাঁকে খুবই বিধ্বস্ত মনে হল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে তিনি জর্জরিত। অনেক সৈনিক তাঁকে ঘিরে রয়েছে। আরও অনেক লোক– কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বিদ্রুপ করছে, কেউ বুক চাপরাচেছ।

আমাকে সেই যীশুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যীশুকে আদেশ করা হল আমাকে বয়ে নেবার জন্য। আমাকে নাকি তাঁকেই বয়ে নিতে হবে ‘মাথার খুলি’ নামক জায়গায় যেখানে আমার উপরে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত সৈনিকরা তাঁকে বাধ্য করলো আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে। এই প্রথমবার তিনি আমাকে স্পর্শ করলেন। আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না তখন আমার কি অনুভূতি হয়েছিল! তাঁর স্পর্শে আমার মধ্যে যেন প্রাণ ফিরে এলো– সেই আগের মত যখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু তিনি যখন আমাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন তখন আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগল এই ভেবে যে, আমার ভারে তাঁর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তিনি সত্যিই আমার ভার বহন করতে পারছিলেন না, কারণ তাঁকে যেভাবে চাবুক মারা হয়েছে তাতে তাঁর বেঁচে থাকবার কথাই ছিল না। এর উপর আমার মত এত ওজনের একটি ক্রুশ তাঁর কাঁধে! আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। যখন তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন যেভাবে যিরূশালেমের মেয়েরা কাঁদছিল তা দেখে আমার আরও ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। আর আমি সত্যিই কেঁদে ফেললাম যখন তিনি যিরূশালেমের মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “ওগো যিরূশালেমের কন্যারা, আমার জন্য কেঁদো না, বরং নিজেদের এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য কাঁদ। কেননা দেখ, এমন সময় আসছে, যে সময়ে লোকে বলবে, ধন্য সেই স্ত্রীলোকেরা, যারা বন্ধ্যা, যাদের উদর কখনও প্রসব করে নি, যাদের স্তন কখনও দুধ দেয় নি। সেই সময়ে লোকেরা পর্বতমালাকে বলতে আরম্ভ করবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপবর্তগণকে বলবে, আমাদেরকে ঢেকে রাখ। কারণ লোকেরা সরস গাছের প্রতি যদি এমন করে, তবে শুষ্ক গাছে কি না ঘটবে?”

কথাগুলো শুনে আমার মনে হল তিনি কোন সামান্য লোক নন। নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। যদি তা না হয় তবে তবে এত লোক বুক চাপরাচ্ছে কেন? কিন্তু তিনি সত্যি আমার ভার নিতে পারলেন না। তিনি হোঁচট খেয়ে পরে গেলেন। আমিও ছিটকে পরলাম। এরপর সৈন্যরা শিমোন নামে একজনকে ধরে তার কাঁধে আমাকে চাপিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই আমাকে বয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি আমার আগে আর আমি তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। শেষ পর্যন্ত মাথার খুলি নামক স্থানে আমরা এলাম।

এরপর যা যা ঘটল তাতে আমার আর দুঃখের শেষ রইল না। এমন একজন মানুষ যাঁর স্পর্শেই আমার মধ্যে যেন জীবন ফিরে পেয়েছিলাম তাঁর কষ্টে আমার জীবন যেন আবার দুমড়ে-মুচড়ে গেল। আমার পাশে আরও দুটি ক্রুশ ছিল আর সেই ক্রুশগুলো

হাসছিল। কিন্তু লোকদের এত চেচামেচি যে, আমি তাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না কেন তারা এত দুঃখের মাঝেও হাসছে। অথচ হাসি তো দূরের কথা তাঁর কষ্টে আমার জীবনই যেন বেড়িয়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা যীশুকে নিয়ে আমার উপর শুইয়ে দিল। তারপর তাঁর হাতে পা আমার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল। এরপর সৈন্যরা বড় বড় পেরেক নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর হাত ও পা গেঁথে দিল। আহারে! কি সেই কষ্ট! তাঁর কষ্টের চিৎকারে সমস্ত বিশ্বমণ্ডল যেন কেঁপে উঠলো। তাঁর শরীরে যেটুকু রক্ত বাকী ছিল তা যেন ফিন্‌কী দিয়ে বেড়িয়ে আসতে লাগল! এরপর তারা আমাকে শোয়া অবস্থা থেকে সোজা করে দাঁড় করাল। এরপর আরও যে দুটি ক্রুশে দু'জন ঝুলে ছিল তার মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। আমার উপরে যীশুকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। যখনই তাঁর রক্ত আমাকে স্পর্শ করল, সে যে আমার কি অনুভূতি হয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এক দিকে যীশুর কষ্ট ধারণ করে আমার প্রচণ্ড কষ্ট আবার তাঁর পবিত্র রক্তের স্পর্শে আমার এক অপূর্ব শান্তি– এই দোদল্যমান পরিস্থিতিতে আমি যেন নির্বাক হয়ে গেলাম। আমি শুনতে পেলাম কয়েকজন ফরীশী ও সদ্দূকী মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এসো, তবেই না আমরা তোমার উপর বিশ্বাস করব!" কিন্তু অনেককে দেখলাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে বুক চাপরাচ্ছে। তাদের দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে জল পড়ছে। তাদের ভিড়ে কয়েকজন নারীকে দেখতে পেলাম যারা কাঁদছে। তাদের কথায় বুলঝ পারলাম তাদের মধ্যে সেখানে একজন আছেন যিনি যীশুর মা মরিয়ম। আমার ভিতরে আমার কষ্টটা যেন আবার বেড়ে গেল! মায়ের সামনে পুত্রের এই কষ্ট মা কিভাবে দেখছে! আহারে বেচারী মা!

যীশু এতক্ষণ নির্জীবই ছিলেন। শুধু কষ্টে কাতরাচ্ছিলেন। কিন্তু এতক্ষণে তিনি মুখ খুললেন, তিনি বললেন, "পিতা এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা জানেনা।" আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম। যারা তাকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করছে, তাদের ক্ষমা করা! আমার জীবনে দেখা এই প্রথম মানুষ যিনি এই অবস্থাতেও যারা তাঁকে এই ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে তাদের ক্ষমা করতে পারে! আমি ভাবলাম ঈশ্বরের পুত্র না হলে একি সম্ভ ব! আমি একজন বৃদ্ধ লোককে দূরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনলাম। ইনিই খ্রীষ্ট তা না হলে এই কথা কেউ বলতে পারে না। তোমরা কি জাননা পবিত্র বাক্যে লেখা আছে, "তারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করবে।" দেখ খ্রীষ্টের জন্য বলা সেই কথা মিলে গেছে। আমি তাদের কথা শুনে ভীষণ আশ্চর্য হলাম। তারা খ্রীষ্টের কথা বলছিলেন যার কথা আমি

আগে কখনও শুনিনি। হয়তো সময়ের পরিক্রমায় আমি তা বুঝতে পারব।

এরপর আমি আমার দুপাশে থাকা দু'জন যারা নাকি খারাপ লোক ছিল তাদের কথা শুনতে পেলাম। একজন যীশুকে লক্ষ্য করে খারাপ খারাপ কথা বলছিল। কিন্তু অন্য একজন তাকে বাধা দিয়ে তাকে বকুনি দিল। এরপর সে যীশুকে লক্ষ্য করে বলল, "প্রভু, আপনি যখন নিজের রাজ্যে আসবেন, দয়া করে আমাকে স্মরণ করবেন।" তার বিনতি শুনে এবার যীশু অতি কষ্টে মুখ খললেন, বললেন, "অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরম দেশে উপস্থিত হবে।" আমি ভাবতে লাগলাম, কে এই যীশু? পরম দেশও যাঁর করায়ত্বে! তিনি নিজেও সেখানে যেতে পারেন আবার অন্য একজনকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারেন!

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের চারপাশে এমন অনেক লোক আছে যারা তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর কষ্টে কষ্ট পাচ্ছে। তাদের মধ্যে তাঁর কিছু শিষ্যও রয়েছে। তাঁর মা ও তাঁকে ঘিরে আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিল। এবার যীশু নিশ্বাস নিতে নিতে আবারও কাথা বললেন। তিনি তাঁর মা ও শিষ্যকে লক্ষ্য করে কথা বলেন। তার মাকে বললেন, "ঐ দেখ তোমার ছেলে" আর শিষ্যকে বললেন, "ঐ দেখ তোমার মা।" আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। মানুষের নানা রকম সম্পর্কের বিষয়ে আমি খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলাম না। এবার কিছুটা বুঝলাম! সম্পর্কের দায়-দায়িত্বের কথা বুঝলাম। বুঝলাম তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই একজন শিষ্যর হতে তাঁর মায়ের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। যীশুর সম্পর্কে আমার জানার পরিধি বৃদ্ধি পেতে লাগল আর আমার ভক্তিও গভীর থেকে গভীর হতে লাগল। এরপর আরেকটি আহাজারির উক্তি তাঁর মুখ থেকে বেড়িয়ে এলো, "ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ?" তখন এর কোন মানে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দূরে এক বৃদ্ধলোককে আরেক জনকে বলতে শুনলাম। তিনি বলছেন, "শোন, আমি নিশ্চিত যে ইনিই খ্রীষ্ট। দেখ ওনি আবারও গীতসংহিতার মধ্যে বলা খ্রীষ্টের জন্য যে কথা বলা হয়েছে তা তিনি বলছেন।" এতে আমি বুঝতে পারলাম ওনি এমন একজন লোক যাঁর কথা শাস্ত্রে অনেক অগে থেকেই লেখা আছে।

এখন মাথার উপর কঠিন রোদ। প্রচণ্ড গরম। তাপ যেন বাড়ছেই। তিনি এখন খুবই অবসন্ন। তাঁর শরীরে আর রক্তের ধারা নেই। সব যেন ইতিমধ্যেই বেড়িয়ে গেছে। তাঁর খুবই পিপাসা পেয়েছে বলে মনে হল, কারণ তাঁর রক্ত আমার শরীরের

মধ্য দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেছে বলে মনে হল। এরই মধ্যে মৃদু স্বরে তাঁর মুখ থেকে আওয়াজ বেড়িয়ে এলো। তিনি বললেন, “আমার পিপাসা পেয়েছে।” কাছে থাকা সৈন্যরা তা শুনতে পেল। তাঁরা তাঁরই কাপড় নিয়ে গুলিবাঁট করছিল। তারা দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ ভিজিয়ে তাঁর মুখের সামনে ধরলো। আমি দেখলাম তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। গন্ধ থেকে মনে হল সৈন্যরা তাঁকে জল দেয় নি, কিন্তু সিরকা জাতীয় কিছু খেতে দিয়েছিল। হয়তো তাই তিনি তা পান না করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। অজান্তেই আমার মনের কষ্ট যেন কথা হয়ে বের হল, “আহারে! মৃত্যুর সময় একটু জল চেয়েও পেলেন না। এই দুঃখ রাখি কোথায়?” মনে হল তিনি আর বেশীক্ষণ নেই। যে বৃদ্ধলোকটি আগে আরেকজনকে বুঝিয়ে বলেছিলেন তিনি আবার তাকে বলছেন, “দেখ, এটিও পবিত্র শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে গেল। তিনি জল চাইলে তাঁকে মদ খেতে দেবে। আমি ভাবলাম লোকটা সত্যিই কতকিছুই না জানে! তাঁর জ্ঞানই তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে যীশু প্রকৃতপক্ষে কে। আমার মনে হল যীশু আর বেশীক্ষণ আর এই দেহে থাকবেন না। যতটুকু রক্ত তাঁর শরীরে ছিল তার সবটুকু বেড়িয়ে গেছে। আমি ভাবতে না ভাবতেই আবার তাঁকে কিছু বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, “সমাপ্ত হল।” এই কথা বলে তিনি আর বেশী সময় নিলেন না। তিনি আবার বললেন, “পিতা, আমি আমার আত্মা তোমার হাতে তুলে দিলাম।” এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মাথা কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার নিশ্বাসও চলে গেল! আমি ভাবলাম কি দুর্ভাগা আমি যে, আমার উপর একজন ধার্মিক ব্যক্তি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন! কিন্তু আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম যখন দেখলাম তাঁর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল– ঘোর অন্ধকার! ভীষণ ভূমিকম্প দেখা দিল। লোকেরা ছোটাছুটি করে দৌড়ে পলাতে লাগল। ক্রুশের কাছে যে সব সৈন্যরা ছিল তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, “সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।” আমি সত্যি বলছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি এসব সত্যিই ঘটেছিল।

এক সময় যে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছিল তা কেটে গেল। দেখলাম কিছু সৈন্য এসে যীশুর পা ভাংগতে চেষ্টা করল কিন্তু আরেকজন বাধা দিয়ে বলল, আরে এতো মারা গেছে তবে পা ভাংবে কেন? তিনি সত্যি মারা গেছেন কিনা তা জানার জন্য একজন বর্শা দিয়ে তার পাজরে খোঁচা মারল। দেখলাম তাঁর ক্ষতস্থান দিয়ে জল ও রক্ত বেড়িয়ে এলো। সৈন্যরাও বলল যে, তিনি মারা গেছেন। আর আমি তো

জানতামই যে, তিনি তখনই চলে গেছেন যখন তিনি তাঁর আত্মা পিতার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

বেলা গড়িয়ে এলে আমি দেখতে পেলাম কয়েকজন আমার কাছে আসল। লোকদের কথাবর্তায় বুঝতে পারলাম তাদের মধ্যে একজনের নাম অরিমাথিয়ার যোষেফ। তারা সৈন্যদের সহযোগীতায় পরম যত্নে তাঁর দেহ সহ আমাকে কাত করে নামালেন। তারপর তারা বাঁধন খুলে শেকলগুলো তুললেন। তারপর একটি সাদা কাপড়ে তাঁর দেহটি সুগন্ধি দিয়ে জড়ালেন। তারপর তাঁকে নিয়ে কবর দেবার জন্য চললেন।

আমি সত্যি বলছি, তাঁকে যখন আমার থেকে আলাদা করা হল তখন আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। আমি এতক্ষণ এমন একজনের সঙ্গে লেগে ছিলাম যিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। আমি মনে মনে ভাবছি, এত সৌভাগ্য আমার কেমনে হল যে, আমি এতক্ষণ ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে ছিলাম! এর পর কি হয়েছে আমি আর কিছুই জানি না।

আমি মনে মনে অনেক ভেবেছি সেই সিংহের কথা যিনি আমাকে আমার ভবিষ্যত বলেছিলেন। এত যুগ পরে আমি এর অর্থ খুঁজে পেয়েছি। আমি সেই ক্রুশ যে এক সময় কুখ্যাত ছিল কারণ আমার উপরেই যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি ভালবাসার প্রতীক। খ্রীষ্টান-বিশ্বাসীরা এখন আমাকে খুবই ভালবাসে এবং বুকে ঝুলিয়ে রাখে। চার্চের উপরে আমাকে দাঁড় করিয়ে যে সম্মান দেয় তাতে সত্যিই আমি প্রীত। আমি তাদের ভালবাসার ধর্মের প্রতীক হয়ে গেছি। যীশুকে আমার উপর ধারণ করে আমি চিরকালের জন্য ধন্য হয়েছি। যীশুর সঙ্গে যুক্ত থেকে যুগে যুগে ধন্য আমি।

যীশুর সংগে উত্থিত হওয়া

"আমি খ্রীষ্টকে ও তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রমকে এবং তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতাকে যেন জানতে চাই, আর এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি; যেন কোন মতে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের ভাগী হতে পারি।" ফিলিপীয় ৩:১০-১১

আজকের এই আলোচনা থেকে যীশুর পুনরুত্থানের শক্তিকে অর্থাৎ আমরাও কিভাবে এই শক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। এই আলোচনা করতে গিয়ে আমি 'শেষ দিন' অর্থাৎ এসকাটালজি সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না কিন্তু আমরা যখন এই পৃথিবীতে বাস করছি এই সময়ের প্রেক্ষাপটে পুনরুত্থানের পরাক্রমের বিষয়ে জানতে চাই, সেই বিষয়ে প্রার্থনা করতে চাই ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। পবিত্র বাইবেলের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা জানি এমন একদিন আসবে যখন সকল মানুষকেই জীবিত করে তোলা হবে (যোহন ৫:৫-২৮-২৯)। আমরা অনেকেই তাকে 'শেষ দিন' বলে অবিহিত করি কিন্তু এই শেষ দিনের বায়না হিসাবে কিন্তু খ্রীষ্টকে সত্যিসত্যিই মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হয়েছে। তিনি প্রথম ফল, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে তাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়েছেন (১ করিন্থীয় ১৫:২০)। এটাই আমাদের গ্যারান্টি যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদেরও তাঁর মত করেই জীবিত করে তুলবেন।

পবিত্র বাইবেল বলে সমস্ত মানুষকেই একদিন মৃত্যু থেকে জীবিত করা হবে (১ করিন্থীয় ১৫:২২)। সেই দিন সকলকে মৃত্যু থেকে জীবত করা হবে বলে যে কথা বলা

হয়েছে তার মানে এই নয় যে, তাদের সকলেই পরিত্রাণ পাবে। প্রকৃত অর্থে সেই দিন সকলকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হবে ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াবার জন্য– শেষ বিচারের জন্য (প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১২)।

আজকের শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখতে পেয়েছি, প্রেরিত পৌল যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি "যে শক্তির দ্বারা তাঁকে (খ্রীষ্টকে) মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল সেই শক্তিকে জানতে চাই" বলার মধ্য দিয়ে পুনরুত্থানের পরাক্রমের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। খ্রীষ্টকে জানতে চাওয়া বলার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে শক্তির দ্বারা তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল সেই শক্তিকে জানতে চান। এরপর তিনি যুক্ত করেছেন এই কথা 'যা-ই হোক না কেন আমি নিশ্চয়ই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠব" (ফিলিপীয় ৩:১০-১১)।

কেউ কেউ বলেন যে, ফিলিপীয় ৩:১১ পদে প্রেরিত পৌল শেষ দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন বলে যে আশা করেছেন সেই কথাই এখানে বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি এই কথা বলি: খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের সেরকম প্রার্থনা কর-ার আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? কারণ আমরা তো জানিই যে, সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানকেই মৃত্যু থেকে জীবিত করা হবে। মৃত্যু থেকে জীবিত হবার এই প্রতিজ্ঞা ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৫; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৬ পদে করা হয়েছে ও সেই বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ে আমরা মৃত্যু থেকে জীবিত হবো– কোনরূপ ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ করেই তা করা হবে। সেজন্য আমি মনে করি প্রেরিত পৌলের পক্ষে এই কথা বলা বোকামীই হবে: "সেইজন্য যা-ই হোক না কেন আমি নিশ্চয়ই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবো।" এছাড়া, 'যা-ই হোক না কেন' কথার মধ্যে মনে হয় যে, তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। প্রেরিত পৌল অন্য সব জায়গায় পুনরুত্থানে বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার সংগে এখানকার বিষয়টির কোন মিল নেই। সেজন্য আমরা বলতে পারি, তিনি অবশ্যই শেষ বিচারের পুনরুত্থানের শিক্ষা থেকে ভিন্ন কোন শিক্ষাই এখানে দিয়েছেন।

কেউ কেউ এই ধারণা এখানে ঢুকিয়ে দিতে চায় এই কথা বলে যে, প্রেরিত পৌল নিশ্চিত ছিলেন না, তিনি পরিশেষে পরিত্রাণ লাভ করবেন কি না। তবে এই রকম চিন্তা তারাই করতে পারে যারা ভাবেন তারা একদিন ঈশ্বরের সন্তান হবেন আর অন্য দিন কোন কারণে হয়তো ঈশ্বর সেই সুযোগ তার কাছ থেকে তুলে নেবেন।

যীশুর সংগে উত্থিত হওয়া

বর্তমান কালে কোন কোন ভাল খ্রীষ্টিয়ান ভীষণ ভয় করে এই কথা ভেবে যে, তারা তাদের পরিত্রাণ হারাতে পারে। কেউ কেউ ফিলিপীয় ৩:১১ পদ ব্যবহার করতে পারে তাদের পরিত্রাণ হারাবার বিষয়ে। কিন্তু পৌল যদি 'খ্রীষ্টকে জানা' ও 'পুনরুত্থানের পরাক্রম' পরিত্রাণের নিশ্চয়তার বিষয় বলে ধরেন, তবে তা কাজের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের ধারণার গন্ধই সেখানে পাওয়া যাবে। ঈশ্বরের দয়ার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের যে শিক্ষা প্রেরিত পৌল দিয়েছেন এই শিক্ষা তার বিরুদ্ধে যাবে।

কেউ কেউ এই পদটি নির্দেশ করে খ্রীষ্টিয়ানদের সাক্ষ্যমর হওয়ার বিষয় যারা তাদের জীবনে একটি ধাপ তৈরি করেছেন। এই পদের মধ্যে একটি বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা হল 'মৃতদের মধ্য থেকে' পুনরুত্থান বলা হয়েছে কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থানের কথা বলা হয় নি। মনে হয় বিষয়টি ঠিক। যীশু নিজেও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন যদিও তখন অন্য সব মৃত লোকেরা পুনরুত্থান করেন নি। সুতরাং কেউ কেউ বলেন কোন কোন খ্রীষ্টিয়ানের পুনরুত্থান হবে তবে সকলের নয়। মাত্র শেষ দিনেই সকলের পুনরুত্থান হবে। সেজন্য তারা বলে থাকেন যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময়ে শুধু সাক্ষ্যমরদের পুনরুত্থান হবে।

তবে পৌল কি এই কথা বলেছেন যে, তিনি শ্রীঘ্র সাক্ষ্যমর হতে যাচ্ছেন? এই পদ কি সাক্ষ্যমর হবার বিষয়ের সংগে কোন সম্পর্ক আছে? আমি বিশ্বাস করি, ফিলিপীয় ৩:১০-১১ পদের সংগে ভবিষৎ বিষয়ের সংগে কোন সম্পর্ক নেই। এটি শেষ পুনরুত্থানের বিষয় বলা হয় নি। পুরস্কার হিসাবে শারীরিক পুনরুত্থানের কথাও বলা হয় নি। বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসাবে পরিত্রাণ পাবার কথাও এখানে বলা হয় নি।

ডেভিড গুডিং তিনি এই ভাবে বলেছেন: "আপনার পুনরুত্থান হতে পারে না যদি না আপনি মৃত্যুবরণ করেন। যদি পুনরুত্থান শারীরিক হয় তবে মৃত্যুও শারীরিক।" তবে প্রেরিত পৌল কি তাঁর শারীরিক পুনরুত্থানের জন্য বেশী করে তাঁর শারীরিক মৃত্যুর কামনা করেছেন? আমার মনে হয় না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই প্রেরিত পৌল এখন 'পুনরুত্থানের পরাক্রম' চেয়েছেন। তিনি জানেন যে, তা কষ্টভোগ ছাড়া লাভ করা যায় না। দুঃখ-কষ্টভোগ করা ছাড়া কোন পুনরুত্থান নেই। যীশু যদি ক্রুশে মৃত্যুবরণ না করতেন তবে তাঁর কোন পুনরুত্থানও হতো না।

তবে কি এই যে, পৌল মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চাচ্ছেন যেন তিনি পুনরুত্থিত হতে পারেন। কিন্তু যে পুনরুত্থানের কথা তিনি বলছেন তা শারীরিক নয়। এটি দেহের

মধ্যে যে ব্যক্তি বাস করে তার। সত্যি কথা হল এই যে, একজন যদি যীশুর সংগে ক্রুশে না মরে তবে তার জীবনে যীশুর পুনরুত্থানের শক্তিও লাভ করতে পারে না। অন্য কথায় বলতে গেলে আমাদের আমিত্বকে অবশ্যই ক্রুশে মেরে ফেলতে হবে পুনরুত্থানের শক্তি লাভ করার জন্য। এই ধারণাটিই ফিলিপীয় ৩:১১ পদকে কোন কোন ভাবে ব্যাখ্যা করে। পৌল পুনরুত্থানের শক্তির অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিজেকে কঠিন ভাবে প্রস্তুত করেছেন।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? যীশুর পুনরুত্থানের শিক্ষার এটি একটি সত্যিকারের ব্যবহারিক দিক। যারা যীশুর মত হতে চায় এটি তাদের সামনে অগ্রসর হবার একটি মন্ত্র। যারা আত্মিক ভাবে শক্তিশালী হতে চায় এটি তাদের জন্য উৎকৃষ্ট একটি পথ।

পুনরুত্থানের পূর্বে একটি মৃত্যু প্রয়োজন। পুনরুত্থানের পরাক্রম চাওয়া এক ব্যাপার কিন্তু মৃত্যু চাওয়াটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার!

কিন্তু পৌল বলেছেন, "আমি খ্রীষ্টকে জানতে চাই এবং যে শক্তির দ্বারা তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল সেই শক্তিকে জানতে চাই" (ফিলিপীয় ৩:১০-১১)। এখন প্রশ্ন হল কেন পৌল খ্রীষ্টকে জানতে চাচ্ছেন? তিনি কি ইতিমধ্যেই তাঁকে জানেন নি? তিনি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টকে জানতেন। কিন্তু তিনি অনুভব করছেন তিনি যতটুক জানেন তার চেয়ে আরও বেশী জানা দরকার। সেজন্য তিনি যুক্ত করেছেন এই কথা, "আমি তাঁর দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতে চাই।"

আমরা অনেকেই যীশুর সংগে উত্থিত হতে চাই। কিন্তু আমরা কতজন তাঁর সংগে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে ইচ্ছা করি? পৌল পুনরুত্থানের পরাক্রম জানতে চান এবং এজন্য তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য যা প্রয়োজন তা তিনি করতে চান। আমি আমাদের সকলকে জিজ্ঞেস করি: আমরা কি যীশুর সংগে ক্রুশ পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত হয়েছি? যে কোন ভাবে? তিনি যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন আমরা কি সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে প্রস্তুত?

যীশু যেমন মৃত্যুবরণ করেছেন তেমনি আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকতে প্রস্তুত হবো। একদিন আমরা সকলেই যীশুর মত হবো। তখন আমরা তাঁর সংগে মহিমান্বিত হবো। শাস্ত্র বলে, 'ঈশ্বর যাদের আগেই বাছাই করেছিলেন তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত হবার জন্য আগেই ঠিক করেও রেখেছিলেন, যেন সেই পুত্র অনেক ভাইদের মধ্যে প্রধান হন। যাদের তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন তাদের তিনি ডাকও দিলেন;

যাদের ডাক দিলেন তাদের তিনি নির্দোষ বলে গ্রহণও করলেন; যাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করলেন তাদের তিনি নিজের মহিমাও দান করলেন” (রোমীয় ৮:২৯-৩০)।

“প্রিয় সন্তানেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু পরে কি হব তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে আমরা জানি, খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব” (১ যোহন ৩:২)।

প্রেরিত পৌল যেন বলেছেন, ‘আমি এখনই তাঁর মত হতে চাই, আমি নিজেকে সেখানে নেবার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না।’ কারণ তিনি তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ‘আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে, আমি কোন কিছুতেই লজ্জা পাব না বরং আমার যথেষ্ট সাহস থাকবে, যাতে আগে যেমন আমার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ হত তেমনি এখনও হবে– তা আমি বাঁচি বা মরি’ (ফিলিপীয় ১:২০)।

“খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে যে মনোভাব ছিল তা তোমাদের মধ্যেও থাকুক। যিনি ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকলেও, ঈশ্বরের সঙ্গে সমান থাকা ধরে নেবার বিষয় জ্ঞান করলেন না, কিন্তু নিজেকে শূন্য করলেন, দাসের রূপ ধারণ করলেন, মানুষের সাদৃশ্যে জন্মগ্রহণ করলেন, আকার প্রকারে মানুষ হলেন, তিনি নিজেকে অবনত করলেন, মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হলেন।” (ফিলিপীয় ২:৫-৮)।

আমরা জানি, যীশুও তাঁর নিজের ইচ্ছামত কাজ করেন নি। পবিত্র শাস্ত্র এই কথা ঘোষণা করে, “অতএব উত্তরে যীশু তাদেরকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারে না, কেবল পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই করেন; কেননা তিনি যা যা করেন, পুত্রও তা-ই করেন।” (যোহন ৫:১৯)।

“আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি না, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি।” (যোহন ৫:৩০)।

যীশু কেন ক্রুশের উপর কষ্টভোগ করেছেন? এই কষ্টভোগের মধ্যে ছিল:

প্রথমতঃ এটা ছিল একটা ভীষণ লজ্জার ব্যপার। লেখা আছে, “বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই তাঁর সম্মুখস্থ আনন্দের জন্য

ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করলেন, অপমান তুচ্ছ করলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে উপবিষ্ট হয়েছেন।" (ইব্রীয় ১২:২)। সেখানে উলঙ্গতার লজ্জা ছিল। মাত্র জঘন্য দুষ্কৃতিকারীরাই এভাবে মারা যেত– অত্যন্ত জঘন্যভাবে মৃত্যুবরণ করত, অত্যন্ত অসম্মানিত ভাবে মারা যেত। এভাবে একজন সাধারণ ক্রিমিনাল হয়ে মারা যাওয়া একটা লজ্জার বিষয় ছিল। এটি একজন প্রতারক হিসাবে মৃত্যুবরণ করার লজ্জা বহন করতো (মথি ২৭:৬৩)। ব্যর্থতার লজ্জা সে বহন করতো। লোকে যে তাকে ভুল বুঝেছে সেই লজ্জা নিয়ে সে মৃত্যু বরণ করতো।

দ্বিতীয়ত: এটা ছিল নীরবে মৃত্যু বরণ করা। লেখা আছে, "তিনি নির্যাতিত হলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করলেন, তিনি মুখ খুললেন না; মেষশাবক যেমন হত হবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়, তেমনি তিনি মুখ খুললেন না। (যিশাইয় ৫৩:৭)। এখানে দেখতে পাই, পিতা তাকে যা বলতে বলতেন তিনি শুধু তাই বলতেন। হেরোদ যীশুকে অনেক প্রশ্ন করলেও যীশু কিন্তু কোন কথারই উত্তর দেন নি (লূক ২৩:৯)।

পিলাতের সামনেও তিনি কোন কথার উত্তর করেন নি। লেখা আছে, "পিলাত আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ?' যীশু কিন্তু পীলাতকে কোন উত্তর দিলেন না।"

তৃতীয়তঃ যীশু একটি কথাও বলেন নি যখন তিনি– যারা তাঁকে ঘৃণা করত তারা যখন তাদের নিজেদের হাতে তাঁকে পেয়েছিল। এছাড়া, যারা হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর পিছন পিছন গিয়েছিল তিনি তাদেরও একটি কথা বলেন নি।

এজন্য পবিত্র শাস্ত্রে লেখা হয়েছে, "কারণ তোমরা এরই জন্য আহ্বান পেয়েছ; কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য দুঃখভোগ করলেন, এই বিষয়ে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, যেন তোমরা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ কর;। ... তিনি অপমানিত হলে প্রতিউত্তরে অপমান করতেন না; দুঃখভোগের সময় প্রতিশোধ নেবার ভয়ও দেখান নি, কিন্তু যিনি ন্যায় অনুসারে বিচার করেন, তার উপর আস্থা রাখতেন।" (১ পিতর ২:২১, ২৩)।

চতুর্থতঃ এই মৃত্যু ছিল একটি উৎসর্গ। উৎসর্গ ছিল পশু হত্যা করা। সেই পশুকে ভুলে যাওয়া হত। সেটিকে আবার দেখতে পাবার আশা করা হত না। এর মানে হল নিজেকে শেষ করে দেবার ক্ষমতা অর্জন করা। আপনার আর কোন প্রয়োজন

নেই, কোন গুরুত্ব নেই সে রকম ভাবা। আপনি আপনার জীবনকে আর ভালবাসবেন না। যেমন প্রকাশিত বাক্যে বলা হয়েছে, ‘তারা নিজেদের অতিরিক্ত ভালবাসে নি বলেই তাদের জীবন দিতে তারা রাজী ছিল’ (১২:১১)। আপনি আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি উৎসর্গ করে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেওয়া, যেমন যীশু বলেছেন, “পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে না” (লূক ২৩:৩৪)। আমাদের জন্য এর মানে হল, যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য আমাদের পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাওয়া।

পঞ্চমতঃ এই মৃত্যু ছিল প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতার মৃত্যু। শিষ্যেরা সবাই তখন যীশুকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন (মথি ২৬:৫৬)। গেৎশিমানী বাগানে তিনি একাকী কষ্টভোগ করেছেন। শিষ্যরা তখন ঘুমাচ্ছিলেন। এই কষ্টের সময়ে যীশুকে তাদের কাছে এসে বলতে হয়েছে, “এ কি! আমার সংগে এক ঘণ্টাও কি তোমরা জেগে থাকতে পারলে না?” (মথি ২৬:৪০)।

লেখা আছে, “তিনি ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করে বললেন, ‘পিতা আমার, আমি গ্রহণ না করলে যদি এই দুঃখের পেয়ালা দূর না হয় তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’ তিনি ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার তাঁদের ছেড়ে গিয়ে তৃতীয় বার সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন (মথি ২৬:৪২-৪৪)।

পরিশেষে ঈশ্বরও যীশুকে ছেড়ে গেলেন। যীশু ভীষণ একাকী অনুভব করতে লাগলেন। প্রায় তিনটার সময় যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, “এলী, এলী, লামা শবক্তানী,” অর্থাৎ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?” (মথি ২৭:৪৬)।

এতক্ষণ উপরে যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছি প্রেরিত পৌল এই সব কিছুই নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন যে তিনি খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হতে চান। তিনি ততটুকু পুনরুত্থানের শক্তি চেয়েছেন যতটুকু কষ্ট তিনি খ্রীষ্টের জন্য স্বীকার করেছেন। আমরা কি করছি? আমরা কি খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছি?

আসলে পুনরুত্থানের শক্তি কি?

এটা সেই একই শক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করা যে শক্তির মাধ্যমে পবিত্র আত্মা

যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন। এই প্রসংগে যে কয়েকটি গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা আমরা 'শক্তি' বলে অনুবাদ করতে পারি।

(ক) Exousia: ক্ষমতা, অধিকার।

"তখন যীশু কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁদের বললেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।" (মথি ২৮:১৮)।

"কিন্তু যত লোক তাঁকে গ্রহণ করলো, সেই সকলকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন।" (যোহন ১:১২)।

(খ) Dunamis: সাক্ষ্য দেবার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি

"আর দেখ, আমার পিতা যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করছি; কিন্তু যে পর্যন্ত উপর থেকে শক্তি না পাও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি কর।"(লূক ২৪:৪৯)।

"আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন এবং তাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল।" (প্রেরিত ৪:৩৩)।

(গ) Kratos: শক্তি, ক্ষমতা

"আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি– এসবই তাঁর মহাশক্তির কাজ অনুসারে হয়েছে। এই মহাশক্তি দ্বারা তিনি খ্রীষ্টে কার্যসাধন করেছেন, যখন তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন এবং স্বর্গে নিজের ডান পাশে বসিয়েছেন।" (ইফিষীয় ১:১৯-২০)।

"শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির পরাক্রমে বলবান হও।" (ইফিষীয় ৬:১০)।

পৌল চেয়েছিলেন যেন ইফিষীয়রা সেই একই পবিত্র আত্মার শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করে যে শক্তি যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন। আমরা এক অসাধারণ শক্তির বিষয়ে আলোচনা করছি। পৌল অন্যদের জন্য যা চেয়েছিলেন তিনি তা নিজের জন্যও চেয়েছেন।

প্রকৃতিতে অনেক প্রকার বা লেভেলের শক্তি কাজ করে

(ক) রাজনৈতিক শক্তি: লোকদের নিয়ন্ত্রণ করে
(খ) সামাজিক শক্তি: আপনি যাদের জানেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।
(গ) অর্থনৈতিক শক্তি: আপনার কেনাকাটার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।
(ঘ) বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি: লোকদের জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করে।
(ঙ) উপদেশ মূলক শক্তি: মণ্ডলীর অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু আমরা দেখেছি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের শক্তি শয়তানকে পরাজিত করে। শয়তানের কাছে 'মৃত্যুর শক্তি' আছে। কিন্তু শয়তানের শক্তির চেয়েও পুনরুত্থানের শক্তি অনেক বড়। আমরা যখন আত্মিক যুদ্ধে লিপ্ত হই তখন এই শক্তি অর্জনের জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মানে হল এই যে, শয়তানের কাছে আমাদের পরাজয় চলবে না।

পুনরুত্থানের শক্তি হল ব্যক্তি যীশুকে লাভ করার অভিজ্ঞতা যে অভিজ্ঞতা পবিত্র আত্মার শক্তিতে হয়ে থাকে যার ফলে যীশুকে আমাদের কাছে যেন একেবারেই প্রকৃত মনে হয় যেমন তিনি পুনরুত্থানের পরে তার শিষ্যদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবেই একেবারে প্রকৃত মনে হয়েছিল। সেখানে এমন অনেক লোক ছিল যারা মৃত্যু থেকে জীবিত হবার পর যীশুকে স্বশরীরে দেখেছিলেন।

"আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন; তারপর একেবারে পাঁচ শতের বেশি ভাইকে দেখা দিলেন, তাদের অধিকাংশ লোক এখন পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে।" (১ করিন্থীয় ১৫:৫-৬)। তারা তাদের নিজেদের চোখে পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছিলেন। এটা দেখবার জন্য তাদের বিশ্বাস প্রয়োজন ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থানের শক্তি যীশুকে আমাদের কাছে একেবারে বাস্তব করে তোলে ঠিক যেমন পুনরুত্থানের পরে তাঁকে যারা দেখেছিলেন তাদের মত। আমরা কোন কোন সময় হতাশ অনুভব করতে পারি কারণ আমরা সেই সময় তাদের মধ্যে ছিলাম না। যীশু এই প্রতিজ্ঞা করেছেন: "কিছু কাল পরে আর তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, আবার কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে" (যোহন ১৬:১৬)। যীশু স্বর্গে চলে যাবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাদের চর্মচক্ষু দিয়ে তাঁকে আর দেখতে পায় নি। কিন্তু পবিত্র আত্মা নেমে আসবার পর তারা তাঁকে আত্মিক ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন (প্রেরিত ২:২৫)।

যীশুর সংগে উত্থিত হওয়া

শিষ্যরা পঞ্চাশত্তমীর দিনে যে রকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল আমরা সেই একই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি: যখন পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের মধ্যে বাস করেন (যোহন ১৪:১৬)। যখন আমরা তাঁকে দুঃখ না দিই, নির্বাপিত না করি ও তাঁর বিরুদ্ধাচারণ না করি (ইফিষীয় ৪:৩০)। আমরা যত প্রভুর দুঃখ ভোগের সংগে সহভাগিতা করি ততই প্রভুর পুনরুত্থানের শক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি ।

শাস্ত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পুনরুত্থানের সম্পূর্ণটাই পিতা ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এর মানে হল এই শক্তির কোন রূপ অপব্যবহার হয় নি। ঈশ্বর আমাদের যে দান দেন তার অপব্যবহার হতে পারে (আদি ৩৭:৬, ৯; ২ রাজাবলি ২:২৩)। মহিমাপূর্ণ কোন দান থাকা মানেই এই নয় যে আমরা খ্রীষ্টের মত। ঈশ্বর যে দান দেন তা তিনি তুলে নেন না (রোমীয় ১১:২৯)। সত্যিকারের আত্মিকতা পবিত্র আত্মার ফল (গালাতীয় ৫:২২)।

যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে কাদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন? হেরোদের কাছে? পিলাতের কাছে? মহাসভার লোকদের কাছে? যদি তিনি তাই করতেন তবে তার অর্থ হত তার ব্যক্তিগত সত্যতা প্রতিপাদন। এতে তার প্রধান শত্রুদের তাদের স্থানে স্থাপন করত! এর পরিবর্তে যারা তাকে বিশ্বাস করতেন তিনি তাদের কাছেই দেখা দিয়েছেন। তিনি মগ্দলীনী মরিয়মের কাছে ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছেন।

পুনরুত্থানের শক্তিকে কখনও একজনের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা হয় নি। এই জেনারেশনের লোকেরাই খ্রীষ্টের নামের প্রতি অপমান বয়ে নিয়ে এসেছিল। পুনরুত্থানের শক্তি সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের ও পিতা ঈশ্বরের নামের গৌরবের জন্য ব্যবহার করা হবে। যীশু তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমা দেখিয়েছেন তার সমস্ত শিষ্যদের জন্যই যারা তাকে ভুলে গিয়েছিল বা অস্বীকার করেছিল। এই ভাবেই যীশু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন। একই ভাবে খ্রীষ্টের মতই আমাদের কষ্টভোগ করার জন্য অব্যশই প্রস্তুত থাকতে হবে যেমন আমরা পুনরুত্থানের শক্তির জন্য আকাঙ্খা করি।

পুনরুত্থানের শক্তি যুগপতৎভাবে বাক্য ও পবিত্র আত্মার সংগে যুক্ত। আমাদের সত্যিকারের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে: 'যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি' (যোহন ৭:১৭)। একজন পবিত্র আত্মার শক্তি প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করতে পারে। তখন তার ভিতরে বাইরে আনন্দ থাকে (যোহন ৭:৩৮)। তার মধ্য

দিয়ে আশ্চর্য ও চিহ্ন কাজ প্রকাশিত হয় (ইব্রীয় ২:৪)। এখনও পর্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হয় এই দু'টোর যে কোন একটির প্রতি জোর দেওয়া হয়। কেউ জোর দেয় বাক্যের উপর, আবার কেউ জোর দেয় পবিত্র আত্মার উপর।

ঈশ্বর যেন সেই দিনটি তাড়াতাড়ি আমাদের জীবনে আসতে দেন যখন অমরা পৌলের সংগে বলতে পারি:

"আর আমার কথা ও আমার প্রচার জ্ঞানের বাক্‌চাতুর্যে মনোহর ছিল না, বরং পবিত্র আত্মা ও পরাক্রম দেখা গিয়েছিল।" (১ করিন্থীয় ২:৪)।

"কেননা আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে কেবল কথায় নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও পূর্ণ নিশ্চয়তায় উপস্থিত হয়েছিল; তোমরা তো জান, আমরা তোমাদের কাছে তোমাদের জন্য কি রকম লোক হয়েছিলাম।" (১ থিষলনীকীয় ১:৫)।

পরিশেষে এই কথা বলতে চাই, পৌল ফিলিপীয় ৩:১০-১১ পদে খ্রীষ্টের সংগে উত্থিত হতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন পুনরুত্থানের শক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে– তিনি যীশুকে অত্যন্ত বাস্তবভাবে তাঁর অভিজ্ঞতায় চেয়েছেন যেমন প্রথম শিষ্যরা যীশুর পুনরুত্থানের পরে যীশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন ও পিতার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন পুনরুত্থানের শক্তির অভিজ্ঞতার জন্য তিনি অবশ্যই জীবিত থাকবেন যেন যীশু মরেছেন ও কষ্টভোগ করেছেন সেই কষ্টের অভিজ্ঞতায়ও তিনি নিজে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ফেব্রুয়ারীর 'একুশ' ও ক্রুশের 'রক্ত'

"এবং তাঁর ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করে তাঁর দ্বারা যেন নিজের সঙ্গে স্বর্গের হোক, বা পৃথিবীর হোক, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁর দ্বারাই করেন।" কলসীয় ১:২০

ফেব্রুয়ারী আমাদের অহংকারের মাস। ফাগুনের আগুন ঝরা সময় আমাদের বাঙ্গালীর জীবনে। যদিও ইংরেজী বছরের দ্বিতীয় মাস এটি, তবুও আমাদের দিনপঞ্জির ১২ মাসের মধ্যে এটি একটি অনন্য মাস। এটি আমাদের ভাষার মাস যা এখন বিশ্ব ভাষা দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে। এটি আমাদের আবেগের মাস– আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী' যে গানটি গাবার সময়ে আমাদের বাঙ্গালীয় আবেগ চরম স্থানে অবস্থান করে। এটি আমাদের শহীদদের রক্তদানের মাস আর আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি আমাদের মহান ভাষা শহীদদের কারণ তাঁদের জন্যই আজও আমার মায়ের ভাষা বেঁচে আছে– আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি।

বাংলা ভাষা বিশ্ব দরবারে এখন প্রতিষ্ঠিত ভাষা। সারা বিশ্বে এর মান এখন অষ্টম অবস্থানে। সেদিন যদি ভাষার জন্য আমাদের বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা প্রাণ না দিত তবে হয়তো আজকের এই সম্মান আমরা পেতাম না।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের প্রাণদানের মধ্য দিয়ে একটি চিরায়ত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সত্য হল এই যে, কোন বড় অর্জন রক্ত ব্যতিরেকে সাধিত হয় না। আমাদের শহীদদের রক্ত আমাদের মায়ের ভাষার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা যদি সেদিন বুকের রক্ত অকাতরে বিলিয়ে না দিতেন তবে হয়তো আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারতাম না। ভাষার জন্য আন্দোলন না হলে হয়তো স্বাধীনতার আন্দোলনও দানা বেধে উঠতো না– এই বাংলাদেশ স্বাধীনও হতো না। তাই

ফেব্রুয়ারীর 'একুশ' ও ক্রুশের 'রক্ত'

শহীদদের ত্যাগ অপরিসীম– আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি এতে স্থাপিত হয়েছে।

স্বাধীনতাকে আমাদের আরও অনেক বেশী রক্ত দিয়ে আদায় করতে হয়েছে। ৩০ লক্ষ্য তরতাজা প্রাণ এই স্বাধীনতার বিনিময়ে দিতে হয়েছে। তাদের রক্ত, ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি। সেই দিন যদি আমাদের সোনার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ না দিত– যুদ্ধের ময়দানে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে না দিত তবে কি আমাদের ভৌগলিক সীমারেখার মুক্তি ঘটতো? আসতো কি আমাদের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি? আমরা হয়তো সবাই একবাক্যে স্বীকার করবো যে, আমাদের বীর সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাই এখন আমরা উপভোগ করছি।

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যারা বিনা রক্তদানে স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেই আমেরিকা থেকে শুরু করে, ভারত-বাংলাদেশ– সব দেশই যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে– ঢেলে দিতে হয়েছে অনেক অনেক রক্ত!

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রক্ত একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এটি এক রকম বিনিময় মূল্য। বর্তমানে টাকা যেমন বিনিময় মূল্য তেমনি রক্ত আমাদের স্বাধীনতার বিনিময় মূল্য। আগের যুগগুলোর সময়ে যখন দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল তখন দাসের জীবন ক্রয়-বিক্রয় হত টাকার বিনিময়ে এবং তাদের স্বাধীনতার জন্যও প্রয়োজন হত টাকা। এট হতো ব্যক্তি বিশেষের বেলায় কিন্তু জাতিগত বিষয়ে বা ভূখণ্ডের বেলায়– অর্থাৎ কোন দেশ বা জাতির মুক্তি ঘটতো প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে। এটা একটা শাশ্বত সত্য বলেই সমাজ গ্রহণ করে নিয়েছে।

ধর্মের বেলায়ও ঠিক একই রকমের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে সেমেটিক ধর্মে বা সেমেটিক জাতিগুলোর ধর্ম-বিশ্বাসের বেলায়।

আমরা যখন পুরাতন নিয়ম অধ্যয়ন করি তখন সেখানে দেখতে পাই পাপমুক্তির প্রায়শ্চিত্তের বিধান আর সেই বিধান অনুসারে রক্তের বিনিময়েই লোকেরা পাপের শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেত। শুধু যিহূদী ধর্মে নয় কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জাতি–ধর্মেও সেই একই রকম আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ তার পাপের শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেত।

মানুষ সেই সৃষ্টির পর পরই পাপের হাতে বন্দি হয়ে যায়। বিশেষ করে পবিত্র

ফেব্রুয়ারীর ‘একুশ’ ও ক্রুশের ‘রক্ত’

বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে এই বিষয়টি আমাদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দেয়। সেই আদমের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে পাপ নামক যে বস্তুটি আমাদের জীবনে যুক্ত হয় সেই থেকেই আমরা পাপের হাতে বন্দি। সেই থেকেই মানুষ নামক জীবের মধ্যে পাপ -স্বভাব প্রবেশ করে আর আমরাও যখন-তখন পাপ করে বসি। আমরা যতই পাপ করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করি তারপরও আমরা পাপ করে বসি।

যেদিন থেকে আইন-কানুন, বা ব্যবস্থার অধীন আমরা হয়েছি সেই থেকে পাপও আমাদের পেয়ে বসেছে যেন আমরা আইন-কানুন অমান্য করি ও পাপ করি।

সেই চিরন্তন পাপ, সেই আদি পাপ থেকে শুরু করে যে সমস্ত অবাধ্যতা আমাদের জীবনে যুক্ত হয়েছে সেই সবকিছু আমাদের পরাধীন করে রেখেছে ও ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই পাপের কারণেই আমাদের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে– ঈশ্বরের কাছে রাখবার যে চিরন্তন বাসনা নিয়ে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন পাপের কারণে তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আর ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি– তাঁর মধ্যে ও আমাদের মধ্যে একটি বড় ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে।

পাপের এই বন্দিত্বের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করার মানুষ হয়ে মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই ঈশ্বর নিজেই এগিয়ে এসেছেন যেন মানুষ মুক্তির স্বাদ পায় ও ক্ষমা পায়। ঈশ্বরের সেই চিরন্তন মুক্তি ও ক্ষমার জন্যই তিনি যুগে যুগে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন একজন মুক্তিদাতা পাঠাবার জন্য। তিনি সেই মুক্তিদাতার কর্মপরিকল্পনা যুগে যুগে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে থাকলেন। যেমনটা তিনি ভাববাদী যিশাইয়র মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন। তাঁর জন্ম, তাঁর কাজ ও তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের পাপ মোচনের মধ্য দিয়ে মানুষকে ধার্মিক হিসাবে গণ্য করে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য করার কথা ঘোষণা করলেন। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে তাঁর জীবন ও রক্ত উৎসর্গ করার ছবিটি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ঈশ্বর নিজেই প্রকাশ করেছেন এই ভাবে:

“তিনি অবজ্ঞাত ও মানুষের ত্যাজ্য,
ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হলেন;
লোকে যা থেকে মুখ আচ্ছাদন করে,
তার মত তিনি অবজ্ঞাত হলেন,

আর আমরা তাঁকে মান্য করি নি।
সত্যি, আমাদের যাতনাগুলো তিনিই তুলে নিয়েছেন,
আমাদের ব্যথাগুলো তিনি বহন করেছেন;
তবু আমরা মনে করলাম, তিনি আহত, ঈশ্বরকর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত।
কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের জন্য বিদ্ধ,
আমাদের অপরাধের জন্য চূর্ণ হলেন;
আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর উপরে বর্তিল
এবং তাঁর ক্ষতগুলো দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল।
আমরা সকলে ভেড়াগুলোর মত ভ্রান্ত হয়েছি,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথের দিকে ফিরেছি;
আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁর উপরে বর্তিয়েছেন।
তিনি নির্যাতিত হলেন,
তবু দুঃখভোগ স্বীকার করলেন,
তিনি মুখ খুললেন না;
ভেড়ার বাচ্চা যেমন হত হবার জন্য নীত হয়,
ভেড়ী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়,
তেমনি তিনি মুখ খুললেন না।
তিনি অত্যাচার ও বিচার দ্বারা দূরীকৃত হলেন;
তৎকালীন লোকদের মধ্যে কে এই কথা আলোচনা করলো যে,
তিনি জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হলেন?
আমার জাতির অধর্মের দরুনই তাঁর উপরে আঘাত পড়লো।
আর লোকে দুষ্টদের সঙ্গে তাঁর কবর নিরূপণ করলো,
এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হলেন,
যদিও তিনি দৌরাত্ম্য করেন নি,
আর তাঁর মুখে ছলনার কথা ছিল না।
তবুও তাঁকে চূর্ণ করতে মাবুদেরই মনোবাসনা ছিল;
তিনি তাঁকে যাতনাগ্রস্ত করলেন,
তাঁর প্রাণ যখন দোষ-উৎসর্গ করবে,
তখন তিনি আপন বংশ দেখবেন,

দীর্ঘায়ু হবেন এবং তাঁর হাতে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হবে;
তিনি তাঁর প্রাণের শ্রমফল দেখবেন, তৃপ্ত হবেন;
আমার ধার্মিক গোলাম নিজের জ্ঞান দিয়ে অনেককে ধার্মিক করবেন,
এবং তিনিই তাদের অপরাধগুলো বহন করবেন।" (যিশাইয় ৫৩:৩-১১ পদ)।

ঈশ্বর অপেক্ষা করছিলেন একটি উপযুক্ত সময়ের জন্য যখন তিনি তাঁর বেছে নেওয়া মুক্তিদাতাকে মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। হ্যাঁ, তিনি সময়ের সন্ধিক্ষণে সেই মুক্তিদাতাকে পাঠালেন। এই সমস্ত বিবরণ আমরা নতুন নিয়ম পাতায় পাতায় পাই। তাঁকে ক্রুশে দেবার আগ মুহূর্তে তিনি তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ভোজনে বসলেন ও রুটি হাতে নিয়ে বললেন, এই রুটি আমার দেহ যা তোমাদের জন্য দেওয়া হবে। এরপর তিনি পেয়ালা হাতে নিলেন ও বললেন এই আঙ্গুর রস হল আমার রক্ত যা তোমাদের জন্য ঢেলে দেওয়া হবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, তিনি যা বলেছিলেন তা-ই হয়েছিল। শাসনকর্তা পিলাত তাঁর বিচার করে তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিলেন। ক্রুশের এই মৃত্যুই ছিল মানব জাতির পাপের জন্য তাঁর উৎসর্গ– ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই এই উৎসর্গ হয়েছিল যেন মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পায়।

ভাষা-শহীদদের রক্ত যেমন আমার মায়ের ভাষাকে অবমুক্ত করেছিল ঠিক একইভাবে যীশু খ্রীষ্ট যদি আমাদের জন্য– আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য– আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ হিসাবে বিলিয়ে না দিতেন তবে আমরা আজও পাপের অন্ধকারে থাকতাম– মুক্তির স্বাদ পেতাম না। আমরা জানতে পারতাম না যে, আমরা অনন্ত জীবনে কখনো প্রবেশ করতে পারব কি পারব না। আমাদের শহীদদের রক্ত যেমন ভাষার জন্য মূল্য দিয়েছে ঠিক তেমনি যীশু খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ আমাদেরকে পিতা ঈশ্বরের সংগে মিলিত হবার জন্য যে বাধা ছিল, যে দূরত্ব ছিল তা দূর করেছে। এখন ঈশ্বরের কাছে যাবার কোন বাধা আমাদের নেই। এখন যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি, তাঁর বাধ্য হয়ে চলতে পারি এবং একটি ধার্মিকতায় পূর্ণ জীবন কাটাতে পারি। এই জন্যই পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে: "আমাদের পাপের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে

আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি" (যিশাইয় ৫৩:৫)। ভাববাদীর এই বাণী যীশু খ্রীষ্টের প্রাণদানের মধ্য দিয়ে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমেন।

আমরা কি লোহিত সাগর পাড়ি দিচ্ছি?

"মোশি সমুদ্রের উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাতে সদাপ্রভু সমস্ত রাত প্রবল পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিলেন ও তা শুকনো ভূমি করলেন, তাতে জল দু'ভাগ হয়ে গেলো। আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুকনো পথে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং তাদের ডানে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হল।" যাত্রাপুস্তক ১৪:২১-২২ পদ

আজকের বিষয়টি আলোচনার জন্য পবিত্র বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ১৪:২১-২২ পদটি বেছে নিয়েছি। আমরা অনেকেই জানি যে, এটি ইস্রায়েলীয়দের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমাদের খ্রীষ্টিয়ান জগতেও এটি একটি অতি পরিচিত ঘটনা। বিভিন্নভাবে এই দৃশ্যটি আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে– আমাদের পবিত্র বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে, টেন কমান্ডমেন্টস্ এর ছবির মধ্য দিয়ে, এবং কারো কারো জীবনে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, এরকম ঘটনার সাথে প্রভু আমাদের পরিচিত করেছেন।

এরা সেই লোক যাদের ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন অব্রাহামের মধ্য দিয়ে, তাঁর সীড বা বংশের মধ্য দিয়ে, ইসহাকের বংশের মধ্য দিয়ে, ইয়াকুবের বংশের মধ্য দিয়ে। যাকোব সপরিবারে মিশরে এসেছিলেন এবং যতদিন যোষেফ মিশরে ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন তারা সম্মানের সাথেই সেখানে ছিলেন। কিন্তু এক নতুন রাজা মিশরের ক্ষমতায় আসায় তারা মর্জাদাপূর্ণ জীবন থেকে ছিটকে দাসত্বের জীবনে প্রবেশ করে। একটি দীর্ঘ সময় তারা মিশরে দাস হিসাবে বসবাস করে। তারা কঠিন থেকে কঠিনতর দাস্যকর্ম করতে বাধ্য হয়। সদাপ্রভুর কাছে তারা ক্রন্দন করতে থাকে। তাদের ক্রন্দন স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

আমরা কি লোহিত সাগর

ঠিক এমন সময় ঈশ্বর মোশিকে বেছে নেন। তাঁকে ফৌরণের ঘরে প্রতিপালিত হবার সুযোগ করে দেন। সেখানে রাজ পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হয়ে ওঠেন। এরপর ঈশ্বর তাঁকে সেখান থেকে বের করে এনে মিদিয়ন দেশে এক রাখাল পুরোহিতের বাড়ীতে রাখেন। সেখানেই তাঁর মেষপাল চড়ানোর দীক্ষা হতে থাকে এবং তখন ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিয়ে মিশরে ফিরে যেতে বাধ্য করেন যেন তাঁর বেছে নেওয়া লোকদেরকে জাতি হিসাবে মিশর থেকে বের করে আনতে পারেন যেন তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে, অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব কাছে যে দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেখানে এই মোশি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এখন আমরা সেই দেশে যাবার যাত্রা পথের প্রথম ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। তারা সাগর পারে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনে ফিরে যাবার কোন সুযোগ নেই। ফরৌণ ও তার সৈন্যদল পেছনে– আর সামনে আছে সমুদ্র।

আপনি কি কখনো এমন পরিস্থিতির মধ্যে পরেছেন? আমরা হয়তো আমাদের খ্রীষ্টিয়ান জীবনের কোন না কোন সময়ে আমরা এমন পরিস্থিতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি যে, আমাদের পেছনে শত্রু/সমস্যা তাই আমরা পিছনে ফিরতে পারছি না আবার সামনে পর্বত প্রমাণ বড় বাঁধা যে, আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারছি না।

আপনাদের বলতে সুযোগ দিলে আপনারা হয়তো এমন ঘটনা অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এমন ঘটনা একবার না কিন্তু একাধিক বার আসে, তাই নয় কি?

আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনার আসে যে আমরা পেছন ফিরে যেতে পারি না কিন্তু সামনে এমন বিপদ যে অগ্রসর হতে পারি না। আর এমন সময় আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি ভীষণভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দেখুন, পিছনে ফরৌণের সৈন্য-সামন্ত, সেখানে গেলে আবার দাসত্ব বরণ করতে হবে– অসম্মানের সঙ্গে থাকতে হবে। সামনে সমুদ্র যেটা পার হওয়া অসম্ভব। মানুষের পক্ষে পুকুর সাঁতরে পার হওয়া সম্ভব, এমন কি খাল, বিল, ছোট নদীও সাঁতরে পার হওয়া সম্ভব কিন্তু যদি সমুদ্র থাকে তবে তা অসম্ভব।

ইস্রায়েলীয়দের জীবনেও তা অসম্ভব ছিল। সামনে লোহিত সাগর। পেছনে

আমরা কি লোহিত সাগর

ফরৌণের সৈন্যরা তাড়া করে আসছে, আর সামনে সমুদ্র। তাদের কান্নার রোল আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। তারা মূসাকে চিৎকার করে বলছে, আমাদের দাসত্ব বরণ করতে দাও, মৃত্যুর চেয়ে সেটা হয়তো আরও ভাল।

জাতীয় জীবনে যখন এমন কোন ঘটনা ঘটে তখন একজন ঈশ্বরভক্ত নেতার খুব প্রয়োজন। একজন সত্যিকারের নেতার খুব প্রয়োজন যিনি জাতিকে সঠিকভাবে মুক্তির পথ দেখাতে পারেন, জাতীয় সমস্যাগুলো ঈশ্বরের চরণতলে তুলে ধরতে পারেন। মূসা সেই রকমই একজন নেতা ছিলেন। তিনি তাদের এই বিপদ, সমস্যা, ইস্রায়েলীয়দের কান্না ঈশ্বরের সাক্ষাতে তুলে ধরলেন। আমরা দেখতে পাই, মূসা ছিলেন একজন সত্যিকারের কমিউনিকেটর, একজন সত্যিকারের প্রার্থনাশীল মানুষ যিনি অবিরত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। মাত্র তাঁর বিষয়েই পবিত্র বাইবেল এই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মুখাসম্মুখী হয়ে কথা বলতেন।

আপনাদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনে কি এমন মুহূর্ত এসেছে? যখন আর আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না সমস্যা মোকাবেল করার আর তখন ঈশ্বরের চরণতলে আপনার কান্নার রোল উঠেছে। আপনার চোখের পানিতে ঈশ্বরের চরণ ভিজিয়ে দিয়েছেন? তখন কীভাবে আপনার সমস্যা সমাধান হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা আছে কি? হয়তো আপনাদের বলতে সুযোগ দিলে অনেকেই তা বলতে পারবেন।

দেখুন, এখানে কি ঘটেছিল? ইস্রায়েলীয়দের কান্নার রোল যখন স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল তখন তিনি মোশিকে বললেন, "তুমি এগিয়ে যাও, তোমার হাতে যে লাঠি আছে, সমুদ্রের দিকে তা তুলে ধর। দেখ কি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আমি তাদের ফরৌণের হাত থেকে মুক্তি দিতে যাচ্ছি। আর কখনও তারা ফরৌণের সৈন্য-সামন্তের মুখ দেখবে না।"

আর আমরা সকলেই জানি, কি ঘটেছিল। যে সমুদ্র বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই সমুদ্রের জল দু'পাশে সরে গিয়ে এক বিশাল রাস্তা করে দিয়েছিল আর সেই রাস্তা দিয়ে ইস্রায়েলীয়রা পার হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য মুক্তি! আশ্চর্যভাবে মুক্ত হওয়া! মানুষের দ্বারা নয়, মানুষের শক্তিতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর দ্বারা, ঈশ্বরের শক্তিতে মুক্ত হওয়া! এ রকম মুক্তির যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা কারো জীবনে না থাকলে তা তারা বুঝতে পারবে না, তাদের অভিজ্ঞতায় নিতে পারবে না। সেদিন ৬ লক্ষ পুরুষ, নারী ও শিশু সহ প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ এই

মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছিল– তাদের মরণ পর্যন্তও তারা সেই কথা একদিনের জন্যও ভুলে যায় নি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের মণ্ডলীগুলো আজ এই সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মণ্ডলীগুলো তালা বদ্ধ, পালকের বেতন বন্ধ, ও চার্চের অন্যান্য পরিসেবাগুলো বন্ধ। লোকেরা চার্চে আসতে পারছে না। করোনার ভয়ে আমরা আতঙ্কিত, জুমের মধ্য দিয়ে, ফেসবুকের মধ্য দিয়ে আমরা উপাসনায় যোগ দিলেও দান-দশমাংশ উঠানো বন্ধ রয়েছে। এমত অবস্থায় মণ্ডলীর আয় নেই।

শুধু মণ্ডলী নয়, আমাদের অনেকের পারিবারিক আয়ও বন্ধ বয়েছে এই করোনার জন্য। ইচ্ছা থাকলেও তারা মণ্ডলীকে সাহায্য করতে পারছে না।

এই অবস্থায় আমাদের কান্নার রোল কি ঈশ্বরের কাছে গিয়ে উঠেছে? আমাদের আত্মিক নেতৃবৃন্দরা কি তাদের আকুতি ঈশ্বরের চরণতলে পৌঁছাতে পারছে? কারণ আমাদের আগে-পিছে করোনার সমুদ্র, এটাকে আমার পার হতে হবে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার জন্য। এই মুহূর্তে ঈশ্বরের ইন্টারভেনশন বা হস্তক্ষেপ ছাড়া আমাদের মুক্তির কোন পথ নেই। পবিত্র আত্মার অলৌকিক চিহ্ন-কার্য ছাড়া এই সমস্যা থেকে আমাদের বের হয়ে আসার কোন পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না।

এই মুহূর্তে এই করোনার সমুদ্রকে আমাদের জীবনে স্বীকার করতে হবে– ঈশ্বরকে বলতে হবে এই সমুদ্র আমরা পারি দিতে পারবো না– আমাদের পক্ষে তা সম্ভ ব না– যদিনা তুমি এই সমুদ্রসম বাঁধা থেকে তুমি নিজে আমাদের মুক্তি দাও, আমাদের উদ্ধার কর! হ্যাঁ, যদি জাতি হিসাবে, মণ্ডলী হিসাবে, আমাদের ব্যক্তি হিসাবে আমাদের ক্রন্দন ঈশ্বরের চরণতলে তুলতে পারি– ঈশ্বরের চরণ আমাদের চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তিনি এই মহাসমুদ্র থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন– তিনি আমাদের রুটিরুজির পথ ফিরিয়ে দেবেন– আবার আমরা স্বস্তির সঙ্গে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারব।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের জানতে হবে যে, মুক্তি সব সময়ই ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে।

পবিত্র পবিত্র বাইবেল থেকে দু'একটা ঘটনার কথা বলতে চাই:

১. ২ শামুয়েল ১৪ অধ্যায়ের একটি ঘটনা হয়তো আপনারা সকলেই জানেন। শৌল

তখন নতুন রাজা হয়েছেন। তিনি এখনও কোন রাজকীয় কোন দপ্তর বা সিংহাসন বা কোর রকম সৈন্য-সামন্ত তাঁর হয় নি। তিনি এখনও আগের মত একজন কৃষক, যদিও তার রাজার অভিষেক হয়েছে। তিনি যখন কয়েক জোড়া গরু নিয়ে ক্ষেত চাষ করেছিলেন তখন তার কাছে খবর আসলো যাবেশ-গিলিয়দের লোকদের বিষয়ে। অম্মোনীয় নহোস তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাবেশ-গিলিয়দ অবরোধ করেছে। সেই জায়গার তাদের বৃদ্ধ নেতারা তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলো। কিন্তু নহোসের একটাই দাবী। সেখানকার ইস্রায়েলীয়দের দাসত্ব বরণ করতে হবে। শুধু দাসত্ব নয় তাদের প্রত্যেক জনের ডান চোখ তুলে ফেলতে হবে। নইলে তাদের সকলকে মরতে হবে। এই কথা শুনে ইস্রায়েলের ক্রন্দন আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাল সেখানকার নেতৃবৃন্দ চোখেমুখে ভীষণ অন্ধকার দেখলেন। তারা শুধু কয়েক দিনে সময় চাইলেন, বললেন আমাদের যদি কেউ উদ্ধার করতে না আসে তবে আমরা আপনাদের কাছে আসবো, আর আপনাদের যেমন ইচ্ছে তেমনিই ব্যবহার করবেন।

বৃদ্ধনেতারা শৌলের কাছে খবর পাঠালো। উদ্ধারের আবেদন জানালো। এই কথা শুনে শৌল ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি তাঁর চাষের গরুগুলোকে জবাই করে ইস্রায়েলের সমস্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন যদি কেউ শৌলের পেছনে না আসে তবে তাদের গরুগুলোর অবস্থা এই রকম হবে। এই কথা শুনে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে মহাক্রন্দন শুরু হল, তাদের গরুগুলোর জন্য নয়, কিন্তু তাদের যাবেশ-গিলিয়দের ভাইদের জন্য।

ঈশ্বরের আত্মা স্বপরাক্রমে শৌলের উপর নেমে আসলেন। তারা যাবেশ-গিলিয়দের লোকদের উদ্ধার করার জন্য নেমে গেলেন। তারা এমনভাবে আঘাত করলো যে, অম্মোনীয় নহোশের দু'জন সৈন্য এক সঙ্গে পাওয়া গেল না। মনে রাখুন, ঈশ্বরের লোকদের ক্রন্দন যখন উপরে উঠে, তখন ঈশ্বরের আত্মা নীচে নেমে আসেন, নেমে আসেন আমাদের উদ্ধার করার জন্য। আজও সেই একই সত্য প্রযোজ্য। আজও সেই একই রকম ঘটনা ঘটে থাকে। এই করোনা কালে যখন মানুষ কিছু করতে পারছে না, তখন আমাদের ক্রন্দন আকাশ ছাপিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া দরকার। আমি আজও বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের আত্মা নেমে আসবেন আমাদের উদ্ধার করার জন্য।

আমরা কি লোহিত সাগর

দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনার কথা বলছি: রাণী ইষ্টেরের সময় পারস্য সম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হামন সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের বিনাশ করার পরিকল্পনা করেছিল। মর্দখয়, ইষ্টেরের পালক-পিতা, বিষয়টি জানতে পেরে ইষ্টেরকে জানালেন। ইষ্টের তখন সেখানকার রাণী। এই কথা যখন বাবিলের বন্দিদশায় ইস্রায়েলীয় জাতি জানতে পারে তখন তাদের মধ্যে মহাক্রন্দন হতে থাকে। রাণী ইষ্টের তাদের তিন দিন নির্জলা রোজা থাকার আহ্বান জানান। সিদ্ধান্ত হয় এই রোজার পরে তিনি রাজার কাছে যাবেন। নামানের এই পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানাবেন। আর এদিকে ইস্রায়েলীয়রা তিন দিন নির্জলা উপবাস থেকে ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করতে থাকে। পবিত্র বাইবেলের এসব ঘটনার সমস্ত বিবরণ লেখা আছে। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার কর-ার জন্য তিনি রাণী ইষ্টেরের মধ্য দিয়ে কাজ করলেন। হামনের পরিকল্পনা রাজার কাছে ফাঁস হয়ে গেল। ইস্রায়েলীয়দের পরিবর্তে উল্টো হামন ও তার দশ জন ছেলের ফাঁসি হল। ইস্রায়েলীয়রা বেঁচে গেল। উল্টো ইস্রায়েলীয়রাই তাদের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল। মর্দখয় এরপর পারস্য সম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাদের জীবনে উদ্ধার নেমে এসেছিল। মনে রাখবেন, আমাদের কান্নার আওয়াজ যখন উপরে উঠে, মানে ঈশ্বরের কাছে উঠে, তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে উদ্ধার নেমে আসে। করোনার এই বিশ্ব মহামারীতে যদি আমরা পৃথিবীবাসী সমস্বরে আমাদের ক্রন্দন ঈশ্বরের কাছে তুলতে পারি আমি বিশ্বাস করি আজও আমাদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর তাঁর মহা পরাক্রম পাঠিয়ে দেবেন। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের করোনার হাত থেকে উদ্ধার করবেন।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় মুক্তি নেমে এসেছিল আমাদের প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে। এটাও এমনি আসে নি। পবিত্র শাস্ত্রে পরিষ্কার ভাবেই লেখা আছে যে, ‘কাল পূর্ণ হলে পর’ খ্রীষ্ট যীশু এই জগতে আসলেন যেন মানুষ মুক্তি পায়– পাপের হাত থেকে উদ্ধার পায়।

তখন সমাজের অবস্থা এমন ছিল যে, রোমীয়দের অত্যাচারে তখনকার ঈশ্বরভক্তদের প্রাণ কাঁদছিল– তাদের প্রাণ হাহাকার করছিল মুক্তির জন্য। সত্যিকারের যিহূদী বিশ্বাসীরা জনসমাজ ছেড়ে পালিয়ে কুমরান নামক গুহার মত গুহায় ও মরুভূমিতে গিয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে। বিগত চারশো বছর ধরে বিদেশী রাজ-শক্তির অত্যাচারের দরুন তারা তাদের ধর্মীয় বিশুদ্ধতা থেকে অনেকখানি ছিট্‌কে পরেছিল। সেই অবস্থা থেকে ফিরে আসার জন্য তাদের প্রাণ কাঁদছিল।

আমরা কি লোহিত সাগর

আমরা দেখতে পাই ভাববাদী মালাখীর পর বিগত চারশো বছর ধরে কোন ভাববাদী তাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসেন নি। তাই তাদের মন-প্রাণ কাঁদছিল একজন মুক্তিদাতার জন্য– তাদের চির আকাঙ্খার পাত্র খ্রীষ্টের জন্য। সময়ের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের পিতা-ঈশ্বর তাঁর বুকে থাকা একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠালেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, তিনি এলেন যেন মানুষের সবচেয়ে বড় যে রোগ ‘পাপ’ সেই পাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্য। মরিয়মের কাছে স্বর্গদূতের যে প্রথম বার্তা সেই বার্তায় এই পাপ থেকে উদ্ধারের বিষয়টি পরিস্কার ভাবেই উল্লেখ করা আছে।

হ্যাঁ, তিনি আসলেন, বিশেষ কিছু কর্মসূচি নিয়ে। তিনি অন্ধদের চক্ষু দানের জন্য, মৃতদের জীবন দানের জন, উলঙ্গকে কাপড় পড়ানো জন্য, বন্দিদের মুক্তি দানের জন্য ও প্রসন্নতার বছর ঘোষণা করার জন্য তিনি আসলেন।

আর আমরা জানি তিনি এসব কিছুই করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে অনন্ত জীবনের জন্য আহ্বান করেছেন, যেন এই যে মানুষ, যাদের ভালবেসে তিনি এই জগতে এসেছেন তারা তাঁর সঙ্গে বাস করতে পারে।

তিনি মানুষকে মুক্তি দিতে, তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে আসলেন। সারা পৃথিবীর পাপের বিনিময় মূল্য তিনি নিজের রক্ত দ্বারা মিটিয়ে দিলেন। নতুন নিয়মের পাতায় পাতায় সেই কথা লেখা আছে। কালভেরীর ক্রুশে সেই বিনিময় মূল্য অর্থাৎ ‘নিজের রক্ত’ দান করলেন। এই কারণে মানুষের এই অধিকার সৃষ্টি হয়েছে যেন তাঁর উপর বিশ্বাস আনার মাধ্যমে মানুষ অনন্তকাল ধরে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে। এর নামই মুক্তি বা পরিত্রাণ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুক্তি। মানুষকে পাপ থেকে এই মুক্তির পথ মানুষের কোন আবিষ্কার নয়, কিন্তু তা এসেছে ঈশ্বর থেকে, মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার দায়বদ্ধতা থেকে।

প্রিয় বন্ধুরা, এখন আমাদের মুক্তি দরকার, এই পৃথিবীর মুক্তি দরকার– করোনার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দরকার।

এখন আমাদের জীবনের রেষ্ট্রোরেশন প্রয়োজন। আমাদের চলাচল, আতঙ্ক থেকে মুক্তি, স্বভাবিক জীবন ফিরে পাওয়া, আমাদের স্বাভাবিক রুটিরুজির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই যে সব কিছু স্থবির হয়ে আছে, সেখান থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার।

আমরা কি লোহিত সাগর

আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক গবেষণা করেছি। বিজ্ঞান অনেক কাজ করেছে। মুক্তি আসে নি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছ থেকেই এই মুক্তি আসা দরকার।

আমাদের এখন মহাক্রন্দন করা দরকার– ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করা দরকার, আমাদের অনুশোচনা করা দরকার। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষমা চাওয়া দরকার। আমাদের চোখের পানিতে ঈশ্বরের চরণ ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের মুক্তি আসবে– আমরা করোনার লোহিত সাগর পার হতে পারব। ঈশ্বর নিজেই আমাদের চারপাশে শক্ত দেওয়াল হয়ে দাঁড়াবেন আর আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাব।

আমরা সবাই করোনার সময়ের হাত থেকে মুক্ত হতে চাই। আর আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরই আমাদের সেই সময় ফিরিয়ে দিতে পারেন। আমেন।

প্রয়োজন ভয়হীন প্রত্যাশা

“ধন্য আমাদের যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা! তিনি তাঁর মহা করুণা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার জন্য আমাদেরকে নতুন জন্ম দান করেছেন।” ১ পিতর ১:৩

পবিত্র শাস্ত্র বলে “হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও? আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আবার তাঁর প্রশংসা-গান করবো; তিনি আমার পরিত্রাতা ও আমার ঈশ্বর।” গীত ৪২:২১। আমরা অনেকেই ফরৌণের আমলে মিশর দেশের দশম আঘাতের ঘটনার কথা জানি– যে আঘাতে মিশর দেশের প্রত্যেক পরিবারের প্রথম ছেলে মারা গিয়েছিল। কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের জন্য শর্ত ছিল ঘরে বন্ধ থাকার ও একটি মেষ উৎসর্গ করে তার রক্ত ঘরের সামনের দরজার উপরে লাগিয়ে রাখার। এই শর্তে তারা রক্ষা পেয়েছিল। আমাদের জন্য শর্ত হল এখন ঘরে থাকার। আমরা সবাই একটি অনিশ্চিত সময়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, কারণ করোনা পৃথিবী ভিজিট করছে। এতে পৃথিবী আতঙ্কিত, মৃত্যুর মিছিল ধীরে ধীরে বাড়ছে। সেই চিন্তায় আমরা হতাশ হয়ে পড়ছি।

আজ আমি আপনাদেরকে আজ মনে করিয়ে দিতে চাই যে, প্রভুই আমাদের আশা ও ভরসা। তিনি আমাদের প্রত্যাশা। তিনিই একমাত্র প্রভু যিনি আমাদের কাছে আশা ও আশ্বাসের কথা বলেছেন। সেই আশ্বাস আমাদের সাহস দেয়, নির্ভরতা দেয়।

সাহস? কিসের জন্য আমাদের সাহসের প্রয়োজন? ইব্রীয় পুস্তকে যেমন বলা হয়েছে, আমরা “সাহসের সাথে ঈশ্বরের দয়ার সিংহাসনে আসতে পারি” এবং তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাতে পারি। আমি বিশ্বাস করি এই খারাপ সময়েও আমরা প্রভুর স্পর্শ অনুভব করতে পারব।

প্রয়োজন ভয়হীন প্রত্যাশা

যীশু খ্রীষ্ট যে আশা আমাদের দান করেছেন তা আমাদের আরও এক ধরণের সাহস দেয়। অন্যদের সাথে আমাদের বিশ্বাস ভাগ করে নেওয়ার সাহস। আপনি নিজেকে একজন সাহসী মনে করেন? যদি তা না হয় তবে যীশু খ্রীষ্ট যে দৃঢ় এবং অবিচল আশা আমাদের দিয়ে থাকেন সেই সাহসের জন্য প্রার্থনা করুন।

এখন আমাদের অনেক কষ্ট আছে। অশ্চিয়তা আছে। অভাব আছে। ঘরে বন্দি থেকে হয়তো অনেকেরই দুঃসহ সময় কাঠছে। হয়তো অনেকের আয়-রোজগার থাকবে না। কিন্তু এতসব ঘটলেও প্রভু আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের সমস্ত কষ্ট জানেন। তিনি নিরাময়ের প্রভু। তাঁর রক্তে আমরা সুস্থ হই। তিনিই আমাদের সমস্ত জোগান দেবেন।

এই কষ্টের সময়েও আপনি আপনার বিশ্বাসে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন কারণ স্বর্গের প্রত্যাশায় আপনাদের সকলের প্রবেশাধিকার বা অ্যাক্সেস রয়েছে। আপনারা সকলেই সেই প্রত্যাশা লাভ করতে পারবেন। আপনাদের সকলের অন্তরেই যীশুর নামে শক্তি ও সাহস লাভ করতে পারেন।

এখন এই কষ্টের সময়ে মানুষ সত্যের অনুসন্ধান করছে। তারা নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণীর খোঁজ করছে। তারা খোঁজ করছে এই রকম মহামারীর কথা, কোয়ারেন্টাইনের কথা কোন শাস্ত্রে কি আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল কিনা। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসাবে এই সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কারণ এখন অনেক লোক ঈশ্বরের সত্য অনুসন্ধান করছেন। কারণ মানুষের অন্তর ভেঙ্গে যাচ্ছে, তারা ভয় পাচ্ছে, তারা অজানা এক শংকায় ভুগছে, কোন না কোন ভাবে– ফোনে, ইমেইলে, মেসেঞ্জারে, ফেইসবুকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে যদি আমরা তাদের অন্তরে আশা জাগিয়ে তুলতে পারি তবে এই খারাপ সময়ে সেটা হবে একটি ভাল কাজ। এই খারাপ সময়ে এখন মানুষের প্রতি আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষকে সত্য জানাতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, এই মহামারী চলাকালীন সময়ে মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাতে আমাদের যার যা আছে তা দিয়ে সহায়তা করার জন্য আমি সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। লোকেরা লড়াই করছে, আর্থিক ভাবে, আবেগগত ভাবে, মানসিক ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ... এবং আমরা যারা যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করি, তাঁর উপর

প্রয়োজন ভয়হীন প্রত্যাশা

নির্ভর করি বা বিশ্বাস করতে চাই আমাদের সবাইকে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে ফিরে আসতে হবে। ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। তবেই না ঈশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন আমাদের সাহায্য করতে তিনি এগিয়ে আসবেন। আবার আমাদের মধ্যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হবে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ দিই কারণ তিনি আমাদের নিকটবর্তী। আমরা ডাকলেই তিনি আমাদের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকেন।

পবিত্র শাস্ত্র এই কথা বলে: "সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক; সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হোক; হ্যাঁ, সদাপ্রভুরই অপেক্ষায় থাক।" গীত ২৭:১৪।

সদাপ্রভু বলেন, "আমি কি তোমাকে আদেশ দিই নি? তুমি বলবান হও ও সাহস কর, ভয় কোরো না কিংবা নিরাশ হোয়ো না; কেননা তুমি যে কোন স্থানে যাও, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সহবর্তী।" যিহোশূয় ১:৯ পদ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই সময়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। সমস্ত কিছু যীশুতে সমর্পণ করুন। নিজ নিজ পাপ স্বীকার করুন। সমস্ত কিছুর জন্য তাঁর উপর নির্ভর করুন। তিনি আপনাকে প্রচুর পরিমানে আশীর্বাদ করবেন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। সকলে প্রভুর চরণতলে সমর্পিত হই। এই বিপদ না কেটে যাওয়া পর্যন্ত ঘরে থাকুন। শান্তিতে থাকুন।

পিতা-ঈশ্বরের ভালবাসা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি ও সহভাগিতা এখন থেকে চিরকাল আপনাদের উপর বর্তুক। আমেন

আমাদের সত্যিই কি কোন সান্ত্বনা আছে?

"তোমরা সান্ত্বনা দাও, আমার লোকদেরকে সান্ত্বনা দাও, তোমাদের ঈশ্বর এই কথা বলেন।" যিশাইয় ৪০:১

আজ করোনা ভাইরাসের দাপটে বিশ্ব কাঁপছে। করোনার এই বিশ্বে আমরা প্রায় সকলেই দুর্দশা ও দুর্ভোগ পোহাচ্ছি– মরার আগেই যেন আমরা মরে যাচ্ছি। করোনা প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার লোকের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে– আর এর অধিক সংখ্যক লোককে মৃত্যুর পাইপ লাইনে রেখে যাচ্ছে তার পরের দিনের জন্য। ঈশ্বরের সেবক হিসাবে এই মুহূর্তে একে অন্যকে সান্ত্বনার কথা বলা দরকার যদিও হতাশা আমাদের এমন ভাবে পেয়ে বসেছে যে, সান্ত্বনার কথাগুলো সত্যিই নিরর্থক বলে মনে হয়।

তবুও আমাদের সান্ত্বনার কথা বলতে হবে কারণ বিশ্ব যন্ত্রণায় কাঁপছে। তবে এটিই কি সর্বশেষতম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিরোনাম! নাকি এর পর আরও কিছু আসছে!

এর আগেও আমরা বিশ্বের নানা জায়গায় অনেক বিপর্যয় দেখতে পেয়েছি। ফিলিপিন্সে আঘাত হানার ঝড়, হাইতিতে বিধ্বস্তকারী ভূমিকম্প, ২০০৫ সালের সুনামি যা জাপানের পুরো শহরকে সমতল করে তুলেছিল। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের ফলে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের কথা? শত্রুতা? আর এখানে তালিকাটি অনেক

আমাদের সত্যিই কি কোন সান্ত্বনা আছে?

বড়– সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্থান, দক্ষিণ সুদানের রুয়ান্ডায় গণহত্যার ঘটনা এবং তা এখনও চলছে। হ্যাঁ সত্যি বিশ্বের সান্ত্বনার প্রয়োজন, শান্তির প্রয়োজন। কারণ হাহাকার বেড়েই চলেছে।

তারপরে আমরা আমাদের নিজের জীবনের দিকে চেয়ে দেখি। আমাদের নিকটতম পরিবার বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, চার্চ বা সমাজে, আমরা জানি কত মানুষ করোনার সাথে লড়াই করছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। করোনা ছাড়াও যারা সাংঘাতিক অসুস্থতার মধ্যে পড়ে হাসপাতালের স্মরণাপন্ন হচ্ছে তারা চিকিৎসা না পেয়েই মারা যাচ্ছে।

এছাড়া, আমরা জানি কত লোক ভাঙা সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করছে। হৃদয়ে ব্যথার কারণে মাদকে আসক্ত হচ্ছে, এবং কত লোক নির্যাতনের কারণে দুঃখের মধ্যে আছে– তাদের সকলের কাছে যীশুর লোক হিসাবে আমাদের সান্ত্বনার কথা বলতে হবে।

মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই অসুস্থতার সাথে লড়াই করছে– এতে নতুন কিছু নেই। জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হবে এটাই সত্য। গীত ৯০ গীতে বলা হয়েছে: "আমাদের আয়ু মাত্র সত্তর বছর– আর যদি শক্তি থাকে তবে তা হয়তো আশি বছর হয়; তবুও আমাদের জীবন-কাল বিপদ ও দুঃখে ভরা, আমাদের বছরগুলো উড়ে চলে যায়।"

ইয়োব ভাববাদীর পুস্তকে ইলিফস মনে হয় এই সত্য বিষয়টিই উপলব্ধি করে বলেছিলেন, "মানুষ সমস্যার মধ্যে জন্মেছে"। একটি চীনা প্রবাদে বলা হয়েছে: "আমাদের জীবনের বছরগুলো একশোতে পৌঁছায় না, তবুও এগুলোতে হাজার বছরের দুঃখ রয়েছে।" এসব কারণে মাঝে মাঝে মনে হয় সান্ত্বনার কথা বলা সত্যি নিষ্ফল।

তবুও এই কথা যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনার জীবনে সান্ত্বনার উৎস কি?" এটার উত্তর ততটা সহজ নয় যতটা সহজ মনে হয়। কিন্তু যখন সত্যিই আপনি তা খুঁজে পান তখন তা আপনার কাছে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে হয়, তাই নয় কি?

আমরা সবাই জানি যে, এক সময় মানুষের জীবনে একটি কঠিন সময় বা যুগ ছিল। বিশেষত যখন আমরা সেই যুগকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তুলনা করি– আমরা হয়তো সেই যুগকে এই যুগের সঙ্গে কোন মতেই তুলনা করতে পারি না। তখন শিশু

আমাদের সত্যিই কি কোন সান্ত্বনা আছে?

মৃত্যুর হার বেশি ছিল এবং আয়ু কম ছিল। বিদ্যুৎ ছিল না, আধুনিক ওষুধ ছিল না, পরিবহনের দ্রুত কোন উপায় ছিল না। খুব সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য আমরা যা গ্রহণ করি তার বেশিরভাগই তখন অজানা ছিল। জীবন ছিল কঠিন ও শক্ত। এমন অবস্থায় যদি জিজ্ঞেস করি আপনার জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা কি? তখন কি বলবেন?

আচ্ছা, বলুন তো 'সান্ত্বনা' শব্দটি আপনি যখন শুনেন তখন আপনার মনে কোন্ ছবি ভেসে আসে? এটা কি এমন যে, কোন এক ঠান্ডা জাদুকরী রাতে উষ্ণ আগুনের তাপে আপনি কোনও অলস ছেলে চেয়ারে বসে বই পড়ছেন? অথবা আবোল-তাবোল ভেবে দিবা স্বপ্ন দেখছেন আর যা চাইছেন তা-ই পেয়ে যাচ্ছেন। অথবা এটা কি এমন যে, আমাদের সব পরিশ্রমের কাজগুলো অন্য কেউ করে দিয়ে আমাদের সুখভোগ কর-ার সুযোগ করে দিচ্ছে? ঈশ্বর আমাদের জন্য যে ধরণের সান্ত্বনার ব্যবস্থা করেন তা কি আরামদায়ক জাহাজে ভ্রমণ করার মত?

আমাদের বেশিরভাগের জন্যই এই কথা খাটে যে, আমরা যখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তখন আমরা কেবলই স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি– জীবনের সমস্ত রকম চাপ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করি। তবে এটাই কি জীবনে সান্ত্বনা?

আসলে তা নয়। পবিত্র বাইবেল যখন 'সান্ত্বনা' শব্দটি ব্যবহার করে তখন এর অর্থ ঠিক তেমনটাই মনে করার কোন কারণ নেই। আমাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ থাকার এক রকমের সান্ত্বনা আমরা অনেক সময় অনুভব করি বটে কিন্তু পবিত্র বাইবেলে যে অর্থে সান্ত্বনা বলা হয়েছে তা অনেক ভিন্ন। আসলে সান্ত্বনা হল জীবন-ঝড়ের মাঝে একটি দৃঢ় নোঙ্গর। ঠিক যেমনটা হিতোপদেশ ১৮:১০ পদ বলে, "সদাপ্রভুর নাম হল একটি শক্তিশালী মিনারের মত; ধার্মিক লোকেরা সেখানে ছুটে গিয়ে রক্ষা পায়।" এই সান্ত্বনার কথা গীত ৪৬ অধ্যায়ে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও শক্তি, বিপদে সাহায্য করতে তিনি সব সময় উপস্থিত আছেন।"

দুর্বলতার মাঝেই সান্ত্বনার শক্তির উৎস রয়েছে। এটা এমন একটা স্থান, যখন আমরা কষ্টের মুখোমুখি হই তখন সেখানে পালিয়ে যাই। এটি একটি দুর্গ, জীবনের ঝড়ের মাঝে রক্ষা পাওয়া এবং সুরক্ষার জায়গা– যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া।

এই ধরণের সান্ত্বনা আমাদের খুব প্রয়োজন। গীত ৪৬ অধ্যায় জীবনের সমস্যাগুলো আড়াল করে না, বরং এটি জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো উপস্থাপন করে, যেমন

আমাদের সত্যিই কি কোন সান্ত্বনা আছে?

বলা হয়েছেঃ "তাই আমরা ভয় করবো না, যদিও পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় এবং পাহাড়গুলো সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়ে। যদিও সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে আর গর্জন করে এবং পাহাড়গুলো কেঁপে ওঠে।"

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকদের জন্য পর্বতগুলো ছিল সুরক্ষার এবং স্থায়িত্বের প্রতীক। কারণ তারা প্রজন্ম ধরে থাকে। অন্যদিকে জল ছিল বিশৃঙ্খলার প্রতীক। গীত ৪৬ অধ্যায়ে লেখক এখানে পর্বতমালাকে পানির মধ্যে পড়ার চিত্র অঙ্কন করেছেন। পৃথিবী কাঁপছে। এমন পরিস্থিতিতে আপনি কি করবেন? অথবা এখনই কি সেই সময়? এই বৈশ্বিক মহামারী কি সেই পানি? আমরা হয়তো অনেক মহামারী দেখেছি– তা কোন না কোন ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই মহামারী সব সীমারেখা অতিক্রম করেছে।

কিন্তু পবিত্র বাইবেলে গীতসংহিতার লেখক দায়ূদ আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ করে, যিনি আমাদের আশ্রয় এবং শক্তি হতে পারেন, সমস্যায় চিরকালীন সাহায্য হতে পারেন। ২ করিন্থীয় পুস্তকে লেখা আছেঃ "ধন্য আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা! তিনি করুণার পিতা ও সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর। তিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা দেন।" তাই আসুন, এই বিপদের দিনে, এই অদেখা, অজানা শত্রু করোনার হাত থেকে রক্ষা পেতে আমরা আমাদের সদাপ্রভু, যিনি আমাদের জন্য দৃঢ় নোঙ্গর, শক্তিশালী মিনারের মত আশ্রয়-স্থান, আমরা তার মধ্যে আশ্রয় নেই। মাত্র তিনিই আমাদের রক্ষার উপায় হতে পারেন। হ্যাঁ, তিনিই আমাদের আশ্রয় ও বল, আমাদের বিপদের দিনে আমরা তাঁর মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারি, যিনি তাঁর ডানার নীচে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন। হ্যাঁ, আজ আমাদের সেই সত্যিকারের সান্ত্বনা দরকার। আমেন।

একটি নতুন দিন আসে একটি নতুন সূর্যের উদয় হয়

“উঠ, আলোকিত হও, কেননা তোমার আলো উপস্থিত, সদাপ্রভুর মহিমা তোমার উপরে উদিত হল। কেননা, দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে, ঘোর অন্ধকার জাতিদেরকে আচ্ছন্ন করছে, কিন্তু তোমার উপরে সদাপ্রভু উদিত হবেন, এবং তাঁর মহিমা তোমার উপরে দৃষ্ট হবে।” যিশাইয় ৬০:১-২

একটা নতুন সূর্য সব সময় একটা আশা নিয়ে উপস্থিত হয়, তাই না? আমরা সব ধরনের ঘটনা, সমস্যা, হতাশা, ব্যর্থতা, বিষন্নতা এখন আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। নতুন সময় সব সময়ই একটি সাদা কাগজের পৃষ্ঠার মত আমাদের সামনে উপস্থিত হয় যেন আমরা আমাদের জীবনের রং-তুলি নিয়ে সেখানে নতুন নতুন জীবনের ছবি আঁকি।

যখন একটি নতুন সূর্য উঠে তখন আমরা প্রায়শই একটি কথা বলে থাকি: “পুরাতন চলে গেছে, নতুন এসেছে।” এই কথা বলে আমরা আমাদের নতুন সময়ের ছবি প্রকাশ করি। যে কোন শুভ সময়ে আমরা মিউজিক, সংগীত এবং বেশি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি, আর তাতে আমরা অনুভব করি যে, আমরা জীবনের নতুনতায় উপনীত হয়েছি। তথাপি হয়তো আমাদের মনের গভীরে এই আনন্দ-ফূর্তির অন্তরালে একটা গূঢ়ভাব প্রকাশ পায় যে, সময়ের পরিক্রমায় যদিও নতুন বছর তবুও সব এখনও একই আছে; সত্যিই কিছু বদলায়নি। যদি এমনটা হয় তবে এই যে, আলোর

ঝলকানি, শীতের ঠান্ডা আবহাওয়া, আনন্দের পরশ তা সবই আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, আর মনের অবসাদ আরও গভীরে গ্রথিত হবে।

প্রতিদিন একটি করে নতুন সূর্য উঠেলেও এখনও আমাদের বিশ্বে ডেঙ্গু, ইবোলা মহামারী, ইসলামিক স্টেটের নির্দয় সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, অবৈধ মাদকের মড়ক, ধর্ষণের মাতামাতি, সম্মানহানি ইত্যাদি কি প্রতি দিনের চলমান সময় থেকে উদাও হয়ে যাবে? এসব প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

এছাড়াও, আমরা অনেকেই হয়তো এই এই সময়ে ব্যক্তিগত যন্ত্রনা বা গভীর চিন্তা নিয়ে উদ্‌যাপন করছি। আমাদের অনেককেই হয়তো একটি প্রাথমিক সম্পর্ক নির্মাণ বা একটি কাজ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে অনেক কিছুর সঙ্গে কুস্তি করতে হয়। আমাদের অনেকে হয়তো আসন্ন মাসগুলোতে স্বাস্থ্যগত বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমাদের হয়তো অনেককে বড় ক্ষতির সঙ্গে সম্প্রতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আবার অনেকে ভাবছেন, আমরা যদি আসছে সময়গুলোতে এমন এক জনের উপস্থিতি না পাই যিনি আমাদের জন্য খুবই দরকারী। আমাদের চারপাশের সব মানুষ সত্ত্বেও আমরা অনেকে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছি। আমাদের মধ্যে হয়তো কেউ বড় কোন ভয়ে ভীতু, অথবা ভবিষ্যত কি নিয়ে আসছে সেই বিষয়ে ভয় পাচ্ছে। আব-ার অনেকে হয়তো ভাবছেন, তার স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত হবে, না কি নতুন বছর আরও বেশি ব্যর্থতা নিয়ে আসবে। এই নববর্ষ নিয়ে আমরা অনেকেই ব্যথা বা দুশ্চিন্তা অনুভব করছি। আপনার জন্য এই উদ্বেগ কি রকম? একটি নতুন সূর্য উদিত হওয়ার পর যে নতুন সময়ের শুরু হয় সেই সময়কে নিয়ে আপনি কি চিন্তা করছেন?

যখন আমরা এই ভাবে ভাবতে থাকি, তখন সত্যি আমাদের লোভ হয় বছর জুড়ে একটা আরামদায়ক অবস্থায় থাকতে, বিছানায় ফিরে হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে, অথবা শিশু যীশুর সাথে তার যাবপাত্রে থাকতে যেখানে উষ্ণতা আছে– যেটা নিরাপদ যেখানে ঈশ্বরের অপার আশীর্বাদ আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকার প্রলোভনটা আমাদের জড়িয়ে ধরে। কোন রকম অবসাদ বা পরাজয়, অন্ধকার, ভয় বা একঘেয়েমি, বা আলস্যের মধ্যে আমরা থাকতে চাই না।

কিন্তু যীশুর আগমনের উজ্জ্বল আলো যা অন্ধকারের উপর জ্বলছিল যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জীবন চলছে, প্রবৃদ্ধি আর নতুন শুরু মধ্য দিয়ে একটি নতুন পথ

আমাদের সামনে খুলে যাবে, নতুন দিনের নতুন যে রাস্তা আমাদের সামনে সেই নতুন রাস্তা আমাদের নিয়ে যাবে এক নতুন অজানায়। যদি নতুন অজানা, নতুন অভিযান, নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন সুযোগ আমাদের জীবনে আসে, তবে আমরা নতুন বছরকে এক আশীর্বাদ হিসাবে মেনে নেব। যাঁর জন্ম অনুসারে বছর গণনা শুরু হয়েছে সেই নতুন বছরে **এক জন** আমাদের প্রভু ও রাজা হতে চান, আমাদের সঙ্গে থাকতে চান, আমাদের সহভাগিতা চান। এই জন্যই যীশু স্বর্গ ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন। পৃথিবীতে যীশুর আগমন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জীবন চলতে থাকে, এমনকি একটি বছর শেষ হয়ে আবার আরো একটি নতুন বছর শুরু হয়, শুরু হয় এক ঋতুর পর আরেকটা ঋতু, জীবনের মানে নতুন হয়ে আমাদের জীবনে ধরা দেয় প্রতিনিয়ত।

পণ্ডিতেরা যাদেরকে বিজ্ঞ ম্যাগী বা জ্ঞাণী পুরুষ বলেও এই পৃথিবী বিবেচনা করে, তারা নতুন জন্মপ্রাপ্ত শিশু সন্তান যীশুর জন্য তাদের উপহার নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথমে জানা দরকার কে এই বিজ্ঞ পুরুষগণ? তারা সম্ভবত পূর্ব দিকের দেশ আসা থেকে জ্যোতিষী ছিলেন। সম্ভবত পারস্য বা ব্যাবিলন থেকে, বর্তমান ইরান এবং ইরাক থেকে তারা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের নিয়তি 'তারায়' লেখা থাকে। যদিও তাদের সেই পুরানো যুগে লোকেরা এরকম বিশ্বাস করলেও আজ আমরা অনেকেই তা অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার বলে বিবেচনা করে থাকি। তবুও, আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে, যদি আমি এখনই জিজ্ঞেস করি আপনারা কতজন আপনার নিজের রাশিচক্র জানেন, আপনাদের মধ্যে ৯০% হাত বাড়িয়ে বলবেন আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের অনেকেই তা বিশ্বাস করে। এই জ্ঞানী পুরুষরা একটা বিষয়ে জানতেন ও বিশ্বাস করতেন যেমন আমরা অনেকেই জানি ও বিশ্বাস করি যে, এই পৃথিবীর বাইরে থেকে কোন শক্তি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

ঐতিহ্য বলে পণ্ডিতেরা সংখ্যায় তিন জন ছিল যদিও পবিত্র বাইবেলে তাদের সংখ্যার কথা বলে নি। মধ্যযুগে তাদের নামও দেয়া হয়– ক্যাপার, মেলথাস এবং ব্যালথেজার, যদিও বাইবেলে তাদের নাম বলা হয় নি। এই লোকেরা বিজ্ঞপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন আর খুব সম্ভবত ভাববাদী যিশাইয় তার ভবিষ্যদ্বাণীতে আগেই তাদের কথা বলেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের কথা মত 'যাকোব থেকে যে তারার উদয় হবে' সেই তারার সন্ধানে এসেছিলেন। সুখবর লেখক মথি তাঁর লেখায় রাজার খোঁজে এই জ্ঞানী লোকদের আগমন সম্পর্কে লিখেছেন বলে আজ আমরা তাদের জ্ঞাণী

পণ্ডিত হিসাবেই জানি।

কিন্তু সেই সময়ের রাজা ছিলেন হেরোদ, একজন নির্দয় হঠকারী ব্যক্তি, যে তার লক্ষ্য অর্জনে সমস্ত কিছুই করতে পারত। আর সেই সময়ে যীশু ছিলেন, একটি অরক্ষিত অসহায় শিশু, যিনি 'রাজাদের রাজা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। যিনি এমন একজন শিশু যিনি শাসক হবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যাঁর ক্ষমতা নম্রতার মধ্যে লুকানো ছিল। এই জ্ঞানী পুরুষরা ছিলেন প্রধান পুরোহিত ও শাস্ত্রবিদ, শাস্ত্র গবেষক, যারা হেরোদকে বলেছিলেন যে, 'যিহূদীদের মধ্যে যে রাজার জন্ম হয়েছে, তিনি কোথায়।'

প্রাচ্য থেকে আসা এই বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ছিলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, দুঃসাহসিক, আহ্বানের প্রতি অনুগত এবং তারা নিজেদের জন্য কোনো সম্মান কামনা করেন নি। তারা ছিলেন শিশু খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি বিনয়ী এবং উৎসর্গ হিসাবে তাদের উপহার সেই রাজার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। সংক্ষেপে, তারা ছিলেন ঈশ্বরের প্রকৃত দাস, শুধু রাজ লয়্যালটি প্রদর্শক ছিলেন না। তারা ছিলেন উচ্চতর জ্ঞানের অনুসন্ধানকারী এবং তারা জানতেন কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে হয়। তাই তারা আজকের দিনে আমাদের রোল মডেল, যারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে খ্রীষ্টের সেবা করেছিলেন। মথি বলেছেন, হেরোদের কাছে না ফিরে না যাবার জন্য স্বপ্নে তাঁদের সতর্ক করা হয়। ঈশ্বর তাদের নতুন রাস্তা ধরে তাদের দেশে ফিরে যেতে বলেছিলেন।

নতুন নিয়েমে দেখা যায় যে, স্বপ্ন ঈশ্বরের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মানুষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। এই মাধ্যমটি আজও আমাদের জন্য বড় একটি মাধ্যম হতে পারে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বা ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযাগ রক্ষা করার জন্য। এই মাধ্যম ব্যবহার করে আজও ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে এখনও কথা বলে চলেছেন। এই পৃথিবীতে এর হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এই বিজ্ঞ পুরুষেরা তাদের উপহার দেবার পর হেরোদের কাছে ফিরে যাওয়াটা যখন একটি বিপদের কাজ বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তখনই তারা "নিজেদের দেশে ফিরে যাবার জন্য "অন্য রাস্তা" দিয়ে চলতে শুরু করেন। সেই ছোট্ট শিশুর সৌন্দর্যের টানে তারা সেখানে নিজেদের আটকে রাখেন নি। তারা হেরোদের আরামদায়ক এবং নিরাপদ স্থান জীবনের জন্য বেছে নেন নি। কিন্তু শাস্ত্র বলে, তারা সেখান থেকে অন্য রাস্তা দিয়ে, একটি নতুন রাস্তা দিয়ে, একটি ভিন্ন রাস্তা দিয়ে অগ্রসর

হতে শুরু করেন। তারা জীবনের যাত্রাপথে এগিয়ে যান, যা আমাদের অবশ্যই করা উচিত।

আমাদের জন্য, যীশুর যাবপাত্র হল আমাদের বিশ্বাসের যাত্রাপথে হাঁটবার জন্য একমাত্র পথ। আর যাবপাত্রের প্রশান্তি আমাদের গভীরভাবে এগিয়ে যাবার জন্য শক্তি দান করে কিন্তু তা আমাদেরকে এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে থাকবার জন্য অনুপ্রেরণা দান করে না। খ্রীষ্টিয়ান জীবনের যাত্রা কখনো এক জায়গায় থেমে থাকার নয়। আমাদের সামনে এগিয়ে যেতেই হবে। পুরানো রাস্তা দিয়ে নয়, কিন্তু নতুন একটি রাস্তা দিয়ে এই নতুন সময়ে আমাদের এগিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানায়।

আমরা যখন একটি নতুন সময়ে পা রাখি তখন যীশুর আত্মা আমাদের উজ্জীবিত করছে, এবং জীবনের বাস্তবতায় আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত "আমরা কিভাবে এগিয়ে যাব?" এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে উপাসনার একটি পুরানো গানে "উঠ দীপ্তমতি হও"। ভাববাদী যিশাইয় ইস্রায়েলের লোকদের বলছেন, "উঠ, দীপ্তমতি হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত, সদাপ্রভুর মহিমা তোমার উপরে উদিত হল।" এই আলো শুধু ইস্রায়েলীয়দের জন্য নয়। আমাদের জন্যও আলো উদিত হয়েছে ... আমাদের আর অন্ধকারে থাকতে হবে না। ঈশ্বর আমাদের বলছেন, "উঠ, আলোকিত হও, উঠ, আবার শুরু করো– জীবনের জন্য আরও অনেক কিছু করার আছে!" আমাদের চলবার জন্য রয়েছে নতুন রাস্তা। কিন্তু জানবেন নতুন রাস্তায় চলার এই আহ্বানের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী বাহিনী কাজ করছে। তা হল অনীহা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আমাদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা, চরম অসাবধানতা– এই সব আমাদেরকে পিছনে ধরে রাখে– সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেয় না। পিছনে ধরে রাখার একটি বড় শক্তির নাম হল 'ভয়', যা আমাদের পিছনে বেঁধে রাখে।

ভয় কখনও কখনও আপনাকে এবং আমাকে আটকে রাখে, তাই না? ভয়, আর আমরা তাকে যে নামেই বলি না কেন, এই ভয় আমাদের চলার পথে বাঁধা দিতে পারে, আমাদের চলার পথ ধীরগতি করে দিতে পারে।

যদি আমরা সতর্কতার সাথে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করি, তবে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিই তা যীশুর আলোয় নিরাপদ করে তুলতে পারবো। কিন্তু একই সময়ে যদি আমরা সন্দেহ করি তবে সেই পদক্ষেপের গতি কমে যাবে। ঈশ্বর

আমাদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যেন আমরা সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে পারি।

ঈশ্বর আমাদের সমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা করেছেন– তা সে যা-ই হোক না কেন? তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রাখুন। ঈশ্বর আমাদের সমস্ত শত্রুদের উপর জয় দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করুন। যীশু খ্রীষ্টের কারণে– আমাদের ত্রাণকর্তার কারণে– ঈশ্বর আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখুন! ঈশ্বর এই যে এত সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার উপর কোন সন্দেহ করে থেমে থাকবেন না, ভাববেন না এই সব প্রতিশ্রুতি খুবই দুর্বল। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করুন, উঠে দাঁড়ান, কারণ ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং নির্ভরযোগ্য। আর আমাদের প্রভু, আমাদের উদ্ধার করবেন যেমনটা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন।

হয়তো আপনি এই কথাটি শুনেছেন: "যদি আপনি সঠিক ট্র্যাকে থাকেন, এবং যদি আপনি শুধু সেখানে বসেও থাকেন তাহলেও আপনি রান পাবেন!" এটা সত্যি কথা! তাই উঠে দাঁড়ান, অগ্রসর হোন। আসুন আমরা উঠে আলোকিত হই, সদাপ্রভুর যে মহিমা আমাদের উপরে উদিত হয়েছে, ঈশ্বরের সেই আলো আমাদের ভিতরে থাকা আলোকে আরও ক্ষমতাশালী করে তোলে।

এই আশ্বাস খুব ভাল শোনাচ্ছে তাই না? কিন্তু এটা সম্পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আমরা পুরানো গানটি মনের গভীর থেকে গেয়ে উঠি, "ঈশ্বরকে গৌরব দাও"। যদি আমরা কৃতজ্ঞ জীবন যাপন করি– আমরা যে আশীর্বাদ পেয়েছি তার জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং অন্যদের সঙ্গে সুসংবাদ ভাগ করে নিই। এই সুসংবাদ হল খ্রীষ্টের সেই সুসংবাদ যা স্বর্গদূত আমাদের দিয়েছেন– ভয় কোরো না, কারণ আমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।

একটি সত্যিকারের ঘটনার কথা বলছি: রোজ ক্রাফোর্ড নামে এক ভদ্র মহিলা তার জীবনের প্রথম ৫০ বছর অন্ধ ছিল। একদিন সে জানতে পেরেছে যে, তার দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে এমন একটি অপারেশন আছে। আর তাই তার অপারেশন হয়েছিল। আপনি কল্পনা করতে পারেন তার ভয় এবং আনন্দ, আলো এবং রঙ, মানুষের ছবি, এবং সুন্দর প্রকৃতি, যা তিনি আগে কখনও দেখে নি। দুঃখের বিষয় হল, বিশ বছর আগেই এই অস্ত্রোপচার হতে পারত। তিনি বিশ বছর ধরে অকারণে

অন্ধ ছিলেন। কারণ তিনি এই অপারেশনের কথা জানতেন না। দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারের অস্ত্রোপচারের কথা তাকে কেউ বলেনি। কেউ বলেনি তাকে আর অন্ধকারে বাস করা চালিয়ে যেতে হবে না। ইচ্ছে করলেই তিনি আবার দেখতে পারেন।

আজও লাখো মানুষ আছে যারা আধ্যাত্মিক অন্ধকারে বাস করে কারণ কেউ তাদের বলেনি যে, তাদের আর সেখানে বাস করার দরকার নেই। তারা জানে না যে, এই অন্ধকার জগত থেকে উদ্ধার করার জন্যই খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের মহিমা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অর্থ হল অন্যদের সঙ্গে খ্রীষ্টের গৌরবের আলো তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন।

আমাদের প্রত্যেকেরই এই নতুন বছরে আমাদের সামনে একটি নতুন রাস্তা রয়েছে। এটা অন্য রাস্তা, আমরা আগে ভ্রমণ করেছি তার চেয়ে ভিন্ন একটি রাস্তা। আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, আমরা জানি না আমরা সেখানে কি খুঁজে পাচ্ছি না, আমরা জানি না ঠিক কোথায় চলেছি। কিন্তু আমরা এই কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারি যে, যে 'তারা' পণ্ডিতদের পথ দেখিয়েছিল খ্রীষ্টের সেই আলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে, আমাদের নেতৃত্ব দেয়, আমাদের পথ দেখায়। নতুন বছরের নতুন রাস্তা ধরে আমাদের যাত্রাপথে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এমনকি এখন ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করছেন, আমাদের পরিস্থিতিগুলো যাই হোক না কেন, আমাদের হাঁটু যেন দুর্বল না হয়, যেন আমরা উঠে দাঁড়াই, সমস্ত বাধা যেন আমরা খ্রীষ্টের নামে অতিক্রম করে এগিয়ে চলি। হ্যাঁ, ঈশ্বরকে আমাদের প্রশংসা প্রদান করা করা প্রয়োজন এবং তিনি যেন আমাদের যাত্রায়, আমাদের নতুন রাস্তায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

জীবনের এই নতুন সময়ে এই কথা বলে শেষ করতে চাই: সাহসের সঙ্গে আমরা ভবিষ্যতের মোকাবেলা করতে পারি, একটি উষ্ণ স্মৃতি নিয়ে আমরা এই গান গাইতে পারি, "পুরোনো চলে গেল আমাদের জীবন থেকে, নতুন তার জায়গা করে নিল।"

আমাদের মনের মধ্যে প্রত্যাশা নিয়েই আমরা একটি সূর্যের উদয় দেখতে পাই, আর আমাদের জীবনে একটি নতুন ভোর আসে। তাই আসুন জীবনের এই বিশেষ সময়ে আমরা একসঙ্গে নতুন গান গাই:

"উঠ, আলোকিত হও,
ঈশ্বরকে তার প্রশংসা দাও,

প্রশংসা দাও,
উঠ, আলোকিত হও,
হে ঈশ্বরের সন্তানগণ।”

আপনাদের অন্তরে প্রত্যাশা বাস করুক, খ্রীষ্টের আলো আপনাদের অন্তরে বাস করুক, নতুন সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে আসুন আমরা নতুন পথে অগ্রসর হই– খ্রীষ্টের আলোর পথে অগ্রসর হই, পুরানোকে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে সামনের দিকে অগ্রসর হই– এই আমাদের প্রত্যাশা।

বিশ্বাসীর জীবনে পরীক্ষা

"জানিও, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য সাধন করে। আর সেই ধৈর্য সিদ্ধ কার্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কোন বিষয়ে তোমাদের অভাব না থাকে।" যাকোব ১:৩-৪

এই কথা বলতে দিধা নেই যে, আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা আমাদের ধৈর্যগুণ বাড়িয়ে দেয়, যদি সেই ধৈর্যগুণকে আমাদের জীবনে পুরোপুরিভাবে কাজ করতে দিই। এর অনেক ফলও আমাদের জীবনে দেখা দেয়– আমরা পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠি এবং কোন বিষয়ে আমাদের কোন অভাব থাকে না।

আমাদের জীবনের সর্বত্যই পরীক্ষা দিয়ে এগিয়ে যাবার পথ সৃষ্টি করতে হয়ে। পরীক্ষা ছাড়া এগিয়ে যাওয়া যায় না, আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সব রকম কাজে পরীক্ষা দিয়ে এগিয়ে যাই, কারণ পরীক্ষার ফলের উপরেই নির্ভর করে আমি যে অবস্থানে আছি তার থেকে এক ধাপ উপরে যেতে পারব কি না, বা সেই যোগ্যতা আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কি না। আমাদের ছেলেমেয়েদের কথাই ধরুন। তাদের যখন স্কুলে ভর্তি করাই, তখন পরীক্ষা দিতে হয়, তার পর ক্লাসের পর ক্লাস তাকে পরীক্ষা দিয়েই উপরের ক্লাসে উঠতে হয়। বাবা-মা হিসাবে তারা যখন পরীক্ষায় ভাল করে আমরা খুশি হই।

তা হলে কি দেখতে পাচ্ছি? পরীক্ষা কোনও খারাপ জিনিস নয় যে, তাকে ভয় পেতে হবে। পরীক্ষা হল সেই প্রমাণের পথ যা দিয়ে আমরা নিজেদের প্রমাণ করতে পারব আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে একধাপ উপরে উঠবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছি। পরীক্ষা ভয়ের ব্যাপার তাদেরই কাছে যারা নেক্ষ্ট লেভেলে যেতে চায়, কিন্তু সেখানে যাবার জন্য যে জাগতিক ও আত্মিক শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করা দরকার তা সে করে নি।

পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। আসুন এক

নজরে তা দেখে নি পরবর্তী ধাপে আলোচনায় অগ্রসহ হবার জন্য।

প্রথম প্রমাণ : অব্রাহাম

অব্রাহামকে আমরা ঈশ্বরের বন্ধু বলে জানি, যাকে ঈশ্বর তাঁর জন্মভূমি থেকে বের করে এনে কনান দেশে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বংশধরদের সেই দেশ দেবেন বলে। তাঁকে বিশ্বাসের মহাবীর বলা হয়ে থাকে। তাঁর জীবনে বিশ্বাসের কোন কমতি ছিল না বলেই আমরা দেখতে পাই। ঈশ্বরের আহ্বানে তিনি তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে অজানা পথে রওনা হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর জীবনে বিশ্বাসের কোন অভাব আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু তবুও ঈশ্বর তাঁর পরীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর জীবনকে নেক্‌ষ্ট লেভেলে নিয়ে যাবার জন্য। সেই পরীক্ষাকে আমরা বলি অব্রাহামের জীবনে মহা পরীক্ষা। তিনি সেই পরীক্ষাতেও জয়ী হয়েছেন। তাই আমরা তাঁকে আজ বিশ্বাসের আদিকর্তা বলি, বিশ্বাসের মহাবীর বলি, বিশ্বাসের উদাহরণে তাঁর নাম নিই– যাঁর বংশের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য ত্রাণকর্তা এই জগতে এসেছেন। তাহলে আমরা দেখতে পাই পরীক্ষা হল আমাদের জীবনে সেই শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্ত, যেখানে আমরা পাশ করলে জীবনের, আত্মিক জীবনের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কেও ক্ষেত্রে নেক্‌ষ্ট লেভেলে পৌঁছাতে পারি।

দ্বিতীয় প্রমাণ : ভাববাদী ইয়োব

ইয়োবকে বলা হয়ে থাকে সিদ্ধ পুরুষ, যাঁকে নিয়ে ঈশ্বর গর্ব করতে পারেন। তাঁকে আমরা দেখতে পাই একজন অত্যন্ত ঈশ্বরভক্ত হিসাবে। যিনি প্রতিদিন তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য, তাদের যদি কেউ পাপ করে থাকে তাদের পাপ ক্ষমার জন্য উৎসর্গ করতেন। ঈশ্বরের চোখে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি লোক, সিদ্ধ পুরুষ। ঈশ্বর তাঁর পরীক্ষা নেন নি। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ তাঁর পরীক্ষা করতে চেয়েছিল যেন সে প্রমাণ করতে পারে যে, ঈশ্বর তাঁকে নিয়ে যে গর্ব করেন তা ঠিক নয়। ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিয়েছিলেন যেন তাঁর পরীক্ষা নেয়। আর আমরা তাঁর সেই পরীক্ষার কথা জানি। তাঁর জীবনের চরম কষ্টের সময়েও তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেন নি। তিনি পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। পরীক্ষার সময়ে তাঁর অনেক ক্ষতি হলেও ঈশ্বর তাঁকে শতগুণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের নেক্‌ষ্ট লেভেলে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। আজ আমরা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই পরীক্ষায় পাশ করা একজন সিদ্ধ পুরুষ হিসাবে যিনি তাঁর কষ্ট, যন্ত্রনা সহ্য করার পুরস্কার লাভ

করেছিলেন।

তৃতীয় প্রমাণ : আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট

প্রভু যীশুর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। তিনি পরীক্ষার অনেক উর্দ্ধে। কিন্তু তবুও পিতা-ঈশ্বর শয়তানকে তাঁর পুত্রের পরীক্ষা নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রভু যীশুর জীবনে পরীক্ষাটি এসেছিল এমন সময়ে যখন তিনি মাত্র বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, আত্মার প্রভাবে মরুভূমিতি গিয়েছিলেন এবং সেখানে এক নাগারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত উপবাস ছিলেন। শারীরিক ভাবে তিনি দুর্বল ছিলেন, ছিলেন ক্ষুধার্ত। ঠিক সেই সময়ে শয়তান তাঁর পরীক্ষা নিয়েছিল। শয়তান তাঁকে খাবারের প্রলোভন, শাস্ত্রবাক্যে তাঁর বিষয়ে যে কথা লেখা আছে তা প্রমাণ করে দেখাবার প্রলোভন, ক্ষমতা ও রাজত্ব ও জাক্জমকের প্রলোভন দেখিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছিল। এই পরীক্ষা দিয়ে শয়তান ঈশ্বরকে দেখাতে চেয়েছিল যে, তিনি যে মিশনে যীশুকে এই পৃথিবীতে পাঠিছেন সেই কাজ করার যোগ্য যীশু নন। কিন্তু যীশু শয়তানের এই মনোভাবকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দূর হও শয়তান। আমি কেবল ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই প্রণাম করবো।' শয়তানের এই পরীক্ষায় পাশ করার মধ্য দিয়ে যীশু তাঁর মিশনের কাজ শুরু হয়েছিল। ভাববাদী যিশাইয় কর্তৃক বর্ণিত যে কাজের কথা খ্রীষ্টের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে তা তিনি করতে শুরু করলেন। আর তার শেষ ফল আমরা জানি। তিনি সারে তিন বছর কাজের শেষে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আপন প্রাণ ক্রুশে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি মানুষের জন্য পরিত্রাণ আনতে সমর্থ হয়েছিলেন– বিনামূল্যে সারা পৃথিবীর মানুষ যেন মুক্তি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

যে তিনটি উদাহণ আমরা দেখতে পেলাম তা থেকে আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি আমাদের জীবনের নেক্ষ্ট লেভেলে পৌঁছাবার জন্য পরীক্ষা দরকার ও সেই পরীক্ষায় পাশ করাও দরকার।

আজকের শাস্ত্র বাক্য আমাদের এই কথা বলে: "কারণ তোমরা জান তোমাদের বিশ্বাসে পরীক্ষা তোমাদের ধৈর্যগুণ বাড়িয়ে দেয়। সেই ধৈর্যগুণকে তোমাদের জীবনে পুরোপুরিভাবে কাজ করতে দাও। এর ফলে তোমরা পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠবে এবং কোন বিষয়ে তোমাদের কোন অভাব থাকবে না।"

বিশ্বাসীর জীবনে পরীক্ষা

কয়েকটি বিষয় আমরা এই দুটি পদের মধ্যে দেখতে পাই যে, এক, পরীক্ষা আমাদের ধৈর্যগুণ বাড়িয়ে দেয়। ধৈর্যগুণ যখন আমাদের জীবনে কাজ করে তখন এর ফলও আমাদের জীবনে দেখা যায়, প্রকাশ পায়। দুই, আমাদের জীবনে ধৈর্যগুণ কাজ করে তখন আমরা পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হই। মানুষের জীবনে যখন পরিপক্কতা আসে ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠে তখন এর ফল হিসাবে আমাদের জীবনে আর কোন বিষয়ের অভাব থাকে না।

এই তিনটি বিষয় নিয়ে একটু গভীরে আলোচনার আগে পরীক্ষার বিষয়ে আরো দুটি পদ দেখব। দায়ূদ তাঁর গীতে ২৬:২ পদে নিজেই তাঁর পরীক্ষা ছেয়েছেন: তিনি প্রভুকে বলেছেন: "সদাপ্রভু, আমাকে পরীক্ষা করো এবং প্রমাণ নাও; আমার ভিতরের অংশের এবং আমার হৃদয়ের বিশুদ্ধতা পরীক্ষ কর।" প্রেরিত পৌল বলেছেন: রোমীয় ১২:২ পদে "এই জগতের মত হয়ো না, কিন্তু মনকে নতুন করে গড়ে তুলে নতুন হয়ে ওঠ যেন তোমরা পরীক্ষা করে জানতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যা ভাল মনের সন্তোষজনক ও নিখুঁত।"

যে দুটো পদ পাঠ করলাম তাতে দেখা যায় যে, আমাদেরই ঈশ্বরকে বলা উচিত যে, হে ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা কর, আমার প্রমাণ নেও যেন আমি এর পরের লেভেলে পৌঁছানের জন্য যোগ্য কি না তা দেখতে পাই।

আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানতে পারার জন্যও আমাদের পরীক্ষা করা দরকার। বা আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসলে তাকে ভয় না পেয়ে তাকে স্বাগত জানানো দরকার, যেন আমরা আমাদের জীবনের নেকষ্ট লেভেলে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানতে পারি।

আজকের শাস্ত্রবাক্যে আমরা তিনটি বিষয় দেখতে পেয়েছি: পরীক্ষা আমাদের জীবনে ধৈর্য উপন্ন করে। আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে এটি একটি অনন্য গুণ যা আমাদের জীবনে অনেক ফল যুক্ত করে। সেই ফল হল পরিপক্কতা, সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া।

এর মানে কি? আমরা যখন যীশুর কাছে আসি, তাঁকে চিনতে পারি, তাঁকে বিশ্বাস করি, তাঁকে গ্রহণ করি, বাপ্তিস্ম নিই, অভিষেক নিই, পরিচর্যা করতে শুরু করি, তখনও কিন্তু আমরা পরিপক্ক নই। পরিপক্কতা আসে যখন আমরা বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে শুরু করি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, যেমন অব্রাহাম হয়েছিলেন, ইয়োব হয়েছিলেন,

বিশ্বাসীর জীবনে পরীক্ষা

এমন কি যীশুও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমাদের জীবনে যে পরীক্ষাই আসুক না কেন, সেখানে যদি আমরা অংশগ্রহণ করি, ও উত্তীর্ণ হই, আমাদের জীবনে পরিপক্কতা আসে যেন আমাদের জীবনের অসম্পূর্ণতাগুলো কাটিয়ে ওঠে সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে পারি।

এর আরেকটি ফলের কথা পবিত্র শাস্ত্র আমাদের পরিস্কার করে আমাদের বলে দেয়: তা হল আমাদের জীবনে কোন অভাব থাকে না। অব্রাহামের জীবনেও আমরা অভাব দেখতে পাই নি, ইয়োবের জীবনেও কোন অভাব ছিল না, আর যীশুর জীবনে অভাবের কোন প্রশ্নই আসে না। যীশুর শিষ্যদের জীবনেও আমরা অভাব দেখি নি।

আমাদের জীবনে নানা রকম অভাব আছে কারণ আমরা এখনও পরীক্ষিত হই নি। আমাদের জীবনে যখন পরীক্ষা আসে আর সেই পরীক্ষায় আমরা পাশ করি তখন আমাদের জীবনে অভাবের সংজ্ঞাই বদলে যায়। যে বিষয়গুলো আগে আমাদের জীবনে দরকার বলে মনে করতাম ঈশ্বরীয় পরীক্ষায় পাশ করলে পর সেই মনোভাব আপনার পালটে যাবে। আজ আমাদের জীবনে যে জিনিসের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বলে মনে করি, ঈশ্বরীয় পরীক্ষায় পাশ করলে পর, আমাদের সেই মনোভাব পালটে যাবে। আপনার জীবনের প্রয়োজনগুলোর ব্যাপারে নতুন অনুভূতি সৃষ্টি হবে।

প্রিয় বন্ধুরা, পরীক্ষাকে ভয় পাবেন না। আমাদের দায়ূদের মত করে ঈশ্বরকে বলা প্রয়োজন, “সদাপ্রভু, আমাকে পরীক্ষা করো এবং প্রমাণ নাও; আমার ভিতরের অংশের এবং আমার হৃদয়ের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা কর।”

পরীক্ষা আমাদের বিশ্বাসকে খাঁটি বলে প্রমাণ করে, আমাদের অবস্থান কোথায় তা জানিয়ে দেয়, আমাদের সন্তানরা যেমন পরীক্ষায় দিয়ে পাশ করে উপরের ক্লাসে উঠে ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঈশ্বরীয় পরীক্ষা পাশ করে আমরা আমাদের আত্মিক জীবনের নেকষ্ট লেভেলে উত্তীর্ণ হই, যেন ঈশ্বরীয় আত্মিক সম্পদ আমাদের জীবনে যুক্ত হয় এবং আমাদের জীবন থেকে সমস্ত অভাব দূর করে। আমাদের জানা দরকার:

- পরীক্ষা কাদের জীবনে নেমে আসে? ঈশ্বরভক্তদের জীবেনে। যারা বিশ্বাসী নয়, যারা ঈশ্বরের লোক নয়, তাদের জীবনে পরীক্ষার দরকার নেই।
- পরীক্ষা ঈশ্বরের লোকদের আরো আশীর্বাদের স্থানে পৌঁছে দেয়, এটা এমন একটা সিড়ি যে সিড়ি দিয়ে ঈশ্বরের শক্তিই তাকে উপরে, পরবর্তী ধাপে নিয়ে

যেতে সাহায্য করে।

- পরীক্ষা আমাদের জীবনে সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়, যেখানে গেলে পর তার জীবনে আর কোন অভাব থাকে না।
- তখন একজন ঈশ্বরভক্ত ঈশ্বরের গর্বের বস্তু হয়ে উঠেন। তাঁর সমস্ত আশীর্বাদ তাঁর মাথার উপরে থাকে।
- তাঁর নাম যুগে যুগে বেঁচে থাকে। লোকেরা তার জীবন খ্রীষ্টিয় জীবনের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে।

ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

ব্যক্তি জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

"যারা পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে মনোনীত এবং যীশু খ্রীষ্টের বাধ্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা শুচি, তাঁদের সমীপে।" ১ পিতর ১:২

ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমাদের ব্যক্তি জীবনে কি প্রভাব রাখে তা আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমরা সাধারণ ভাবেই বিশ্বাস করি যে, যখন আমাদের জীবনের কঠিন সময় আসে তখন আমরা ঈশ্বর প্রতি আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি, অপার্থিব সাহায্য পাবার আশায়। তখন অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের জীবনের চারপাশে কি চলছে তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু যদি আমি আমার জীবন ঈশ্বরেতে কেন্দ্রীভূত রাখি, তবে আমার জীবনের শান্তি, শক্তি এবং আস্থা অটুট থাকে। এতটুকু কথা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

যখনই আপনি এমন একজন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেন যার জীবন ঈশ্বর উপর কেন্দ্রীভূত– যিনি ভাবেন যে, তার জীবন ঈশ্বর হাতে নিরাপদ, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেই ব্যক্তি একটি সহজ-সরল জীবন কাটায়। তিনি একটি সুখী এবং নিশ্চিন্ত জীবন সে কাটায়। এই পৃথিবীর জটিলতার কথা চিন্তা করার তার কোন দরকার নেই। কারণ সে জানে তাঁর জীবন ঈশ্বর হাতে– ঈশ্বর জীবন সিন্দুকে গচ্ছিত আছে।

কোন মানুষই তাদের নিজের উপলব্ধি অনুসারে একটি সহজ-সরল জীবন লাভ করতে পারে না। যাদের জীবন ঈশ্বরেতে কেন্দ্রীভূত নয় তারা তাদের জীবনে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ এবং বাঁধা দেখতে পায়, যাদের জীবন ঈশ্বরেতে কেন্দ্রীভূত তারা তা দেখতে পেলেও তাদের মনের শক্তি, তাদের ভক্তির শক্তি দিয়ে তা সহজেই জয় করতে পারে।

ঈশ্বরেতে কেন্দ্রীভূত থাকা মানে এই নয় যে, আপনার জীবনে কত বেশী বা কত কম সমস্যা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে পারা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেতে কেন্দ্রীভূত কিনা তা নির্ধারিত হয় আপনার সাথে ঈশ্বর সম্পর্কের দ্বারা। ঈশ্বর যেখানেই আপনাকে

চান সেখানেই যদি আপনি থাকেন, তবে ঈশ্বর সঙ্গে থাকার যে অভিজ্ঞতা তা জানবার এক অসাধারণ সুযোগ আপনার রয়েছে– উদ্বিগ্নতার মধ্যে শান্তি, অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আশা, সংঘাতের মধ্য দিয়ে আস্থার অনুভূতি– আপনি লাভ করতে পারবেন। এই ধরনের নিরাপত্তা ঈশ্বর লোকদের জন্য রয়েছে। এই শান্তির কথাই যীশু খ্রীষ্ট ঘোষণা করেছেন যখন তিনি বলেছেন, "শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদেরকে দান করছি; পৃথিবী যেভাবে দান করে, আমি সেভাবে দান করি না। তোমাদের হৃদয় অস্থির না হোক, ভীতও না হোক" (যোহন ১৪:২৭)।

আমরা আপনাকে এই কথা জানাতে চাই, আপনার জন্য ঈশ্বর আছেন, এই কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। গীতসংহিতার লেখক ১১৮:৬ পদে বলেছেন, "সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করবো না; মানুষ আমার কি করতে পারে?" ঠিক একই ভাবে পৌল রোমীয়দের কাছে লিখেছেন, "এই সকল বিষয়ে আমরা কি বলবো? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?" রোমীয় ৮:৩১।

ঈশ্বর আপনার জন্য। এর মানে হল এই যে, আপনি কষ্টের সময় তাঁকে ডাকতে পারেন। আপনি যখন অন্য কাউকে ডাকতে পারেন না, তখন আপনি ঈশ্বর উপর নির্ভর করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আপনার জন্য তা-ই, এমনকি যখন আপনি ভুলও হন, এমনকি যখন আপনি পাপে থাকেন, এমনকি যখন আপনি নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে কিছু জঘন্য কাজ করে ফেলেছেন, তখনও তিনি আপনাকে ছেড়ে দেবেন না। যখন আপনি একটি জগাখিচুড়ি মধ্যে আছেন– তখনও আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যা পবিত্র বাক্য আমাদের বলে। পবিত্র বাইবেল আমাদের ঈশ্বর অনুগ্রহ, শক্তি এবং তাঁর দত্ত মঙ্গল সম্পর্কে বলে। এই কথাগুলো আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, ঈশ্বর আপনার জন্য! তিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং তিনি আপনাকে পছন্দ করেন!

এই কথা আমাদের জানতে হবে যে, ঈশ্বর সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। আপনার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে সব কিছু আছে। এই দিন প্রভুই তৈরি করেছেন ... তিনিই এটি তৈরি করেছেন, তিনি এর মালিক। তিনি জানেন আপনার উপর যা আসছে কিভাবে তা হ্যান্ডেল করতে হয়। এখন, যদি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহলে আপনি এই দিনটিকে এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি দিনই ভালভাবে উদ্‌যাপন করতে পারেন– কারণ এটি একটি দিন যা তিনি আপনার জীবনে মহান কিছু করার জন্য তৈরি করেছেন।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, "মহান বিষয়গুলো আমার অভিজ্ঞতায় নিতে

অনেক সমস্যা আছে!" কিন্তু ঈশ্বর যে মহান কাজগুলো করতে চান তা হল তিনি আপনাকে আপনার নোংরা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে চান, যাতে আজকের চেয়ে আগামীকাল আরও ভাল হয়ে উঠে। এই কারণে, আমাদের জন্য যা প্রয়োজন তার সব কিছুই আমরা তাঁর কাছে চাইতে পারি। ঈশ্বর আমাদের জীবনে সমৃদ্ধি দেন। প্রাচুর্য দেন। আপনার জন্য আশীর্বাদ পাঠান। আপনার জন্য সাহায্য পাঠিয়ে দেন!

আমরা যখনই ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে চাই, তখন আমরা দেখি– আমাদের জন্য ঈশ্বর একটি পরিকল্পনা আছে।

গীতসংহিতা ১১৮:২২ পদে, আমরা গীতসংহিতা লেখকের একটি বিবৃতি দেখি যা যীশু খ্রীষ্ট পরে মথি ২১:৪২ পদে বলেছিলেন। এই পদটি যীশু খ্রীষ্টের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, "রাজমিস্ত্রিরা যে পাথর অগ্রাহ্য করেছে, তা কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো।" গীতসংহিতা ১১৮:২২। কিন্তু এটি কেবল যীশুর বিষয়ে নয়– এটি মানব ইতিহাসে মানুষের জন্য ঈশ্বর কিভাবে কাজ করেন সেই সম্পর্কে বলে।

এই শব্দগুলো যীশুকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কারণ তিনি যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন তিনি ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে ক্রুশে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর শত্রুরা ভেবেছিল যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে সব কিছুর বাইরে চলে গেছেন এবং তাদের আর যীশুকেও তাঁর শিষ্যদেরকে মোকাবিলা করতে হবে না।

কিন্তু তারা ভুল ছিল, কারণ তারা যে মানুষটিকে ক্রুশে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়েছিল, তারা যেমনটি মনে করেছিল সেভাবে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান নি। শুক্রবার দুপুরের পর যখন তাঁকে কবরস্থ করা হল, কারণ তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে রোববার সকালে ঈশ্বর আত্মা সেই কবরে ঢুকলেন এবং তাঁর মধ্যে শ্বাস দিলেন এবং তাঁর হৃদয় আবার চালু হল এবং শরীরে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং তাঁর ফুসফুস আবার অক্সিজেন নিতে শুরু করলো এবং যীশু আবার জীবিত হলেন।

তাঁর মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল না। যে শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যারা ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন, যারা ভেবেছিলেন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা সব শেষ হয়ে গেছে– যীশু জীবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাঁদের মধ্যে সাহস জেগে উঠলো এবং তাঁরা যীশুর সুখবরের বার্তা প্রচার করতে শুরু করলেন এবং তাঁরা যীশুর জীবনধারা অনুকরণ করতে শুরু করলেন। এই যে নতুন আন্দোলন তাঁর

নামে শুরু হল, এই আন্দোলনই হল চার্চ যাকে আমরা যীশুর দেহ বা মণ্ডলী বলি। এই মণ্ডলী তার দেহের উপর নির্মিত হয়েছে। যীশু এর ভিত্তি। তিনি এর কর্ণার স্টোন। যিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, যাঁকে উপহাস করা হয়েছে, যাঁকে আঘাত করা হয়েছে, যাঁর সঙ্গে তামাশা করা হয়েছে, যাঁকে শাস্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে; তিনি এখন কোণের পাথর, কর্ণার স্টোন হয়ে উঠেছেন।

প্রিয় পাঠক, বলুন তো আপনি আপনার সংসারে কার জন্য ভাবনা-চিন্তা করেন, কার জন্য পরিকল্পনা করেন? সে কি আপনার নিজের পরিবারের লোক নয়? সে কি আপনার আপনজন নয়, সে কি আপনার কাছের কেউ কি নয়?

আচ্ছা যখন আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তখন হয়তো আমার দায়িত্বের মধ্যে যারা পরে তাদের নিয়ে আমরা পরিকল্পনা করি– তাদের উন্নয়নের চিন্তা করি, তাদের জন্য এমন কিছু করি যাতে তারা ভাল থাকে, তাই না? কিন্তু তবুও দায়িত্বের এসব কিছু ছাড়িয়ে আমাদের নিজের পরিবারের কথা ভাবি, তাদের মঙ্গলের চিন্তা করি।

আমরা যদি আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কথা চিন্তা করি, তিনি অবিরত আমাদের দেশের সকলকে ভাল রাখার জন্য নানা রকমের পরিকল্পনা করছেন, কাজ করছেন– যে পরিকল্পনার মধ্যে আমি-আপনি রয়েছি বটে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নয়। কিন্তু তিনি যখন নিজের পরিবারের কথা ভাবেন তখন জয়ের কথা ভাবেন, সায়মার কথা ভাবেন, তার নাতি-নাতনির কথা ভাবেন এবং তাদের মঙ্গল কিসে হবে সেই কথা ভাবেন ও তাদের জন্য পরিকল্পনা করেন। এটাই রীতি।

যে কথা আমি বুঝাতে চাচ্ছি, তা হল এই– ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বভ্রমাণ্ডের ঈশ্বর। সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে– এক কথায় সব কিছুর মঙ্গলের জন্য তিনি কাজ করছেন– যেখানে আমি-আপনি আমরা সকলেই রয়েছি– এক কথায় সব ধর্মের লোকও রয়েছে।

কিন্তু পবিত্র বাইবেল অনুসারে সমস্ত বিশ্বের লোকদের মধ্য থেকে একদল লোককে তাঁর নিজের বলে ডেকেছেন। যারা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করেছে তাদের তিনি নিজের সন্তান বলে ডেকেছেন। 'ঈশ্বর সন্তান' নামের এই জনগোষ্ঠীকে নিজের মন্দির, নিজের মণ্ডলী বলে ডেকেছেন– যেখানে তিনি বাস করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যাদেরকে তিনি আহ্বান করেছেন এই কথা বলে, "তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দরজা খুলে দাও, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব, তোমাদের সঙ্গে বাস করবো" (প্রকা ৩:২০)। তাদের জন্য কি তিনি বিশেষ পরিকল্পনা করবেন না? তাদের মঙ্গলের জন্য বিশেষ সাহায্য পাঠিয়ে দেবেন না? তাদের প্রতি কি

তাঁর বিশেষ যত্ন থাকবে না?

আমি আবারও আপনাদের এই নিশ্চিয়তা দিচ্ছি: আপনি যদি ঈশ্বরেতে অবস্থান করেন, আপনার অন্তরে যদি খ্রীষ্ট বাস করেন, আপনি জানবেন যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার পিতা। তবে আপনি তাঁর উত্তরাধিকার– তাঁর ওয়ারিস। ঈশ্বর আপনার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেন। আপনি তাঁর প্রোটেকশনের মধ্যে আছেন। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আপনার বিপদ, দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা– সব কিছুই এখন ঈশ্বরের। আর ঈশ্বর তার সমাধান করার জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। প্রেরিত পৌলের মত আবারও বলতে ইচ্ছে করে "যখন ঈশ্বর আমাদের পক্ষে তখন আমাদের বিপক্ষে কে?"

ঈশ্বর তাঁর লোকের জন্য পরিকল্পনা করেন এর অনেক প্রমাণ পবিত্র বাইবেলে রয়েছে। ইব্রাহিম, যাকোব, ইস্রায়েল, দায়ূদ, বিভিন্ন ভাববাদী, যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলী– এসকলের জন্য ঈশ্বর পরিকল্পনা দেখতে পাই। তিনি মশীহের সমগ্র জীবনচিত্র পবিত্র বাইবেলে অঙ্কন করেছেন। তিনি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে নতুন ইস্রায়েলের পরিকল্পনা করে রেখেছেন যাদের জন্য তিনি ঈশ্বরের-রাজ্য প্রস্তুত করেছেন।

এখন আপনি যদি তাঁর সন্তান হয়ে থাকেন, তবে তিনি আপনার জন্য পরিকল্পনা করেন– আপনার বৃদ্ধির জন্য, আপনাকে তাঁর রাজ্যের হয়ে কাজ করার জন্য, সাক্ষ্য বহন করার জন্য, মন্ডলীতে আপনার অংশ কি তা নিরুপন করার জন্য পরিকল্পনা করেন। কারণ আপনি তাঁর সন্তান– আপনার দাম তাঁর কাছে খুব বেশী– আপনি তাঁর কাছে খুবই প্রিয়।

আমি শুধু এই কথা বলতে চাই, আমরা যদি ঈশ্বর সন্তান হয়ে থাকি, যদি যীশুকে বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করে থাকি, যদি অনেকের সাক্ষাতে যীশুকে স্বীকার করে বাপ্তিস্ম নিয়ে থাকি, তবে–

ঈশ্বরের জীবন সিন্দুকে আমাদের জীবন গচ্ছিত আছে– আমাদের নিরাপত্তা তাঁর হাতে, আমাদের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টের কথা তিনি সব জানেন এবং তার সমাধান করার জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। তিনি আমাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করেছেন– এই জীবনে হোক বা আগামী জীবনে হোক আমরা তাঁর। আমরা তাঁর নিজের পরিবারের লোক। আমরা তাঁর সন্তান। আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। আসুন আমরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর উপর নির্ভর করি। তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন। আমেন।

বন্ধু ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক

“আমি তোমাদেরকে আর দাস বলি না, কেননা প্রভু কি করেন, দাস তা জানে না; কিন্তু তোমাদেরকে আমি বন্ধু বলেছি, কারণ আমার পিতার কাছে যা যা শুনেছি, সকলই তোমাদেরকে জানিয়েছি।” ১ যোহন ১৫:১৫

বন্ধু ও বন্ধুত্ব অনুপম একটি বিষয়। আজকাল প্রায় টেলিভিশনে একটি এড দেখা যায়, “বন্ধু ছাড়া জীবন চলে না।” আমাদের জীবনে বন্ধু দরকার। এমন কি ঈশ্বরের জন্যও বন্ধু দরকার ছিল। পবিত্র শাস্ত্র এই কথা বলে যে, অব্রাহাম ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন। আবার অব্রাহামও অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। দায়ূদের সঙ্গে যোনাথনের বন্ধুত্বের বন্ধন এত গভীর ছিল যে, এর উপমা দিতে গিয়ে দায়ূদ নিজেই বলেছেন “তা উত্তম আঙ্গুর-রসের চেয়েও উত্তম ছিল।” যীশু খ্রীষ্ট নিজেও তাঁর শিষ্যদের ‘বন্ধু’ বলে সম্বোধন করেছেন।

এই পৃথিবীর সম্পর্কগুলো আমাদের প্রভুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পিতা-ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন এবং আমাদেরকে পরিবার গঠন করা ও পরিবারের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা বন্ধুত্ব, সম্পর্ক স্থাপন, বিয়ে বা পরিবার গঠন, যীশু খ্রীষ্টে অবস্থিত অন্যান্য ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণ– যাদের কথাই আমরা বলি না কেন প্রকৃতপক্ষে পবিত্র বাইবেল একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে।

আমাদের সকলেরই বন্ধু প্রয়োজন, সে আমরা যে বয়সেরই হই না কেন। তবে যে বয়সে বন্ধুত্বের বিষয়ে নানা দিক আলোচিত-সমালোচিত হয় তা হল আমাদের যুব বয়স। এই বয়সে বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো যেন ডানা মেলে উড়তে থাকে। সেজন্য

বন্ধু ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক

আমরা যারা বাবা-মা, বন্ধু বেছে নেবার ব্যাপারে আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের দিকে মনযোগ দেওয়া উচিত। এর কারণ হল যেমনিভাবে তাদের মধ্যে ন্যাচারাল বিষয়গুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি ভাবে সম্পর্ক নির্মাণের বিষয়গুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের সেই টিন এইজ থেকে শুরু করে বিয়ের আগ পর্যন্ত নানা রকম সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর মধ্যে তাদের সম বয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। পবিত্র বাইবেলে বন্ধুত্বের জন্য অনেক ঘটনা ও শিক্ষা রয়েছে। এছাড়া বন্ধুত্বের বিষয়ে বেশ কিছু শাস্ত্রবাক্য আমাদের সামনে রয়েছে যেগুলো সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের আলোকিত করে, যেমন–

- হিতোপদেশ ১৭:১৭ "বন্ধু সব সময়েই ভালবাসে, আর ভাই থাকে দুর্দশার সময়ে সাহায্য করবার জন্য।"
- হিতোপদেশ ১৮:২৪ "যার অনেক বন্ধু তার বেশী সর্বনাশ হতে পারে, কিন্তু এমন বন্ধু আছে যে ভাইয়ের চেয়েও বেশী বিশ্বস্ত।"
- হিতোপদেশ ২৭:৬ "শত্রু অনেক চুম্বন করতে পারে, কিন্তু বন্ধুর দেওয়া আঘাতে বিশ্বস্ততা আছে।"

একজন যুবক বা যুবতী হিসাবে বন্ধুত্ব নির্মাণ করার ক্ষেত্রে আমাকে ভেবেচিন্তে অগ্রসর হওয়া দরকার। আমাকে মনে রাখতে হবে সত্যিকারের বন্ধু অনেক নয় কিন্তু খুব অল্পই হয়– তা সত্যিই মুক্তার মত দামী যা আমার উপকার ছাড়া অপকার করে না। যারা আমার বন্ধু তাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবনার উত্তর আমাকে অবশ্যই পেতে হবে। যেমন–

- কে অনেক দিন ধরে আমার বন্ধু?
- কেন আমার এই বন্ধুত্ব টিকে আছে?
- আমার মধ্যেকার কোন বিষয়টি বন্ধুত্ব টিকে থাকতে সাহায্য করছে?
- আমি বন্ধুত্ব চলাকালীন সময়ে কি কি সমস্যায় পড়েছি এবং সেটি কিভাবে সমাধান করেছি?
- আমার বন্ধুত্বের মধ্যে এমন কি কিছু আছে যাতে এই সম্পর্কের ফাটল ধরাতে

পারে?

একজন যুবক-যুবতী হিসাবে যদি আমি এই প্রশ্নগুলো নিজেকে করি তবে হয়তো আমাদের বন্ধুতের জীবনকে শাস্ত্র ভিত্তিক ও আদর্শ ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে পারব। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভাল বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য অনেকগুলো বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা নিজেরা বন্ধু হিসাবে যত ভাল বন্ধু হতে পারবে আমাদের বন্ধুত্ব ততই দৃঢ় হবে। তখন দেখা যাবে:

- আমরা আমাদের বন্ধুদের ক্ষমা করেছি।
- আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে মূল্য দিই এবং সম্মান করি।
- আমাদের আগ্রহ এবং শখ একই রকম।
- আমরা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রাখি।
- আমাদের বন্ধুত্বের সীমারেখা মান্য করে চলছি।

এটি খুবই চমৎকার হতো যদি সকল বন্ধুত্বই ভাল বন্ধুত্ব হতো। তবে আমরা জানি যে, আমরা বা আমাদের বন্ধুরা কেউই পুরোপুরি সঠিক নয়। আমরা হয়তো অন্যদের চেয়ে আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক সমস্যায় পরি। কিন্তু আমাদের শিখাতে হবে যে, বন্ধুত্বের মাঝে যেসব সমস্য দেখা দেয় তা কিভাবে আমি চিহ্নিত করতে পারি ও এই সমস্যা থেকে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

আমাদের দেখতে হবে যে, বন্ধুত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দেয় কি না। যদি এসব বিষয় আমার বন্ধুর মধ্যে দেখা যায় তবে তার বন্ধুত্বের চলমান আবস্থা একটু বিবেচনা করা দরকার। আমাকে ভাবতে হবে এই বন্ধুত্ব থেকে আমাকে বের হয়ে আসতে হবে কি না।

- আমি কি বন্ধুর মধ্যে স্বার্থপরতা লক্ষ্য করেছি
- সে কি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়
- সে কি কটুভাষী
- সে কি শুধু দোষারোপ করে
- আমি যদি অন্য কারও সাথে চলি তাহলে কি সে সেই বিষয়ে হিংসা করে
- সে কি শুধু নিতে যায়
- সে কি কিছু দিতে চায় না

♦ সে কি খুব সহজেই আমাকে কষ্ট দেয়

সত্যিকারের বন্ধুত্ব বা যদি আরেকটুকু নির্দিষ্ট করে বলি সত্যিকারের ‘খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুত্ব’ দেখতে কি রকম হওয়া উচিত? আসুন, আমরা এটাকে গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করি যাতে এটি আমাদের বোধগম্য হয় এবং বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে এরকম একটা উত্তম মন প্রস্তুত হয়।

১. খ্রীষ্টিয় বন্ধুত্ব -- উৎসর্গমূলক

“নিজের বন্ধুদের জন্য যদি কেউ প্রাণ দেয়, তবে তার চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কিছু হতে পারে না।” যোহন **১৫:১৩**

খ্রীষ্টিয় বন্ধুত্বের জন্য যীশু খ্রীষ্ট হলেন আমাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর ভালবাসা ছিল উৎসর্গমূলক, আত্মকেন্দ্রিক নয়। তিনি যে শুধু তাঁর অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তা দেখিয়েছেন তা নয়, তিনি নিজে তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়ে, এমন কি মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিজের জীবন ও রক্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, তিনিই সত্যিকারের ভালবাসতে জানেন ও ভালবেসে দিতে জানেন।

আমরা অনেক সময় বন্ধু বেছে নিই তারা কি আমাদের অফার করে তার উপর ভিত্তি করে, এর মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের যে আশীর্বাদ তা আমরা আবিস্কার করতে ব্যর্থ হই। ফিলিপীয় ২:৩ পদ বলে, “তোমাদের মধ্যে যেন স্বার্থপরতা না থাকে বরং নম্রভাবে প্রত্যেকে নিজের থেকে অপরকে শ্রেষ্ঠ ভাবো।” তোমার বন্ধুত্বের মূল্য দিতে গিয়ে তুমি নিজেকে তোমার চেয়ে একটু উপরে তুলতে হবে– যীশু যেভাবে ভালবেসেছেন সেখানে যেতে হবে। যদি সেখানে তোমার মন, হৃদয়, মানসিকতা নিয়ে যেতে পার তবে হয়তো তুমি সত্যিকারের বন্ধুত্ব কি তা লাভ করতে পারবে।

২. সত্যিকারের খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুত্ব শর্তহীন ভাবেই গ্রহণ করে

“বন্ধু সব সময়েই ভালবাসে।” হিতোপদেশ **১৭:১৭**

আমরা অনেক সময় আবিস্কার করি যে, আমাদের ভাই ও বোনেরা হল সবচেয়ে ভাল বন্ধু কারণ তারা আমাদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতাগুলো জানে এবং তারপরও আমাকে ভালবাসে।

যদি আমরা খুব সহজেই ক্ষেপে যাই বা অসন্তুষ্ট হই ও তিক্ততা দেখাই তবে

আমাদের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করা খুবই কঠিন। আমাদের জানা দরকার যে, কেউই নিখুঁত নয়। আমরা সবাই যখন তখন ভুল করি। আমরা যদি আমাদের ভেতরটা একটুকু চেয়ে দেখি তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে যখন কোন ভুল দেখা যায় তার জন্য অনেকাংশে আমি নিজেই দায়ী। ভাল বন্ধু খুব তাড়াতাড়িই বলে, "আমাকে ক্ষমা কর" এবং নিজেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

৩. খ্রীষ্টিয় বন্ধুরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, বিশ্বাস করে

"যার অনেক বন্ধু, তার সর্বনাশ হয়; কিন্তু যে সত্যিকারের বন্ধু সে ভাইয়ের চেয়েও বেশী নিকটবর্তী।" হিতোপদেশ ১৮:২৪

পদটির এই অংশে দেখায় যে, সত্যিকারের খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু এমন যার উপর নির্ভর করা যায়, কিন্তু এখানে দ্বিতীয় সত্যিটার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষের জীবনে মাত্র অল্প কয়েকজন বন্ধুই থাকে যাদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায়– যাদের কাছে সব কিছু শেয়ার করা যায়। সহজেই কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের জীবন ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং কোন বন্ধুর উপর আপনার বিশ্বাস রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। একজন সত্যিকারের খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু অনেক সময় নিজের ভাই বা বোন থেকেও আরও কাছের হয়।

৪. খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুরা একটি স্বাস্থ্যকর সীমা রক্ষা করে

"ভালবাসা চিরসহিষ্ণু, ভালবাসা দয়া করে; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফিত হয় না।" ১ করিন্থীয় ১৩:৪

আপনি যদি অনুভব করেন কোন বন্ধু আপনার ব্যক্তি জীবনের যেখানে তার আসা উচিত না সেখানে ঢুকে পরে, তবে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোন ভুল হচ্ছে। একইভাবে যদি অনুভব করেন যে, আপনাকে ব্যবহার করছে বা এবিউজড্ করছে তবে আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্ট করছে। একটি সুস্থ বন্ধুত্বপূর্ণ সীমা অবশ্যই থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোন বন্ধুর ঢুকে পড়া উচিত নয়। অথবা কোন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ তাদের জীবনে ক্ষতি ছাড়া ভাল কিছু বয়ে আনবে না। একটি সত্যিকারের খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু এই সীমাগুলো অনুধাবন করতে পারে এবং সম্পর্কের মধ্যে কোথায় থাকতে হবে তা বুঝে চলতে পারে।

৫. খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুরা একে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

বন্ধু ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক

"এক জন বন্ধু তোমাকে তিরস্কার করে হয়তো আঘাত করতে পারে, কিন্তু সেটা তোমার নিজেরই ভালোর জন্য।" হিতোপদেশ ২৭:৬

একজন সত্যিকারের খ্রীষ্টিয় বন্ধু একে অন্যকে গড়ে তুলে, আবেগীকভাবে, আত্মিকভাবে, ও শারীরিকভাবে। বন্ধুরা সাধারণ ভাবেই এক সঙ্গে মিলিত হতে ভালবাসে কারণ তারা তাতে ভাল অনুভব করে। আমরা যখন একত্রিত হই তখন শক্তি, উৎসাহ ও ভালবাসায় সমৃদ্ধ হই। আমরা কথা বলি, কান্না করি, আমরা শুনি। কিন্তু একই সময়ে আমরা এমন কঠিন কথাও বলি যা আমাদের প্রিয়তম বন্ধুকে তা শোনা দরকার। কারণ আমরা একে অন্যের উপর বিশ্বাস রাখি, গ্রহণ করি, আমরা এমন একজন ব্যক্তির মত যিনি বন্ধুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করি, কারণ আমরা জানি যে, যদিও খুব শক্ত কথা কিন্তু তা কিভাবে সত্য ও অনুগ্রহের সঙ্গে তা বলা দরকার। আমি বিশ্বাস করি যখন হিতোপদেশ বলে লোহা লোহাকে ধারালো করে, তেমনি একজন বন্ধু অন্য বন্ধুকে গড়ে তোলে।

আমি আশা করি যে এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আমাদের জীবনে শক্তিশালী বন্ধুত্ব গড়ে তোলবার জন্য একটি শক্ত ভূমিকা রাখবে। কিন্তু যদি আপনার অনেক ঘনিষ্ট বন্ধু থাকে সেটা আপনার জন্য অনেক কষ্টের কারণ হতে পারে। স্মরণ রাখুন সত্যিকারের খ্রীষ্টিয় বন্ধু একটা সম্পদ যা সহজে পাওয়া যায় না। এই রকম বন্ধুত্ব গড়তে হলে কিছু সময় লাগে কিন্তু তা মুক্তার মতই দামী সম্পর্ক হয়।

যার সঙ্গে আপনি বন্ধুত্ব করতে চান তাকে জানুন, তার সঙ্গে কোন না কোন কাজে সম্পৃক্ত হন, তার সঙ্গে ইতিবাচক হোন। এতে করে দেখবেন আপনাদের বন্ধুত্ব এক শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গেছে।

সেবা করার প্রকৃত দৃষ্টান্ত

“কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন।” মার্ক ১০:৪৫

সারা পৃথিবীতে সেবার দিক থেকে খ্রীষ্টানদের একটা সুনাম আছে, সেটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। পৃথিবীতে সেবামূলক যত প্রতিষ্ঠান আছে, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সেবা দেবার জন্য তাতে খ্রীষ্টানরা এগিয়ে আছে। তৃতীয় বিশ্বে যেখানে সামাজিক খাতে বেসরকারী ভাবে খ্রীষ্টানরাই মূলত মূলত সেবা করার দিকে প্রথম এগিয়ে এসেছে এবং মানের দিক থেকেও এগিয়ে আছে বলে বলতে হবে।

মানুষের জীবনে নানাবিধ সেবা প্রয়োজন। সরকারের প্রত্যেকটা বিভাগই মূলত সেবাপ্রদানকারী বিভাগ যেখানে আমাদের পয়শা খরচ করে সেই সেবা গ্রহণ করতে হয়। সরকারী খাতে হয়তো কম টাকা লাগে, আর বেসরকারীভাবে একটু বেশী টাকা লাগে।

জীবনের প্রয়োজনে আমাদের সেবা প্রয়োজন। হয়তো সেই সেবা আমরা আমাদের পরিশ্রমের টাকা দিয়ে কিনে নেই আর সেরকম সেবাখাত আমাদের দেশের সর্বত্ত ছড়িয়ে আছে। যেহেতু সেই সেবাগুলো আমাদের টাকা দিয়ে কিনে নিতে হয়, তাই হয়তো আমাদের মনের মধ্যে সেই সেবার প্রতি আসলে কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, বরং ক্ষোভ আছে কারণ আমরা টাকা দিলেও মনে যেন আমরা যে পরিমাণ টাকা খরচ করি সেই পরিমাণ সেবা পাই না বলে। এসব সেবা-খাতের মধ্যে রয়েছে: স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা-খাত, আইনের খাত, পয়-পরিস্কার খাত আরো শত শত সেবা খাত আছে।

কিন্তু আজ আমরা যে সেবার কথা বলছি, সেটা টাকা দিয়ে কেন কোন সেবা

পাবার বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের পকেটের টাকা, আমাদের শ্রম, আমাদের ভালবাসা, আমাদের, হৃদয়, মন, সহমর্মিতা, অর্থাৎ আমাদের প্রাণের সবটুকু দিয়ে অন্যদের সেবা করা, যেজন্য তারা কোন টাকা দেয় নি, হয়তো টাকা দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই, কিন্তু আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্দি করে তার জন্য এগিয়ে যাওয়া, যেন সে যেরকম কষ্টে আছে, যেখান থেকে সে উঠতে পারছে না সেখান থেকে তাকে টেনে তোলা। এই যে সেবা সেই সেবাই যীশু করতে বলেছেন– বাইবেলও সেই সেবা করতে বলছে। সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই সেবা করার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন পবিত্র শাস্ত্রে।

বিশ্বাসের সিদ্ধিদাতা যীশুও সেবা করা জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। যিশাইয় পুস্তকে যীশুর যে কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটাও পুরোটাই সেবা কেন্দ্রিক। অসুস্থদের সুস্থ করা, উলঙ্গদের কাপড় পড়ানো, ক্ষুদার্থদের খাবার দেওয়া, বন্দিদের মুক্তি দেওয়া, ভগ্নচূর্ণদের অন্তর বেঁধে দেওয়া, ইত্যাদি।

যীশু এসে যখন এসব কাজ করতে শুরু করলেন আমরা কি কখনও দেখেছি তিনি কারো কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন এই কথা বলে যে, আমার সঙ্গে বারোজন শিষ্য আছে, তাদের পরিবার আছে, তাদের জন্য খরচ দরকার– যা পারেন দিয়ে যান। এরকম ভূমিকায় তাঁকে বা তাদের শিষ্যদের কাউকেই আমরা দেখি নি।

যীশু হাজার হাজার অসুস্থ লোকদের সুস্থ করেছেন, বোবা, কালা, বিছানায় পড়ে থাকা অবশ-রোগীদের সুস্থ করতে দেখেছি। এর বিপরীতে তিনি কোন দাবী করেন নি। এর নাম সেবা– যে সেবা লোকদের প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য অন্তর থেকে সাড়া আসে।

নতুন নিয়মের প্রাথমিক যুগে যীশুর শিষ্যরাও একই ভাবে সেবা করেছেন। প্রথম যুগের মণ্ডলী কিছু সেবার দায়িত্ব মণ্ডলী হিসাবে নিজেদের কাধে তুলে নিয়েছেন– যেমন অনাথ ও বিধবাদের সেবা করা। মণ্ডলী হিসাবে সেবা করার দায়িত্ব সেই প্রথম যুগ থেকেই তার কাধে তুলে নিয়েছিলেন। এবং সেই সেবা করার কাজে মণ্ডলীর লোকেরা এমন কি তাদের জায়গাজমি বিক্রি করেও মণ্ডলীতে টাকা দিত সেই ঘটনাও আমরা মণ্ডলীতে দেখতে পাই।

তাই সেবা খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের মূল একটি কাজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এটা আজও চলমান আছে।

সেবা করার প্রকৃত দৃষ্টান্ত

যীশু যেমন নিজে সেবা করেছেন– রোগীদের সুস্থ করে, অভূক্তদের খাবার দিয়ে, মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়ে, মণ্ডলীকেও সেই পথ অনুসরণ করেছে, এবং যীশুর লোক হিসাবে আমাদের জন্যও এই একই কাজ করতে হবে। এবং নীতি হিসাবে– যেমন যীশু বলেছেন, সেবা পেতে নয় কিন্তু সেবা করতে এসেছি। আমাদেরও ঠিক একই মনোভাব রাখতে হবে।

যীশু অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন এবং কোন কোন সুসমচার লেখক বলেছেন দৃষ্টান্ত ছাড়া তিনি কোন শিক্ষাই দিতেন না। আর আমরা আজ যে শাস্ত্রাংশ দেখেছি সেটাও সেবার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত– এটা শুধু কথা বলার মধ্য দিয়ে নয় কিন্তু নিজে করে তা দেখিয়েছেন– শিখিয়েছেন। সেজন্য এটার দামই আলাদা– অনেক উপরের।

তিনি চেয়েছেন যেন আমরা এটা হাতে-কলমে প্রাকটিস করি। যেমন তিনি দেখিয়েছেন যেন আমরা করি– শুধু বলি না। সেজন্য এই পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টিয় প্রতিষ্ঠানই বেশী যারা এই পৃথিবীর মানুষকে নানা ভাবে সেবা দিয়ে থাকেন।

সেবা করা ইচ্ছে বা আকাঙ্খা কোত্থেকে আসে– কি দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষ সেবা করতে পরিচালিত হয়: আর সেটা হল 'আউট অফ লাভ'– সত্যিকারের ভালবাসা থেকে। যীশু কি বলেছেন: যীশু পৃথিবীতে তাঁর আপনজনদের সব সময় ভালবেসেছেন এবং শেষ পর্যন্তই তিনি তাদের ভালবাসলেন। আর শেষ পর্যন্ত ভাল না বাসলে আপনি প্রকৃত সেবা দিতে পারবেন না।

যীশু ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভালবেসে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেবার জন্য এবং এই শিক্ষা যেন মণ্ডলীতে চলমান থাকে তাই তিনি হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে নিজে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন। বলুন তো সেটা কি? হ্যাঁ সেটা হল তাঁর নিজের শিষ্যদের পা ধুয়ে দেওয়া। যেন শিষ্যরা শিখে কিভাবে সেবা করতে হয়, কি রকম মন নিয়ে সেবা করতে হয়।

প্রশ্ন হল সেবা করতে হল কি লাগে? সেবা করতে হলে সেবক হতে হয়, দাস হতে হয়। মনিব কখনো সেবা করতে পারে না। সেবা করতে হলে তাকে সেবকের জায়গায় নেমে আসতে হবে। দাস হতে হবে। যীশু একেবারে নীচু পর্যায়ের সেবক হলেন। কোন মানুষের পা ধুইয়ে দেওয়া কোন উঁচু পর্যায়ের সেবকের কাজ নয় কিন্তু

একেবারে নীচু পর্যায়ের সেবকের কাজ। যীশু তাই করলেন। তিনি শিষ্যদের কাছ থেকে কোন টাকা চান নি। 'তোমাদের সেবা করেছি এখন তার বেতন দাও' যীশু এরকম কোন কথা তাদের বলেন নি।

আমাদের মধ্যেও যারা সেবা করেন, সেবার পরিবর্তে কোন দাম নেওয়া উচিত নয়। টাকা নিলে সেটা আর সেবা-কাজ থাকে না। সেটা হয়ে ওঠে পারিশ্রমিক। যীশু আমাদের সর্বকালের সেরা আদর্শ। আসুন আমরা সেই আদর্শকে সমুন্নত রাখি– যখন আমরা তাঁর নামেই নিজেদের পরিচয় বহন করি।

এবার আসি আমাদের মণ্ডলীগুলোর সেবা কাজের প্রতি। মন্ডলীগুলোর সেবাকাজের কর্মসূচি থাকা দরকার। আমাদের মণ্ডলীগুলোর নানাবিধ প্রয়োজন রয়েছে। সেই প্রয়োজন হয়তো একেক পরিবারের একেক রকম। সেই প্রয়োজনগুলোকে সামনে রেখেই আমাদের সেবাকাজের কর্মসূচি নির্ধারণ করা দরকার। যেমন হতে পারে, মণ্ডলীতে কারো কাপড়- চোপড় দরকার, কারো হাড়ি-পাতিল, বা কারো থালা গ্লাস বা কারো চেয়ার-টেবিল প্রয়োজন। অথবা কারো হয়তো অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা দরকার।

মণ্ডলীতে এমন অনেকে পরিবারই আছে যাদের উপরে উল্লেখিত জিনিসপত্র প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী আছে। তারা এসব জিনিসপত্র মণ্ডলীতে নিয়ে আসতে পারে এবং এমন জায়গায় সংরক্ষণ করতে পারে যেখান থেকে যাদের যা প্রয়োজন তা নিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক মণ্ডলীতে এই রকম সেবাকাজ প্রচলিত আছে।

এ তো গেল একটি দিক। এরকম আরও অনেক দিক আছে যা মণ্ডলী সৃষ্টি করতে পারে। তবে প্রত্যেক মণ্ডলী তাদের মধ্যেকার অনাথ শিশু ও বিধাব মহিলাদের দায়িত্ব নিতেই হবে। নতুন নিয়মের শুরু থেকে এই দায়িত্ব মণ্ডলী নিজেদের কাধে তুলে নিয়েছে। মণ্ডলীর অন্য ভাই-বোনদের সাহায্য করার জন্য।

মণ্ডলীতে বাইবেলের বেসিক শিক্ষা হল: দাও, তাতে তোমাদেরও দেওয়া হবে। ঈশ্বরের ধার্মিকতার রাজ্যে আপনি যত বীজ বোনবেন, আপনি তত কাটতে পারবেন। ঈশ্বরের সেবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিলে ঈশ্বরও আবার দু'হাত নানা মঙ্গলে ভরিয়ে দেবেন। সেই জন্য মণ্ডলীতে আমাদের দান-দশমাংস-উপহার দেওয়া দরকার যেন ঈশ্বরের পক্ষেও তা ফিরিয়ে দেবার সুযোগ থাকে। শুধু আমরা যদি চাই চাই করি, কিন্তু

সেবা করার প্রকৃত দৃষ্টান্ত

না দিই– তবে ঈশ্বর দত্ত মঙ্গল আমরা উপভোগ করার সুযোগ পেতে পারি না।

- খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস সেবা করার মনোভাব দ্বারা পরিবেষ্টিত। যীশু সেবা করেছেন, তাই আমাদের সেবা করতে হবে।
- সেবা করতে হলে মনিবের আসন থেকে সেবকের আসনে নেমে আসতে হবে। যীশু কোমড়ে গামছা বেঁধে সেবা করেছেন। দাসের রূপ ধারণ করেছেন। আমাদের দাসের মনোভাব নিয়ে সেবা করতে হবে।
- সেবা করতে হলে তা আন্তরিক ভাবে, 'আউট অফ লাভ' থেকে করতে হবে– মানে, প্রাণ দিয়ে করতে হবে। আসুন আমাদের সেবা যেন শুধু লোক দেখানো না হয়– কিন্তু ভেতর থেকে হয়, হৃদয় থেকে হয়।
- সেবা করুন, সেবার দাম পাওয়ার জন্য নয় কিন্তু যার সেবা করছেন তার হৃদয় পাওয়ার জন্য।
- সেবা করতে গিয়ে প্রকৃত প্রয়োজন নিরুপন করুন, শুধু আত্মিক নয়, সেবা গৃহিতার জাগতিক প্রয়োজনের দিকেই প্রথম নজর দিন, পরে আত্মিক প্রয়োজন দেখুন।

সেবা করা আমাদের মূলমন্ত্র হোক, যীশুর মত সেবা করার জন্য আমরা নিবেদিত হই। এই কামনা করি। আমেন

একতার আশীর্বাদ

"দেখ, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর যে, ভ্রাতারা একসঙ্গে ঐক্যে বাস করে! তাহা মস্তকে নিষিক্ত উৎকৃষ্ট তৈল-সদৃশ, যাহা দাড়িতে, হারোণের দাড়িতে ক্ষরিয়া পড়িল, তাঁহার বস্ত্রের গলায় ক্ষরিয়া পড়িল। তাহা হর্মোণের শিশিরের সদৃশ, যাহা সিয়োন পর্বতে ক্ষরিয়া পড়ে; কারণ তথায় সদাপ্রভু আশীর্বাদ আজ্ঞা করিলেন, অনন্তকালের জন্য জীবন আজ্ঞা করিলেন।" গীতসংগিতা ১৩৩

গীতটি গীতসংহিতার মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট একটি গীত। কিন্তু এই গীতটিকে বলা হল একতার আশীর্বাদের গীত। এখানে কম কথা বলা হয়েছে কিন্তু খুবই শক্তিশালী থিম উপস্থাপন করা হয়েছে। গীতটি দায়ূদ লিখেছিলেন। যখন তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ইস্রায়েলীয় জাতির মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে হবে। ঐক্যের সৃষ্টি করতে হবে।

আপনারা জানেন যে, ইস্রায়েলের প্রথম রাজা শৌল মৃত্যুর পরে সমস্ত ইস্রায়েলীয় দৃশ্যত ভাগ হয়ে যায়। ইস্রায়েলীয় রাজ্য দুর্বল হয়ে পরে। একটা বড় অংশ শৌলের পুত্রকে রাজা করলো কিন্তু যিহূদার বংশ দায়ূদকে রাজা করলো। এর সাত বছর পর সমস্ত ইস্রায়েলীয় একসঙ্গে আবার দায়ূদকে সম্পূর্ণ ইস্রায়েলের উপর রাজা করেন এবং দায়ূদ দীর্ঘ ৩৩ বছর ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করেন। এই সময় তিনি ইস্রায়েলের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। আসে পাশের সমস্ত জাতি গোষ্ঠী তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে কর দিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতির মধ্যে, সমাজের মধ্যে একতা কত বড় বিষয়। সমাজের মধ্যে ঐক্য না থাকলে সেই সমাজ শক্তিশালী হতে পারে না।

একতার বিষয়ে আমাদের দেশেও অনেক গল্প আছে। এর উপরে অনেক নাটকও

একতার আশীর্বাদ

আমরা দেখেছি। বিষয়টি আমাদের কাছে অতি পরিচিত। আমরা নাটকে দেখেছি– এক পিতা তার পুত্রদের ডাকলেন। তাদের হাতে একটি লাঠি দিয়ে বললেন এটিকে ভাংগ। ছেলেটি তা ভেংগে ফেললো। এর পর পিতা কয়েকটি লাঠি একসঙ্গে ছেলের হাতে কি দিয়ে বললেন ভাংগ। ছেলেটি অনেক চেষ্টা করেও ভাংগতে পারলো না। তার পর পিতা ভাইদের মধ্যে একতার শক্তির শিক্ষা দিলেন। আসলে একতা একটি বড় শক্তি। এরকম নাটক আমরা প্রায়শই টেলিভিশনে দেখে থাকি।

আপনারা জানেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকা একটি বড় শক্তি। কেন জানেন? এই আমেরিকা ৫৩টি দেশ নিয়ে গঠিত। সেজন্য বলে যুক্তরাষ্ট্র। এই ৫৩টি দেশ একসঙ্গে আছে বলে তাদের এত শক্তি। আগে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল। অনেকগুলো দেশ মিলে একটি ইউনিয়ন তৈরি করেছিলে যার নাম ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। সেটাও একটি ভীষণ শক্তিশালী দেশ ছিল। কিন্তু পরে এটি ভেংগে গেছে। দেশগুলো যা আগে এক সঙ্গে ছিল তা আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। ফলে তাদের শক্তিও কমে গেছে। আমেরিকা ভাংগে নি বলে এখনও তারা সুপার পাওয়ার। একতাই শক্তি। যখন বাংলা একটি দেশ ছিল তখন এই বাংলাদেশ ভারত উপ মহাদেশে একটি শক্তিশালী দেশ ছিল কিন্তু আমাদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সেজন্য এখনও আমরা ভারত উপমহাদেশের মধ্যে কম শক্তি শালী।

একটি পরিবার কখন শক্তিশালী হয়ে উঠে? যখন তার ভাইবোনেরা একসংগে বাস করে। তখন তারা গ্রামের মধ্যে একটি শক্তিশালী পরিবার হয়। একটি গ্রাম কখন অন্যান্য গ্রামের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে যখন ঐ গ্রামের সমস্ত লোক এক সঙ্গে চলে– একসঙ্গে কর্মসূচি গ্রহণ করে। একটা মণ্ডলী কখন শক্তিশালী হয়? যখন ঐ মণ্ডলীর লোকেরা একমত হয় তাদের বিশ্বাসে, মণ্ডলী পরিচালনায়, মিশন-কাজে হাতে হাত রেখে কাজ করে, বিশ্বাসের একই মন্ত্রবলে এগিয়ে যায়।

পবিত্র শাস্ত্রে বলে যখন ভাইয়েরা ঐক্যে বাস করে। আমাদের সহজ ভাষার অনুবাদে এভাবে বলা হয়েছে, "আমার জাতি ভাইয়েরা যখন এক মন নিয়ে একসংগে বাস করে তখন তা কত ভাল ও কত সুন্দর লাগে!" এক সঙ্গে বাস করার মানে কি? একমন নিয়ে বাস করার মানে কি? আমাদের জন্য এর অর্থ কি? কিভাবে এই শিক্ষাকে আমরা আমাদের জীবনে ধারণ করবো? ইংরেজীতে বলা হয়েছে when brothers live together in unity!

একতার আশীর্বাদ

দায়ূদ তাঁর এই গীতে ঐক্যের জয়গান গাইতে গিয়ে কয়েকটি ছবি দিয়ে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন এটি উৎকৃষ্ট তেলের মত যা মাথা থেকে বেয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেছেন এটি হর্মোনের শিশিরের মত যা সিয়োন পর্বতে ঝরে পরে। এই ছবিগুলো বুঝতে গেলে আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের ইতিহাস ও ভৌগলিক সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার। সিয়োন পর্বত, যেখানে মন্দির অবস্থিত আর এটি যিরূশালেম নগরীর জলপাই পাহাড়ের একটি অংশ। আর হর্মোন পর্বত হল বর্তমান সিরিয়া ও লেবাননে অবস্থিত ইস্রায়েলের উত্তর দিকের সীমানার কাছে। হর্মোন পর্বত হল এমন একটি পর্বত যেখানে বরফ জমে যায়। কিন্তু জলপাই পাহাড় যেখানে যিরূশালেম অবস্থিত তা খুব শুষ্ক এলাকা নয় কিন্তু এটি গরম ও অনুর্বর এলাকা।

গীত ১৩৩ হল একটি উপরে উঠার গান। ইস্রায়েলীয়রা যখন তাদের উৎসব পালন করার জন্য যিরূশালেম পাহাড়ে উঠে যেত তখন তারা এই সব গান গেয়ে গেয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। যে তিনটি উৎসবের সময়ে ইস্রায়েলীয়দের যিরূশালেমে উঠে যেতে হতো সেই সময়গুলো সাধারণত গরমের সময়। লোকেরা যখন যিরূশালেমে উঠে যেত তখন তারা হর্মোন পর্বতের সতেজ করার শিশিরের কথা মনে করতো। তারা আশা করতো যেন হর্মোন পর্বতের ঠাণ্ডা শিশর এসে তাদের ভিজিয়ে দেয় ও তাদের উষ্ণ প্রাণ সজেত করে। ভাইয়েরা একত্রে বাস করে এর মানে এই নয় যে, তারা সবাই সমভাবে বাস করে কিন্তু এর মানে এই যে, একজন যেন অন্যজনের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে। যখন তারা যিরূশালেম পাহাড়ের দিকে উঠে যাচ্ছে তখন যেন হর্মোন পর্বতের ঠাণ্ডা বাতাস ও শিশির তাদের উপর দিয়ে বয়ে যায় তবে তাদের প্রাণটা সতেজ হয়ে উঠবে! সেরকমভাবে ভাইয়েরা যখন একত্রে ঐক্যে বাস করে তেমনি তা তাদের প্রাণ সতেজ হয়ে উঠে।

যাত্রাপুস্তক ৩০ অধ্যায়ে মন্দিরে যে অভিষেকের তেল ব্যবহার করা হত সেই তেলের কথা লেখা আছে। এই তেল মাত্র অভিষেক করার জন্যই ব্যবহার করা হতো। এক বিশেষ প্রকৃয়ায় এই তেল তৈরি করা হতো। দারুচিনি, গন্ধরস, নানা রকম সুগন্ধি মসল্লা ও জলপাই তেল দিয়ে এই অভিষেক তেল তৈরি করা হতো। হারুন ও তার ছেলেদের এই তেল দিয়ে অভিষেক করা হতো। নানা রকম সুগন্ধি মসলা দিয়ে তৈরি এই তেল যখন মাথা বেয়ে ঘারে নেমে আসত তখন একটা গরম গরম ভাব মনে হতো। যে সুবাস সেখান থেকে বেড়িয়ে আসত তাতে যে কেউ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতো, আকৃষ্ট হতে উৎসাহী করে তুলতো। ভাইয়েরা যখন ঐক্যে বাস করে তখন

সেরকমই তারা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও নিজেদের উষ্ণ বোধ করে ও একে অন্যেও জন্য উৎসাহী হয়। ঠিক যেমন এখানে ঘটছে– মণ্ডলীতে উপস্থিত হলে ঘটে– সবাই একত্র হলে যে শক্তি অনুভূত হয়। মনের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠে।

এই গীতটির মধ্যে ঠিক এই ছবিটিই ফুটে উঠেছে। ইস্রায়েলীয় জাতি যখন যিরূশালেমে উঠে যেত তখন তারা নিজেদের উষ্ণ বোধ করতো। এখানে হর্মোন পর্বতের শিশির ও শরীর গরম করার সুগন্ধি তেল হল একটি রূপক যার মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সতেজ করে তোলার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও আমরা যারা খ্রীষ্টান, যখন এই গীতটিকে নতুন নিয়মের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করি তখন বুঝতে পারি যে, এই গীতের মধ্যে যে রূপক কথা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এই গীতে যে তেলর কথা ব্যবহার করা হয়েছে তা অভিষেকের তেল– মহাপুরোহিত হারোণের অভিষেক করার তেল। আপনারা জানেন খ্রীষ্ট শব্দের অর্থ হল যাকে 'অভিষেক করা হয়েছে'। তাই সংগত করণেই আমরা খ্রীষ্টের যে অভিষেকের কথা নতুন নিয়মে লেখা আছে সেখানে একটু গভীর দৃষ্টি দেব। সুসমাচারের মধ্যে তিনটি ঘটনা আছে যেখানে যীশু খ্রীষ্টকে অভিষেক করার কথা বলা হয়েছে।

- লূক ৭ অধ্যায়ে যীশুর চরণ একজন পাপী স্ত্রীলোক কতৃক অভিষিক্ত করা হয়েছে গালীল প্রদেশের নায়িন শহরে।
- যোহন লিখিত সুসমাচার ১২ অধ্যায়ে দেখা যায় লাসারের বোন মরিয়ম যীশুর যিরূশালেমে বিজয় যাত্রার আগ মুহূর্তে তাঁর চরণ তৈলে অভিষিক্ত করেছিলেন।
- মথি তার ২৬ অধ্যয়ে একজন স্ত্রীলোক যীশুর শেষ ভোজ ও বন্দি হবার আগের রাতে তাঁর মাথায় সুগন্ধি তেল দিয়ে অভিষেক করেছিলেন। সুসমাচারে দেখা যায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় যীশু খ্রীষ্টকে অভিষেক করা হয়েছিল। এই অভিষেক করেছিলেন সাধারণ লোকেরা দু'বার তাঁর পায়ে, একবার তাঁর মাথায়।

পাপী স্ত্রীলোকটি যীশুর পায়ে সুগন্ধি তেল দিয়ে অভিষেক করেছিল যীশুর পরিচর্যা করার শুরুর দিকে। ভাববাদীর পায়ে তেল দিয়ে অভিষেক করা হয় সুসমাচার ছড়িয়ে দেবার জন্য। অন্য দিকে লাসারের বোন মরিয়ম যীশুর পায়ে সুগন্ধি তেল দিয়ে অভিষেক করেছিলেন তাঁর বিজয় যাত্রার ঠিক আগে এবং এই পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যা

কাজের শেষের দিকে। এছাড়া, রাজা হিসাবে যীশুর চরণ অভিষেক করা হয়েছিল তাঁর রাজধানীতে বিজয় যাত্রার জন্য।

পরিশেষে নামহীন স্ত্রীলোকটি যীশুর মাথায় সুগন্ধি তেল দিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে মহাপুরোহিত হিসাবে অভিষেক করেছিল। যখন আমরা মহাপুরোহিত হারোণকে অভিষেক হতে দেখি যিনি খ্রীষ্টের রূপক হিসাবে পুরাতন নিয়মে কাজ করেছেন আর এখন সেই প্রকৃত মহাপুরোহিত অভিষিক্ত হয়েছেন আর এই গীতের এই চিত্র আমাদের কালভেরীতে নিয়ে যায় যেখানে মহাপুরোহিত তাঁর নিজের রক্ত উৎসর্গ করেছেন যেন আমাদের পাপের ক্ষমা হয়। যে ঐক্য আমাদের আছে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসাবে, সেই একতা ও ঐক্য আমরা মাত্র আমাদের মহাপুরোহিত যীশু খ্রীষ্টের মধ্যেই লাভ করে থাকি। যদি সত্যিই আমরা যীশু খ্রীষ্টেতে থাকি তবে আমাদের মধ্যে সেই ঐক্য আছে– এই ঐক্যের ও একতার মধ্যে আছে– ভালবাসা, সহমর্মিতা, একজন অভাবে পড়লে অন্যেরা এগিয়ে এসে তা পূরণ করা, একজন বিপদে পড়লে অন্য ভাইয়েরা এগিয়ে এসে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা– সামাজিক সমস্ত বিষয়ে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো– এগুলো হচ্ছে একতার কাজ, ঐক্যের কাজ আর আমরা যদি সত্যিই যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে থাকি তবে সত্যিই এই ঐক্য আমাদের দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখবে।

যখন আমরা গীত ১৩৩ এ অভিষেকের তেলের কথা ও হর্মোন পর্বতের শিশির শিয়োন পর্বতে পরার বিষয়টি নতুন নিয়মের প্রেক্ষাপটে দেখি, তখন আমাদের শিষ্য পিতরের কথা মনে পরে। তিনি প্রেরিত ৩:১৯,২০ পদে বলেছিলেন, “অতএব তোমরা মন ফিরাও ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয়, যেন এভাবে প্রভুর সম্মুখ থেকে সান্ত্বনার সময় উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য আগেই যাঁকে নিরূপিত করে রেখেছেন সেই খ্রীষ্টকে, যীশুকে, প্রেরণ করেন।” পিতর এ কথা বলেছিনে পঞ্চাশত্তমীর প্রচারের সময় যখন পবিত্র আত্মা এসে তাদের সকলকে সতেজ করে তুলেছিলেন। সময়টাও ছিল সপ্তাহব্যাপী উৎসবের সময় যখন ইস্রায়েলীয়রা ১৩৩ এর গীত গাইতে গাইতে যিরূশালেমে উঠে আসত।

হর্মোন পর্বতের শিশরে ভেজা বাপ্তিস্মের একটা ছবিও বটে। পিতর তার বক্তৃতায় সেদিন জড়ো হওয়া লোকদের বলেছিলেন, “মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম নেও; তা হলে পবিত্র আত্মা দান

হিসাবে পাবে। কারণ তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য অর্থাৎ, যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডেকে আনবেন তাদের সকলের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।”

একইভাবে প্রেরিত পৌল একতার বিষয়ে বলতে গিয়ে ইফিষিয় ৩:৩-৬ পদে বলেছেন, “যে শান্তি আমাদের একসংগে যুক্ত করেছে সেই শান্তির মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা কর। ঈশ্বর তোমাদের ডেকেছেন বলে তোমাদের মধ্যে কেবল একটাই আশা আছে, মাত্র একটিই শরীর আছে, একজনই পবিত্র আত্মা আছেন, একজনই প্রভু আছেন, একই বিশ্বাস আছে, একই বাপ্তিস্ম আছে, আর সকলের ঈশ্বর ও পিতা মাত্র একজনই আছেন। তিনিই সকলের উপরে; তিনিই সকলের মধ্যে ও সকলের অন্তরে আছেন।” আমাদের একতার জন্য ডাকা হয়েছে। ঐক্যেও যোগবন্ধনে থাকতে বলা হয়েছে। আমরা যদি পবিত্র আত্মার একতায় অবস্থান করি সেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, প্রথমত: যীশু খ্রীষ্টের শান্তি আমাদের একসঙ্গে যুক্ত করেছে– তিনি শান্তিরাজ– তিনি যে শান্তি আমাদের দান করেন সেই শান্তি আর কেউ দান করতে পারে না।– তিনি বলেছেন জগত যে শান্তি দেয় আমি তা দিই না– কিন্তু আমি যে শান্তি দেই তা জগৎ দিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: পবিত্র আত্মার একতা আমাদের রক্ষা করা দরকার– একটি মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা সকলকে একসংগে বেধে রাখে কারণ একই পবিত্র আত্মা সকলের হৃদয়ে আছে। আমরা খ্রষ্টকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করার পর খ্রীষ্টিয়ান জীবনে চলবার জন্য এই পবিত্র আমাদের দেওয়া হয়েছে। প্রেরিত পৌল বলেছেন তোমরা পবিত্র আত্মাকে নিভেয়ে ফেল না। এই পবিত্র আত্মা মণ্ডলীতে, সমাজে আমাদের এক হয়ে বাস করার শক্তি যোগায়– একতার সৃষ্ট করে। আমাদের এই ঐক্য ধরে রাখা দরকার।

ঈশ্বর আমাদের একাতার জন্য ডেকেছেন। আমাদের ঐক্য আমাদের ধরে রাখতে হবে– ঈশ্বর আমাদের ডেকেছেন এক হয়ে ঐক্যে বাস করার জন্য। তিনি আমাদের বেছে নিয়েছেন আমাদের সহভাইদের জন্য সহমর্মিতা দেখাবার জন্য– সহভাগীতায় বাস করার জন্য– যীশু খ্রীষ্টের শরীরের অংশ হয়ে বাস করার জন্য। পবিত্র শাস্ত্র বলে: যীশু খ্রীষ্টতে আমাদের যেমন একটাই আশা আছে, মাত্র একটিই শরীর আছে, একজনই পবিত্র আছেন, একজনই প্রভু আছেন, একই বিশ্বাস আছে, একই বাপ্তিস্ম

একতার আশীর্বাদ

আছে, আর সকলের ঈশ্বর ও পিতা মাত্র একজনই আছেন– আর আমরা সকলেই সেই পিতার সন্তান– আমরা পরষ্পর ভাই ভাই– এই ভ্রাত্রিত্ব বন্ধন আমাদের ধরে রাখতে হবে।

এই ভ্রাত্রিত্ব বন্ধন ধরে রাখা– একে শক্তিশালী করার মূলমন্ত্র হল আমাদের যীশু খ্রীষ্ট– যিনি নিজের জীবন দিয়ে আমাদেরকে তাঁর জন্য ক্রয় করেছেন– যেন আমরা পিতার গৃহে একত্রে সবাই মিলে থাকতে পারি। যখন অনন্ত কাল ধরে একত্রে থাকব তখন এই দুই দিনের পৃথিবীতে কেন অমরা এক থাকব না। কেন আমরা একে অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যাব না– কেন আমরা এক মনুষ্যের ন্যায় যেকোন সমস্যা মোকাবেলা করতে এগিয়ে যাব না? আমাদের তা করতেই হবে– কারণ আমরা সবাই একই পরিবারের লোক– যীশুর পরিবারের লোক, যীশুর দেহের অংশ। ঈশ্বর আমাদের বেছে নিয়েছেন– আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা শান্তিতে ও ধার্মিকতায় একে অন্যের সংগে উষ্ণ হৃদয়ে বসবাস করি।

পিপড়া বিদ্যার একটি গল্প দিয়ে শেষ করতে চাই। প্রায় সব প্রজাতির পিঁপড়াদের মধ্যে রয়েছে গভীর একতা। ছোট এই প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা দেখলে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু মজার মজার অনুশীলন যা শুধু বিপদের দিনেই দেখা যায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস ও খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার কেউ তাদের আক্রমণ করলে একসঙ্গে তারা সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে যায়। একটি পিঁপড়া সহজেই পানিতে ডুবে যেতে পারে কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে তারা অনায়াসে পানিতে ভেসে থাকতে পারে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস কিংবা প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগে তাদের ঘরবাড়ি ভেসে গেলে খুব সহজে তারা দ্রুত একে অপরের সঙ্গে জালের মতো অবস্থান তৈরি করতে পারে, যাতে করে কেউই ডুবে মারা যায় না। এমনকি সবার নিচে যে পিঁপড়াটি থাকে তারও কোনো সমস্যা হয় না। কোনো একটি পিঁপড়া পানিতে ডুবে যাওয়ার পরেও একে অপরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং পানির নিচে থেকে তারা একসঙ্গে উপরে ভেসে ওঠে।

আমরা মানুষ। পিপড়ার চেয়ে অনেক উন্নত প্রাণী করে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর পিপড়া রেখেছন যেন আমরা এদের কাছ থেকে শিখতে পারি বিশেষ করে একতার বিষয়– একসঙ্গে বাঁচার বিষয়– একসঙ্গে চলার বিষয় ও একসঙ্গে বাস করে অসম্ভবকে সম্ভব করার বিষয়ে। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সাহায্য করুন।

ধার্মিক ও দুষ্টদের শেষ গন্তব্য

"কারণ ধার্মিকদের পথের উপর সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে, কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হবে।" গীত ১:৬

সৃষ্টির সময় থেকেই এই মহা বিশ্বে একটি দ্বান্দিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি পজেটিভ ও একটি নেগেটিভ শক্তি বিরাজমান। যে শক্তিকে সহজ ভাষায় আমরা ভালশক্তি ও মন্দশক্তি বলে থাকি। বিশ্বভ্রক্ষ্মাণ্ডেও এই শক্তির অস্তিত্ব বিপুলভাবে বিদ্যামান– যেখানে সর্বদাই সৃষ্টির প্রচণ্ড কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে আবার অবলিলায় ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। একদিকে সৃষ্টি হচ্ছে অন্য দিকে ধ্বংস হচ্ছে– যেন আমাদের কবি ও গাওয়ালদের গাওয়া গানের 'ভাঙ্গা-গড়ার' খেলার মত– "নদীর এপার ভেঙ্গে ওপার তুমি গড়।" এছাড়া ধ্বংসের তালিকায় আমরা অন্যদিকে আরেকটি শক্তিকেও দেখতে পাই যাকে বলা হচ্ছে, সে সবকিছুই খেয়ে ফেলে– যাকে আমরা 'ব্ল্যাকহোল' বলে থাকি। আমাদের পৃথিবীকে একটি রসোগোল্লা খাবার মতই সে খেয়ে নিতে পারে। হয়তো একদিন আসবে যখন সে সত্যি সত্যি খেয়ে নেবে, যার ইংগিত আমরা প্রকাশিত বাক্যে পেয়ে থাকে। এই পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই যাকে আমরা এদোন বাগান বলে থাকি সেখানেও এই ভালশক্তি ও মন্দশক্তি দেখতে পেয়েছি– এবং তাদের কর্মকাণ্ড ও ফলাফলও আমরা দেখতে পেয়েছি।

আমাদের মধ্যে যেমন তেমনি পুরো সৃষ্টির প্রকৃয়ায় একটি দ্বান্দিকরূপ আছে– ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসৎ, খারাপ ও ভাল– যেভাবেই আমরা চিহ্নিত করি না কেন। যা কিছু জীবন্ত সেখানেই এই নাটকীয় দ্বান্দিকরূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই দ্বান্দিকরূপটি গীত -সংহিতা এক অধ্যায়ে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আজ একটু আলোকপাত করতে চাই।

জগৎ-সংসারের নিয়ম-কানুন– যা মানুষের নৈতিক চরিত্র, স্বাস্থ্য-সমাজ, পরস্পরের সংগে ব্যবহার ইত্যাদিতে এক অমূল্য অবদান রেখেছে তেমনি গীতসংহিতা হৃদয়ের

সংগে হৃদয়ের, মননের এবং ঈশ্বরের হৃদয়ের সংগে মানুষের হৃদয়ঘটিত ব্যাপারগুলো উৎকর্ষ সাধনের চরম অবদান রেখে চলেছে। এখানে ঈশ্বরকে জানার, বুঝার, তাঁর সঙ্গে গমনাগমন করার এবং ঐশ্বরিক সমুদ্রে সাতার কাঁটার একটি অন্যতম ব্যবস্থা রয়েছে।

এই গীতটি যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা হল ভাল ও মন্দের, অর্থাৎ আমাদের সামনে মৃত্যু ও জীবন রেখে দেওয়া আছে– আছে আশীর্বাদ ও অভিশাপ, যে পথে গেলে আমরা সুখি হতে পারি এবং ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের জীবনকে রক্ষা করতে পারি। ঈশ্বরভক্ত লোকের জীবনের ও দুষ্ট লোকদের জীবনের যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট আছে, যারা ঈশ্বরের সেবা করে আর যারা তাঁর সেবা করে না, তাদের কথাই সহজ সরল ভাষায় এই গীতে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক লোক যদি সে নিজের কাছে বিশ্বস্ত হয়, তবে সে এখানে তার নিজের চেহারা দেখতে পায় এবং তার-পর নিজের পরিণতি পাঠ করতে পারবে।

মনুষ্য সন্তানদের মধ্যে যে বিভাজন রয়েছে, সাধু এবং পাপী, ধার্মিক ও অর্ধামিক, ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের শয়তান, এবং সেই প্রাচীন কাল থেকেই যে স্ট্রাগল রয়েছে পাপ ও অনুগ্রহের মধ্যে, নারীর বংশধর ও সাপের বংশধরদের মধ্যে, উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, মুক্ত বা স্বাধীন, এবং পরিশেষে স্বর্গ ও নগরকের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি হবে।

আমরা গীতটির মধ্যে একটি সাধারণ রূপরেখা দেখতে পাই: ১-৩ পদে ঈশ্বরভক্ত লোকের জীবনে পবিত্রতা ও সুখের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর ৪,৫ পদে দুষ্ট লোকদের জীবনে পাপ ও কষ্টের কথা বলা হয়েছে এবং ৬ পদে এই দুই দলেরই শেষ ফল ও এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

যিনিই এই গীত সংগ্রহ করেছেন (খুব সম্ভবত পুরোহিত ইষ্রা) তার খুব একটি ভাল কারণ ছিল এই গীতটি প্রথমে রাখার জন্য। এটি অন্য সমস্ত গীতসংহিতার ভূমিকা হিসাবে এখানে ঠাই পেয়েছে। কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন আমরা ঈশ্বরের সহভাগিতায় আসি, তাঁর সহচর্যে আসি এবং যখন তিনি আমাদের গ্রহণ করেন তাঁর নিজের লোক বলে, তখন আমাদের অবশ্যই ধার্মিক, সৎ হতেই হবে। এই ব্যাসিক কোয়ালিটি ছাড়া আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি না– পারি না তাঁর ধার্মিকতায় বাস করতে। সুতরাং আমাদেরই বেছে নিতে হবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে চলব কিনা।

যদি তাঁর সংগে চলতে চাই তবে ধার্মিকতার পথে চলতে হবে। যদি শেষটা ভাল চাই, মঙ্গলের চাই, তবে তাঁর পথে হাঁটতে হবে। যদি শেষ ফল ভাল চাই তবে ভালোর সঙ্গেই আমাদের অবস্থান করতে হবে।

এই গীতটি পুরো গীতসংহিতার মূলমন্ত্র। শেষ পর্যন্ত যারা টিকে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যারা ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় পায় এই গীতসংহিতার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করা হয়ছে। যে দুটি মূল বিষয় নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ম যুদ্ধ হচ্ছে এখানে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং শেষে কে জিতবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

আমরা গীতসংহিতার অনেক লেখক দেখতে পাই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নাম দেওয়া আছে যেমন– কোরহের ছেলেরা, হেমন, মোশি, শলোমন, এথন, এবং দায়ূদ কিন্তু এদের মধ্যে কে এই গীতটি লেখেছেন তা সত্যিকার অর্থেই আমরা জানি না। কারণ লেখকের কোন ক্লু কোথাও পাওয়া যায় না। তবে বেশীরভাগ লোক মনে করে যে, হয়তো রাজা দায়ূদই এই গীতটি লিখে থাকবেন। তবে যিনিই লিখে থাকুক না কেন ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে এটি সঠিক মর্জাদায়, সঠিক জায়গায় স্থান পেয়েছে।

গীতটির মূল বিষয়বস্তু হল দুষ্ট ও ধার্মিক ও ভাল ও মন্দের বিষয়ে এবং তাদের শেষ পরিণতির বিষয়ে। যে সমস্ত প্রধান প্রধান শব্দমালা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা হল: ধন্য, সুখী, পাপী, নিন্দুক, মন্ত্রণা, আইন-কানুন বা ব্যবস্থা, জলের স্রোতের তীরের বৃক্ষ, বায়ু, তুষ, বিচার ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের জীবনের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছেন এবং আমাদের জীবনের জন্য আমাদের চোখ খুলে দিতে চেয়েছেন। আসুন আমরা লক্ষ্য করি গীতটির প্রথম পদটি যেখানে লেখা আছে: *সুখী সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দুকদের সভায় বসে না।*

আমরা প্রায়শই চলচিত্রে, নাটকে দুষ্টলোকের প্লটগুলো দেখে থাকি। ভাল-মন্দের একটি দ্বান্দিক রূপ দেবার জন্য লেখকরাই এগুলো সৃষ্টি করে থাকে আর আমরাও তাদের কর্মকাণ্ড দেখে বুঝতে পারি যে এরা দুষ্ট লোক।

এখানে সেই লোকদের ‘ধন্য’ বা ‘সুখী’ বলা হয়েছে যারা এই রকম মন্দ কাজগুলো করে না এবং এই দুষ্ট লোকদের থেকে নিজেদের দূরে রাখে। আমাদের সাধারণ বোধেই আমরা বুঝতে পারি যে, এরা দুষ্ট, নিন্দুক, এবং পাপী যাদের সঙ্গে চলাফেরা করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

ধার্মিক ও দুষ্টদের শেষ গন্তব্য

আসুন আজ বাবা মা হিসাবে একটি ছবি কল্পনা করি; আপনার ছেলেমেয়ে এমন এমন ছেলেমেয়েদের সংগে যুক্ত হচ্ছে অথবা তাদের বন্ধু সার্কেল গড়ে উঠছে যারা অধুনা জগতের সব রকম খারাপ কাজগুলোর সংগে যুক্ত। একজন বাবা-মা হিসাবে আপনার মনে কি সুখ থাকবে। থাকবে না। আপনাকে নিশ্চিতভাবেই জানতে হবে যে, যারা দুষ্টদের সঙ্গে চলে, তাদের সংগে হাত মিলায় এবং তাদের কাজের অংশীদার হয় তারা কখনো জীবনে সুখ পাবে না।

ইংরেজীতে ‘সুখি’ শব্দটির জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল ‘blessed’ (ব্লেসেড)। সেই একই শব্দ অব্রাহামের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁকে আশীর্বাদ করার জন্য। আমরা যে আমাদের মঙ্গলময় প্রভুর প্রশংসা করি সেখানেও সেই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গেও সেই একই আশীর্বাদ ঘটে যদি আমরা এই মন্দলোকগুলো থেকে আমাদের পা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি।

দ্বিতীয় পদে বলা হয়েছে: *কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আনন্দ করে, তাঁর আইন-কানুন দিনরাত ধ্যান করে।*

আমাদের নিশ্চিয়ই মনে আছে সদাপ্রভু ঈশ্বর যিহোশূয়কে কি বলেছিলেন। যিহোশূয় ১:৮ পদে লেখা আছে: “তোমার মুখ থেকে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচ্যুত না হোক; তার মধ্যে যা যা লেখা আছে, যত্নপূর্বক সেসব অনুযায়ী কাজ করার জন্য তুমি দিনরাত তা ধ্যান কর; কেননা তা করলে তোমার উন্নতি হবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলবে।” দায়ূদ বলেছেন, “তোমার এই দাস তোমার বিধি ধ্যান করে” গীত ১১৯:২৩। যারা নিজেদেরকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের পথে স্থির রাখতে পারে, তাঁর দেওয়া আইন-কানুন তার জীবন চলার পথ হিসাবে বেছে নেন তাদের জীবনে অবশ্যই ফল বয়ে নিয়ে আসবে লেখা আছে ‘তোমার শুভগতি হবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলবে’। পবিত্র বাইবেলে এমন অসংখ্য উদাহারণ আছে যারা সদাপ্রভুর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করেছেন তারা অব্রাহামের মতই আশীর্বাদ লাভ করেছেন। এই একই সত্য আমাদের ও আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যও সত্য বলে বিবেচিত হবে।

তৃতীয় পদে লেখা আছে: *সে জলের স্রোতের তীরে লাগানো গাছের মত হবে, যা যথা সময়ে ফল দেয়, যার পাতা ম্লান হয় না; আর সে যা কিছু করে, তাতেই কৃতকার্য হয়।*

একজন ধার্মিক লোকের এই জগতের অনেক রকমের পুরস্কার রয়েছে:

ধার্মিক ও দুষ্টদের শেষ গন্তব্য

১. তার মধ্যে যথেষ্ট জীবন-প্রাচুর্য থাকবে। প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী হবে। একজন মানুষের জীবনে যে ফল আশা করে থাকে সেই ফল তার জীবনে থাকবে। যেমন একটি সজীব গাছ, সময়মত ফল দেয় ও সবুজ থাকে।

২. তার জীবন একটি কৃতকার্য জীবন হয়। যাকিছু করে কৃতকার্য হয়। তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সে অন্য মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়। দানিয়েল একজন সৎ ও ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলেন। বিদেশে থাকলেও বিদেশী সরকারের সঙ্গে কাজ করলেও তাঁর জীবন আশীর্বাদের জীবন হয়েছে যার আশীর্বাদের ছায়ায় অনেকে আশ্রয় পেয়েছে। মর্দখয় বিদেশে বন্দি অবস্থায় থাকলেও সমস্ত ইসরায়েল জাতি রক্ষা পেয়েছে এবং সে যা কিছু করেছে তাতেই কৃতকার্য হয়েছে। যিহোশূয় যিনি ঈশ্বরের ব্যবস্থা থেকে সরে যান নি তিনি অতি কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কনান ও তার আশে পাশের দেশের একটার পর একটা দেশ জয় করে ইস্রায়েলীয়দের বসিয়ে দিয়ে জাতি হিসাবে তাদের একটি শক্ত ভিত্তি দিয়েছে।

কেন এসব তাঁরা করতে পেরেছে কারণ তারা এই মন্দ পথগুলো অর্থাৎ তারা দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে নি, পাপীদের পথে দাঁড়ায় নি, নিন্দুকদের সভায় বসে নি। আমাদের জীবনেও যদি আমরা এই সহজ সরল সত্য নিয়মটি আমাদের জীবনে মেনে চলি আমাদের জীবনও প্রাচুর্যতায় ভরে উঠবে। আমরা সুনামের সঙ্গে থাকতে পারব এবং অন্যদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হতে পারব। এই প্রসঙ্গে আমরা যিরমিয় ১৭:৮ পদ দেখতে পারি। এই পদ অনুসারে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ঠিক এভাবেই দয়া ও আ-শীর্বাদ লাভ করবে। জলের ধারে লাগানো গাছ যেমন সঠিক আলো বাতাস পেয়ে থাকে এবং তা মানুষ ও প্রাণীকুলকে ফল ও ছায়া দান করে তৃপ্ত করে, তেমনি ঈশ্বরভক্ত লোকের জীবন– যার জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকেই দয়া ও পরিচালনা লাভ করে থাকে তাদের জীবন অন্য মানুষের জন্য এমন কি সারা পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক হয়ে থাকে।

এরপর চার পদ থেকে পাঁচ পদ পর্যন্ত দুষ্টদের পথ ও তার পরিণতির কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, *"দুষ্টরা সেরকম নয়; কিন্তু তারা বায়ুচালিত তুষের মত।" এজন্য দুষ্টরা বিচারে দাঁড়াবে না, পাপীরা ধার্মিকদের জমায়েতে দাঁড়াবে না।*

এখানে দুষ্টদের মন্দতার ও তাদের বিনাশের কথা বোঝানো হয়েছে। তুষ খুব হালকা এবং বাতাস পেলেই উড়ে যায়। তাছাড়া তুষ একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য,

এ কারণে তা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয় (রূত ১:২২ পদ দেখুন)। দুষ্টতের অবস্থা "তারা বায়ুচালিত তুষের মত" সামান্য বাতাসেই উড়ে যায়। তারা যীশু খ্রীষ্টের বলা দৃষ্টান্তের মত বালুর ঘরের মত সাধারণ ঝড়েই পরে যায়। যখন ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন তখন তারা তাঁর ক্রোধ এড়াতে পারবে না। পবিত্র বাইবেলে এমন অসংখ্য পদ রয়েছে যেখানে এই বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে– যেমন গীত ৭৬:৭; ১৩০:৩; ইষ্রা ৯:১৫; নাহূম ১:৬; মালাখি ৩:২; মথি ২৫:৩১-৪৬; প্রকাশিত বাক্য ৬:১৭ পদ। লেখা আছে যে, এই সব লোকেরা ধার্মিকদের জমায়েত দাঁড়াবে না। একথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য ধার্মিক লোকেরা উপাসনালয়ে সমবেত হয় কিন্তু দুষ্ট লোকদের সেই যোগ্যতা নেই যে, তারা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকদের সম্পর্কে উচ্চারিত সম্বোধনগুলোর মধ্যে 'ধার্মিক' হল অন্যতম একটি শব্দ। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় তাদেরকে, যারা ঈশ্বরকে সম্মান দেয় এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা এসব থেকে দূরে থাকে এবং তাদের একটাই চিন্তা কিভাবে তারা অন্যের ক্ষতি করবে। এই জন্যই দুষ্টগণ বিচার এড়াতে পারবে না, বিচারের দিনে দুষ্টেরা টিকবে না।

পবিত্র বাইবেলে আমরা এমন অনেক লোককে দেখতে পেয়েছি যারা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে দাঁড়াবার যোগ্যতা হারিয়েছে– যাদের মধ্যে কোরহ, দাথন ও অবীরামের নাম অন্যতম। ইস্রায়েলীয়রা সদাপ্রভু ঈশ্বরের পরিবর্তে গোবৎস নির্মাণ ও পূজা করে নিজের বিনাশ ডেকে এনেছিল। এছাড়া মিদিয়নীয়দের মেয়েদের সংগে যারা ব্যভিচার করেছে তাদের মহামারীতে বিনাশ হয়েছিল। মন্দ পথে হাঁটার জন্য যারা মিশর থেকে বের হয়ে এসেছিল মরুভূমিতে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে মন্দিরকে ঈশ্বর তাঁর নিজের নামের জন্য স্থাপন করেছিল ইস্রায়েলের দুষ্টতার কারণে তিনবার তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান কালেও কত জনের নাম পঁচে গেছে শুধু মন্দ পথে হাঁটার জন্য। এখন তাদের নাম লিখলেও বিশাল বিশাল ভলিয়মের সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশেও এই রকম লোকদের সংখ্যা কম নয়।

পরিশেষে, ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা ধার্মিক হই, ধার্মিকতার পথে চলি, যে ধার্মিকতার মধ্যে থাকে দয়া, প্রেম, অনুগ্রহ, করুণা– যেসব আমাদের প্রভুর মধ্যে ছিল– এজন্য বলা হয়েছে ঈশ্বর চান যেন আমরা ধীরে ধীরে খ্রীষ্টের মত হই। কারণ খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে

যেন আমরা নতুনতায়, নতুন পথে, যেন বিচারের দিনে আমরা তাঁর ডান পাশে মেষ হিসাবে থাকে পারি। যাদের তিনি বলবেন 'আমার পিতা যে অনন্ত কালের সুখ ও আনন্দের রাজ্য স্থাপন করেছে সেখানে প্রবেশ কর, যা হবে আমাদের নিত্য দিনের বাস স্থান।

সুতরাং, জীবন ও মরণ, সুখ ও অসুখ, শান্তি ও অশান্তি আমাদের হাতে ও আমাদের কাছেই আছে। আমাদেরই নির্বাচন করতে হবে কোনটি আমরা বেছে নেব–ধার্মিকতার পথ বা অধার্মিকতার পথ। অনন্ত জীবন বা অনন্ত নরক।

যীশুর সেবা করা এবং যীশুর মতো সেবা করা

"পবিত্র লোকদের অভাবের সময়ে সাহায্য কর, অতিথিদের সেবায় রত থাক।" রোমীয় ১২:১৩

আমরা সবাই জানি সেই বিখ্যাত উক্তির কথা যা যীশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কে বড় সেই বিষয়ে তর্ক করতে দেখে এই উক্তিটি করেছিলেন, "কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন" মার্ক ১০:৪৫।

আপনি হয়তো জানেন, পবিত্র বাইবেলে সেবা করার বিষয় এবং খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের জীবন দ্বারা এবং আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে সেবা করার বিষয়টি কীভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু আমি যখন অভিধানে গিয়ে দেখি যে, বিশ্ব কীভাবে "সেবাকারী বা চাকর বা দাস" কথাটির সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তখন আমি একটু অবাক হয়েছি। সেবাকারী হল:

- গৃহের দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য একজনের দ্বারা নিযুক্ত একজন ব্যক্তি।
- অন্যের সেবায় একজন ব্যক্তি।
- সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন ব্যক্তি: একটি সরকারী কর্মচারী বলে থাকি।

এই সংজ্ঞাটি সত্যিই আমাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারেনি, তাই আমি ল্যাক্সিকন ডিকশনারীতে গিয়ে 'সেবক' শব্দের জন্য ইংরেজী ভাষায় কোন প্রতিশব্দের তালিকাভুক্ত রয়েছে তা দেখতে শব্দটির সন্ধান করলাম।

এতে বলা হয়েছে, 'সেবক' হল একজন চাকর, একজন সহকারী, অধস্তন,

একজন যাকে ভাড়া করা হয়, একজন ওয়েটার, এক জন সেবাকারী, অফিস বয়, কলিং বয়, একজন দাসী, কাজের মেয়ে, বিছানা প্রস্তুতকারী, দুধ দাসী, ইচ্ছেমত কাজ করানোর পাত্র, একজন বন্দী, একজন কেনা দাস, ইত্যাদি।

সত্যি অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আমাদের মধ্যে কেউ চাকর বা সেবাকারী হতে চায় না! এই সংজ্ঞা অনুসারে আপনার জীবন-বৃত্তান্তে লাগানোর মত কিছু নেই। জীবন-বৃত্তান্তে হয়তো কেউ লিখবেন না 'আমি ছিলাম দুধদাসী'। 'আমি ছিলাম একজন অফিসের কলিং বয়'। আপনি যখন এই জাতীয় শব্দগুলো পড়েন, আপনি বুঝতে পারছেন কেন এটি বিরল, কারণ আমাদের সংস্কৃতিতে চাকর বা সেবাকারী হওয়ার খারাপ নাম রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা যখন দাস বা চাকর শব্দের কথা ভাবি তখন আমরা রুটস, আফ্রিকান দাস এবং অভিবাসী কর্মীদের কথা বেশী মনে পরে, বা আমাদের ঘরের কাজের বুয়াদের কথা মনে পড়ে যাদের খুব বেশি বেতন দেওয়া হয় না এবং যারা নিগ্রহের শিকার হয় সবচেয়ে বেশী। আসলে, আমি যখন দাস শব্দটি নিয়ে ভাবছিলাম তখন একটি 'মানব খচ্চর' বা 'মাল বহনকারী গাধার' কথা আমার চোখে ভেসে উঠে।"

'মানবখচ্চর' বা 'মাল বহনকারী গাধা' একটি ভাল শব্দচিত্র। কেবলমাত্র কিছু বোবা প্রাণী যা মানুষ অপব্যবহার করে ও বাজে ভাবে ব্যবহার করে এবং যার উপর আপনি নিজের বোঝা চাপিয়ে দেন এবং তার কোনও যত্ন নেন না। আপনি বলতে পারেন এরকম 'মানব-খচ্চর' বা 'মালবহনকারী গাধা' কে হতে চায়?"

প্রকৃতপক্ষে, আমি আপনাকে কেবল পবিত্র বাইবেলের কয়েকটি আকর্ষণীয় তথ্য তুলে ধরছি:

"চাকর বা দাস" ছিল প্রেরিত পৌলের নিজের পছন্দের উপাধি। "পৌল, যীশু খ্রীষ্টের দাস" প্রকৃতপক্ষে, তাঁর প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই তিনি এভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। রোমীয়, ১ করিন্থীয়, ফিলিপীয়, কলষীয়, ইফিষীয়, থিষলনীকীয়– প্রতিটি চিঠিতে। এটি পৌলের কোন বড় পদ ছিল না, কিন্তু তিনি "যীশু খ্রীষ্টের দাস" ছিলেন।

যীশু খ্রীষ্ট নিজেই আমাদের কাছে আদর্শ বা চূড়ান্ত দাস হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছেন। ফিলিপীয় ২ অধ্যায় অনুসারে, তিনি যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি একজন চাকর বা দাস রূপে এসেছিলেন। সেখানে আমরা পড়েছি, "কিন্তু তিনি নিজেকে শূন্য করলেন এবং দাসের রূপ ধারণ করলেন।"

যীশুর সেবা করা এবং যীশুর মতো সেবা করা

'নিজেকে শূন্য করলেন' এর অর্থ কী? এর অর্থ হল একজন দাসের প্রকৃতি গ্রহণ করা। এর মানে হল তিনি নিজেকে শূন্য করেছেন, দাসের রূপ গ্রহণ করছেন। তিনি মানুষের সাদৃশ্যে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তিনি চাকর বা দাস হলেন। আসলে, তিনি এই কারণে এসেছিলেন। তাঁর আসার কারণই ছিল যেন তিনি দাস হতে পারেন। কেবল তা-ই নয়, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের দেখানোর জন্য এসেছিলেন যে, একজন দাস কীভাবে বেঁচে থাকে এবং কীভাবে একজন দাস মারা যায়। দেখুন মার্ক ১০:৪৫ পদ ।

এখন এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, লূক ২২:২৪-২৬ পদে আমরা একটি ভিন্ন পরিস্থিতি দেখতে পাই যা শিষ্যদের মনোভাব প্রকাশ করে। লেখা আছে:

"আর তাঁদের মধ্যে এই বিবাদও উৎপন্ন হল যে, তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য? কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, জাতিদের রাজারাই তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং তাদের শাসনকর্তারাই 'হিতকারী' বলে আখ্যাত হয়। কিন্তু তোমরা সেরকম হয়ো না; বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের মত হোক এবং যে প্রধান, সে পরিচারকের মত হোক।"

২৫ পদে যীশু যা বলেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। তাঁরা তাঁদের কথাবার্তায় বুঝাতে চাইছে কে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এ নিয়ে তাঁরা বিতর্ক করছেন। কিন্তু যীশু বলেছিলেন, "তোমরা অযিহূদী জাতির রাজাদের মতোই কাজ করছো।" তারা 'তাদের উপর প্রভুত্ব অনুশীলন করে'।

এই কথা মানে কি? আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে শক্তি ও অবস্থান দ্বারা কে বড় তার পরিমাপ করা হয়। এই বিশ্বে আপনার অবস্থান পরিমাপ করা হয় আপনি কতটা পড়াশুনা করেছেন, আপনার নামের পরে কত ডিগ্রি রয়েছে, আপনার পদবি কী, আপনি কত টাকা উপার্জন করেন, আপনার সম্পত্তির নেট মূল্য কত, আপনি কত লোককে আদেশ দিতে পারেন, কত লোক আপনি ছাটাই করতে পারেন এবং কত লোক আপনাকে ফোনে কল করেন, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।

এই বিশ্বে, আপনার বিরাটত্ব পরিমাপ করা হয় আপনি যে গাড়িটি চালান সেটা কত দামী, আপনার অফিসের আকার কত বড়– এই সমস্ত বাহ্যিক জিনিস দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যদি বাইরে গিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়ে জিজ্ঞাসা করি আমাদের সমাজের দশজন সেরা মানুষ কে, আপনি কি জানেন তারা কাদের নাম বলবে? তারা বলবে অমুক মিশনের প্রধান, অমুক এনজিওর প্রধান, অমুক পালক কারণ মাত্র উনিই অনেক বৈদেশিক অর্থ আনতে পারেন।

যাহোক, যীশু খ্রীষ্ট সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলেন নি। কারণ পৃথিবী এভাবেই পরিচালিত হয়। কিন্তু যীশু যা বলেন তা বিশ্ব পরিচালিত পদ্ধতি সম্পর্কে রায় নয়। তিনি কেবল ইঙ্গিত করছেন যে, এই **পৃথিবী এবং চার্চ** যেভাবে পরিচালিত হবে তার মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য থাকা দরকার।

কথায় কথায় একটি বড় মণ্ডলীর একজন পালক আমাকে বলছিলেন যে, তার সমস্ত পরিচর্যার কালে তাকে উচ্চশিক্ষিত ও প্রভাবশালী লোকদেরকে ডিকন হিসাবে অভিষেক করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ অনেকে মনে করেন, তারা নানা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান যেভাবে পরিচালনা করেন ঠিক তেমনভাবে চার্চের বিষয়গুলো পরিচালনা করতে পারেন। আমরা চার্চের মধ্যে নিম্নতম কাজগুলো করার জন্য যে লোকদের অভিষেক করি এবং তারপরে তারা এমনভাবে আচরণ করে যে তারাই চার্চের সিইও।

যীশু বলছেন, "এই ধরণের আচরণ পৃথিবীতে চলতে পারে কিন্তু চার্চে সেভাবে চলতে পারে না, ঈশ্বর লোকদের মধ্যে তা চলতে পারে না, এখানে কে বড় তা অন্যভাবে নির্ধারিত হবে।" দয়া করে আবার পড়ুন লূক ২২:২৬-২৭ পদ ।

যীশু স্পষ্টতই সঠিক। আপনি এখনই একটা নাম করা রেষ্টুরেন্ট খেতে যেতে পারেন। আপনি যখন কোনও রেস্তোরাঁয় যান, তখন আপনি তাদের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আপনি প্রবেশ করার সাথে সাথেই কেউ আপনাকে স্যার বলে অভিবাদন জানাবে। অবশেষে, তারা আপনাকে একটি টেবিলের কাছে নিয়ে যাবে। কয়েকজন ওয়েটার এসে আপনাকে পরিবেশন করবে। তারা আপনাকে একটি মেনু দেবে, আপনি কি কি খাবেন তারা সেই আদেশ নেবে, আর আপনি কি চান তা তাদের জানাবেন, আপনি যা বলবেন তারা আপনার জন্য ঠিক তা-ই করবে। আপনি সেখানে মালিকের মত আর তারা সবাই সেবাকারী, আপনার আদেশ পালন করার জন্য তারা সেখানে আছে। খাবার শেষ হলে, আপনি চলে যাবেন এবং সেই সেবাকারীকে ভুলে যাবেন। এমনকি যে ব্যক্তি বাসন ধুয়েছে বা খাবার প্রস্তুত করেছে তাকেও আপনি কখনও দেখতে পাবেন না।

তবে বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে ভাবুন। যীশু বলেছেন, "আমার রাজ্যে এই বিষয়গুলো এইভাবে কাজ করে না।" আসলে, আমার মনে হচ্ছে যদি যীশু খ্রীষ্ট রেস্তোরাঁতে যেতেন, তিনি কোনও বড় লাট সাহেবের মতো টেবিলে বসে থাকতেন না। আপনি সম্ভবত যীশুকে দেখতে পেতেন না কারণ তিনি রান্না ঘরে ফিরে গিয়ে

বাসনগুলো ধুয়ে এবং খাবার প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছিলেন কারণ দাস বা সেবাকারী সেটাই করে।

সেবাকারী টেবিলে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তা নিশ্চিত করবে, এবং আপনাকে যে মেনু দিয়েছিলেন এবং আপনার যে আদেশটি নিয়ে গেলেন, তারপরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং আপনি আর তাকে দেখতে পাবেন না। কারণ তারা সর্বদা পর্দার পিছনে থাকে। চাকর যদি তার কাজ করে তবে সে কখনই মনোযোগের কেন্দ্র হবার জন্য কাজ করে না বা কারো মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কাজ করেন না।

যে বিষয়টা এখানে বলতে চাই তা হল: চাকরদের বা দাসদের যা করতে হবে তারা তা-ই করে। তারা জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা করে না। তাদের জন্য কোনও কিছু বরাদ্দ করতে হবে না। আপনি যদি চাকর হন তবে আজ আপনাকে কী করতে হবে তা দেখার জন্য আপনি কোন তালিকার সন্ধান করবেন না। চাকররা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে স্বেচ্ছায় সেবা করে। যীশু তাই করেছিলেন। যেখানে যেমন প্রয়োজন ছিল, সেখানে যীশু তা-ই করেছিলেন। যারা অসুস্থ ছিল তিনি তাদের নিরাময় করেছিলেন। কেউ যদি শোক করে তবে তিনি তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। যদি কেউ ক্ষুধার্ত হয় তবে তিনি তাদের খাইয়েছেন।

আজ যদি আপনি যীশু খ্রীষ্টকে খুঁজে পেতে চান তবে সেটি কোন চার্চ নয়, কিন্তু ভুলে যাওয়া লোকদের সাথে, আঘাতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে, গৃহহীনদের সাথে, রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে এবং যারা নিচু অবস্থায় আছে এবং যারা লোকদের মনোযোগের বাইরে আছেন তাদের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাবেন।

আপনি যীশুকে ২০০০ বছর আগে যেখানে পেয়েছিলেন, আজও আপনি সেখানেই তাঁকে খুঁজে পেতে পারেন। যদি আমরা যীশুর মতো হতে চাই এবং তাঁর দাস মডেলটির অনুসরণ করি, তবে এটি আমাদের চার্চের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বা পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসবে। কিসের মত? যদি আমরা যীশুর দাস মডেলটি আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্ব সহকারে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিই তবে এই চার্চের মধ্যে এর প্রভাব কি হবে বলতে পারেন?

১. চার্চের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবীর চেতনায় সেবক হবার লোক বৃদ্ধি পাবে

বর্তমানে চার্চের মধ্যে সেবা পাবার মনোভাব গড়ে উঠেছে। আমরা চার্চে যাই কারণ আমরা দেখতে চাই চার্চ আমাদের জন্য কি করতে পারে। যদি আমাদের

পছন্দমত চার্চ কিছু করতে না পারে তবে সেখানে যাওয়া বন্ধ করে অন্য কোথাও যাব। আমাদের এই চার্চে যুব পরিচর্যা কাজ নেই, বা শিশু পরিচর্যার প্রকল্প নেই তাই আমরা অন্য কোথাও যাব। এই চার্চে আমাদের পছন্দ মতো গানগুলো গায় না, তাই আমরা অন্য কোথাও উপাসনা করবো। আমরা পালককে পছন্দ করি না, তাই আমরা অন্য কোথাও যাব।

আমরা গ্রাহক হিসাবে সেবা পেতে মণ্ডলীতে আসি। আমরা পেতে, বা গ্রহণ করতে ভালোবাসি। কিন্তু যীশু বললেন, "গ্রহণ করার চেয়ে দান করাই বেশি ধন্য। অনেক খ্রীষ্টিয়ান রয়েছে যারা কখনও কিছু দেয় না। আমরা এমন অনেকেই আছি যারা কখনই কোনও টাকা দেই না; কখনো সময় দেই না; কোন সাক্ষ্য দেই না; কখনও কোন ভালবাসা দেখাই না; কখনও কারো কোন প্রশংসা করি না; কারণ তারা কিছু দিতে আসে না।

একজন সেবাকারী কখনও বলবে না, "আমাকে কোথায় যেতে হবে? আমাকে কি করতে হবে? আমাকে কী দিতে হবে?" সে কেবল একটি পাত্র ও পানি নেবে এবং নোংরা পা ধোয়া শুরু করবে ও তাওয়ালে দিয়ে তা মুছিয়ে দেবে, যেমনটা যীশু করেছিলেন।

একটি চার্চে যত্ন নেওয়ার জন্য লোকের ঘাটতি কখনই হওয়া উচিত নয়। এর অর্থ এই যে, সাণ্ডে স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রচুর লোক থাকা উচিত। যুবকদের সহায়তা করার জন্য ও প্রতিবন্ধি লোকদের সাহায্যের জন্য আমাদের লোক খুঁজবার দরকার নেই কারণ যথেষ্ট লোক আছে। এর অর্থ পরিচর্যায় আমাদের অবশ্যই খুব ব্যবহারিক এবং উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠতে হবে। আমাদের জানা উচিত যে, কাজ ছাড়া বিশ্বাস মৃত।

আমরা যদি সত্যিই সেবক হতে চাই, তবে আপনি যা জানেন এবং যা শিখেছেন সেই অনুসারে যীশুর শিক্ষা জীবনে ব্যবহার করুন। যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন সেই কাজ করার জন্য আপনি যীশুর মতই ব্যস্ত হয়ে উঠুন। একজন দাস বা চাকর হিসাবে আপনার জীবন মূল্যায়ন করার জন্য একটি ভাল সূচনা হতে পারে যখন আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি চার্চের কাছে কিছু গ্রহণ করার জন্য এসেছি, নাকি আমি যীশুর মত কিছু করতে এসেছি?" চার্চের লোকদের মধ্যে যদি এই রকম মনোভাব গড়ে উঠে তবে সেখানে শুধু স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধি পাবে তা নয়, কিন্তু–

২. সমালোচনা ও কুটিলতা হ্রাস পাবে

কোন দাসের সমালোচনা বা গসিপ করার সময় নেই। যদি অন্যের সেবা করে আপনার সারাদিন কেটে যায় তখন অন্য কারো জন্য মতামত দেওয়ার কোন সময় আপনার কাছে থাকবে না। আর সত্যি বলতে কি, যদি দিন শেষে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে আপনি ঘরে এসে থাকেন, তবে সেই রাতে আপনি এমন কাজ থেকে বিরত থাকবেন যে কাজ করা আপনার উচিত নয়! আপনি যদি সেবা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তবে দেখবেন আপনার মনোভাব কতটা উন্নত হয়ে গেছে এবং তা দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন!

প্রথমত: যীশু খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসারে মণ্ডলীতে বা চার্চে নেতা বাছাই করার ক্ষেত্রে আমাদের আলাদাভাবে চিন্তা করা উচিত।

চার্চের নেতাদের বেছে নেবার সময়, তা ডিকন কমিটির সদস্যদের হোক বা সানডে স্কুলের শিক্ষক হোক বা যাই হোক না কেন, যারা ধনী, বা যারা সফল, বা যারা ভোকাল, তাদেরই বাছাই করার প্রবণতা আমাদের বেশী থাকে। আমি বলছি না যে, এই গুণগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে প্রায়শই আমরা এই রকম মানদণ্ড অনুসারে নেতা নির্বাচন করি। কিন্তু যদি চার্চে সেবক বেছে নেবার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, আর আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করি, যীশু যেমন বলছেন, তেমনি আমাদের মধ্যে যার **'দাসের হৃদয়'** আছে তবে এমন লোককেই আমাদের নেতা হিসাবে বেছে নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত: যারা পর্দার পিছনে পরিশ্রম করেন তাদের আরও গভীর উপলব্ধি থাকে।

কোনও দাস ধন্যবাদ পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে করে কাজ করেন না। লোকেদের প্রশংসা ও স্বীকৃতি দেওয়ার বিপদটি হল তা এক জন দাসের আত্মাকে নষ্ট করতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে, আমাদের মধ্যে যারা পরিচর্যা করে তাদের জন্য আমাদের গভীর উপলব্ধি থাকা উচিত। আমি তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে কথা বলছি যারা নিঃশব্দে এবং স্বীকৃতি ছাড়াই শ্রম দেয়। এরকম সেবাকারীদের জন্যই আমাদের চার্চগুলো সঠিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। আর চার্চের সৌন্দর্য হল পর্দার আড়ালে এমন লোক রয়েছে যারা বিশ্বস্তভাবে সেবা করে। যখন আমরা সেবাকারীর বা দাস-সেবকের আসল অর্থ বুঝতে পারি, তবে তাদের আমরা স্বীকৃতি দিতে চাইব এবং তাদের প্রশংসা করবো যাদের ত্যাগের ফলে খ্রীষ্ট প্রচারিত হন ও সেবিত হন। পরিশেষে, যখন আমরা সেবা করা সম্পর্কে খুবই সচেতন হব তখন যা ঘটবে তা হল:

৩. আমরা লোকদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসতে দেখব

কেন? এর কারণ হল দাসেরা এমন ভাবে কাজ করে যাতে তাদের গুরুকে বা তাদের প্রভুকে সুন্দর দেখায়। লোকেরা হয়তো আপনার প্রচারবাণী বুঝতে পারে না, তারা হয়তো আপনার ধর্মতত্ত্ব এবং বড় বড় কথা বুঝতে পারে না; তারা হয়তো শাস্ত্রের উপর আপনার ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না কিন্তু আপনি যখন দাসের মত একজনের সেবা করেন, তাদের নোংরা পা যীশুর নামে ধুইয়ে দেন তখন তারা ঠিকই বুঝতে পারে যীশু কে– কেন তাঁকে আমাদের প্রয়োজন।

আপনি কি আজ আপনার জন্য এই প্রার্থনা করবেন, "প্রভু, আমাকে তোমার দাস করুন, তোমার মত দাস করুন?" চার্চের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? চার্চের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাস, কারণ তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্টের মতো একজন সেবক। যীশু বলেছিলেন, "আমি আপনার মধ্যে সেবক হিসাবে রয়েছি।" সেবক হোন, খ্রীষ্টের মত সেবক হোন, যেন আমাকে ও আপনাকে দেখে লোকে বলে "একজন আছেন যিনি সেবা করেন।" আমেন।

‘মহান’ ও ‘বড়’ হওয়ার সারমর্ম

“তোমাদের মধ্যে সেরকম হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে তোমাদের দাস হবে।” মথি ২০:২৬-২৭

কোন বিষয়ে কথা বলার সময় যদি বলা হয় যে, ‘এটা গ্রেটেস্ট’ বা এটা সবচেয়ে ‘বড়’ তবে তা নিয়ে নিশ্চয়ই বিতর্ক সৃষ্টি হবে। আসলে দু’জনের মধ্যে, প্রকৃত অর্থে যে কোনও মানুষের মধ্যে এই সহজ কথাটি ব্যবহার করে আপনি সব সময় ঝামেলা বাঁধিয়ে দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন আওয়ামী সমর্থক এবং একজন বিএনপি সমর্থককে জিজ্ঞেস করুন কে দেশের সেরা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তবে দেখবেন বিষয়টি নিয়ে তারা একে অন্যের সঙ্গে বিতর্ক করবেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে। একজন চট্টগ্রামের ও একজন নোয়াখালীর লোককে জিজ্ঞেস করুন, সবচেয়ে ভাল বিরিয়ানী কারা রান্না করতে পারে, দেখবেন তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়ে যাবে। দুই মেকানিককে জিজ্ঞাসা করুন সবচেয়ে বড় গাড়ি কোন্ কম্পানী তৈরী করে দেখবেন তা নিয়ে ভীষণ বিতর্ক জুড়ে দেবে। দু’জনকে জিজ্ঞাসা করুন, সর্বকালের সেরা রাষ্ট্রপতি বা সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ কে? বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করুন সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল কোনটা? বন্ধুদের জিজ্ঞেস করুন সর্বকালের সেরা সিনেমা কী তৈরি হয়েছে? সেনাদের জিজ্ঞাসা করুন, সর্বকালের সেরা জেনারেল বা কমান্ডার কে ছিলেন? “সর্বশ্রেষ্ঠ” বা “মহান” বা “বড়” শব্দগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের ভিতরে কিছু একটা উস্কে দেয় আর তাতেই আমরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি।

কেন এমনটা হয়? কারণ ‘গ্রেটনেস’ বা ‘মহান’ বা ‘বড়’ শব্দটা এমন কিছু, যা

আমাদের কাছে কিছু একটা আশা করে। বিষয়টা এমন কিছু যে বিষয়ে আমরা আসলে পরোয়া করি। আমরা আমাদের কর্মক্ষমতা, আমাদের কাজ, পরিবার, আমাদের স্কুল এমনকি আমাদের চার্চের বিষয় বর্ণনা করার জন্য ‘বড়’ শব্দটি বা ধারণাটি ব্যবহার করতে পারলে আমরা খুশি হই।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মথি পাঁচ অধ্যায়ে বলেছেন যে, সত্যিকার অর্থে এমন কিছু পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষ থাকবে, যাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যে ‘মহান’ বলা যাবে। তাহলে ‘মহান’কে কিভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করব? আমরা যখন ‘মহান’ হওয়ার কথা বলি তখন আসলে কি বলতে চাচ্ছি?

আমি বিশ্বাস করি মথি ২০:২০-৩৪ পদে প্রভু যীশু ঈশ্বর চোখে মহান কি তার সর্বোচ্চ উদাহরণ দিয়েছেন। মনে হয় শিষ্যদেরকে সত্যিকার অর্থেই কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য তিনি “মহান” অর্থ কি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসলে যীশু মহান হওয়ার বিষয় সম্পর্কে তাঁদের এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আজ আমি এই লেখার মধ্য দিয়ে বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

আমরা জানি যে, যীশু খ্রীষ্ট যখন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন তখন তিনি ক্রুশের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন– যিরূশালেমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় যাকোব ও যোহনের মা শালোমী যীশুর কাছে এসেছিল। সে যীশুর কাছে এসে তাঁকে উবুর হয়ে প্রণাম করলো। বাইরের দিকে মনে হচ্ছিল যে, সে খুবই আন্তরিক কিন্তু যীশু তার হৃদয় দেখেছিলেন। সে সত্যিই একটি উপকার পাবার জন্য যীশুর কাছে এসেছিলেন। সে তাঁকে উবুর হয়ে প্রণাম করেছিল বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল তাঁর প্রতি তার নিখাঁদ ভালবাসার জন্য নয়, বরং সে ভেবেছিল তাঁর কাছ থেকে সে কি পেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, আজও অনেকে আছেন যারা সেই একই উদ্দেশ্যে যীশুর কাছে আসেন– তাঁকে ভালবাসেন সেজন্য নয় কিন্তু তাঁর কাছে কি পাওয়া যায় তাঁর খোঁজ করার জন্য।

নতুন নিয়মের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে শালোমী এমন একজন নারী ছিল যার মধ্যে মানুষকে পাগল করার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল। সে মানুষের মন ভোলানের জন্য সুন্দর করে তোষামোদ করতে জানতো। শালোমী ছিল মরিয়মের বোন, এর মানে হল যাকোব ও যোহনের ছিল যীশুর কাজিন। তাই শালোমী যীশুর কাছে এসেছিলেন বিশেষ অনুরোধ করতে। ২০ পদে দেখতে পাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি আপনার রাজ্যে যখন রাজত্ব করবেন তখন যেন আমার সন্তানদের মধ্যে একজন

আপনার ডান পাশে ও অন্যজন আপনার বাম পাশে বসতে পারে।”

শালোমীর অনুরোধের মধ্যে ‘মহান’ বা ‘বড়’ হওয়া সম্পর্কে সে যা বিশ্বাস করতো তা প্রতিফলিত হয়েছে। সম্ভবত শালোমী মনে করতো যে, তার ছেলেরা শিষ্যদের মধ্যে “বড়” ছিল, কারণ তারা একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিবার থেকে এসেছে। তাদের শরীরে যে রক্ত বইছে তাতে অন্য সবার চেয়ে তারা একটু ভালো অবস্থানে রয়েছে তাদের সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য। তার কাছে ‘বড়’ হওয়ার মানে হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা। ‘মহান’ বা ‘বড়’ বলতে নিজের জন্য সব কিছু পাওয়ার ক্ষমতা। ‘বড় হওয়া’ সম্পর্কে তার সংজ্ঞা ছিল আত্মকেন্দ্রীকতায় পূর্ণ। এটা তার কাছে যথেষ্ট ছিল না যে তার ছেলেরা যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করছিল অথবা তাঁর সেবা করছে। সে চেয়েছে যেন অন্য লোকেরা তার ছেলেদের অধীনে থাকে। কিন্তু সে জানত না যে, ঈশ্বর এই বিষয়টিকে যে ভাবে পরিমাপ করেন মানুষ সেভাবে তা পরিমাপ করে না!

অনেক বছর আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের জন্য একটি নতুন একটি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছিল। হার্ভার্ড-এর প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এই ভবনের মূল প্রবেশপথের উপরে একটি শিলালিপি স্থাপন করা হবে। তাই ওই শিলালিপিতে কী লেখা উচিত, তা এক জন অধ্যাপককে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অধ্যাপক এক গ্রীক দার্শনিকের বলা একটা বাক্য ধার করে বললেন, এই কথাটি সেখানে লেখা হোক যে, “মানুষ সব-কিছুর মাপকাঠি।”

মানুষ সব কিছুর মাপকাঠি! অন্য কথায়, এই অধ্যাপকের কাছে, ‘আমরা তখনই বড় হই’ যখন আমরা জীবনের একেবারে কেন্দ্রে নিজেদের জায়গা করে ফেলি। তাঁর দেওয়া এই পরামর্শের কথা নিয়ে প্রেসিডেন্ট অনেক ভাবলেন। এর মধ্যে কয়েক মাস পেরিয়ে গেল আর নতুন ভবন তৈরির কাজ শেষ হল। মূল ফটকের উপরে অধ্যাপকের দেওয়া বাক্যটি লেখা আছে কি না, তা দেখতে এই অধ্যাপক একদিন সেখানে যান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, দর্শন বিভাগে প্রবেশ করার ফটকের উপরে মানুষ যে উক্তি পাঠ করবে, তা ঈশ্বর বাণী থেকে নেওয়া হবে। তাই তিনি সেই শিলালিপির উপরে লিখলেন, “মানুষ এমন কি যে, তুমি তার বিষয়ে চিন্তা কর।” বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ‘কে বড়’ বা ‘কে মহান’ সেই সম্পর্কে এমন কিছু বুঝেছিলেন যা এই অধ্যাপক তা ধরতে পারেননি।

যীশু মথি ২০:২২ পদে তার অনুরোধের উত্তর দিয়েছেন, “তুমি কি যাচঞা করছো তা তুমি জান না”। দেখুন, ‘মহান’ হবার সঙ্গে এর একটি মূল্য জড়িয়ে আছে,

আর সেই সম্পর্কে তারা সামান্যই জানতো। যখন ‘মহান’ বা ‘বড়’ হবার বিষয়টি আসে তখন তার পথ খুবই উঁচু-নীচু। আসলে ‘বড়’ বা ‘মহান’ হবার পথ উপরে উঠা নয় কিন্তু নীচে নামা। মহান হতে হলে তার জন্য উঠা যায় না কিন্তু নীচে নামতে হয়। আপনি ‘মহান’ হতে চাইলে উপরে উঠতে পারবেন না, কিন্তু নীচে নামতে পারবেন। মহান হওয়া মানে নিজেকে সমুন্নত করা নয়, কিন্তু আসলে নিজেকে অবনত করা। মহান হওয়া মানে আপনার ইচ্ছা, আপনার চাহিদা, আপনার বাসনা, আপনার মতামত অনুসারে কাজ করা নয় ... কিন্তু মহান হওয়া মানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে উপরে তুলে ধরা– ঈশ্বরকে উপরে তুলে ধরা। যীশু বলেছেন যে, “বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে বড় কোন ভাববাদী জন্মগ্রহণ করে নি।” অন্যদিকে যোহনের শিষ্যেরা তাঁর কাছে অভিযোগ জানালেন যে, তাঁর অনুসারীরা যীশুকে অনুসরণ করতে তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলেছিলেন, “তাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে আর আমাকে চলে যেতে হবে।” এটা হল সত্যিকারের মহান হওয়া, সত্যিকারের বড় হওয়া।

যদি মহান হওয়ার মানে আমরা ক্ষমতাকে বুঝে থাকি তাহলে আমাদের নিজেদের কিছু কঠিন প্রশ্ন করতে হবে। আমি কি আমার নিজের স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য ঈশ্বর কাছে বা তাঁর মণ্ডলীর কাছে এসেছি, নাকি আমার জীবনের জন্য ঈশ্বর চাওয়া ও উদ্দেশ্যকে আমি অবহেলা করছি? আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য যেমন যীশুর কাছে আসি, তেমনি কি মণ্ডলীর ভাইবোনদের প্রয়োজনের জন্যও ঈশ্বর কাছে আসি? আমি কি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের চেয়ে সুখবরের প্রসার সম্পর্কে বেশি যত্নবান হয়েছি? আমি কি নিজের খ্যাতি থেকে খ্রীষ্টের নাম নিয়ে বেশি সচেতন? যখন আমরা আমাদের স্ব-কেন্দ্রিক চিন্তাধারা আমাদের জীবন থেকে বিদায় করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, সত্যিকারের ‘বড়’ হওয়ার বা ‘মহান’ হওয়ার মানে কি। যখন আমরা আন্তরিকভাবে ঈশ্বর কাছে অনুরোধ করি, আমরা আমাদের নিজের পরিবর্তে ঈশ্বর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে যত্নবান হই, তখন ‘মহান’ হওয়া বা ‘বড়’ হওয়ার মানে কি তা আমরা বুঝতে শুরু করি।

যখন শালোমী তার ছেলেদের সম্পর্কে এই অনুরোধ করলো তখন কিছু একটা ঘটেছিল– আপনারা কি তা লক্ষ্য করেছেন? অন্য দশজন শিষ্য যখন এই অনুরোধ শুনতে পেল তখন তারা এই দুই ভাইয়ের উপর খুবই বিরক্ত হল। আমি এখানে তাঁদের কোন দোষ দিতে চাই না। এখানে যীশু কালভেরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তারা ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন। তবে এটা তার

মতও নয় যখন তারা শিষ্যদের মধ্যে কে বড় সেই বিষয় নিয়ে তর্ক করছিল। আসলে এই বিষয়ে সব শিষ্যরাই সমান দোষী ছিল।

আপনারা কি জানেন কেন যাকোব ও যোহনের জন্য যীশুর অন্য শিষ্যেরা বিরক্ত হয়েছিল? তাঁরা বিরক্ত হয়েছিল, কারণ তারা এই বিষয়টি নিয়ে প্রথমে ভাবতে পারে নি বা যীশুর কাছে এই প্রস্তাব রাখতে পারে নি– তাই হয়তো তারা নিজেই নিজের মাংস ছিড়ছিল– এই কথা ভেবে, কেন আমি আগে যীশুর কাছে এই প্রস্তাব রাখতে পারলাম না? কেন যাকোব ও যোহনের কথাটা যীশুর কানে আগে উঠলো? আমাদের মনে কেন এই ভাবনাটা আগে আসে নি?

সব কিছু হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই যীশু তাঁর শিষ্যদের একসঙ্গে জড়ো করলেন এবং ভাবলেন যে এটাই সময় তাদের একটু শিক্ষা দেবার জন্য। তিনি এই সময় শিষ্যদের যা শিখিয়েছেন, আমার মতে তা একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। মথি ২০:২৫ পদে তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য কাছে ডেকে বললেন, **“তোমরা জান, অযিহূদীদের শাসনকর্তারা তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং যারা মহান, তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। তোমাদের মধ্যে সেরকম হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে তোমাদের দাস হবে; যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পেতে আসেন নি, কিন্তু পরিচর্যা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে এসেছেন।”**

মনে হচ্ছে তাঁদের সময়কার পৃথিবী ও আমাদের সময়কার পৃথিবীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যীশু উল্লেখ করেছেন, জগৎ অনুসারে যারা মহান বা বড় তারা তাদের ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তা দেখিয়ে থাকেন। এর অর্থ হচ্ছে ‘ক্ষমতায়’ থাকা। এর অর্থ হল আপনার অধীনে মানুষ থাকা। এই পৃথিবীর কাছে মহান বা বড়ত্ব হল একটি পদের ব্যাপার, যে পদের সঙ্গে ক্ষমতা আছে। এর অর্থ তার অধীনে তার আদেশ অনুসারে কাজ করার জন্য একটা দল থাকা, যারা আপনার প্রত্যেকটি আদেশ ও কথার উত্তর দিতে বাধ্য থাকবে। এর মানে হল ডজন খানেক লোক থাকা, যাদের যা বলা হবে তারা তা-ই করবে, যেসব সিদ্ধান্ত আপনি দিয়ে থাকেন তারা তা পালন করবে এবং আপনি যা ইচ্ছে করেন তারা তা আপনার জন্য করবে। এর মানে হল আপনার জন্য সবচেয়ে বড় বাড়ী এবং দ্রুততম গাড়ী থাকবে এবং সেরা স্কুলে আপনার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করবে এবং জীবনের জন্য প্রতিটি সুবিধা আপনার জন্য

থাকবে। এটাকেই বলা হয় ‘জগৎ’। জগতের কাছে মহান মানে হল আপনার যা ইচ্ছে তা করবেন, যাকে আপনি যা করতে বলবেন তারা তা আপনার জন্য করবে, যাতে আপনি সবচেয়ে উঁচুতে যেতে পারেন ও সবচেয়ে উঁচুতে থাকতে পারেন।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে অনেক পালক আছেন যারা পালকীয় পরিচর্যায় প্রবেশ করেন কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে একজন পালক হতে পারলে তারা তাদের জীবনে এই ধরনের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা লাভ করবে। তাই তারা তাদের মণ্ডলীর মই বেয়ে উপরে উঠতে চায়, সব সময় বড় পুলপিট আর বড় বেতনের খোঁজ করে।

অনেক মণ্ডলী ‘বড়’ বা ‘মহান’ শব্দটির এই মিথ্যা সংজ্ঞাটির মধ্যে পড়ে আছে। তারা মনে করে যে, তাদের চার্চ হবে সবচেয়ে ‘বড়’ ভবন এবং সেখানে থাকবে “সর্বশ্রেষ্ঠ“ মিউজিক দল এবং সেখানে “সর্বশ্রেষ্ঠ” প্রচার হবে এবং সবচেয়ে বেশী মানুষ সেখানে থাকবে। জাগতিক মনা এবং অপরিণত খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসীরা বড় মণ্ডলী দেখে সেখানে যায়, কারণ তারা মনে করে তারা ‘মহান’ কিছু একটি অংশ হতে পেরেছে! কিন্তু প্রকৃত ‘বড়’ বা ‘মহান’ কি, সেই বিষয়ে তারা অন্ধকারেই থেকে যায়।

কিন্তু জানেন কি, এই ধরনের মহান বা বড় হওয়া নিয়ে সমস্যা কি? তা কখনো স্থায়ী হয় না। অন্য কেউ শেষ পর্যন্ত এই সম্মানটুকু নিয়ে নেয়। আর আপনি যখন মনে করেন এই জগতের চোখে যাকিছু ‘বড়’ বা ‘মহান’ তা আপনি করছেন, কিন্তু তা কখনই যথেষ্ট হবে না। আপনাকে সরিয়ে দিয়ে দেখবেন অন্য একজন সেই সম্মান নিয়ে যাবে– আপনার জায়গা অন্য একজন দখল করে নেবে।

যীশু খ্রীষ্ট দুটি শব্দ ব্যবহার করে আমাদের জানিয়েছেন, সত্যিকারের ‘মহান’ আসলে কি। প্রথমে তিনি ২০:২৩ পদে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি মহান হতে চায় তাকে প্রথমে ‘সেবক’ হতে হবে। আপনি কি জানেন যে, এখানে গ্রীক ভাষায় শব্দটি একই শব্দ যাকে আমরা ‘ডিকন’ বা সেবাকারী বলে থাকি। এটি একটি সেবা কাজ, সেবাকারীর কাজ। ঈশ্বর বলেন, যারা অনন্তকাল ধরে ‘মহান’ থাকবে এবং এজন্য যাদেরকে আহ্বান করা হবে, তারা হবে সেসব লোক যারা অন্যের সেবা করবে।

মথি ২০:২৭ পদে তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা প্রথমে থাকতে চায়, তাদের ‘দাস’ হতে হবে। এই শব্দের জন্য যে গ্রীক ‘ডোলোস’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে হল সে এমন এক ব্যক্তি যার একমাত্র আগ্রহ তার প্রভুর জন্য। খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসীরা ‘মহান’ হতে পারে তখন যখন

‘মহান’ ও ‘বড়’ হওয়ার সারমর্ম

তাদের একমাত্র আগ্রহ হয় ঈশ্বরকে খুশি করা। বড় বা মহান বিষয়টিকে পরিমাপ করা হয় ঈশ্বর আনুগত্য থাকা ও তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর জন্য উৎসর্গকৃত জীবন-যাপন করার মধ্য দিয়ে। আর তা প্রকাশ পায় অন্যের সেবা করার মধ্য দিয়ে।

তাই আমরা দেখি, যীশু নিজের সম্পর্কে বলেন, “মনুষ্যপুত্র সেবা পেতে আসেন নি বরং সেবা করার জন্য এসেছেন এবং অনেকের মুক্তির জন্য জীবন দিতে এসেছেন।” তিনি বন্দিকে মুক্ত করার জন্য মুক্তি পণ হিসাবে নিজের জীবন দিলেন। যীশু ক্রুশে মারা যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেটাই ঘটেছিল। আমাকে ও আপনাকে পাপ বন্দি করে রেখেছিল, আর আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য যীশু খ্রীষ্ট জীবন দিলেন। আমাদের মুক্তির মূল্য দিলেন।

আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার ঈশ্বর চোখে আমাদের মহান হতে হলে কি করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের সেবার দ্বারাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে ঈশ্বর চোখে আমরা কতটুকু বড়।

‘বড় কে’ তা দেবার মধ্য দিয়েই অনুশীলন করতে হবে। আমাদের নিজেদের দিয়ে দিতে হবে। সেজন্যই যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন যে আমাকে অনুসরণ করতে চায় সে আপন ক্রুশ তুলে নিক। যীশু এই পৃথিবীতে এসে নিজেকে শূন্য করেছিলেন, দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন যেন আমরা ‘বড়’ হবার মানে বুঝতে পারি।

অন্য কথায়, আমরা যখন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেবা করার উপর জোর দিচ্ছি, নিজেকে নীচে নামিয়ে আনছি, দাসের রূপ ধারণ করছি তখন আমরা ঈশ্বর চোখে ‘মহান’ হতে পারি। খোলা মনে মানুষের সেবা করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে হাত বাড়িয়ে দেওয়া– এই শিক্ষাই যীশু তাঁর শিষ্যদের দিতে চেয়েছিলেন। যীশু ভাল করেই জানতেন, জীবনের সব থেকে ভাল বাণী-প্রচার হল জীবন্ত বাণী-প্রচার। মথি ২০:২৯ পদে যীশু খ্রীষ্ট যা শিক্ষা দিয়েছেন তা তিনি অনুশীলনে পরিণত করেছেন। মুক্তির মূল্য হিসাবে তিনি তাঁর প্রাণ দিতে যাচ্ছেন।

এর পর পরই আমরা দেখতে পাব যে, যীশু যিরিহো শহর থেকে বের হচ্ছেন। তখন আমরা দুজন অন্ধ লোককে দেখতে পাই তারা যীশুকে ডাকছে, “দাউদের পুত্র আমাদের দয়া করুন।” কারো সেই দিকে খেয়াল ছিল না। সেই লোক দুজনকে সেবা না দিয়ে তাঁর শিষ্যরা তাদের চুপ করতে বলেছিলেন। কিন্তু যীশু যিনি সেবা করতে এসেছেন তিনি কি চুপ থাকতে পারেন? তিনি এগিয়ে গেলেন আর তাঁর যে কাজ করার কথা তিনি তা-ই করলেন।

‘মহান’ ও ‘বড়’ হওয়ার সারমর্ম

এই দুজন লোক শারীরিক ভাবে অন্ধ ছিল কিন্তু আমি মনে করি তাদের আত্মিক চোখ অনেকটা খোলা ছিল যা অন্যদের, বিশেষ করে তাঁর শিষ্যদের ছিল না। সেই দুজন অন্ধ লোক দয়া ভিক্ষা করছিল। একজন মানুষ যখন জঘন্য কিছু করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তখন সে ন্যায় বিচার চাইতে পারে না কেবল দয়াই চেয়ে থাকে। ঠিক এখানেও তাই হয়েছিল– তারা তাদের অধিকার চায় নি কিন্তু দয়া, অনুগ্রহ চেয়েছিল। মথি ২০:৩২ পদে দেখা যায় “যীশু থামলেন।” যীশু তখন তাঁর কালভেরীর যাত্রায় ছিলেন। সেখানে যাবার কোন বাঁধাই তিনি মানবেন না। কিন্তু যখন কোন লোক দয়া চায়, অনুগ্রহ চায় যীশু সেখানে থামেন। আজও যখন একজন পাপী যীশুর দয়া চায়, যীশু সেখানে থামেন। তাঁর সঙ্গে স্বর্গদূতগণ সেখানে থামেন। স্বর্গ স্বয়ং সেখানে থামেন এবং অপেক্ষা করেন।

যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন সত্যিকারের ‘মহান’ বা ‘বড়’ হওয়ার মানে কিছু পাওয়া নয়, কিন্তু কিছু দেওয়া। সেখানে থেমে যাওয়া ও সেই দুজন অন্ধকে দৃষ্টি দেওয়ার চেয়ে আর কি বড় হতে পারে? মথি ২০:৩৪ পদ বলে যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাদের স্পর্শ করলেন ও দৃষ্টিশক্তি দিলেন।

তাদের যে স্পর্শ করতেই হবে বিষয়টি এমনটি ছিল না। কারণ অন্য সময়ে তিনি কোন স্পর্শ না করেই দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই সময়ে তাঁর শিষ্যদের দেখাতে চেয়েছেন যে, যারা দুঃখে-কষ্টে আছে তাদের স্পর্শ করার মধ্যে ‘বড়’ হওয়ার ও ‘মহান’ হওয়ার শিক্ষা আছে। এর মানে হল যখন আমরা ঈশ্বর কাছে আমাদের নিজেদের দিয়ে দিই যেন ঈশ্বর আমাদের স্পর্শ করেন ও আমাদের ব্যবহার করেন যাতে এই পৃথিবীতে যারা পতিত, যারা যীশুকে ছাড়া হারিয়ে যাচ্ছে তাদের আমরা রক্ষা করতে পারি।

আসুন, যীশুর শিক্ষা অনুসারে মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বর চোখে মহান হবার চেষ্টা করি– সেবা পাবার জন্য নয়। যীশু যখন নিজে তা করে আমাদের দেখিয়েছেন তখন তা আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আসুন, ঈশ্বর চোখে বড় হবার প্রতিটি সুযোগ আমরা কাজে লাগাই, ধীরে ধীরে যীশুর মতই হয়ে উঠি। আমেন।

অঙ্কুরিত হওয়া

“সেই সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমরা পূর্বকার সমস্ত কাজ মনে করো না, পুরাতন সমস্ত ক্রিয়া আলোচনা করো না। দেখ, আমি এক নতুন কাজ করবো তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা কি তা জানবে না? এমন কি, আমি মরুভূমির মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।”
যিশাইয় ৪৩:১৮-১৯

ইস্রায়েলীদের ইতিহাসের একটি দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে ইস্রায়েলীদের জন্য ভাববাদী যিশাইয়ের পুস্তকখানি লেখা হয়েছিল। তারা চারদিক থেকেই খুব মন্দ সময়ের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিল। যা কিছু তারা সারা জীবন ধরে রাখতে পারবে বলে তারা ভেবেছিল এবং দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে ফিরে আসবার জন্য প্রায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের জীবনে শান্তি, উন্নতি ও আশার আলোর যে আশীর্বাদ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার সবকিছুই তারা হারিয়েছিল। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সদাপ্রভু যা যা করতে চান তার ওপর একটি নতুন দর্শন এবং একটি নতুন আগ্রহ খুঁজতে ইস্রায়েলীয়দেরকে প্রেরণা দিয়েছেন। ঈশ্বর সেই একই বাক্য বর্তমান এই সময়ে আমাদের সকলের জন্য একই সত্য বয়ে নিয়ে আসে।

ঈশ্বর আপনার জীবনে যে নতুন কাজটি করতে চান সেটিকে গ্রহণ করার প্রথম ধাপটি হল: আপনার মনোযোগ পরিবর্তন করা– পেছনে তাকানো বন্ধ করা, সামনের দিকে তাকাতে শুরু করা (১৮ পদ)। সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “তোমরা পূর্বকার সমস্ত কাজ মনে করো না, পুরাতন সমস্ত ক্রিয়া আলোচনা করো না।” যদি আপনি অবিরামভাবে পেছনের দিকে তাকাতে থাকেন তবে আপনি দেখতে পাবেন না যে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন। যদি কখনও আপনি খ্রীষ্টতে নতুন পথে চলতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনি কখনো অতীতের বিজয়গুলোর ওপর নির্ভর করে নিজেকে ধরে রাখতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে যে, সদাপ্রভু বলেছেন, “তোমরা পূর্বেকার সমস্ত কাজ মনে করো না।” আমরা জানি যে, ইস্রায়েলীদের জীবনে অতীতে অনেকগুলো বিজয় ছিল:

অঙ্কুরিত হওয়া

- দাসীর জীবনের অবসান ঘটিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে আসা
- কনান দেশ জয় করা
- শক্তিশালী যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করা
- নিজেদের দেশে একটি বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যেও বেঁচে থাকা

কিন্তু যদিও এখন তারা খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে আর তাদের আগের বিজয়গুলো তাদেরকে মুক্ত করার জন্য কিছুই করতে পারেনি। এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে বের হয়ে আসবার জন্য তাদের একটি নতুন কাজ, একটি নতুন অলৌকিক ঘটনা, একটি নতুন বিজয়ের প্রয়োজন ছিল। অতীতে ঈশ্বর আপনার জন্য কি করেছেন সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটি হতে হবে: এই মুহূর্তে ঈশ্বর আপনার জীবনে কি করছেন? তিনি এখন কি করতে চান? এই মুহূর্তে সেই উত্তম বিষয়টি কি যেটি আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বর কাছ থেকে আশা করেন?

দ্বিতীয়ত, যদি খ্রীষ্টতে নতুন পথে চলতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, আপনি আপনার অতীতের পরাজয়গুলো দিয়ে আপনার মনকে যদি আচ্ছন্ন করে রাখেন তবে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন না। যদি আপনি পুরাতন সমস্ত কিছুর কথা ভাবতেই থাকেন তবে সামনের দিকে পথ চলার শক্তি পাবেন না।

আমরা জানি যে, বিভিন্ন সময়ে ইস্রায়েলীরা ঈশ্বরকে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট করেছিল। ঈশ্বর প্রতিটি সময়ে তাদের ভাল জিনিস দিয়ে আশীর্বাদ করতেন, কিন্তু এর বদলে তারা তাঁর প্রতি তাদের অবাধ্যতা, মন্দতা প্রকাশ করতো:

- ঈশ্বর তাদের মন্দির দিলেন, তাতে তারা তাঁকে মূর্তি পূজা করলো
- ঈশ্বর তাদের সত্য দিলেন, তারা সেই সত্যকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করলো এবং সেইভাবে জীবন-যাপন করতো।
- ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর দশ আজ্ঞা দিলেন, সেই আদেশ না মেনে তারা তাদের ইচ্ছামত জীবন-যাপন করতো।
- ঈশ্বর তাদের সম্পদ দিলেন, তারা সেগুলো দিয়ে গরীবদের অপব্যবহার করতো।
- ঈশ্বর নিজেকে তাদের কাছে দিলেন, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান ছাড়া কিছুই দিল না।

ইস্রায়েলীরা ঈশ্বর কাছ থেকে কোন আশীর্বাদ পাবার যোগ্য ছিল না। তবুও তিনি তাদের ভালবাসতেন এবং তিনি একান্তভাবে তাদের মধ্যে একটি পরিবর্তন এনে

সাহায্য করতে চাইলেন। ঈশ্বর বার্তাটি লক্ষ্য করুন: "তোমরা পূর্বেকার কার্য সকল মনে করো না, পুরাতন ক্রিয়া সকল আলোচনা করো না। দেখ আমি এক নূতন কার্য করবো!"

এখানে ঈশ্বর তাদেরকে তাদের অতীতের পাপ কাজের জন্য দোষারোপ করেন নি, কারণ তারা তাদের অতীতের কোন কিছুই পরিবর্তন করতে পারতো না। এর বদলে ঈশ্বর তাদেরকে আশার আলো দেখালেন। তিনি একটি কার্যকরী কথা বললেন: তোমাদের অতীতের কাজ সকল মনে করো না– আমি তোমাদের একটি সুযোগ দিচ্ছি আবার নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য।

এ সময় পবিত্র শাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের কথা মনে পড়ে। পদটি হল যিশাইয় ৫৫:৭ পদ। "দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরে আসুক, তাতে তিনি তার প্রতি করুণা করবেন; আমাদের ঈশ্বর প্রতি ফিরে আসুক, কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করবেন।"

যদি আপনি আপনার আত্মিক জীবনে কোথাও কোন আশা পেতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আপনি গতকালের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন না।

ইস্রায়েলী তাদের ইতিহাসে অনেক আত্মিক আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সেই প্রথমে মিশর থেকে বের হয়ে আসা, লোহিত সাগর পার হওয়া, কেনান দেশ জয় করা, যিরূশালেমে মন্দির তৈরি করা, এমনকি ইস্রায়েলীয়রা তাদের কাজকর্মে এবং তাদের জীবনে ঈশ্বর হাত কিভাবে তাদের পরিচালনা করেছে তার সাক্ষী তারা হয়েছিল। তথাপি ঈশ্বর তাদের জন্য যা কিছু করেছেন তার জন্য তাঁর প্রতি তাদের সেই বিশ্বাস তাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য কিছুই করতে পারেনি। তাদের পুরাতন বিশ্বাস তাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতির সমস্যাগুলো থেকে উদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদের নতুন বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল, একটি নতুন দর্শনের দরকার ছিল যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কিছু করতে পারতেন। বিশ্বাসের একটি নতুন অংশ তাদের প্রয়োজন ছিল যেটা আগের সব বিজয়কে ছাড়িয়ে যেত। ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছ থেকে প্রতিনিয়তই তাদের শক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজন ছিল। সেজন্য দায়ূদ গীতসংহিতা ৮৫:৬-৮ পদে বলেছেন: "তুমিই কি আবার আমাদের সঞ্জীবিত করবে না, যেন তোমার লোকেরা তোমাতে আনন্দ করে? হে মাবুদ, তোমার অটল

ভালবাসা আমাদেরকে দেখাও, আর তোমার পরিত্রাণ আমাদের প্রদান কর। ঈশ্বর সদাপ্রভু যা বলবেন, আমি তা শুনব।”

ঈশ্বর আপনার জীবনে যে নতুন কাজটি করতে চান সেটিকে গ্রহণ করার দ্বিতীয় ধাপটি হল: আপনার মনোনিবেশ স্পষ্ট করা– ঈশ্বর আপনার জীবনে যা করতে চান তা আবিষ্কার করা। পবিত্র শাস্ত্র বলে, “তোমরা পূর্বেকার কার্য সকল মনে করো না, পুরাতন ক্রিয়া সকল আলোচনা করো না। দেখ আমি এক নতুন কার্য করব, তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা কি তা জানবে না? এমন কি, আমি প্রান্তরের মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।”

উপলব্ধি করার হিব্রু শব্দ হল ‘yada’ যার মানে হল দেখার মাধ্যমে জানা, তত্ত্বাবধান, স্বীকৃতি, সত্যতা স্বীকার, সচেতন হওয়া, বুঝতে পারার মাধ্যমে জানা, ইত্যাদি। আপনি আপনার জীবনের দিকে তাকালে কি দেখতে পান? আপনি কি সম্ভাবনা অথবা সমস্যা দেখতে পান? লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কি বলেছেন: “আমি প্রান্তরের মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।”

ইস্রায়েলীদেরকে একটি বিষয় বেছে নিতে হয়েছিল। তারা তাদের অতীতের দিকে এবং তাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর দিকে তাকাতে পারতো অথবা ঈশ্বর তাদের জীবনে যা করতে চেয়েছিলেন তার দিকে মনোনীবেশ করতে পারতো। আমরা দেখতে পাই তাদের সামনে ছিল পথ বনাম প্রান্তর এবং নদী বনাম মরুভূমি।

ঈশ্বর আপনার জীবনে যা করতে চান তা আবিষ্কার করতে হলে, আপনার নিজেকে অবশ্যই সেই ভাবে দেখতে হবে যেভাবে ঈশ্বর আপনাকে দেখেন। যদিও ইস্রায়েলীরা অনুভব করেছিল যে তারা যে সকল শাস্তি পাচ্ছে তার যোগ্য তারা ছিল কারণ তারা সেভাবেই পাপপূর্ণ জীবন-যাপন করতো। এমনকি তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বর তাদের জন্য আর বেশি কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু তারা ভুল ছিল!!!

আপনি ভাবতে পারেন আপনার অতীতের পরাজয় আপনার জীবনকে একটি মরুভূমিতে পরিণত করেছে কিন্তু সদাপ্রভুর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে আপনার জীবন একটি নদীতে পরিবর্তিত হতে পারে। নতুন নিয়মের রোমীয় পুস্তকের ৮:১,২ পদে বলা হয়েছে: “অতএব এখন, যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনদাতা পবিত্র আত্মার যে নিয়ম, তা আমাকে পাপ ও

মৃত্যুর নিয়ম থেকে মুক্ত করেছে।” কলসীয় ১:২১,২২ পদে বলা হয়েছে, “আর এক সময়ে তোমরা ঈশ্বর কাছ থেকে দূরবর্তী ছিলে এবং তোমাদের চিত্তে ও দুষ্কর্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন ছিলে, তোমাদের তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করলেন, যেন তোমাদেরকে পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ করে নিজের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন।”

আপনার জীবনে ঈশ্বর কি চান তা আবিষ্কার করার জন্য আপনাকে আপনার জীবনের সম্ভাবনাগুলোকে অবশ্যই দেখতে হবে যেভাবে ঈশ্বর সেগুলোকে দেখেন। তিনি বলেন, “আমি প্রান্তরের মধ্যে পথ করে দেব ...”। ঈশ্বর আপনার জীবনের মরুভূমিময় জায়গাগুলোকে আশীর্বাদের এবং প্রাচুর্যের ভূমিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। ঈশ্বর মানুষের একটি শুকিয়ে যাওয়া ব্যর্থ জীবনকে তুলে নিতে পারেন এবং তাকে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং অনুগ্রহপূর্ণ জীবনে রূপান্তরিত করতে পারেন। পৌল ২ করিন্থীয় ৩:১৭,১৮ পদে বলেছেন: “আর প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর মহিমা আয়নার মত প্রতিফলিত করতে করতে মহিমা থেকে মহিমা পর্যন্ত যেমন তা প্রভু থেকে, অর্থাৎ আত্মা থেকে হয়ে থাকে, তেমনি সেই প্রতিমূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হচ্ছি।”

ঈশ্বর আপনার জীবনে যে নতুন কাজটি করতে চান সেটিকে গ্রহণ করার সর্বোচ্চ ধাপটি হল নিজেকে ঈশ্বর পরিকল্পনার কাছে উৎসর্গ করা। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তাঁর মন প্রস্তুত করেছেন তাঁর লোকদের জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তিনি ইস্রায়েলীকে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে বের করে আনার জন্য এবং আশীর্বাদের ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু এটা তাদের ওপর নির্ভর করেছিল যে, ঈশ্বর তাদের কাছে যে প্রস্তাব করেছিলেন তা তারা পালন করবে কিনা। যদি তারা ঈশ্বর পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করতো, ঈশ্বর তাদের যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করতো, তাহলে তারা তাদের বন্দীদশার মধ্যেই নিজেদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত। পবিত্র শাস্ত্র বলে, “দেখ আমি এক নতুন কার্য করব, তা এখনই অঙ্কুরিত হবে; তোমরা কি তা জানবে না? এমন কি, আমি প্রান্তরের মধ্যে পথ ও মরুভূমিতে নদনদী করে দেব।” ঈশ্বর এর মধ্যেই একটি নতুন নির্দেশনা এবং একটি নতুন উদ্দেশ্য আপনার জীবনের স্থাপন করেছেন– আপনি কি তাঁকে অনুসরণ করবেন?

আসুন দায়ূদ গীতসংহিতা ৯৫:৭,৮ পদে যা বলেছেন তার দিকে মনোযোগ

দিই। তিনি বলেছেন: "কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর আমরা তাঁর চারণভূমির প্রজা ও তাঁর হস্তের মেষ। আহা! অদ্যই তোমরা তাঁর রব শ্রবণ কর! নিজ নিজ অন্তর কঠিন করো না, যেমন মরীবায়, যেমন মরুভূমির মধ্যে মঃসার দিবসে করেছিলে।"

প্রিয় পাঠক, সকল বিশ্বাসীদের প্রতি আমার আহ্বান– আসুন আমরা পেছনের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে নতুন বিশ্বাস ও নতুন আশা নিয়ে সামনের পথে চলতে অগ্রসর হই। নিশ্চয়ই ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের এক উন্নত জীবন, এক মহিমাময় জীবন দান করবেন যাতে তিনি নিজেই মহিমান্বিত হবেন। তবে সিদ্ধান্ত আপনার যদি আমরা ঈশ্বর অবারিত আশীর্বাদ লাভ করতে চাই। নতুন পথে, নতুন জীবনে, নতুন আত্ম-বিশ্বাসে আসুন ভবিষ্যতের সময়গুলোর দিকে অগ্রসর হই। আমেন।

সাক্ষ্যমর স্তিফান

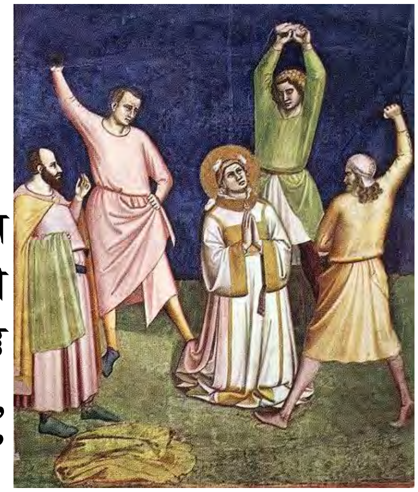

“লোকে যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরকেও নির্যাতন করবে; তারা যদি আমার কথা পালন করতো, তোমাদের কথাও পালন করতো। কিন্তু তারা আমার নামের জন্য তোমাদের প্রতি এসব করবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁকে তারা জানে না।” যোহেন ১৫:২০,২১

বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে যে বিষয়টি নিয়ে ভাবছি তা হল প্রভুর লোকদের উপর নির্যাতন নেমে আসা নির্যতন। কয়েক বছর আগে আমরা হোসেন আলী ভাইকে আমাদের দেশের লোকেরা প্রভুর কোলে চির বিশ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। গত এক দশকে এমন অনেককে তারা প্রভুর কোলে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি এনালাইসিস করে দেখি তবে দেখব যে, এদের মধ্যে কেউই সেই রকম নেতা গোছের নয়; এরা ঈশ্বরের রাজ্যের সাধারণ কর্মী। ঈশ্বরের সহকর্মী। কেন ঈশ্বর এই সাধারণ কর্মীদেরই এই গৌরবের সম্মান দিয়ে থাকেন?

ঈশ্বরের লোকদের উপর পারর্সিকিউশন বা নির্যাতন যুগে যুগে নেমে এসেছে। তাঁরা তাদের রক্ত বলি হিসাবে উৎসর্গ করেছে। আমরা যদি সৃষ্টির পর থেকে যাদেও কথা পবিত্র শাস্ত্রে রেকর্ড করা হয়েছে তাদের বেশীরভাগ লোক নির্যাতিত হয়েছে। তাই এক কথায় বলা যায় যে, পবিত্র বাইবেল নির্যাতিতদের ইতিহাসের বাইবেল– নির্যাতিতরাই পবিত্র বাইবেল লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, বিতরণ করেছেন। কারণ আমরা জানি:

- যোষেফকে কিভাবে নির্যাতন করেছে– তাঁর নিজের রক্ত, তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে নির্যাতন করেছে।
- মিশরে ইস্রায়েলীয় শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে মিশরের রাজা ফরৌণের আদেশের দ্বারা।
- মোশির উপরে কি রকম নির্যাতন নেমে এসেছিল– তাঁকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে

আশ্রয় নিতে হয়েছে। কতবার তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছে। এই মোশিই পবিত্র বাইবেলের প্রথম পাঁচটা বই লিখেছেন বলে লোকেরা বিশ্বাস করে থাকে।

- দায়ূদ কত রকম ভাবে নির্যাতিত হয়েছেন– রাজা শৌলের দ্বারা, তাঁর নিজেদের লোকদের দ্বারা, পার্শ্ববর্তী রাজাদের দ্বারা। তাঁর যৌবনের অনেক সময়ই তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। অথচ গীতসংহিতার বেশীরভাগ গীত তিনিই লিখেছেন। মন্দির নির্মাণের সমস্ত আয়োজন তিনিই করে গিয়েছিলেন।
- রাজ পরিবারের সদস্য ভাববাদী যিশাইয় এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছেন যে, তাঁকে গাছ কাটার করাত দিয়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে ফেলেছেন।
- ভাববাদী যিরমিয়কে মেরে ফেলবার জন্য শুকনো কূয়োর মধ্যে দিনের পর দিন ফেলে রাখা হয়েছে।
- বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কারাগারে মাথা কেটে হত্যা করা হয়েছে।
- ঈশ্বরের লোকদের প্রত্যেকের জীবনে এমন কোন না কোন ঘটনা আছে নির্যাতনের। প্রাণ দিয়েছেন তারা অকাতরে।
- এমন কি যে যীশু আমাদের জন্য এসেছেন– তাঁর শিশু কালে তাঁর জীবনের জন্য অনেকগুলো শিশুকে জীবন দিতে হয়েছে।
- এরপর যীশু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মানুষ, যিনি মানুষকে ভালবেসে এই পৃথিবীতে এলেন তাঁকেই মানুষ হত্যা করলো।
- নতুন নিয়মের একমাত্র যোহন ছাড়া আর সকল শিষ্যকেই হত্যা করা হয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। নতুন নিয়মে হত বা সাক্ষ্যমর হবার ইতিহাসও খুবই লম্বা যেখানে আমরা স্তিফানকে আমরা প্রথমে দেখতে পাই। ঈশ্বরের লোকদের নিহত হবার ইতিহাস খুবই দীর্ঘ।

প্রত্যেকটি নির্যাতনেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ছিল। আজকে আমরা স্তিফানের বিষয়টি একটু গভীরভাবে দেখতে চাই। সেই সময় মাত্র মণ্ডলীর জন্ম হয়েছে। মণ্ডলী তখনও নতুন, কিন্তু কার্যকর। এর সভ্যগণ সবাই সামাজিক ভাবে যিহূদী– ধর্মীয়ভাবে তারা নবগঠিত মণ্ডলীর লোক। দিনের পর দিন মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকেরা তাদের

সম্মান করতো, ভয়ও করতো যে, তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মহা মহা আশ্চর্য কাজ করছেন। যিরূশালেমের বিশ্বাসীরা একটি পরিবারের মত, একসঙ্গে থাকত, খেত এবং খরচের যোগান দিত। তাদের জায়গাজমি বিক্রি করে প্রেরিতদের হাতে দিত যেন মণ্ডলী চলতে পারে। আমরা দেখতে পাই:

- প্রেরিতগণ ঈশ্বরের বাক্য প্রচারে নিয়োজিত। মণ্ডলীর লোকেরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ। ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হচ্ছেন। তখনও পর্যন্ত অযিহূদীদের জন্য মণ্ডলীর দরজা খোলা হয় নি।
- এই অবস্থায় আমরা স্তিফানকে দেখতে পাই মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। যে সাত জনকে বেছে নেওয়া হয় তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। লেখা আছে প্রভু স্তিফানের মধ্য দিয়ে মহা মহা আশ্চর্য কাজ করতে লাগলেন।
- প্রভু তাঁর প্রেরিতদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন পবিত্র আত্মা আসলে পর যখন তারা শক্তিপ্রাপ্ত হবেন তখন প্রথমে যিরূশালেম, এরপর শমরিয়া, এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হতে।
- কিন্তু সেই সময় তারা কেবল যিরূশালেম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারা ভুলেই গিয়েছিলেন যে, তাদের পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে হবে।
- স্তিফানের নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যিরূশালেমের বিশ্বাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরেছিল। তারা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছিল এবং সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল সুসমাচার। এর ফলে মণ্ডলী দ্রুত অযিহূদী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মণ্ডলীর প্রচারের মূল কেন্দ্র যিরূশালেমে নয় কিন্তু আন্তিয়খিয়াতে চলে যায় এবং সেখান থেকেই বিশ্ব মিশনের ইতিহাস পরিচালিত হয়। এটা হতো না যদি না যিরূশালেমে এই নির্যাতন নেমে না আসতো।
- স্তিফানের সাক্ষ্যমরের পরে প্রতিটি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে স্তিফানের মত সাহসী, নির্ভিক যারা প্রভুর রাজ্য বিস্তারে নিজেকে দিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন সময় চিন্তা করি– আজ যদি প্রভু আমাদের কাউকে মহা পরাক্রম কাজ ও অলৌকিক কাজ, সুস্থ করার কাজ দিয়ে পরিচালিত করেন ও একই সঙ্গে মানুষকে প্রভুর কাজে আসবার আহ্বান জানান তবে কি হবে? এর ফল কি খুব ভাল হবে, মণ্ডলীর জন্য কি সুখময় হবে? দলে দলে কি লোকেরা প্রভুর কাছে আসবে? নাকি

শত্রুতা বেড়ে যাবে, ও অত্যচার নেমে আসবে?

আমি যখন চট্ট্রগ্রাম থেকে স্বপরিবারে প্রথম ঢাকায় আসি তখন শুনতে পেয়েছিলাম যে, কয়েক বছর আগে একজন প্রচারক মিশনারী এসেছিলেন ও তিনি সুস্থ করছিলেন করছিলেন ও প্রচার করছিলেন। দলে দলে লোকেরা সুস্থ হবার জন্য তার কাছে আসতো। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সরকারী লোকদের নজরে এলেন এবং পরে তাকে ধরে এয়ারপোর্টে তুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি আর প্রচার করতে না পারেন।

নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সুসমাচার বৃদ্ধি পায়– প্রথম যুগেও তা হয়েছিল এবং আজও তা হয়। চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া তেমনটা হয়েছে। বাংলাদেশে তেমন নির্যাতন নেই তাই মণ্ডলীর ক্রমবৃদ্ধিও খুব কম। আমরা যদি বাংলাদেশে মণ্ডলীর ক্রমবৃদ্ধি চাই তবে নির্যাতনকে আমাদের সুস্থ ও ভালমনেই গ্রহণ করতে হবে।

নির্যাতনকে দেখবার দু রকম দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়ঃ

প্রথমতঃ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা যখন সাহায্য হয়ে দেখা দেয়, খ্রীষ্টিয় জীবনে বৃদ্ধি নিয়ে আসেঃ

- কেন দুঃখ-কষ্ট বা নির্যাতন নেমে এসেছে তা বুঝবার জন্য, ধৈর্যের জন্য ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি।
- আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করি, হতে পারে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে তা নিয়ে যথেষ্ট সময় ধরে চিন্তা করি না।
- আমরা এর জন্য প্রস্তুত থাকি বিষয়টি চিহ্নিত করার জন্য ও যারা এই কষ্টের মধ্যে পড়েছে তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য।
- যারা ঈশ্বরের পথে চলেন তারা যদি সাহায্য করতে চান তবে তাদের জন্য যেন দরজা খোলা রাখি।
- আমরা নির্ভরযোগ্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকি।
- খ্রীষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে যে কষ্টভোগ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের কষ্টভোগকে চিহ্নিত করে তা বুঝতে চেষ্টা করি।
- এই পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের যে কষ্টভোগ চলছে তার সঙ্গে নিজেদের এক করে

দেখতে শিখি।

এই রকম মনোভাব থাকতে যদি নির্যাতন নেমেও আসে তখন একজন বিশ্বাসীর জীবনে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নির্যাতনকে তারা হাসিমুখে গ্রহণ করে ও যীশুর নামের জন্য নির্যাতন ভোগ করেছে বলে আনন্দ করে।

নির্যাতন ভোগকে যখন নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি নিয়ে দেখি আর যখন যীশুর নামের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা যখন জীবনের জন্য ক্ষতি হয়ে দাঁড়ায়:

- আমাদের মন যখন শক্ত হয়ে যায় ও আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করি।
- আমরা কোন প্রশ্ন করতে অস্বীকার করি এবং এতে আমাদের জন্য যে ভাল শিক্ষা রয়েছে তা বুঝতে ব্যর্থ হই।
- এর মধ্য দিয়ে যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর করে তুলি।
- অন্যেরা আমাদের যে সাহায্য দিতে চায় তা নিতে অস্বীকার করি।
- এই কষ্টভোগ থেকে ঈশ্বর যে ভাল কিছু নিয়ে আসতে পারেন তা অস্বীকার করি।
- ঈশ্বর অন্যায় বিচার করেছেন বলে আমরা যখন তাঁকে দোষারোপ করি ও অন্যদেরকে তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য পরিচালনা দিই।
- আমরা আমাদের জীবনকে পরিবর্তনের জন্য কোন সুযোগ না দিই।

রকম মনোভাব যখন আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে থাকে এবং এরপর যীশুর নামের জন্য বা সাক্ষ্য দেবার ফলে নির্যাতন নেমে আসে তখন তা আমাদের জীবনে জন্য শুভ ফল বয়ে নিয়ে আসে না। খ্রীষ্টের নামের জন্য নির্যাতন হলে যে আশীর্বাদ আসার কথা তখন সেই আশীর্বাদের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

নতুন নিয়মে প্রেরিতেরা নির্যাতনকে ইতিবাচক ভাবে নিয়েছেন:

- প্রেরিতেরা মহাসভার সভাস্থল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, আর যীশুর নামের জন্য তাঁরা যে নির্যাতন ও অপমান সহ্য করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন, এই কথা ভেবে আনন্দ করতে লাগলেন। প্রেরিত ৫:৪১
- যারা তাড়না করে, তাদেরকে আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিও না।

সাক্ষ্যমর স্তিফান

রোমীয় ১২:১৪

- ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত হয়েছে, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই। মথি ৫:১০

যে দেশগুলোতে সুখবর প্রচারে কোন বিধিনিষেধ নেই নির্যাতন নেই সেই দেশের মণ্ডলীগুলো নির্জীব হয়ে পড়েছে, মরে যাচ্ছে– এর প্রমাণসস্বরুপ আমরা ইউরোপ, আমেরিকাকে দেখতে পাই। সেখানকার মণ্ডলীগুলো বৃদ্ধি না পেয়ে বরং মৃত মণ্ডলীতে পরিণত হচ্ছে।

যেখানে নির্যাতন আছে সেখানে মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীন ও রাশিয়া, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশগুলোতে এমন কি প্রকাশ্যে উপাসনা করতে পারে না। তবুও দিন দিন সেখানে নতুন নতুন জনমণ্ডলী সৃষ্টি হচ্ছে– যে সমস্ত মণ্ডলীকে আমরা আন্ডারগ্রাউণ্ড চার্চ বলে থাকি।

প্রশ্ন হল আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও মাণ্ডলীক জীবনে নির্যাতানকে কি হিসাবে দেখব?আমরা কি স্তিফানের মর্যাদা চাই না? মানুষ তো একদিন মরবেই কিন্তু যে মরণে ঈশ্বরের গৌবর হয়, সুসমাচার বৃদ্ধি পায় আমরা কি সেই মরণ চাই না? ঈশ্বর আমাদের নিজেদের অন্তরকে আলোকিত করুন।

ঈশ্বরের বাক্য ও আজকের আমরা

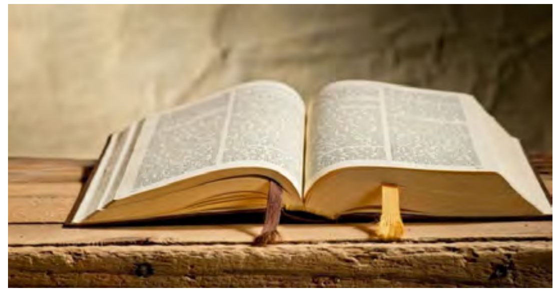

“এক জনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে বলছে, ‘ঘোষণা কর,’ এক জন বললো, ‘কি ঘোষণা করবো?’ ‘মানুষমাত্র ঘাসের মত, তার সমস্ত গৌরব ক্ষেতের ফুলের মত।ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ম্লান হয়ে পড়ে, কারণ তার উপরে সদাপ্রভুর নিশ্বাস বয়ে যায়; সত্যিই লোকেরা ঘাসের মত। ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ম্লান হয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকবে।’ ” যিশাইয় ৪০:৬-৮

আমাদের জীবনে একটি পরম সত্য ওতোপ্রতোভাবে আমাদের সকলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই আজ ঈশ্বরেরই আরেকটি রূপ নিয়ে চিন্তা করার জন্য বসেছি। ঈশ্বরের আরেকটি রূপ এজন্যই বললাম কারণ যোহন ঈশ্বরকে সেভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্যই তিনি তাঁর সুখবরের শুরুতেই বলেছিলেন, “সেই বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন।” মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে আমরা এই বাক্যের মহাশক্তি উপলব্ধি করে আসছি। সেই শক্তি ইতিহাসে, ঐতিহ্যে, আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে আসছে। যখন কাগজ-কলমের আবিস্কার হয় নি তখনও এই বাক্য মানুষের মুখে মুখে অবস্থান করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছে, পরিচালনা দিয়েছে এবং তাদের জীবন ও সমাজ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে এক অপরূপ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

হ্যাঁ, আজকে সেই ঈশ্বরের বাক্য নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতে চাই। ঈশ্বরের বাক্য মানুষের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় জীবনের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। গীত ১১৯:১০৫ পদে আমাদের জানিয়ে দেয় যে, এটি একটি বাতির মত যা আমাদের জীবনের পথ দেখায়। যদি আমরা ভীষণ অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করি তবে আমরা উছোট খেতে পারি বা কোন গর্তে পরে আঘাত পেতে পারি। এটি আমাদের জীবনের জন্যও খুবই সত্য। আমাদের জীবনে আলো দরকার। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের

জীবনের জন্য উজ্জ্বল আলো। এটি আমাদের কাছে প্রকাশ করে ঈশ্বর কেমন, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি এবং আমরা কিভাবে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জীবন-যাপন করব। সেজ্যন্যই প্রেরিত পৌল তীমথির কাছে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পত্রের ৩:১৬ পদে বলেছেন, "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের জন্য উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিত হয়।"

ইস্রায়েলীয়রা এবং যে লোকেরা যীশুর পরে জন্ম গ্রহণ করেছিল তারা তাদের নিজেদের ভাষায় ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল। যীশুর জন্মের ২০০ বছর আগে থেকেই এই বাক্য এমনকি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করে গ্রীক সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুযোগ করে দিয়েছিল যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে। অনুবাদের সেই ধারা আজও চলছে। আজ আমাদের পবিত্র শাস্ত্র অনুবাদ করার দরকার যেন আজকের লোকেরা তাদের নিজেদের ভাষায় শাস্ত্র পাঠ করতে পারে। যদি তারা তাদের ভাষায় পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতে পারে তবে ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে বুঝবার সুযোগ পাবে এবং তাদের কিভাবে জীবন-যাপন করতে হবে তা তারা জানতে পারে। তারা বুঝতে পারবে ঈশ্বরের পরিবারে লোকদের কিভাবে চলতে হয়। প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১০ পদে বলে যে, স্বর্গে আমরা শুনতে পাব সেখানে সমস্ত ভাষায় ঈশ্বরের প্রশংসা করা হচ্ছে।

আজকে আমরা তাঁর বাক্যে পাঠ করেছি: 'মানুষমাত্র ঘাসের মত, ... ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ম্লান হয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকবে।' এখানে মানব জাতির সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যের একটি কন্ট্রাষ্ট দেখানো হয়েছে এবং মানুষের সংগে সমান্তরাল ভাবে ক্ষেতের ফুল ও সবুজ ঘাসের সংগে একটি *সিমিলি* দেখানো হয়েছে।

⇒ ক্ষেত্রের ঘাসের মতই মানুষ ক্ষণস্থায়ী

⇒ ঈশ্বরের বাক্য হল চিরস্থায়ী

আমরা যুগে যুগে দেখেছি এই বাক্য চিরস্থায়ী। অনেক অপশক্তি যুগে যুগে এই পবিত্র বাইবেলকে ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌রা এমন কি সম্রাটগণ পবিত্র বাইবেলকে ধ্বংস করতে চেয়েছে কিন্তু ইতিহাস

সাক্ষী যারা ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তারা জগত সংসার থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আজকের শাস্ত্র পাঠে সেই ঈশ্বরের চিরস্থায়ী বাক্যের জয়গান করা হয়েছে। কারণ–

- এই বাক্য সত্য (২ শমূয়েল ৭:২৮)
- এই বাক্য ঈশ্বরের নিশ্বঃসিত (২ তীম ৩:১৬)
- এই বাক্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে (মথি ৪:৪)
- এই বাক্য মানুষকে মৃত্যু থেকে জীবনে পার করে দেয় (যোহন ৫:২৪)
- এই বাক্য মানুষকে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞান দান করে (২ তীম ৩:১৫)
- এই বাক্য অনন্ত জীবনের পথ দেখায় (১ যোহন ৫:৯-১২)

এই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন আর আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে। ঈশ্বরের এই বাক্য আমাদের জীবনে থাকতে হবে কারণ এটা আমাদের জীবনের জন্যই প্রয়োজন কারণ তা জীবনের নানা বিষয়ের কথা বলে– অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আমাদের জ্ঞাত করে।

- কেমন করে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পেতে পারি সেই কথা আমাদের জানিয়ে দেয়।
- কেমন করে প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেম আমরা লাভ করতে পারি সেই কথা আমাদের বলে দেয়।
- এই অশান্তির জগতে কিভাবে শান্তি লাভ করতে পারি সেই পথ আমাদের দেখিয়ে দেয়।
- এই নিরাশার পৃথিবীতে কিভাবে মানুষ প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেই পথ আমাদের দেখিয়ে দেয়।
- এই অপবিত্র জীবন পথে কিভাবে আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা অর্জন করতে পারি পবিত্র বাইবেল সেই পথ আমাদের দেখিয়ে দেয়।
- কিভাবে একটি স্বর্গীয় আনন্দময় জীবন যাপন করা যায় পবিত্র বাইবেল সেই পথ আমাদের দেখিয়ে দেয়।

ঈশ্বরের এই পবিত্র বাক্য আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের জীবন গঠন করতে পারি– গড়ে তুলতে পারি– জীবনকে নির্মাণ করতে পারি। ঈশ্বর তাঁর এই

নিজের বাক্যকে ৮টি প্রতীকরূপে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। বাক্যকে বলা হয়েছে: খড়গ, হাতুড়ি, বীজ, আয়না, অগ্নি, প্রদীপ, খাদ্য ও দুধ।

কেন ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে এইসব প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। আপনার জীবনে যেভাবে এর প্রয়োজন সেভাবেই এই বাক্য আপনার সামনে এসে দাঁড়ায়।

- আপনার জীবন থেকে যখন অসাধুতা, পাপ, অন্যায় কেটে ফেলবার দরকার হয় তখন এই বাক্য তলোয়ার রূপে আপনার সামনে এসে দাঁড়ায় (ইব্রীয় ৪:১২)।
- আপনার জীবন যখন ভেংগে চুরে খান খান করার দরকার হয় যেন নতুন করে গড়তে পারেন তখন এটি হাতুরী হয়ে আপনার সামনে দাঁড়ায় (যিরমিয় ২৩: ২৯)।
- আপনার জীবনে যখন বৃদ্ধির প্রয়োজন, ফলের দরকার হয় তখন বীজ রূপে তা আপনার সামনে এসে দাঁড়ায় (১ পিতর ১:২৩)।
- আপনার নিজেকে যখন দেখবার প্রয়োজন হয়, আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তখন তা আয়না রূপে আপনার সামনে এসে দাঁড়ায় (যাকোব ১:২৩-২৫)।
- আপনার নিজেকে যখন খাঁটি শুদ্ধ ও পবিত্র করবার দরকার হয় তখন তা আগুন হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়ায় (যিরমিয় ২৩:২৯)।
- আপনি যখন অন্ধকারে ভ্রমন করেন, যখন আপনার পথ দেখাবার আলো প্রয়োজন হয়, তখন বাক্য প্রদীপ হয়ে আপনার আগে আগে চলে (গীত ১১৯:১০৫)।
- মানুষ ষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে– (রোমীয় ১০:১৭)। প্রচার না হলে লোকেরা কেমন করে বিশ্বাস করবে?
- প্রচারের দ্বারা লোকেরা পাক-পবিত্র হয়– (২ করি ৭:১)। আমাদের জীবন পবিত্র হয়।
- মানুষের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়– (১ যোহন ৫:১৩)। অনন্ত জীবন পেয়েছি।
- এই বাক্য প্রচারের মাধ্যমে মানুষ সান্ত্বনা লাভ করে– (১ থিষলনীয় ৪:১৮)। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা একে অন্যকে সান্ত্বনা দাও।
- নতুন জন্ম পায় (১ পিতর ১:২৩)। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নতুন জন্ম পায়।

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনের মানদন্ড হলে আমাদের জীবনই লাভবান হবে। কারণ আমরা জানি যে, ঈশ্বরের বাক্য মুক্তিদাতার সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই আসুন, আমাদের জীবনের সমস্ত কিছু দিয়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে

সম্মানিত করি– তাতে ঈশ্বর নিজে সম্মানিত হন আর তিনিও আমাদের সম্মানিত করার জন্য দু’পা এগিয়ে আসেন। আমেন।

যোহনের 'সুসমাচার' ও যীশুর বাপ্তিস্ম প্রসংগে . . .

"আরও অনেক উপদেশ দিয়ে যোহন লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন। লূক ৩:১৮

খ্রীষ্ট ধর্ম বিশ্বাসে সূতিকাগার নতুন নিয়ম থেকে আমরা প্রায়শই অনেক আলোচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি। ধর্মতাত্ত্বিক অনেক বড় বড় বিষয় প্রায়শই আমাদের নজর কাড়ে। কিন্তু আজকের আলোচনায় খুবই ছোট একটি বিষয়ের অবতারণা করবো। ছোট এই অর্থে যে তা প্রায়ই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় বা আমাদের চিন্তা চেতনায় তা খুব একটা ধরা পরে না।

আমরা যখনই সুখবর প্রচারের কথা বলি তখন আমরা সাধারণত যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার কথা, তাঁর বারো জন শিষ্যর কথা প্রকাশ করে থাকি– অন্য কারো কথা আমাদের খুব একটা মনে আসে না। কিন্তু আমরা জানি যে, তাঁর বারো জন শিষ্য ছাড়াও তাঁর সঙ্গে এমন অনেকে ছিলেন যারা যীশুর জীবনে অনেক প্রভাব রেখেছিলেন, যেমন যীশুর মা মরিয়ম, লাসারের বোন মরিয়ম, মগ্দলীনী মরিয়ম, এবং অন্য যারা যীশুর পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সুসমাচার প্রচারে তাদের ভূমিকাও কম ছিল না। এছাড়া মণ্ডলীর যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রথম মণ্ডলীর ডিকনস্‌গণ অসামান্য অবদান রেখেছেন, যেমন ফিলিপ। পরবর্তীতে আমরা প্রেরিত পৌল ও সহকারীরা অযিহূদীদের কাছে সুখবর প্রচারে এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন তা আমরা সকলেই জানি।

কিন্তু আজ আমি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা বলছি। সুখবর প্রচারে তাঁর কি কোন ভূমিকা ছিল? নতুন নিয়মের 'সুখবর'কে তিনি কোন চোখে দেখেছিলেন? প্রতিদিনের মত আজ পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে গিয়ে এই বিষয়টি উপর আমার মন আটকে গিয়েছিল যা নিয়ে চিন্তা করতে বসেছি এবং প্রসঙ্গক্রমে যীশুর বাপ্তিস্মের বিষ-য়টিও চলে এসেছে আজকের আলোচনায়।

যোহনের 'সুসমাচার' ও যীশুর বাপ্তিস্ম প্রসংগে ...

আজকের পবিত্র বাইবেল পাঠে লূক ৩:১-২২ পদ পাঠ করতে গিয়ে ১৮ পদে আমার চোখ আটকে গিয়েছিল যখন পড়লাম, "আরও অনেক উপদেশ দিয়ে যোহন লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন।"

সুসমাচার বা সুখবর শব্দটির সঙ্গে আমরা এত পরিচিত যে, সুসমাচার বলতেই আমরা বুঝে থাকি যীশু পাপী মানুষের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন– এই সত্য আমরা যারা বুঝি ও তাঁকে জীবনে গ্রহণ করি তারা পরিত্রাণ পাই। কিন্তু যখন যীশু আমাদের জন্য প্রাণ দেন নি, যীশু যখন তাঁর কাজ সেই অর্থে আরম্ভও করেন নি তখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন 'সুসমাচার' প্রচার করেছেন। প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে যোহনের সুসমাচার কি ছিল?

যখন আমরা লূকের লেখাগুলো ভাল করে বুঝে থাকি তখন দেখব যে, 'তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে সুখবর প্রচার করতেন'। এ থেকে আমরা একটা বিষয় বুঝি যে, আমরা প্রথাগত ভাবে সুসমাচার বলতে যা বুঝাই বা বুঝে থাকি এই সুখবর প্রচার এর চেয়েও বেশী কিছু।

আসুন দেখি যোহনের সুসমাচার প্রচারের মধ্যে কি কি ছিল, তিনি কিভাবে সুসমাচার প্রচার করেছেন। আমরা সবাই জানি যে, যোহন যীশুর জন্মের ছয় মাস আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে একটি বিশেষ মিশনে পাঠিয়েছিলেন। এই মিশনের কথ সদাপ্রভু ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন। যিশাইয় ৪০:৩-৫ পদে এই কথা লেখা আছে:

"একজনের কণ্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে, 'তোমরা মরুভূমিতে সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বর জন্য রাজপথ সরল কর। প্রত্যেক উপত্যকা উঁচু করা হবে, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিচু করা যাবে; অসমান স্থান সোজা হবে, উঁচু ও নিচু ভূমি সমতল হবে; আর সদাপ্রভুর মহিমা প্রকাশ পাবে, আর সমস্ত মানুষ একসঙ্গে তা দেখবে, কারণ সদাপ্রভু এই কথা বলেছেন।' " মূলত তিনি যীশুর আগে সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর হিসাবে সুখবর প্রচার করতেন।

আমরা দেখতে পাই লোকেরা যখন যোহনকে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি এই একই কথা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্ট নন। তিনি খ্রীষ্টের অগ্রদূত হিসাবে এসেছেন ও তাঁর মিশন সফল করার জন্য কাজ করছেন।

যোহন তাঁর মিশন সফল করার জন্য যিহূদীদের কাছে পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন। আমরা সবাই জানি তাঁর প্রচার শুনে

যিহূদীরা দলে দলে তাদের পাপ স্বীকার করে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিতে লাগলো। তা হলে প্রশ্ন হল "যোহনের সুসমাচার" কি ছিল? নতুন নিয়মের সুখবর বা যীশুর সুখবর থেকে যোহনের সুসমাচারের পার্থক্য কি? নাকি এই দু'জনের সুখবরের মধ্যে কোন যোগবন্ধন আছে? আজকের আলোচনায় তাই একটু খুঁজে দেখতে চাইছি।

যোহনের সুখবর প্রচার মূলত খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করার জন্য। মানুষ ও মানুষের মধ্যে একটি সমতল ভূমি প্রস্তুত করার জন্য। তাই তিনি মন পরিবর্তনার্থক বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন। আর সত্যি মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে লাগল। লোকেরা জর্ডান নদীর তীরে এসে তাঁর কথা শুনতেন ও অনুতাপ করতেন এবং বাপ্তিস্ম নিতেন। তিনি এভাবেই সুখবরের প্রাথমিক আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর প্রচারে তিনি খ্রীষ্টকে তুলে ধরতেন। তাঁর রাজ্য সম্বন্ধে কথা বলতেন। সামাজিক বৈসম্য থেকে সরে এসে মানুষকে মানুষ হিসাবে, নিজের ভাই ও প্রতিবেশী হিসাবে তাদের ভালবাসতে আহ্বান করতেন। তিনি পরিস্কার করেই জানতেন যে, খ্রীষ্ট এসে যে রাজ্য স্থাপন করবেন তার ভিত্তি হবে ন্যায় বিচার ও শান্তি, দয়া ও অনুগ্রহ। তাই তিনি মানুষকে তাদের পাপ থেকে দূরে সরে এসে একটি শান্তি ও ভালবাসাপূর্ণ জীবন যাপনে উৎসাহিত করতেন ও আগত খ্রীষ্টের দিকে চোখ রাখবার জন্য আহ্বান করতেন। হ্যাঁ, এভাবেই তিনি সুখবর প্রচারে অংশগ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয়ত আমরা দেখতে পাই যে, তিনি মনপরিবর্তনার্থক বাপ্তিস্ম প্রচার করতেন। অর্থাৎ যারা তাঁর কথা শুনে মন পরিবর্তন করতো, পাপের অনুতাপ করতো ও পাপের পথ থেকে ফিরে আসবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতো তিনি তাদের জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দিতেন। প্রশ্ন হল কেন তিনি জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দিতেন, কারণ বাপ্তিস্ম তো যিহূদীদের কোন রীতিনীতির মধ্যে বা কোন ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে না। পুরাতন নিয়মের কোন জায়গাতেই বাপ্তিস্মের কোন কথা পাওয়া যায় না, বা তাদের ইতিহাসের কোন জায়গাতেই বাপ্তিস্মের কোন চিত্র পাওয়া যায় না। তবে এই বাপ্তিস্ম এলো কোথা থেকে? আর যিহূদীরাই বা কেন বাপ্তিস্ম নিতে যাচ্ছে? এটা কি তাদের কাছে পরজাতীয় বা পরধর্মের কোন অনুষ্ঠান বলে মনে হয় নি? কিন্তু প্রকৃতই আমরা দেখতে পেয়েছি যে, অনেক লোক তাঁর প্রচার শুনে মন পরিবর্তন করেছেন এবং দলে দলে এসে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন।

যিহূদীদের মধ্যে বাপ্তিস্মের এই জাতীয় প্রথা না থাকলেও তাদের মধ্যে পবিত্র হওয়া, স্নান করে পবিত্র হওয়া ধর্মীয় বিধানের অংশ ছিল। লেবীয় পুস্তকে আমরা এসব

নিয়মের বিস্তারিত বিবরণ পাই। লেবীয় ১৬:৪ পদ আমাদের বলে, “সে (পুরোহিত) মসীনার পবিত্র পোশাক পরবে, মসীনার জাঙ্গিয়া পরবে, মসীনার কোমরবন্ধনী পরবে এবং মসীনার পাগড়ীতে বিভূষিত হবে; এসব পবিত্র পোশাক; সে জলে তার শরীর ধুয়ে ফেলে এসব পোশাক পরবে।” এছাড়া মহাপুরোহিত হারোণ যখন মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন তখন তাঁকে যা করতে হতো তা ১৬:২৩-২৪ পদে লেখা আছে, “আর হারোণ সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করবে এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সময়ে যেসব মসীনার পোশাক পরেছিল তা ত্যাগ করে সেই স্থানে রাখবে। পরে সে কোন পবিত্র স্থানে তার শরীর ধুয়ে ফেলে নিজের পোশাক পরে বাইরে আসবে এবং নিজের পোড়ানো-উৎসর্গ ও লোকদের পোড়ানো-উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে।”

এতে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে পবিত্র হওয়ার বা শূচি হওয়ার জন্য স্নান কর-ার বিধান ছিল। কিন্তু পাপ মুক্তির জন্য স্নান করার জন্য কোন বিধান পুরাতন নিয়মে দেখা যায় না। কিন্তু যোহন যখন অনুতাপ করার জন্য আহ্বান করেছেন তখন যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাপ থেকে মন পরিবর্তন করেছেন তাদের তিনি জলে ডু-বিয়ে অবগাহন বা বাপ্তিস্ম দিয়েছেন। বাপ্তিস্মটা ছিল একটি চিহ্ন যে, সে অনুতাপ করে মন পরিবর্তন করেছে।

পাপ ক্ষমার অবগাহন বা জলস্নান আমরা ভারতীয় হিন্দু ধর্মের মধ্যে দেখতে পাই। জলস্নান বা গঙ্গা স্নান হিন্দু ধর্মের মধ্যে খুব শক্তিশালী একটি প্রথা যা অতিপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। লোকেরা বছরে একদিন গঙ্গায় গিয়ে স্নান সেরে এসে মনে করত যে, তারা সারা বছর ধরে যে পাপ করেছে সেই পাপ এই স্নানের মধ্য দিয়ে ধৌত হয়ে গেছে। আজও হিন্দুদের মধ্যে এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল।

মুসলিমদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, যীশু ভারতে এসেছিলেন এবং কাশ্মিরে তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন ও সেখানে তাঁর কবর রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। অন্য দিকে যীশু ও যোহন ছিলেন ছয় মাসের ছোটবড় এবং সম্পর্কের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন মাসতুত ভাই। ঘটনাক্রমে দেখা যায় যে, এদের দু’জনেরই শিশুকাল ও বাল্যকাল পার হবার পর আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যোহনের জন্ম বিবরণ আছে আর আছে ৩০ বছরের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের বিবরণ। আবার যীশুর বাল্য কালের পর ৩০ বছর পর্যন্ত তাঁরও কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অনেকে এই ধারণা করতেই পারেন যে, হয়তো এই সময়

তারা কোন বিশেষ শিক্ষা-মিশনে বা কোন সফরে ছিলেন এবং তাদের সেবাকাজ শুরু করার জন্য যে জ্ঞান দরকার ছিল তা তারা এই সময়ে আহরণ করেছেন। এমনও কি হতে পারে না যে, তারা এই সময় ততকালীন হিন্দুস্থানে এসেছিলেন এবং এখানে এসে তারা পাপ মোচনের গঙ্গাস্নান দেখেছেন এবং ধারণাটি তাদের ভাল লেগেছে? হয়তো তারা যখন তাদের নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছেন ও পরিচর্যা কাজ শুরু করেছেন তখন গঙ্গাস্নানের এই ধারণাটিকে সামনে রেখে সেখানে জর্ডান নদীতে বাপ্তিস্মের প্রথা চালু করেছেন। শুধু তা-ই নয় তাঁর প্রচার কাজের সঙ্গে যখন এই রকম একটি প্রথা চালু করেছেন তখন অনেক সাড়াও পেয়েছেন। যীশু নিজেও বাপ্তিস্ম নিতে যোহনের কাছে এসেছেন এবং বাপ্তিস্ম নিয়েছে। যীশু নিজেও তাঁর পরিচর্যা কাজে এই বাপ্তিস্মের প্রথা বহাল রেখেছেন। নতুন নিয়ম অনুসারে যীশু দু'টি বিষয়কে মণ্ডলীতে আজ্ঞা হিসাবে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। এই দুটির একটি হল বাপ্তিস্ম। আজ খ্রীষ্টিয়ান পৃথিবীতে বাপ্তিস্ম ছাড়া কেউ খ্রীষ্টিয়ান হতে পারে না।

আমি হিন্দুদের গঙ্গাস্নান বিষয়টি উদাহরণ হিসাবে তুলে আনছি বলে আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। কারণ যীশু ও যোহন যে ভারতে এসেছিলেন তার কোন বাস্তব প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তাছাড়া এই বিষয়টি বিশ্বাস থেকেও বলি নি কিন্তু যুক্তি দিতে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি মাত্র।

এই আলোচনায় দু'টো বিষয় আমরা দেখেছি। বাপ্তিসস্মদাতা যোহনের সুখবর প্রচার করেছেন। মানুষকে পাপ থেকে তুলে আনার পরিচর্যা করেছেন যদিও সেই অর্থে খ্রীষ্টিয়ান মত সেই প্রচার ছিল না, কিন্তু তবুও শাস্ত্র তাকে সুখবর বলে আখ্যায়িত করেছে। যে বাপ্তিস্মের প্রথা তিনি শুরু করেছেন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী ও ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আজও তা গতিশীল আছে। মানুষ পাপ থেকে মুক্তির জন্য যীশুর চরণতলে সমর্পিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে।

ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসছেন

“তিনি ধন্য হোন, যিনি প্রভুর নামে আসছেন; আমরা সদাপ্রভুর গৃহ থেকে তোমাদেরকে আশীর্বাদ করি।” গীত ১১৮:২৬

দুই হাজার বছর আগে, যিহূদীদের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সদ্দূকী নামে যে সম্প্রদায় ছিল তাদের একটি ঐতিহ্য ছিল আর সেই ঐতিহ্য অনুসারে তারা বিশ্বাস করতো যে, খ্রীষ্ট নিস্তার পর্বের চারদিন আগে প্রকাশিত হবেন। সেজন্য তারা মন্দিরের ফটকগুলো খোলা রাখত যাতে তিনি সোজা তাঁর সঠিক জায়গায় প্রবেশ করতে পারেন। এই কারণে, যিহূদী জাতীয়তাবাদী দলগুলো এই বিশেষ দিনে প্রচণ্ড পরিমাণে উদ্দীপ্ত থাকতো। এই একই কারণে রোমানরা যারা সেই দেশটি শাসন করতো তারা এই দিনটিতে সমস্ত সৈন্যকে সক্রিয় ও সতর্ক রাখতো। তারা আশঙ্কা করতো যে, উগ্রবাদী যিহূদী গোষ্ঠীগুলো উগ্রবাদী কোন ধর্মীয় নেতার অধীনে অন্য আরেকটি বিদ্রোহের চেষ্টা করতে পারে যেমনটি অতীতে হয়েছিল। সেদিন যিহূদী ও রোমীয়দের মধ্যে উত্তেজনা খুব বেশি থাকতো।

সখরিয় ৯:৯ পদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য একটি গাধার উপরে চড়ে যীশু যিরূশালেমে প্রবেশের দিন বেছে নিয়েছিলেন যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে: “হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর; হে যিরূশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন; তিনি ধর্মময় ও তাঁর কাছে পরিত্রাণ আছে, তিনি নম্র ও গাধার উপর উপবিষ্ট, গাধার বাচ্চার উপর উপবিষ্ট।”

আপনি যদি যিরূশালেমের হোশান্না স্ট্রিট-এর উপরে দিয়ে যাতায়াত করেন আর আপনি যদি বেথেলহাম থেকে এবং তারপরে বৈথেনিয়ার মধ্য দিয়ে চলে আসেন তবে দেখবেন রাস্তাটি উপরের দিকে উঠে গেছে আর তা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে রাস্তাটির

চূড়ায় গিয়ে পৌঁছাবেন। আপনি সেখান থেকে দেখতে পাবেন যে, কিদ্রোন উপত্যকার অন্য পাশে যিরূশালেমের সুন্দর শহরটি দাঁড়িয়ে আছে। শহরটি দেখার ক্ষেত্রে এখন প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 'ডোম অফ দ্যা রক'। ডোম অফ দ্যা রকের গম্বুজটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে যেখানে শলোমনের, পরবর্তীতে মহান হেরোদ নির্মিত মন্দির এক সময় দাঁড়িয়ে ছিল। এই গম্বুজের অভ্যন্তরের শৈলটিতে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে "মহাপবিত্র স্থান" নামক জায়গাটি ছিল। এমনকি সেই পাথরের উপরে একটি খোদাই করা জায়গা আছে যেখানে সাক্ষ্য-সিন্দুকটি বসানো ছিল। সেই পর্বতটিকে এক সময় জলপাইয়ের পর্বত বলা হতো। এই পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার দুই-তৃতীয়াংশ পথের পরই 'চার্চ অফ অল নেশনস্' এবং গেৎশিমানী বাগান অবস্থিত।

যীশু একটি বাচ্চা-গাধার উপর বসে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করলেন। এটি এমন একটি গাধা যার উপর কেউ কখনও চড়েনি। এই গাধাটি স্বেচ্ছায় তার স্রষ্টাকে তার উপর চড়িয়ে রাস্তায় চলছিল। যখন আমরা মুক্তির জন্য যীশুর কাছে আসি ও তাঁর কাছে আমাদের নিজেদের জীবন সঁপে দিই ঠিক তেমনি সেই গাধাটিও যীশুকে বহন করার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। আমরা যখন তাঁর কাছে আসি তখন অনেক সময়েই আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতেই তাঁর কাছে আসি। আমরা তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পনের মধ্য দিয়ে নিজেকে আমাদের সৃষ্টিকতার কাছে তুলে দিই। আর সত্যি সমস্ত কিছুর স্রষ্টার পক্ষে নিজেকে কাজে লাগানোটা কত সম্মানের!

লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার সাক্ষী-জনতা চিৎকার করে বলেছিল "হোশান্না" যার অর্থ, "এখন আমাদের বাঁচান!" হিব্রু ভাষায় "ইয়াসা আন্না"। তারা গীত ১১৮:২৫-২৯ পদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছে যেখানে লেখা আছে: "হে সদাপ্রভু, মিনতি করি, উদ্ধার কর; হে সদাপ্রভু, মিনতি করি, সাফল্য দাও। তিনি ধন্য হোন, যিনি প্রভুর নামে আসছেন; আমরা সদাপ্রভুর গৃহ থেকে তোমাদেরকে আশীর্বাদ করি। সদাপ্রভুই ঈশ্বর; তিনি আমাদেরকে আলো দিয়েছেন; তোমরা দড়ি দিয়ে উৎসবের উৎসর্গের পশু বেদির শৃঙ্গে বাঁধ। তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রশংসা করবো; তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করবো। তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়; তাঁর অটল ভালবাসা অনন্তকালস্থায়ী।"

তারা বলছে সদাপ্রভু আমাদের রক্ষা করুন! সদাপ্রভুর নামে আসা মানে হল তাঁর কর্তৃত্ব সহকারে আসা। তিনি তাঁর আলো তৈরি করেছেন আমাদেরকে আলোকিত

করার জন্য। যীশু বলেছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর আলো। যিশাইয় ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট অযিহূদীদের কাছে আলোস্বরূপ হবেন। তারপরে ২৭ পদে একটি নির্ভুল এবং ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে মেষ শিশুর গ্রেপ্তার হওয়া ও ক্রুশারোপণের। তারপরে ২৮ পদে - তুমিই আমার ঈশ্বর! আহা! যদি তারা তাদের নিজস্ব ভবিষ্যদ্বাণী শুনে থাকত যা তারা বিশ্বস্ততার সাথে মুখস্ত করে রাখতো, এবং ২৯ পদটি অতি জনপ্রিয় গীত হয়ে উঠেছিল যখন শলোমনের নির্মিত মন্দির ঈশ্বরের উপস্থিতি পূর্ণ করেছিল। যাহোক, এটি একটি কোরাস যা শলোমনের দিনে লোকেরা মন্দিরে গাইতো এবং আমি মনে করি যে, তারা এটি ২ বা ৩ বারেরও বেশি গাইতো। ঈশ্বরের উপস্থিতি মন্দিরটি এতটাই পূর্ণ করেছিল যে, সকলেই সদাপ্রভু ঈশ্বরকে প্রণিপাত করেছিল (২ বংশাবলি ৭)।

প্রথম খেজুর পাতা রবিবার যিরূশালেমে ঠিক কী ঘটছিল? ঈশ্বরের উপস্থিতি মন্দিরে প্রবেশ করতে চলেছে, যিনি মাংসে মূর্তিমান স্বয়ং ঈশ্বর!

আপনি যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশের দিনে যা দেখতে পাচ্ছেন তা কি আপনার জন্য একটি ছবি? প্রভু আপনাকে পবিত্র আত্মার মন্দিরের জন্য চান। তিনি আপনাকে পূর্ণ করতে চান, যাতে খ্রীষ্ট মানে ঈশ্বরের উপস্থিতি যা আপনাদের মধ্যে থাকেন। তাই আমাদের রাজার উপস্থিতিতে উপচে পড়ে গাইতে হবে, "তিনি মঙ্গলময় এবং তাঁর ভালবাসা চিরকাল স্থায়ী"। আমরা কি একটি মন্দির হিসাবে আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিকে স্বাগত জানাচ্ছি? আমরা কি আমাদের অন্তরের দরজা খুলে রেখেছি এবং তাঁর প্রবেশের অপেক্ষা করছি? আমরা যখন তাঁকে আমাদের অন্তরে আসতে বলি তখন তিনি কে তা জানতে পেরেই কি অন্তরে আহ্বান করি? তিনি এমন নম্রভাবে আমাদের কাছে আসেন, তাই কখনও কখনও আমরা মনে করি তিনি কেবল আমাদের ভাই, কেবল ধর্মগ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদ, একটি সাধারণ দিনের কেবল একটি ইভেন্ট, তবে আমাদের জানা উচিত যে, তিনি রাজা! যিহূদীরা গীত ২৪ অধ্যায়ে গাইতো এমন এক প্রজন্মের বিষয়ে যারা ঈশ্বরের মুখ দেখতে চেয়েছিল। গীত ২৪:৭ পদে বলা হয়েছে: "হে তোরণদ্বারগুলো, মস্তক তোল; হে প্রাচীন সমস্ত কবাট, উত্থিত হও; প্রতাপের রাজা প্রবেশ করবেন।"

আপনি যেভাবে প্রত্যাশা করেন আপনার অন্তরে সেভাবে রাজা যীশুকে আসার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। লূক ১৯:৩৮ পদে লোকেরা চিৎকার করে স্বাগত জানিয়েছে:

"ধন্য সেই রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসছেন; স্বর্গে শান্তি এবং ঊর্ধ্বলোকে মহিমা।"

যে সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল, সেই সময় এটি প্রকাশ করা তাদের জন্য খুব বিপজ্জনক বিষয় ছিল। ফরীশীরা ভাববাদী সখরিয়ের লেখা পুস্তকের অংশ থেকে জানতো যেখানে রাজাকে একটি গাধার উপরে আসার বিষয়ে বলা হয়েছে এবং রোম এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখত। এই বিশেষ দিনটিতে কোনও রাজার বিষয়ে শ্লোগান দিয়ে কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কোন সহায়তা করছিল না। কিন্তু তবুও ফরীশীরা যীশুকে তাঁর শিষ্যদের তিরস্কার করতে বলেছিল যেন তারা চুপ থাকে। যীশু তাদের বললেন, "শিষ্যরা যদি চুপ করে থাকে তবে পাথরগুলো চেঁচিয়ে উঠবে।" যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীটির সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি যিরূশালেমের কন্যাকে "চিৎকার" করার আদেশটির বিষয় জানতেন এবং জানতেন যে, লোকেরা চিৎকার না করলেও তা পূর্ণ হবে।

পৃথিবীর সংস্কৃতি ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ। আমাদের অনেকেই কিউরিসিটি মেটাবার জন্য আন্তর্জাতিক পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে থাকি– বিশেষ করে ইন্টারনেটের বদৌলতে খুব সহজেই তা হাতের নাগালে পেয়ে থাকি। আমরা অনেকেই পত্রিকার শিরোনামগুলো দেখে থাকি, বিশেষ করে যেখানে কোনও লুকানো ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে বা কোনও গোপন কোড প্রকাশ করে থাকে যা প্রাচীন কোন লোক বলে গেছেন এবং তা পূর্ণ হয়েছে বলে পত্রিকায় শিরোনাম করে। আমরাও তা বুঝতে চাই ও তা মিলিয়ে দেখার জন্য সেগুলো পাঠ করি। আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয় এই কথা ভেবে যে, পত্রিকাগুলো বছরের পর বছর এসব লেখার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকলেও, লোকেরা এখনও তা পড়তে চায়। পবিত্র বাইবেল কখনও ভুল করে নি বলে সর্বজন স্বীকৃত। এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রতিটি নির্ভুল। ভবিষ্যতে কী কী হতে যাচ্ছে তা বিস্তারিতভাবে আমাদের জানিয়ে দেয়, তবুও বেশিরভাগ লোকেরা পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কখনই গ্রহণ করে না!

সখরিয় ৯:৯ পদে যিরূশালেমে প্রবেশকারী আমাদের প্রভুর বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। সেখানে সিয়োন এবং যিরূশালেমের কন্যার কথা বলেছে এবং প্রচুর আনন্দ করছে এবং লোকেরা চিৎকার করে আনন্দ করছে। লাসারের বোনেরা সত্যই তাদের ভাই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছে বলে আনন্দ করছিল। খ্রীষ্টের অনুসারী মহিলারা আনন্দ করেছিল যে, তারা ঈশ্বরের ভালবাসা পেয়েছে

এবং তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। প্রাচীন ইস্রায়েলে সেনাবাহিনী যুদ্ধে নামার সাথে সাথে চিৎকার উঠতো। যিরূশালেমে বিজয়ী হিসাবে প্রবেশ করার জন্য এখানে একটি ছোট্ট সেনা দল রয়েছে, তবে তারা একটি গাধার উপরে বসা শান্তি-রাজের নেতৃত্বে এসেছিল। তারা চিৎকার করে প্রশংসা করছিল।

তিনি একজন ধার্মিক হিসাবে এসেছিলেন। কত লোক ধার্মিকতায় যিরূশালেম প্রবেশ করেছিল তা কি বলা যায়? এরপরে সেই শক্তিশালী শব্দগুলো "হোশান্না, হোশান্না", অর্থাৎ "পরিত্রাণ কর" কর বলে চিৎকার করছিল। যীশু তাদের শান্তি দিতে এসেছিলেন। জনগণকে শান্তি দিতে তিনি শান্তিতে এসেছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাদের আত্মার উদ্ধারের চেয়ে রোমীয়দের করের হাত থেকে পরিত্রাণ চাইছিল। তাই কয়েক দিনের মধ্যে তারা যীশুর পরিবর্তে বারাব্বাকে মুক্তি দিতে চিৎকার করেছিল। যীশু দেখতে পেয়েছিলেন যে, এটিই তাদের মানসিকতা। তারা এই পৃথিবীর রাজত্ব চায়– জগৎ-রাজ্য চায়। হয়তো তাই প্রশংসার মাঝেও লোকেরা জাতীয় পতাকার মতো খেজুর ডালগুলো উড়াচ্ছিল, কিন্তু যীশু যিরূশালেম শহর দেখে কাঁদলেন।

লূক লিখিত সুসমাচারের ১৯:৪১,৪২ পদে বলে: "পরে যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন নগরটি দেখে তার জন্য কাঁদলেন, বললেন, তুমি, তুমিই যদি আজ যা যা শান্তিজনক, তা বুঝতে! কিন্তু এখন সেসব তোমার দৃষ্টি থেকে গুপ্ত রইলো।" শান্তি দিতে যে রাজা এসেছেন তিনি এমন কোনও নতুন রাজা নয় যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তিনি ছিলেন এমন এক রাজা যিনি তাদের ঈশ্বরের সাথে শান্তি দিতে এসেছেন। খ্রীষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যদি তিনি পার্থিব রাজা হন তবে যিহূদীদের ধ্বংস অনিবার্য। তারা যদি খ্রীষ্টের দেওয়া মুক্তি লাভ করে, তবে তারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না– যুদ্ধ ঘোষণাও করবে না, যে বিদ্রোহের কারণে অনেকে ধ্বংস হয়ে গেছে, রোমীয়রা তাদের হাজার হাজার লোককে ক্রুশে দিয়েছে।

যারা আমার এই লেখাটি পাঠ করছেন, আমি এখন আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আজ এই বিশেষ দিনে যীশু কি আপনার জন্য কাঁদছেন? কারণ তিনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনি যে শান্তির চেষ্টা করছেন এই শান্তি সেই শান্তি নয় যে শান্তি তিনি দিতে চান– আপনার চাওয়া শান্তি অন্য কিছু। তিনি দেখতে পান যে, আপনি যা বেছে নিয়েছেন তা আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি আপনাকে তাঁর বাহুতে জড়িয়ে রাখতে চান। তিনি চান যেন আপনি যিরূশামের মত না হন।

তিনি চান যেন এই বিশেষ দিনে তিনি যে শান্তি দিতে চান সেই শান্তি গ্রহণ করেন। আপনি স্বীকার করুন যে, কেবল আপনার নির্মাতাই সত্যিকার অর্থে আপনার শূন্যতা পূরণ করতে পারেন। সেই শূন্যতা তিনি তাঁর তৈরি জিনিসগুলো দিয়ে পূরণ করবেন তা নয়, কিন্তু তাঁর জীবন দিয়ে পূরণ করবেন।

সেই আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণীটির শেষ অংশটি দেখুন, "তিনি নম্র ও গাধার উপর উপবিষ্ট"। এই ভাবে প্রভু আজও আমাদের কাছে আসছেন। তিনি আলতো করে আমাদের হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়েন। তিনি কেবল আমাদের আমন্ত্রণে প্রবেশ করবেন। আমি তাঁর ধৈর্য দেখে অবাক হচ্ছি। এটি আমাদের হৃদয়কে ভেঙে দেয় যে, তিনি খুবই দৃঢ়, তবুও খুবই কোমল।

তখনকার দিনের রোমীয় শাসনকর্তা ও তাদের সৈন্যবাহিনী খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিল বলে মনে হয় না। এর কারণ ছিল যীশু ও যারা তাঁর সঙ্গে যিরূশালেমে প্রবেশ করছেন তাদের হাতে কোনও তলোয়ার নেই। যিহূদার প্রাচীন রাজার বংশধর, যোষেফ এবং মরিয়মের মধ্য দিয়ে যে রাজা এই পৃথিবী এসেছেন, তিনি একটি গাধার উপরে চড়ে যিরূশালেমে শহরে এসেছেন, এর অর্থ তারা শান্তিতে এসেছিলেন। শহরের লোকেরা তাঁকে ও তাঁর শিষ্যগণকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে তারা যদি যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে এসে দাঁড়াতো তবে এর অর্থ যুদ্ধ শুরু হতে চলেছিল। যীশু বিনীতভাবে এবং নম্রভাবে নিজেকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং গীতসংহিতা ১১৮ যেমন আশ্চর্যজনক বিষয়ে পরিপূর্ণ, তেমনি অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শীঘ্রই পূর্ণতা লাভ করবে। আসল বিজয়ী হিসাবে প্রবেশের জন্য সখরিয় ১৪ অধ্যায় দেখুন।

সখরিয় ১৪:২-৪ পদ বলে: "কারণ আমি সমস্ত জাতিকে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সংগ্রহ করবো; তাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল বাড়ির দ্রব্য লুণ্ঠিত ও স্ত্রীলোকেরা ধর্ষিতা হবে এবং নগরের অর্ধেক লোক নির্বাসনে যাবে, আর অবশিষ্ট লোকেরা নগর থেকে উচ্ছিন্ন হবে না। তখন সদাপ্রভু বের হবেন এবং সংগ্রামের দিনে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ঐ জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আর সেদিন তাঁর চরণ সেই জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা যিরূশালেমের সম্মুখে পূর্ব দিকে অবস্থিত; তাতে জৈতুন পর্বতের মধ্যদেশ পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে বিদীর্ণ হয়ে বিরাট বড় উপত্যকা হয়ে যাবে, পর্বতের অর্ধেক উত্তর দিকে ও অর্ধেক দক্ষিণ দিকে সরে যাবে।"

এটাই তো বিজয়ী হিসাবে প্রবেশ করা! সেই দিন আসছে যখন সেনাবাহিনী

যিরূশালেমকে ঘিরে ফেলবে। সেই সময় যিরূশালেমের পতন হবে এবং অর্ধেক লোককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তখন সদাপ্রভু নিজেই সেই সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যারা যিরূশালেম দখল করে নিয়েছিল।

আরও ভালভাবে জানার জন্য আমরা প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-১৬ পাঠ করতে পারি: "পরে আমি দেখলাম, স্বর্গ খুলে গেল, আর দেখ, সাদা রংয়ের একটি ঘোড়া; যিনি তার উপরে বসে আছেন, তিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় নামে আখ্যাত এবং তিনি ধর্মশীলতায় বিচার ও যুদ্ধ করেন। তাঁর চোখ আগুনের শিখা এবং তাঁর মাথায় অনেক রাজমুকুট; এবং তাঁর একটি লেখা নাম আছে, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর তিনি রক্তে ডুবানো কাপড় পরা; এবং "ঈশ্বরের বাক্য"– এই নামে আখ্যাত। আর স্বর্গের সৈন্যরা তাঁর পিছনে পিছনে যায়, তারা সাদা রংয়ের ঘোড়ায় আরোহী এবং সাদা পবিত্র মসীনার কাপড় পরা। আর তাঁর মুখ থেকে একটি ধারালো তলোয়ার বের হয়, যেন তা দ্বারা তিনি জাতিদেরকে আঘাত করেন; আর তিনি লোহার দণ্ড দ্বারা তাদেরকে শাসন করবেন; এবং তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ আঙ্গুরের কুণ্ড দলন করেন। আর তাঁর পরিচ্ছদে ও উরুদেশে এই নাম লেখা আছে– "রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।"

এখন যিহূদিয়ার রাজা যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। ন্যায়বিচার করতে আসা যীশু এখানে কোন নম্রররূপ নিয়ে আসেন নি। তিনি কি রকম ঈশ্বর হবেন যদি না তিনি মানুষকে তার কাজের হিসাবে দিতে না ডাকেন, যদি না তিনি দুষ্টদের প্রতি ন্যায়বিচার না করেন? যখন একজন হিটলার বা কোন অত্যাচারী শাসক মানুষের উপর শাসন করতে শুরু করে, তখন মানুষ আর্তনাদ করে বলে, "ঈশ্বর কোথায়?" যখন কোন অত্যাচারী নির্দোষকে হত্যা করে তখন মানুষ এমন প্রশ্ন করে, তাই নয় কি? ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সমস্ত বিদ্রোহের বিচারের মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। যখন ন্যায় বিচারের সেই দিনটি আসবে তখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, "ঈশ্বর কোথায়?" কারণ প্রত্যেকেই তাঁকে দেখতে পাবে। অবশ্যই, তখন দুষ্ট লোকেরা জিজ্ঞাসা করবে, "ভালবাসার ঈশ্বর কোথায়?" হ্যাঁ, সেই ভালবাসার ঈশ্বর এখন গাধার উপরে চড়ে যিরূশালেমে যাচ্ছেন। তিনি এই মুহূর্তে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, আপনি যে পথে চলেছেন সেই পথ কি আপনাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে? সত্যি প্রভুর দিন আসছে এবং এখন প্রভু যাদের আহ্বান করছেন তারা যদি তাঁর ডাকে সাড়া না দেন তবে সেই দিন তাদের জন্য তা খুব দেরী হয়ে যাবে।

ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসছেন

যিরূশালেমকে পৃথিবীর সেনাবাহিনী যখন লুট করতে থাকবে তখন তিনি ঈশ্বরের পবিত্রগণকে সাথে নিয়ে তাঁর যুদ্ধের স্থলে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন– আর ইতিমধ্যেই যারা মুক্তিপ্রাপ্ত তারা তাঁকে যুদ্ধে অনুসরণ করবে। দৃশ্যত ভাববাদী সখরিয় যে ভাবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেই অনুসারে তিনি জলপাই পর্বতে নেমে আসবেন এবং এতে সেই পাহাড়টি ফেটে গিয়ে একটি উপত্যকার সৃষ্টি করবে। তখন তিনি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার সম্পাদন করবেন, কারণ তিনি বিশ্বস্ত ও সত্য। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকতে ঈশ্বর অস্বীকারকারী দুষ্ট লোকদের শাস্তি না দিলে তিনি বিশ্বস্ত ও সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন না। তিনি ন্যায়বিচারের সঙ্গে বিচার করবেন এবং যুদ্ধ করবেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্য। যোহন পবিত্র আত্মার পরিচালনায় তাঁর সুসমাচারে লিখেছিলেন যে, ঈশ্বরের বাক্য মাংসে মূর্তিমান হয়ে আমাদের মাঝে বাস করেছেন। পৃথিবীর একজন শাসক হিসাবে তখন খ্রীষ্টের রাজত্ব শুরু হবে। যীশুর শিষ্যেরা যারা প্রথম দিকে তাঁর কাছে এসেছিলেন তারা আশা করেছিলেন যে, যেহেতু তারা তাঁকে খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকার করেছেন তাই তারা কোন না কোন পর্যায়ে ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তবে ক্ষমতাধররাই যে তাঁর পক্ষে রাজত্ব করবে তা নয়, প্রকৃতপক্ষে নম্ররাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবেন।

যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময়ে প্রতিটি হাঁটু নত হবে এবং প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে বলবে যে, যীশু হলেন প্রভু। তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে যে, তিনি রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু। সেই দিন ফরীশীরাও স্বীকার করবে এবং তারাও গীত ১১৮ এর বাণী উচ্চারণ করবে, "ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসছেন।"

আসুন আমরা সখরিয়তে ফিরে যাই এবং সখরিয় ১৪:৫-৯ পদ পাঠ করি: "অ-ার আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আসবেন, তোমার সঙ্গে পবিত্র ব্যক্তিরা সকলেই আসবেন। আর সেদিন আলো হবে না, জ্যোতির্গণ সঙ্কুচিত হবে। সে অদ্বিতীয় দিন হবে, সদাপ্রভুই তার তত্ত্ব জানেন; তা দিনও হবে না, রাতও হবে না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আলো হবে। আর সেদিন যিরূশালেম থেকে জীবন্ত জল বের হবে, তার অর্ধেক পূর্বসমুদ্রের ও অর্ধেক পশ্চিমসমুদ্রের দিকে যাবে; তা গ্রীষ্ম ও শীতকালে থাকবে। আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হবেন; সেদিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হবেন এবং তাঁর নামও অদ্বিতীয় হবে।"

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী যেমন পূর্ণ হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয়টিও পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ হবে।

তিনি পৃথিবীর রাজা হিসাবে রাজত্ব করবেন এবং ন্যায়বিচার ও বিচার সম্পাদন করবেন। এখনকার যিহূদীরা যে পথ বেছে নিয়েছিল তখন আমরাও সেই পথ বেছে নিতে চাইব। তারা ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন একটি পরিপূর্ণতা চেয়েছিল যেখানে তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্ষমতা গ্রহণ করে ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। তারা এমন একজন খ্রীষ্ট চেয়েছিল যেখানে তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে পূরণ করতে পারবে। তাদের হৃদয়ে আসল খ্রীষ্ট কখনও বিজয়ী হিসাবে প্রবেশ করেন নি। কিন্তু নম্র যীশু এখনও তাদের পরিত্রাণ করতে চান যারা তাঁকে তাদের হৃদয়ের উদ্ধারকর্তা হিসাবে বেছে নেবে। তিনি তাদের হৃদয়ে অবস্থান করতে চান, তিনি আপনাকে ছেড়ে দেবেন না। তিনি এখনও নিজেকে অফার করে চলেছেন, এবং আপনি তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দেবেন বলে তিনি অপেক্ষা করছেন। আমরা যদি তাঁর অফার গ্রহণ না করি তবে হয়তো একদিন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আজও যিরূশালেম পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। শান্তি আসবে তবে হঠাৎ তা চলে যাবে এবং যিরূশালেমকে তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু এক দিন প্রভু তাঁর সমস্ত পবিত্র লোকদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন কি আপনি তাঁর সাথে থাকতে পারবেন? অথবা পার্থিব তৃপ্তির মিথ্যের পিছনে গিয়ে চিরক-ালীন রাজার কাছ থেকে দূর হয়ে যাবেন?

খেজুর পাতার রবিবারে যে লোকেরা 'ইয়াসা আন্না' অর্থাৎ 'হোশান্না' বলে চিৎকার করছিল তারা এর চার দিনের মাথায়ই 'তাঁকে ক্রুশে দাও, 'তাঁকে ক্রুশে দাও', বলে চিৎকার করেছিল কারণ তারা যা চেয়েছিল তিনি তা করেন নি। তারা চেয়েছিল যে, তিনি তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন, রোমীয় শাসন থেকে মুক্ত করবেন কিন্তু তারা তাঁকে তাদের জীবনের প্রভু হতে দেয় নি– তাঁর দেওয়া শান্তি গ্রহণ করে নি।

বন্ধুরা, আপনারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন? খ্রীষ্টকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবেন, নাকি যাতে আপনার প্রত্যাশা পূরণ হয় সেজন্য তাঁকে ব্যবহার করতে চাইবেন? 'ইয়াসা আন্না'– আমাদের জীবনে এর অর্থ হতে হবে আমার নিজের বিভ্রান্তিকর ইচ্ছা থেকে 'এখনই বাঁচান'। তিনি যদি এখন আপনার হৃদয়ে রাজত্ব করতে চান আপনি কি আপনার হৃদয়ের দরজা খুলে দেবেন? আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রভু যখন দ্বিতীয় বার বিজয়ী হিসাবে এই ধরাধামে যিরূশালেমের পাহাড়ে এসে নামবেন তখন আপনি কোথায় থাকবেন? এটি আপনার উপর নির্ভর

করে। যদি আপনি আপনার হৃদয়ে প্রভুকে বিজয়ী হিসাবে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে থাকেন তবে আপনিও সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকবেন। আমেন।

“যাও, তোমার ছেলেটি বাঁচলো”

“পরে যীশু গালীলের সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন; তিনি লোকদের বিভিন্ন সমাজ -গৃহে উপদেশ দিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন এবং লোকদের সমস্ত রকম রোগ ও সমস্ত রকম অসুস্থতা থেকে তাদের সুস্থ করলেন।” মথি ৪:২৩

আমরা এখন করোনার দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলছি। এখনও সারা বিশ্বে প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। পৃথিবী যেন ক্রমাগত ভাবেই করোনার কাছে পরাজিত হচ্ছে। আমাদের কোন কিছুই যেন করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। আমাদের দেশে করোনা প্রবেশের আগে যেমনটা ভেবেছিলাম মনে হচ্ছে আমরা আক্রান্তের দিক থেকে সেই পথেই হাঁটছি। কিন্তু এর মধ্যেও আমি প্রভুর ধন্যবাদ করছি যে, বাংলাদেশের প্রতি এখনও প্রভুর দয়া অসীম। আমাদের অবস্থা এমন যে, ভেবেছিলাম হয়তো আমাদের দেশে মানুষকে কবর দেবার মত লোক পাওয়া যায় কিনা! কিন্তু প্রভু আমাদের সেই আতঙ্ক থেকে রেহাই দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে– আমাদের ইনফেকশন রেট হাই হলেও আমাদের মৃত্যুর রেট খুবই নগন্য। আর এটা আমাদের মধ্যে একটু স্বস্তি নিয়ে এসেছে।

আজ নতুন নিয়মের যোহনের পুস্তকের ৪:৫০ পদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে লেখা আছে, ‘যাও তোমার ছেলেটি বাঁচলো।’

আমাদের পাঠক সমাজ হয়তো জানেন কোথায় সেই ঘটনা ঘটেছিল– গালীলের কান্না নগরে যেখানে যীশু খ্রীষ্ট জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন (৪৬ পদ)। তিনি সেখানে আবার এসেছিলেন। সেখানে এসে তিনি দেখতে চাইলেন তাঁর কৃত অলৌকিক কাজের ফলে সেখানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা। তিনি সেখানে

আসলেন যেন তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করতে পারেন এবং সেই জল সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলতে পারেন যা তিনি আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন। সুসমাচারের লেখক আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এই অলৌকিক কাজের কথাটি উল্লেখ করেছেন, যেন আমরা যীশু খ্রীষ্টের সাধিত সমস্ত অলৌকিক কাজগুলো মনে রাখি।

“যাও, তোমার ছেলেটি বাঁচলো”– এই সুস্থতার জন্য অনুরোধকারী ছিলেন একজন রাজ-কর্মচারী তার ছেলের জন্য। এই রাজ-কর্মচারী ছিল তখনকার দিনের একজন জমিদার। তার বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল, অনেক প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল, একটি নির্দিষ্ট এলাকা তার শাসনের অধীনে থাকতো– তিনি ছিলেন একজন রাজ সভাসদ, যিনি রাজার পক্ষে বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতেন। যেখানে এই রাজকর্মচারী বাস করতেন কান্না নগর থেকে সেই কফরনাহূমের দূরত্ব ছিল পনের মাইল। যীশু খ্রীষ্ট তখন কান্না নগরে অবস্থান করছিলেন, তাই রাজ-কর্মচারী তার ছেলের সুস্থতার জন্য পনের মাইল দূরে খ্রীষ্টের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে বিনম্রভাবে অনুরোধ করলেন যেন তিনি কফরনাহূমে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থ করেন (৪৭ পদ)।

এখানে আমরা পুত্রের প্রতি পিতার আবেগপূর্ণ ভালবাসা দেখতে পাই। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়বার পর থেকে তিনি তার সুস্থতার জন্য এমন কিছু ছিল না যা তিনি করেন নি, কিন্তু এতে কোন ফল হয় নি। কোন ডাক্তার ছেলেটিকে সুস্থ করতে পারে নি। একজন ক্ষমতাবান মানুষ হয়েও তার ছেলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসহায়। তাই তিনি স্বয়ং যীশুর কাছে ছুটে আসলেন, শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে। তিনি খুব বিনম্রভাবে যীশুর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যত মহান ব্যক্তিই হই না কেন আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন আমাদের অবশ্যই একজন ভিখারীর মত আসতে হবে এবং আবেদন করতে হবে নিঃস্ব ব্যক্তির মত। এখানেও আমরা সেই একই চিত্র দেখতে পাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন রাজ-কর্মচারী যীশুর কাছে আসলেন? এতে আমরা বুঝতে পারি যে, যীশু খ্রীষ্ট ইতিমধ্যেই সাধারণ লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন– ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন ভাববাদী হিসাবে। কান্না নগরে তিনি যে জল থেকে আঙ্গুর রস তৈরি করে লোকদের খাইয়েছেন সেই আশ্চর্য কাজের কথা হয়তো লোক মুখে শুনে থাকবেন, হয়তো শুনে থাকবেন যীশু ইতিমধ্যেই অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থ করেছেন তাঁর অলৌকিক কাজের মাধ্যমে। হয়তো এর ফলেই তার মধ্যে

বিশ্বাস জন্মেছিল যে, যীশু তাকে বিপদের সময়ে সাহায্য করতে পারবেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যদিও তার ছেলের অবস্থা খুব শোচনীয় তবুও যীশুকে যদি তার বাড়িতে নিয়ে আসা যায় তবে তিনি ইচ্ছা করলে তাকে সুস্থ করতে পারবেন।

এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতই কাজ করেছিলেন, যা আমরাও করে থাকি। যখন কোন লোক অসুস্থ হয়, তখন যারা তার চিকিৎসা করবে হয়তো তাদের আমরা ডেকে আনি অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে তার কাছে নিয়ে যাই। একই ভাবে তিনি যীশুকে ডেকে আনতে গিয়েছিলেন যেন তিনি তার ছেলেকে সুস্থ করেন। তিনি এটা বিশ্বাস করেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করতে পারবেন। এই জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি তার সাথে যান এবং তার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থ করেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যীশু তার ঘরে যাবেন এবং তার ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তার ছেলের সুস্থতার ব্যাপারে অনিশ্চিত ছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট কিভাবে তার ছেলেকে সুস্থ করেন তাও হয়তো তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। হয়তো তিনি একথা বুঝতে পারেন নি যে, যীশু খ্রীষ্ট চাইলে তিনি তার সংগে না গিয়েও এখান থেকেই তার ছেলেকে সুস্থ করতে পারেন।

আর এরকম দৃষ্টান্তও নতুন নিয়েমে আছে, তাই নয় কি? অন্য আরেক জন যীশুর কাছে এসেছিলেন তার ছেলের সুস্থতার ব্যাপারে– যীশু তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই ভদ্রলোক নম্র হয়ে বলেছিলেন 'আমার সেই যোগ্যতা নেই যে, আপনি আমার গৃহে যান– আপনি এখান থেকে বললেই আমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে।'

কিন্তু এখানে রাজ-কর্মচারী চেয়েছিলেন যেন যীশু তার সঙ্গে তার বাড়ীতে যান। আর আমরা দেখতে পাই রাজ-কর্মচারীর এই আবেদনের প্রেক্ষিতে যীশু তাকে ভদ্রচিত তিরস্কার করলেন (৪৮ পদ)। যীশু তাকে বললেন, "চিহ্ন-কার্য এবং অদ্ভূত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কি কোন মতে বিশ্বাস আনবে না?" যদিও এই সময় তিনি তার ছেলের ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং বহুদূর থেকে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তবুও যীশু তাকে তিরস্কার করলেন। তিনি তার ছেলের সুস্থতার বিষয়ে কোন কথা না বলে বরং যীশু প্রথমে তাকে তার পাপ এবং দুর্বলতা দেখিয়ে দিলেন– তার বিশ্বাসহীনতা প্রকাশ করলেন যেন তাকে করুণা করার জন্য প্রস্তুত করতে পারেন। কেউ যদি যীশু খ্রীষ্টের সাহায্যের আকাঙ্খী হয় তাহলে তাঁর তিরস্কারও তাকে নম্রভাবে গ্রহণ করতে

হবে।

এই করোনার মধ্যে যখন আমরা প্রতিদিন যীশু খ্রীষ্টকে ডাকছি– পৃথিবীকে সুস্থ করার আবেদন করছি, তখন আপনি কি তার তিরস্কার শুনতে পাচ্ছেন?

আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন, তিনি বলছেন, এখন কেন সকাল সন্ধ্যা আমায় ডাকছো? আমার কথাগুলো কি নতুন নিয়মে লিপিবদ্ধ নেই, তবে তা মানছো না কেন? পৃথিবীর যে দায়িত্ব তোমাদের হাতে দিয়েছিলাম তা ধ্বংস করছো কেন? সম্পর্কের যে সমস্ত বিধান দিয়েছি তা মান্য করছো না কেন? গরীবদের, প্রতিবেশীদের, তোমার ভাইদের ভালবাসতে বলেছি– পরিবর্তে তাদের উপর অত্যাচার করছো কেন? এরকম হয়তো আরো হাজারো কথা আছে যা দিয়ে আমাদের তিরস্কার করছেন– শুনতে পাচ্ছেন কি? দয়া করে প্রার্থনার শেষে কান পেতে থাকুন আপনার হৃদয়ের ধুপ্‌ধুপ্‌ শব্দের প্রতি। মনে রাখবেন এটা আপনার ১০০জি কমিউনিকেশন– যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আজও আপনার সঙ্গে কথা বলেন– দেখিয়ে দেন আপনার করণীয়।

এই কাহিনীতে দেখা যায়, রাজ-কর্মচারী নাছোড়বান্দার মতই অনুরোধ করতে লাগল (৪৯ পদ): "হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাবার পূর্বেই আসুন।" তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করতে পারবেন, কিন্তু মারা গেলে পর জীবন দিতে পারবেন না। আর এই জন্য তিনি বলে উঠলেন, "হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাবার পূর্বেই আসুন।" তিনি এমনভাবে অনুরোধ করলেন যেন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। তিনি হয়তো জানতেন না যীশুর ক্ষমতা কেবল দৈহিক রোগ সুস্থতা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু মৃত্যু থেকে জীবন দানেরও বটে। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, ভাববাদী এলিয় ও ইলিশায় মৃত বালককে জীবন দান করেছিলেন। আমাদের খ্রীষ্টের ক্ষমতা কি তাদের চেয়েও কম? লক্ষ্য করুন, রাজকর্মচারীর কথায় কি অস্থিরতা রয়েছে: "দয়া করে আমার ছেলেটি মারা যাবার আগেই আসুন" যেন সেখানে বিপদ তার সময়কে কেড়ে নিচ্ছে।

আমরা দেখতে পাই যে, তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট অবশেষে তাকে শান্তির উত্তর দিয়েছিলেন (৫০ পদ): "যাও, তোমার পুত্র বাঁচলো।"

খ্রীষ্টের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি উপস্থিত না থাকলেও রোগ থেকে আরোগ্যদান করতে সক্ষম। খ্রীষ্ট এখানে রোগীকে কোন কিছুই বলেন নি, কিছুই করেন নি, কোন আদেশ রোগীকে পালন করতে হয় নি, তথাপি সুস্থ করার কাজ

সাধিত হয়েছে: 'তোমার ছেলেটি বাঁচল।' ধার্মিকতার সূর্যের রশ্মি স্বর্গের সীমানা থেকে আরোগ্যদানের কাজ শুরু করে এবং এর প্রভাব একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে বিতরণ হতে থাকে। সূর্য রশ্মির উত্তাপ থেকে কোন কিছুই লুক্কায়িত থাকতে পারে না। যদিও খ্রীষ্ট এখন স্বর্গে আছেন এবং তার মণ্ডলী এই পৃথিবীতে রয়েছে, তবুও তিনি সুস্থতার আশীর্বাদ স্বর্গ থেকে পাঠাতে পারেন। আর এজন্য আজও আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। কারণ আমরা জানি তিনি এই পৃথিবীতে না থাকলেও– স্বর্গে পিতা-ঈশ্বরের কাছে থাকলেও এই পৃথিবীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আছে। আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আছে। আজও তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রার্থনা শুনেন।

এই রাজ-কর্মচারীটি চেয়েছিলেন যেন তিনি তার সাথে তার গৃহে যান এবং তার ছেলেকে সুস্থ করেন। খ্রীষ্ট তার ছেলেকে সুস্থ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার সাথে যান নি। লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর কথা দ্বারা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। "যাও, তোমার ছেলেটি বাঁচলো", এই উক্তির দ্বারা তিনি দেখালেন যে, তিনি তাকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁর ক্ষমতা যাকে খুশি তাকেই জীবিত করতে পারে।

পবিত্র শাস্ত্র বলে, "যীশু সেই ব্যক্তিকে যে কথা বললেন, তিনি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন।" যদিও তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় ছেলেকে রেখে এসেছিলেন, তথাপি খ্রীষ্ট যখন বললেন, "তোমার ছেলেটি বাঁচলো– তখন সে বাঁচবেই।"

যীশু যে সময় বলেছিলেন তোমার ছেলে বাঁচলো– ঠিক সেই সময়েই সেই ছেলে সুস্থ হয়েছিল। রাজ-কর্মচারীর দাসেরা দ্রুত মনিবের কাছে খবর নিয়ে এসেছিল এই শুভ সংবাদ দেবার জন্য।

তিনি তার দাসদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ ঘটিকায় তাঁর উপশম আরম্ভ হয়েছিল?" তারা তাকে উত্তর দিল, "গতকাল সপ্তম ঘটিকার সময়ে তার জ্বর ছেড়ে গেছে।" সময়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে দুপুর একটার সময়। ছেলেটির পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক সেই সময়েই যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলেটি বাঁচলো।"

হাল্লেলূইয়া! আমি বিশ্বাস করি তিনি যখন বলবেন, "তোমরা করোনার হাত থেকে বাঁচলে– আমরা ঠিক সেই সময়েই করোনার হাত থেকে বাঁচবো। আর সেই সময়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে যেন দ্রুত আমাদের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন ও বলেন, "তোমরা করোনার হাত থেকে বাঁচলে।"

"যাও, তোমার ছেলেটি বাঁচলো"

আমি বিশ্বাস করি তিনি পৃথিবীবাসীর পরীক্ষা নিচ্ছেন– আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আমরা যেন দ্রুত তাঁর কাছে ফিরে আসি, তাঁর পক্ষের নীচে আশ্রয় নিই। তিনি যে দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়েছেন– এই প্রকৃতির পালন করার, প্রাণীজগত পালন করার, স্বাস্থ্যের নিয়মগুলো পালন করার– আমরা মানুষেরা যেন সেই কাজটি যথাযত ভাবে পালন করি। আমি বিশ্বাস করি আমরা খুব শ্রীঘ্রই প্রভুর মুখ থেকে শুনতে পাব "তোমরা করোনার হাত থেকে বাঁচলে।" প্রভু তা-ই বলুন। আমেন।

‘ইম্মানূয়েল’ এর অর্থ, ব্যবহার ও ব্যাপকতা

“অতএব প্রভু নিজে তোমাদেরকে একটি চিহ্ন দেবেন; দেখ, এক জন কুমারী কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম ইম্মানূয়েল [আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর] রাখবে।” যিশাইয় ৭:১৪

‘ইম্মানূয়েল’ নামটি একটি হিব্রু নাম। হিব্রু বাইবেলে প্রথমবারের মত এই নামটি প্রকাশ পেয়েছে হিব্রু জাতির ইতিহাসে বিখ্যাত এক ভাববাদী যিশাইয়ের মধ্য দিয়ে। তিনি প্রথমবার ইম্মানুয়েল নামটি ৭:১৪ পদে ব্যবহার করে যিহূদীদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেন। এই নামটির অর্থ হল ‘আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর’। পবিত্র বাইবেলের ৬৬টি পুস্তকের মধ্যে যিশাইয় সরাসরি ২ বার এই নামটি ব্যবহার করেছে এবং এর অর্থ হিসাবে আর একবার ব্যবহার করেছেন। পবিত্র বাইবেল লেখকদের মধ্যে দ্বিতীয় যে ব্যক্তির লেখনীতে আমরা এই নামটি পাই তিনি হলে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য মথি যিনি যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-সংক্রান্ত বিবরণ লিখতে গিয়ে এই নামটি ব্যবহার করেছেন।

‘ইম্মানূয়েল’ নামটি যিশাইয় ভাববাদীর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল ইতিহাসের এক বিশেষ মূহূর্তে– একটি নির্দিষ্ট সময়ে। যিহূদার সিংহাসনে তখন রাজা আহস অধিষ্ঠান করছেন। সময় তাদের ভাল যাচ্ছিল না। তাদের শত্রু রাজ্য সিরিয়া ও ইস্রায়েল চারদিক থেকেই তাদের চেপে ধরছিল। তাদের নিজেদের শক্তিতে যে তারা উদ্ধার পেতে পারবে না তা তারা খুব ভাল করেই জানত। সেজন্য রাজা ঐশ্বরিক সাহায্য কামনা করছিলেন। আর ভাববাদী যিশাইয়ের মধ্য দিয়েই এই আশার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যে, ইম্মানূয়েল আসছেন। ‘ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আছেন’ তাই তাদের শত্রুদের ভয় পেতে হবে না। এই জন্যই ইম্মানূয়েলর এই চিহ্ন তাদের

দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা বুঝতে পারে যে, ঈশ্বর নিজে এসেই তাদের মুক্ত করবেন।

পবিত্র বাইবেলের পণ্ডিতগণ এই কথা স্বীকার করেন যে, ইম্মানূয়েলের যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা শুধু ঐতিহাসিক অর্থেই প্রকাশ করা হয় নি কিন্তু তার একটি সার্বজনীন অর্থ আছে– আর সেই অর্থ হল ঈশ্বর নিজেই মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে মানুষের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের মুক্তিদাতা হবেন।

যদিও ইতিহাসের বিশেষ সময়ে এই নামটি একজন ভাববাদীর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল কিন্তু এর শাব্দিক অর্থের ধারণা প্রচলিত ছিল আরও হাজার হাজার বছর আগে থেকে– সেই সৃষ্টির আরম্ভ থেকে। ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করে এদোন বাগানে রেখেছিলেন পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে পরিষ্কার ভাবে এই কথা লেখা আছে যে, তিনি বাগানে গমনাগমন করছিলেন বা হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন এবং আদমকে ডাকছিলেন। হ্যাঁ, তিনি সৃষ্টির শুরু থেকেই তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন– ইম্মানুয়েল শব্দের মানেও তাই ‘ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।’ আদম অর্থাৎ মানুষ তার অবাধ্যতার কারণেই তাঁর সঙ্গ হারিয়েছিল কিন্তু তবুও কি তিনি মানুষের সঙ্গে ছিলেন না? তিনি যদি মানুষের সঙ্গে না থাকতেন তবে আমরা নূহ্‌কে ধার্মিক হিসাবে পেতাম না– জলপ্লাবনে সবই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু তিনি মানুষ ও মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীও জীবিত রেখেছিলেন যেন ইম্মানূয়েল নামের মধ্যে যে বৃহত্তর অর্থ আছে– যে সজীবতা ও প্রাণের স্ফূরণ আছে তা প্রকাশিত হয়। আর আমরা এই জন্যই নোহের বংশধর অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগোযোগের সূত্র দেখতে পাই এবং তিনি তাঁর মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ জাতিকে নির্মাণ করলেন– তাকে বাড়িয়ে তুললেন– অবশেষে মোশির মধ্য দিয়ে সেই জাতিকে সত্যিকারের জাতিতে রুপান্তর করে তাঁর নিজের লোক বা জাতি বলে স্বীকৃতি দিলেন। এই সময়েই আমরা ইম্মানূয়েলের আরেকটি অর্থেও চলমান দেখতে পাই। তিনি যখন এই জাতিকে জাতি হিসাবে গঠনের কাজ শুরু করলেন তখন আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর দিনের বেলা মেঘের স্তম্ভ ও রাতের বেলা আগুনের স্তম্ভের মধ্যে থেকে তাদের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ইম্মানূয়েল– তিনি তাদের সঙ্গে আছেন। একাধারে ৪০টি বছর ধরে তিনি একই রূপে অবস্থান করে, তাদের সমস্ত যোগান অর্থাৎ তাদের খাবার, জল ও ছায়ার ব্যবস্থা করে ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ইম্মানূয়েল– তিনি তাদের সঙ্গে আছেন। তিনি সঙ্গে থাকলে প্রাণহীন মরুভূমিতেও খাবারের অভাব হয় না– তপ্ত রোদ্দূরেও শীতল ছায়া

পাওয়া যায়, কোন ঝর্ণা না থাকলেও পাথর থেকে জল পাওয়া যায়– নিকোষ অন্ধকার থাকলেও আলো পাওয়া যায়। কিন্তু নির্বোধ ইস্রায়েলীয়রা জীবনের সেই উৎসকে চিনতে পারে নি– বার বার বিদ্রোহ করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

তারা সেই প্রতিশ্রুত কনান দেশে প্রবেশের পর যখন তাদের বস্ত্র, খাবার ও থাকবার জায়গার জন্য প্রকৃতি দত্ত সমস্ত কিছুই ছিল– তখন সেই মেঘের স্তম্ভ ও আগুনের স্তম্ভ হয়ে থাকার প্রয়োজনও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে থাকেন নি। এরপর থেকে ঈশ্বর তাদের অস্থায়ী মন্দিরে সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপর তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সেই জাতির সঙ্গে বর্তমান ছিলেন। আর এই বিষয়টি তারা জানতো যে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপর তাঁর উপস্থিতি রয়েছে। সত্যিকার ভাবে সাধারণ মানুষ মনে করতো যে, এই সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরই ঈশ্বর সদাপ্রভু আছেন আর অন্যান্য জাতির লোকেরা মনে করতো ইস্রায়েলের দেবতা তাদের সঙ্গেই থাকেন আর তিনি থাকেন ঐ সিন্দুকে।

ইস্রায়েলের রাজাদের যুগে যখন সাক্ষ্য-তাম্বু ছেড়ে ‘সাক্ষ্য-সিন্দুক’ পৃথিবীর সবচেয়ে জাকজমকপূর্ণ মন্দিরে– শলোমন নির্মিত মন্দিরে আসলো তখনও ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতির মেঘ ও মেঘের ধূয়া দিয়ে লোকদের মনে এই আশা ও বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের সঙ্গে আছেন। তিনি ইম্মানূয়েল। যতদিন ইস্রায়েলীয়দের জীবনে এই মন্দির ছিল ততদিন তাদের মনের মধ্য থেকে এই বিশ্বাস হারিয়ে যায় নি।

কিন্তু আমরা জানি পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে প্রায় ৪০০ বছরের একটি সময় আছে যখন ঈশ্বর কোন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে কথা বলেন নি। সেই সময় যে মন্দির ছিল এবং যীশুর জন্মের আগে নতুন করে নির্মিত মন্দির যাকে মহান হেরোদের মন্দির বলা হয়ে থাকে সেখানে এই সাক্ষ্য-সিন্দুক ছিল না। কারণ যিহূদীদের যখন নবুখদনিৎসর বন্দি করে নিয়ে যান তখন যিরূশালেম ও এর মন্দির পুড়িয়ে দেন তখন এই সাক্ষ্য-সিন্দুক অর্থাৎ ‘গৌরবের গৌরব’কে তুলে নেওয় হয়। পরবতর্তীতে যে মন্দির নির্মিত হয়েছিল বেশীরভাগ পণ্ডিতদের মতামত যে, সেখানে সাক্ষ্য-সিন্দুক ছিল না– যদিও সেখানে মহাপবিত্র স্থান ছিল এবং করুবগণের মূর্তি ছিল।

হয়তো ইস্রায়েলীয়দের জাতীয় অর্থে যে ‘ইম্মানূয়েল’ ও এর অর্থ বিরাজমান ছিল সেই অর্থ থেকে বের হয়ে আসার সময় কাছে এসেছিল। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে, ইস্রায়েলের এই জাতীয় অর্থ থেকে বের হয়ে এসে যেন ইম্মানূয়েলের সার্বজনীন অর্থ

ব্যবহার করতে শুরু করে।

এই চারশত বছরের নীরব সময়টা ছিল একটি ঐতিহাসিক রির্ফমেশনের যুগ। এই সময়ে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড ঘটে যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। বিশেষ করে প্যালেষ্টাইন বা যিহূদীদের দেশে নানা রকম আগ্রাসন হতে থাকে। রোমান, গ্রীকদের রাজত্বের এক শক্তিশালী আগ্রাসন দেখা যায় যার মধ্য দিয়ে যিহূদী জাতি তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতায় জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়, এবং তাদের দেশ রোমানদের সাম্রাজ্যের অংশ হয়। এজন্য প্রায়ই তাদের মধ্যে বিদ্রোহ হতে দেখা যায়। এমন একটি বৈরি অবস্থায় যিহূদীরা ছিল যে, তারা ভুলেই গিয়েছিল যিহোবা ঈশ্বর, যিনি ‘ইম্মানূয়েল’ নামে পরিচিত তিনি তাদের সঙ্গে আছেন।

কিন্তু ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন ইম্মানূয়েলের সার্বজনীন অর্থ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ইম্মানূয়েলের মানুষ হয়ে এসে মানুষের সঙ্গে বাস করার অর্থ বাস্তবে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই তিনি জাতিদের শাসন দ্বারা একটি মহা ব্যবস্থাপনা স্থাপন করেছিলেন যেন তারা সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে একটি সংযোগের গণমাধ্যম হয়ে ওঠে। আর সত্যিই সেই সময়কার রোমীয় সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে যাতায়াতের একটি মহা কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই জন্য পবিত্র বাইবেল বলে ‘সময় পূর্ণ হলে’ পর ঈশ্বর চাইলেন যেন ইম্মানূয়েলের সার্বজনীন অর্থ প্রকাশিত হয়। যোহন সুসমাচারে ১:১৪ পদ আমাদের কাছে ঘোষণা করে যে, ইম্মানূয়েল মাংসে মূর্তিমান হলেন– মানুষ হলেন। ফিলিপীয় ২:৭ পদ অনুসারে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন, দাসের রূপ ধারণ করলেন– মানুষ হলেন। হ্যাঁ, তিনি মরিয়মের কোল আলো করে আসলেন। মথি তাঁর সুসমাচারে আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন যে, পুরাতন নিয়মে যে ইম্মানূয়েলের ভবিষ্যিদ্বাণী করা হয়েছিল ইনিই সেই ইম্মানূয়েল যিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন।

সুসমাচার লেখক মথি শুধু তাঁর নাম প্রকাশ করলেও অন্যান্য লেখকরা “আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর” এই শিক্ষা বা কনসেপ্ট নতুন নিয়মের সব লেখকেরাই তাদের লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, তিনি যাদের জন্য, যাদের মাঝে এলেন সেই যিহূদীরা তাকে গ্রহণ করেন নি। তিনি সত্যিকারের একটি জীবন তাদের মধ্যে কাটালেন, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি সেই ইম্মানূয়েল তাদের সঙ্গে বাস করার জন্য এসেছেন– এককেটি শক্তিশালী আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে

তিনি তা প্রমাণ করলেন তবুও এই যিহূদীদের চোখের আবরণ দূর হল না এবং তাঁকে ইম্মানূয়েল হিসাবে– খ্রীষ্ট হিসাবে গ্রহণ করলো না। কিন্তু তবুও পিতা-ঈশ্বর তাঁকে যে মিশন দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন– যেন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারে যে তিনি তাদের সকলের সঙ্গে আছেন সেজন্য সমস্ত মানুষের পাপের ভার তুলে নিয়ে মানুষ হিসাবে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, আর মানুষ হিসাবে পুনরুত্থানের অগ্রীম ফসল হিসাবে তিনি পুনরুত্থিত হলেন, তাঁর ১২ জন্য শিষ্যর সম্মুখে তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে গেলেন তবুও এই জাতি খ্রীষ্ট হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করলো না।

তিনি যখন এই পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে ছিলেন তখন তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন– একই সঙ্গে সকলের সঙ্গে থাকতে পারেন নি। তাই তিনি স্বশরীরে পিতার কাছে যাবার সময়ে বলেছিলেন, “আমি যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।” আর এই কথার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই পঞ্চাশত্তমীর দিনে। তিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আবার এই পৃথিবীতে মানুষের কাছে– এমন কি মানুষের মধ্যে ফিরে এলেন। সেইজন্যই প্রকাশিত বাক্য ৩:২০ পদে তাঁর চিরন্তন আকাঙ্খার কথা শুনতে পাই, “দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি ও আঘাত করছি; কেউ যদি আমার গলার আওয়াজ শুনে ও দরজা খুলে দেয়, তবে আমি তার কাছে প্রবেশ করবো ও তার সঙ্গে ভোজন করবো এবং সেও আমার সঙ্গে ভোজন করবে।” আমরা যতজন তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁকে ভালবাসি তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন কারণ তিনি ইম্মানূয়েল।

সত্যি, জাতি হিসাবে যিহূদীরা তাঁকে ইম্মানূয়েল বলে গ্রহণ না করার ফলে আমরা যারা যিহূদী জাতির বাইরের লোক, আমাদের জন্য একটি রাস্তা খুলে গেল। যীশু খ্রীষ্টের সুখবর সেই সুযোগ আমাদের কাছে নিয়ে এলো। আমরা সুযোগ পেলাম ইম্মানূয়েলের সত্যিকারের আশীর্বাদ পাবার জন্য। আমাদের সুযোগ দেওয়া হল যেন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারি ও তাঁর প্রকৃত সন্তান হতে পারি যেন তিনি ‘আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন’। এভাবে ইম্মানূয়েল আমাদের মধ্যে চিরকাল বিরাজিত আছেন। সত্যি, তিনি “ইম্মানূয়েল” আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। চিরকাল ধরে তা-ই হোক। আমেন।

পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ও আমরা

“সেই পরিত্রাণের বিষয় ভাববাদীরা সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করেছিলেন, তাঁরা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন।” ১ পিতর ১:১০

পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর যে সত্যিই ঈশ্বর তা আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার মধ্য দিয়ে জানতে পারি। ভবিষ্যদ্বাণী বলা ঈশ্বরের কাজ। যুগে যুগে তিনি একাজ করে থাকেন তাঁর নির্বাচিত ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর ভাববাদীদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে থাকেন আর ভাববাদীরা তাদের কাজে, বিভিন্ন ঘটনায়, প্রতীকের মাধ্যমে ও তাঁদের বর্ণনায় তা আমাদের জন্য প্রকাশ করেন। এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত অনেক বিষয় পবিত্র বাইবেলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে যে সমস্ত শাস্ত্রগুলোতে সবচেয়ে বেশী ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেগুলো হল যিহিস্কেল, দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য।

যারা পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করেন তারা নানাভাবে এর ব্যাখ্যা করতে এবং মিলাতে চেষ্টা করেন কোথায় ও কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে– বিশেষ করে বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ইস্রায়েলীয় জাতির ভবিষ্যত, খ্রীষ্টের আগমন, ও খ্রীষ্টের রাজ্য এবং মানুষের শেষ গতির বিষয়ে সদাপ্রভু কি কি বলেছেন তা লোকেরা জানার জন্য পবিত্র শাস্ত্রে খোঁজ করে থাকে। ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকদের কাছে এই সব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছেন যা ইতিমধ্যেই অনেকগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে এবং অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ও আমরা

পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বর প্রথম থেকেই অনেক ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন– এর শুরু হয়েছে আদিপুস্তকে আর শেষ হয়েছে নতুন নিয়মের প্রকাশিত বাক্যে। নিশ্চয়ই এই সব ভবিষ্যদ্বাণী দেবার পেছনে মহান সৃষ্টিকর্তার কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর লোকদের কিভাবে বর্তমান সময়ে জীবন-যাপন করতে হবে তা শিক্ষা দেওয়া। এর মূল লক্ষ্য হল ভবিষ্যতে যা আসছে তার দিকে যেন আমাদের চোখ স্থির রাখি– আমরা যা কিছু করি না কেন– ভাল বা মন্দ– যার একটি স্থায়ী গুরুত্ব রয়েছে। এটি একটি সচেতনতা যে, আগামীতে কি কি বিষয় ঘটতে যাচ্ছে যেখানে আমাদের জীবনের জন্য অর্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে।

ভবিষ্যতের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা আমরা মথি ২৪ ও ২৫ অধ্যায়ে দেখতে পাই। এখানে ভবিষ্যতে কি আসছে সেই বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট একটি আউটলাইন দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেছেন কি কি বিষয়ের মুখোমুখি তারা হবেন। কিন্তু এর পরে ছয়টি দৃষ্টান্ত বলার পর তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন তিনি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পর্কিত বিষয়গুলো বলেছেন– কি ছিল তার উদ্দেশ্য। তিনি এই সমস্ত শিক্ষাকে একটি বাক্যে বলেছেন– "দেখ"। এর পরে তিনি তালন্তের দৃষ্টান্ত, বোকা ও জ্ঞানী কুমারী মেয়ের দৃষ্টান্ত, মেষশাবক ও ছাগলের দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি বলেছেন। এর থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ভবিষ্যতে কি হবে সেই বিষয়ে জানার পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হল আজকে বা বর্তমানে আমাদের ব্যবহার কেমন হবে সেই বিষয়ে যেন আমরা নজর দিই। যীশু খ্রীষ্ট লোকদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছেন, দয়া ও অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এবং আমাদের অনেক ভুল ও পাপ থাকা সত্ত্বেও আমাদের গ্রহণ করেছেন, ঠিক একইভাবে পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও আমাদেরকে উৎসাহিত যেন আমরা সেই রকম জীবন-যাপন করি।

এছাড়া, মানুষ হিসাবে আমরা সব সময়েই ভবিষৎ দ্বারা প্রভাবিত হই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যতভাবে প্রভাবিত করেন তাদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী হল একটি যেন তিনি যেমনটি চেয়েছেন তেমনি আমরা হতে পারি। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হল সঠিকভাবে আমাদের পরিচালনা দান করা যেন সবচেয়ে ভাল উপায়ে আমরা জীবন যাপন করতে পারি, এছাড়া এটা এও দেখায় যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের প্রতি যত্ন নেন। এর থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের জন্য তাঁর একটা পরিকল্পনা আছে এবং আমরা মাত্র সময়ের হাতে বন্দী নই বা যা ঘটবে তার প্রতি তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত কিছু আমাদের মঙ্গলের জন্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁর

নিয়ন্ত্রণের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

এই পৃথিবী ও এই পৃথিবীর মানুষের জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে। যদি সত্যিই পরিকল্পনা তিনি করে থাকেন তবে মানুষ কি তা জানতে পারে? এর উত্তর হল হ্যাঁ! সদাপ্রভুর পরিকল্পনা পরিষ্কারভাবেই পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। অনেক লোকই যারা পবিত্র বাইবেল পাঠ করেন, পবিত্র আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করেন তারা পরিষ্কারভাবেই সদাপ্রভুর পরিকল্পনা বুঝতে পারেন।

ঈশ্বর তাঁর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যাচ্ছেন। ভাববাদী যিশাইয় পবিত্র আত্মার পরিচালনায় লিখেছেন, "তোমরা অনেক অনেক দিন আগেকার বিষয় স্মরণ কর। আমিই ঈশ্বর, অন্য আর কেউ নয়; আমিই ঈশ্বর, আমার মত আর কেউ নেই। আমি শেষ কালের বিষয় আগেই বলি আর যা এখনও হয় নি তা আগেই জানাই। আমি বলেছি যে, আমার উদ্দেশ্য স্থির থাকবে; আমার সমস্ত ইচ্ছা আমি পূরণ করব। আমার উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য আমি একজন লোককে দূর দেশ থেকে ডেকে আনব; সে পূর্বদেশ থেকে শিকারী পাখীর মত আসবে। আমি যা বলেছি তা আমি সফল করব এবং যা পরিকল্পনা করেছি তা করব। হে একগুঁয়ে অন্তরের লোকেরা, তোমরা যারা আমার গ্রহণযোগ্য হওয়া থেকে দূরে আছ, আমার কথা শোন। আমার নির্দোষিতা আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি; তা বেশী দূরে নয় এবং আমার উদ্ধার কাজেরও আর বেশী দেরি নেই। আমি সিয়োনকে উদ্ধার করে ইস্রায়েলীয়কে গৌরব দান করব" (যিশাইয় ৪৬:৯-১৩)। এটি একটি অতি মহৎ ঘোষণা। কোন জায়গায়ই মর্তের মানুষকে এরকম ভাবে দেখা যায় নি। এখানে দাবীটি অতি প্রাকৃতিক এবং সেজন্য এটি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য নয়। তিনি নিজেকে সয়ম্ভু, অনন্ত, সার্বভৌম, অসৃষ্টি এবং আদি থেকে অন্ত বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন।

আমরা যখন পবিত্র বাইবেল থেকে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাঠ করি এবং আমাদের ঈশ্বরকে বুঝতে চেষ্টা করি তখন আমাদের মনের মধ্যে আশা জাগে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সেই আশাকে জাগিয়ে রাখে। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন করার সময় যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একজন জ্ঞানী ও শক্তিশালী সদাপ্রভু ঈশ্বর রয়েছেন যিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ভবিষ্যতে কি হবে তাও বলে থাকেন। যে সমস্ত

পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ও আমরা

ভবিষ্যদ্বাণীগুলো এখনও পূর্ণতা লাভ করে নি সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশা লাভ করে থাকি। যেহেতু আমাদের ঈশ্বর নিখুঁতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন যা অতীতে সন্দেহাতীতভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে সেজন্য আমরা জানি যে, ভবিষ্যতেও তা পূর্ণতা লাভ করবে।

ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের মন ও তাঁর পরিকল্পনা বুঝতে পারি। এছাড়া পবিত্র বাইবেলের ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করে রেখেছেন সেই খ্রীষ্ট সম্পর্কের আমাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান দিয়ে থাকে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "আসলে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর দাস ভাববাদীদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ না করে কিছুই করেন না" (আমোস ৩:৭)। "অনেক দিন আগে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেক বার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন" (ইব্রীয় ১:১)।

ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা সান্ত্বনা ও আশা লাভ করে থাকি এবং অন্ধকার পৃথিবীতে একটু আলোর ঠিকানা পাই। নতুন নিয়ম আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবেই বলে যে, যদি আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আলো পেতে চাই তবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শাস্ত্রী অংশগুলো আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। দেখুন পিতর আমাদের কাছে কি বলেছেন, "আর ভাববাদীদের বাক্য আরও দৃঢ় হয়ে আমাদের কাছে রয়েছে; তোমরা যে সেই বাক্যের প্রতি মনোযোগ করছো, তা ভালই করছো; তা এমন প্রদীপের মত, যা যে পর্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতী তারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে আলো দেয়" (২ পিতর ১:১৯)।

প্রেরিত পিতর এখানে বর্ণনা করতে চেয়েছে যা তিনি দেখেছেন ও শুনেছেন সেই পর্বতের উপরে যেখানে যীশু খ্রীষ্ট উজ্জ্বল আলো ধারণ করেছিলেন। সেখানে স্বর্গ থেকে দর্শন দেখানো হয়েছিল এবং তাঁর শোনা গিয়েছিল যার মধ্য দিয়ে আমাদের যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। পিতর বলেছেন যে, এখানে আমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বাক্য ছিল যার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। আমাদের এই যুগ ভবিষ্যত সম্বন্ধে সত্যি অস্থির, ক্লান্ত ও ভীতু। এই রকম পরিস্থিতিতে পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের কাছে যেন এক টুকরা আলোর ছটা। আমরা যদি সেই আলোকে অবহেলা করি তবে ঈশ্বর আমাদের জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন তা কেমন করে জানতে পারব?

পবিত্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ও আমরা

ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের দুইটি আগমন সম্বন্ধে জানতে পারি। সমস্ত বিশ্বাসী যারা পবিত্র বাইবেল পাঠ করে থাকে তারা বিশ্বাস করে যে, যীশু খ্রীষ্ট আবার ফিরে আসবেন। তিনি দ্বিতীয় বার আবার তাঁর সমস্ত মহিমায় ও তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি নিয়ে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন আর এই বিষয়টিই পবিত্র শাস্ত্রের বৃহত্তম ভবিষ্যদ্বাণী।

ভবিষ্যদ্বাণীর পাঠের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের নির্দেশ পালন হয় ও ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা নিরুপণ করা যায়।

ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করতে যীশু খ্রীষ্ট আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন: প্রভু বার বার আদেশ করেছেন পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করার জন্য যেন তা পাঠ করে আমরা সাবধান হই, কারণ "অনেক ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদী আসবে এবং বড় বড় চিহ্ন-কাজ ও আশ্চর্য কাজ দেখাবে যাতে সম্ভব হলে ঈশ্বরের বাছাই করা লোকদেরও তারা ঠকাতে পারে" (মথি ২৪:৪২)।

সময়ের চিহ্ন বুঝে নেবার জন্যও প্রভু আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি মনোযোগ দিতে বলেছেন। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "পরে কয়েকজন ফরীশী ও সদ্দূকী যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর কাছে আসলেন এবং স্বর্গ থেকে কোন চিহ্ন দেখাতে বললেন। যীশু উত্তরে তাঁদের বললেন, "সন্ধ্যা হলে আপনারা বলে থাকেন, 'দিনটা পরিষ্কার হবে কারণ আকাশ লাল হয়েছে।' আর সকালবেলায় বলেন, 'আজ ঝড় হবে কারণ আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে।' আকাশের অবস্থা আপনারা ঠিক ভাবেই বিচার করতে জানেন, অথচ সময়ের চিহ্ন বুঝতে পারেন না" (মথি ১৬:১-৩)।

ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের নিশ্বসিত বাক্য। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "সেকালের পুরাতন সমস্ত কাজ স্মরণ কর; কারণ আমি ঈশ্বর, আর কেউ নয়; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেউ নেই। আমি শেষের বিষয় আদি থেকে জ্ঞাত করি, যা সাধিত হয় নি, তা পূর্বে জানাই, আর বলি, আমার মন্ত্রণা স্থির থাকবে, আমি নিজের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করবো। আমি পূর্ব দিক; থেকে হিংস্র পক্ষীকে, দূরদেশ থেকে আমার মন্ত্রণার মানুষকে, আহ্বান করি; আমি বলেছি, আর আমি সফল করবো; আমি কল্পনা করেছি, আর আমি সিদ্ধ করবো (যিশাইয় ৪৬:৯-১১)।

নতুন নিয়মে প্রেরিত পিতর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "প্রথমে এই কথা

জ্ঞাত হও যে, পবিত্র শাস্ত্রের কোন ভবিষ্যদ্বাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মানুষের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নি, কিন্তু মানুষেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বর থেকে যা পেয়েছেন, তা-ই বলেছেন" (২ পিতর ১:২০-২১)।

পূর্ণতা লাভ করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাঠ করে আমরা এই কথা নিশ্চিত হই যে, পবিত্র শাস্ত্রের কথা সত্যি। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি তখন আমরা চাইব যেন সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ে এবং যে লোকেরা এখনও অন্য সাহায্য অন্ধকারে আছে তারা আলোতে আসে (প্রেরিত ২:১৪-৪২; ২ পিতর ১:১৬-১৯)। এছাড়া ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করে (তীত ২:১১-১৩; রোমীয় ১৩:১১)। এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের মনে যে আলো ছড়ায় ও আশা জাগিয়ে দেয় তাতে আমরা খ্রীষ্ট যীশুর মত জীবন যাপন করতে উৎসাহিত হই এবং এর যে পুরস্কার রয়েছে তার জন্যও আমরা আশা নিয়ে জেগে থাকি (প্রকাশিত বাক্য ১:৩; ১ করি ২:৯-১০)।

ভোজ-উৎসব

“তাতে সেই স্থানে তাঁর জন্য ভোজ প্রস্তুত করা হল ও মার্থা পরিচর্যা করলেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে ভোজনে বসেছিল, লাসার তাদের মধ্যে এক জন ছিলেন।” যোহন ১২:২

‘ভোজ’ একটি অতি পরিচিত শব্দ। প্রাণী জগতের সকলেরই খাবার দরকার। আমাদের জীবনের শক্তি যোগাবার জন্য খাবার অপরিহার্য বিষয়। এই খাবারের জন্যই আমরা বেঁচে আছি আবার আমরা বেঁচে থাকবার জন্যই খাবার খেয়ে থাকি। তবে আমরা সাধারণত বেঁচে থাকবার জন্য যে খাবার খাই সাধারণত আমরা তাকে ভোজ বলি না। আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ খাবারের চেয়ে অতিরিক্ত যে আয়োজন করে থাকি – নিজেদের গণ্ডির বাইরে গিয়ে অন্যদের যখন আমরা সেই আয়োজনে প্রিয়জনদের নিমন্ত্রণ করি তখন আমরা তাকে সাধারণত ‘ভোজ’ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। আমরা অনেকেই এরকম ভোজে অংশগ্রহণ করি, ও নিজেদের আয়োজিত ভোজে অন্যদের অংশগ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ দিই। বাঙ্গালী জাতি হিসাবে ভোজ-উৎসবের আমাদের যে কম খ্যাতি আছে তা নয়। আমাদের সমাজেও নানা কারণে-অকারণে এই ভোজের আয়োজন করে থাকি। আমাদের বিয়ের উৎসবে, নানা পর্ব-পালনে, সামাজিক নানা কারণে, পারিবারিক নানা উৎসবে আমরা তো হরহামেসাই এই ভোজ-উৎসব পালন করে থাকি। আজকে আমরা দেখতে চাই কি কি কারণে পবিত্র বাইবেলে এইরকম ভোজ-উৎসব পালন করতো আর আমাদের সঙ্গে সেই ব্যবস্থারই বা কতদূর মিল আছে।

‘ভোজ’ শব্দটা প্রথম পাওয়া যায় আদিপুস্তকে অব্রাহামের জীবনের একটি আনন্দ-ঘন অনুষ্ঠানে। আমরা জানি যে, অব্রাহাম একটি সন্তানের অপেক্ষা করছিলেন– যে সন্তানের প্রতিজ্ঞা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর কাছে করেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর দাসী হাগারের গর্ভে একটি ছেলে পেয়েছিলেন কিন্তু তার সম্পর্কে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে

পাওয়া যায় না। কিন্তু সরার গর্ভে ইসহাকের জন্ম হলে পর তাকে ঘিরে আমরা একটি বড় আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখতে পাই। আদিপুস্তকে দেখা যায় ইসহাক বড় হলে পর যেদিন তাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হল সেই দিন অব্রাহাম একটা 'বড় ভোজ' দিলেন।

এর মানে ইসহাক সেই দিন মায়ের দুধ ছেড়ে সাধারণ খাবার খেতে শুরু করলো। এই উপলক্ষ্যেই এই ভোজের আয়োজন। আমাদের বাঙ্গালী সমাজে– সে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান যা-ই হোক না কেন আমাদের অনেক পরিবারই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি যাকে আমরা 'অন্নপ্রাসন' বা 'মুখে ভাত' অনুষ্ঠান বলে থাকি।

পবিত্র বাইবেলের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে আরেকটি ভোজ দেখতে পাওয়া যায় যা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব দেশেই এখন দেখতে পাওয়া যায়। এটি বহুল প্রচলিত একটি ভোজ যাকে আমরা 'বিবাহ ভোজ' বলে থাকি। পবিত্র বাইবেলে এমনই একটি তাৎপর্য পূর্ণ ভোজের বিষয় দেখতে পাই যাকোবের জীবনে। আমরা অনেকেই জানি যে, তিনি ভাই এষৌর ভয়ে তাঁর মামা লাবনের বাড়ীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর সেখানে তাঁর দুই জন মাসতুত বোন ছিল যাদের নাম ছিল লেয়া ও রাহেল। যাকোব রাহেলকে ভালবাসতেন বলে তাকে বিয়ে করার জন্য সাত বছর তার মামার কাজ করতে রাজী হলেন। বিয়ের সময়ে দেখা গেল লাবন তার ছোট মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে তার বড় ময়ে লেয়াকে বিয়ে দিলেন। অবশ্য পরে তার ছোট মেয়েকেও তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন কিন্তু তার জন্য সাত+সাত মোট চৌদ্দ বছর দাসত্ব করতে হয়েছে। এই বিয়ের সময়েই লাবন বিয়ে উপলক্ষ্যে সমাজের লোকদের ডেকে একটি 'ভোজ' দিয়েছিলেন। এটাই পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত প্রথম বিয়ের ভোজ বলে পরিচিত। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মে এরকম বিয়ের ভোজ আরও অনেক দেখতে পাওয়া যায়– এমন কি, যীশু ও তাঁর শিষ্যরাও কান্না নগরে এরকম একটি বিয়ের ভোজে অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি জালা ভর্তি জলকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন।

এরপর আমরা একটু ব্যতিক্রম 'ভোজ' দেখতে পাই যা সাধারণত ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে দেখা যায় না– কিন্তু ইস্রায়েলীয় জাতির আশে-পাশের জাতিগুলোর মধ্যে এই ভোজ-অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয় ছিল। আর পরবর্তী দিনগুলোতে বিশেষ করে যীশু খ্রীষ্টের দিনগুলোতে ইস্রায়েলীয় সমাজের উচুঁ স্তরের লোকদের মধ্যে এই ভোজ অনুষ্ঠান দেখা

যায়। যেমন আমরা নতুন নিয়মে রাজা হেরোদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এই ভোজের আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়। আর সেখানে তার মেয়ে নাচ দেখিয়ে তার মন জয় করে নেয়। তখন মেয়েকে তিনি কিছু চাইতে বলেন আর মেয়ে মায়ের পরামর্শ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ছিন্ন মস্তক চায়। আর এতেই সেই দিন বাপ্তিস্মদাতা যোহন মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা আদিপুস্তকে যোষেফের সময়ে প্রথম বারের মত জন্মদিনের এই ভোজ-অনুষ্ঠান দেখতে পাই। তিনি তখনও মিশর দেশে বন্দি ছিলেন। তিনি যেখানে বন্দি ছিলেন সেখানে আরও দুজন রাজ-কয়েদি ছিল– যাদের স্বপ্নের অর্থ যোষেফ বলে দিয়েছিলেন এবং সেই অনুসারেই তাদের জীবনে তা ঘটেছিল। সেই সময় রাজা ফরৌণের 'জন্মদিন' উপলক্ষ্যে একটি বড় ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেই দিনই যোষেফের বলা স্বপ্নের অর্থ অনুসারে একজনকে পূর্বের কাজে বহাল করেছিলেন ও একজনকে মৃত্যুর শাস্তি দিয়েছিলেন। যারা রাজা ফরৌণের সেবা করতো তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাদের জন্য এই বড় ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

বর্তমান জগতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। ছোট শিশু থেকে শুরু করে একেবারেও বৃদ্ধেরও জন্ম দিন পালন করতে দেখা যায়। এমন কি এখন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মরণোত্তর জন্মদিন পালন করতে দেখা যায়। জন্মদিনের অনুষ্ঠান এখন একটি সার্বজনীন ব্যক্তি-উৎসবে রূপ নিয়েছে।

ইস্রায়েলীয় সমাজে ভোজ-উৎসবের আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যখন তাদের অর্থকরি ফসল ঘরে উঠতো। ইস্রায়েলীয়রা ছিল অনেকটা বেদুইন সমাজের মতই আর পশুপালন ছিল তাদের প্রধান ব্যবসা। অব্রাহামের সময়েও যার যত পশুধন ছিল সে তত ধনী ছিল। এই পশুধনের মধ্যে ভেড়া প্রতিপালন ছিল তাদের বড় একটি কাজ। বছরে দুই বার এই ভেড়াদের লোম ছাটাই হতো। এই সময়ে তাদের প্রচুর রোজগার হতো। এই দিনটাকে মার্ক করার জন্য তাদের সমাজে তখন বড় বড় ভোজের আয়োজন করা হত এমন কি সপ্তাহ ব্যাপী এই উৎসবের আয়োজন চলতো। এমন কিছু ভোজ উৎসবের কথা পবিত্র বাইবেলে পাওয়া যায় যখন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল এই ভোজ-উৎসবকে কেন্দ্র করে। আমাদের সকলেরই হয়তো মনে আছে রাজা দায়ূদের পুত্র অবশালোমের কথা, যে পিতার রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল। তার বোন তামর তারই সৎভাই অম্নোন কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছিল। এই অপমান ভাই হিসাবে অবশালোম হজম

করতে পারে নি। সে সুযোগ খুঁজছিল প্রতিশোধ নেবার জন্য। সে তার মেষদের লোম ছাটাইয়ের সময়ে ভোজের ব্যবস্থা করে তার ভাইদের সেখানে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং সেই ভোজ-উৎসবে ভাই অম্নোনকে খুন করেছিল। এছাড়া আরেকটি ঘটনা দেখা যায় যখন দায়ূদ রাজা শৌলের ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলিন তখন। তিনি যে অঞ্চলে ছিলেন সেখানে নাবাল নামে এক ধনী লোক ছিল। তার ভোড়াগুলোর লোম ছাটায়ের সময়ে সে বিশাল ভোজের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। দায়ূদ তখন তার কাছে লোক পাঠিয়ে ছিলেন যেন তিনি তাদের হাতে কিছু দান করেন। কিন্তু সে তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এর পর দায়ূদ অনেক সৈন্য নিয়ে যখন তাকে আক্রমন করতে যান তখন নাবালের বুদ্ধিমতি স্ত্রী পথে নেমে এসে দায়ূদকে আট্‌কান ও তাঁকে অনেক খাদ্যদ্রব্য দেন ও তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এই সংবাদ পাবার পর নাবাল স্ট্রোক করে ও কয়েক দিন পরেই সে মারা যায় ও তার স্ত্রী দায়ূদের স্ত্রী হন।

আমাদের দেশে এ জাতীয় কোন ভোজ হয় না কারণ আমাদের দেশে কৃষি প্রধান হওয়ায় ভেড়া পালন নয় কিন্তু ফসল ঘরে তোলবার সময়ে নানা রকম সামাজিক উৎসব হয়ে থাকে।

পবিত্র বাইবেলে আরেকটি ভোজের কথা পাওয়া যায় যাকে বলা যায় 'ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভোজ'। রাজা শলোমন রাজত্ব গ্রহণ করার পর একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তাঁর কাছে টাকা-পয়শা বা ধন-সম্পদ নয় কিন্তু জ্ঞান চাইলেন। এরপর তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন আর বুঝতে পারলেন যে, ওটা একটা স্বপ্ন ছিল। পরে শলোমন যিরূশালেমে ফিরে গিয়ে সদাপ্রভুর সাক্ষ্য-সিন্দুকের সামনে দাঁড়ালেন এবং অনেক পশু দিয়ে হোম বলি বা পোড়ানো-উৎসর্গ দিলেন। তার-পর তাঁর সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একটা 'বড় ভোজ' দিলেন। আমাদের সমাজেও এরকম ব্যক্তিগত ভোজ-উৎসব করতে দেখা যায় যখন তাদের জীবনে কোন কৃতকার্যতা নেমে আসে আর সেই আশীর্বাদ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এই রকম ভোজ দেবার নজির অনেক দেখা যায়।

পবিত্র বাইবেলে আরেক রকম ভোজের কথা পাওয়া যায় যাকে আমরা বলতে পারি 'ধন-সম্পদ দেখানোর ভোজ' বা নিজেকে জাহির করার ভোজ। পবিত্র বাইবেলে দেখা যায় রাণী ইষ্টেরের সময়ে জারেক্স তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে তিনি তাঁর সব উঁচু পদের লোকদের ও কর্মকর্তাদের জন্য একটা 'ভোজ' দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন

ভোজ-উৎসব

পারস্য ও মাদীয় দেশের সেনাপতিরা, গণ্যমান্য লোকেরা ও বিভাগগুলোর উঁচু পদের কর্মচারীরা। তারা সাত দিন ধরে এই ভোজ-উৎসব পালন করেছিল যেখানে রাণী বষ্টিকে রাজা ত্যাগ করেছিলেন কারণ তিনি তাদের সম্মুখে হাজির হন নি। এর ফলেই ইষ্টেরের রাণী হবার সুযোগ ঘটে। আমাদের সমাজের উচ্চবিত্তদের মধ্যেও এই রকম ভোজ-উৎসব করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

পবিত্র বাইবেলে আরেকটি ভোজের কথা পাওয়া যায় যাকে আমরা বলতে পারি ‘সুসম্পর্ক রক্ষার ভোজ’। এরকম একমাত্র ঘটনার কথা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই ২ রাজাবলী ৬ অধ্যায়ে। অরাম বা সিরিয়ার রাজার সৈন্যদল ইলিশায়কে হত্যা করার জন্য ইস্রায়েলীয় দেশের সেই জায়গা আক্রমন করেছিল যেখানে ভাববাদী ইলিশায় থাকতেন। কারণ তিনি ইস্রায়েলের রাজাকে পরামর্শ দিয়ে দারুনভাবে সাহায্য করতেন। কিন্তু ইলিশায়ের প্রার্থনায় এই সৈন্য বাহিনী অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে তিনি সেই সৈন্যদলকে রাজধানী শমরিয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা তাদের মেরে ফেলতে বলেছিলেন। উত্তরে ইলিশায় বলেছিলেন, “না, ওদের মারবেন না। আপনার নিজের তলোয়ার ও ধনুক দিয়ে আপনি যাদের বন্দী করেন নি তাদের কি হত্যা করবেন? বরং ওদের আপনি খাবার ও জল দিন, যাতে তারা খেয়েদেয়ে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে পারে।” কাজেই রাজা তাদের জন্য একটা ‘বড় ভোজের’ আয়োজন করলেন। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করলে পর তিনি তাদের বিদায় করে দিলেন আর তারা তাদের রাজার কাছে ফিরে গেল। এতে সিরিয়ার সৈন্যদল ইস্রায়েলের রাজ্যের মধ্যে লুটপাট করা বন্ধ করে দিল।

পবিত্র বাইবেলে ইয়োব পুস্তকে আরেকটি ভোজ-উৎসবের কথা বলা হয়েছে যাকে আমরা ‘সহভাগিতার ভোজ’ বলতে পারি। ভাববাদী ইয়োবের ছেলেরা পালা পালা করে তাদের নিজের নিজের বাড়ীতে ভোজ প্রস্তুত করত এবং তাদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য লোক পাঠিয়ে তাদের তিন বোনকে নিমন্ত্রণ করতো। তারা আনন্দ করে খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর ইয়োব ভাববাদী তাদের উদ্দেশ্যে পোড়ানো-উৎসর্গ করতেন এই ভেবে যে, এই ভোজের আনন্দ-উৎসবে হয়তো তার ছেলেমেয়েরা কোন পাপ করে থাকবে। তিনি প্রতিনিয়তই এই রকম করতেন। আমাদের দেশের ধনবান লোকেরাও মাঝে মাঝে এরকম ভোজৎসব পালন করে থাকে।

দানিয়েলের সময়ে আরেকটি ভোজের কথা আমরা পুস্তকে দেখতে পাই। হয়তোবা

রাজা শেষ সময় বুঝতে পেরে এই ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমরা জানি যে, দানিয়েলকে নবুখদ্‌নিৎসর বন্দি করে তার দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন তিনি ও তাঁর তিন বন্ধু অতি উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই নাতি বেল্‌শৎসর যখন সিংহাসন আরোহন করে রাজ্য চালাচ্ছিলেন তখন খুব সম্ভবত দানিয়েল বন্দি অবস্থায় ছিলেন। সেই সময় মাদীয়-পারস্য শক্তির সঙ্গে তাদের যুদ্ধ চলছিল। বেল্‌শৎসর সেই সময়ে এক 'বড় ভোজের' আয়োজন করেছিলেন। তিনি তাঁর এক হাজার প্রধান লোকদের জন্য একটা 'বড় ভোজ' দিলেন এবং তিনি তাঁদের সংগে আঙ্গুর-রস খাচ্ছিলেন। যিরূশালেমের মন্দির থেকে আনা পবিত্র পাত্রে তারা মদ খেয়ে দেব-দেবতাদের প্রশংসা করছিল। সেই সময়ে তাদের চোখের সামনে দেয়ালে একটি হাত লিখে দিল 'মিনে মিনে তকেল উপারসীন'। এই লেখার অর্থ জানবার জন্য শেষ পর্যন্ত দানিয়েলকে ডাকা হল। দানিয়েলের বলা অর্থ অনুসারেই সেই রাতেই পারস্য-মাদীয়রা রাজধানী দখল করে নেয় ও বেল্‌শৎসরকে হত্যা করে রাজ্য দখল করে নেয়। পুরাতন নিয়মে এরকম আরও অনেক রকম ভোজের বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

এবার আসি নতুন নিয়ম বা নতুন নিয়মের যুগে। নতুন নিয়মে খুবই চমৎকার একটি ভোজের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সেটাকে আমরা 'যীশুকে পাবার আনন্দের ভোজ' নামে আখ্যায়িত করতে পারি। আমরা সকলে সক্কেয় নামে একজন লেবিকে জানি যিনি যীশুকে দেখার জন্য গাছে উঠেছিলেন কারণ তিনি বেটে ছিলেন। যীশু তাঁর হৃদয় দেখেছিলেন এবং তিনি তার বাড়ীতে অতিথি হলেন। সক্কেয় যীশুর সম্মানে তাঁর বাড়ীতে একটা বড় ভোজ দিলেন। তাঁদের সংগে অনেক খাজনা-আদায়কারী ও অন্য লোকেরা খেতে বসলো। সক্কেয় নিজেও একজন কর-আদায়কারী ছিলেন। তিনি কর-আদায় করতে গিয়ে যে উপার্জন করেছিলেন, তিনি তার চারগুণ পর্যন্ত লোকদের ফেরত দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, সত্যি যীশুর সংস্পর্শে তাঁর অন্তরের পরিবর্তন ঘটেছে। আর যীশু বলেছিলেন যে, আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হল কারণ এও অব্রাহামের বংশধর।"

নতুন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষামালায় ভোজের, বিশেষ করে বিবাহ ভোজের অনেক দৃষ্টান্ত শিক্ষা আছে। যেখানে দেখানো হয়েছে যে, যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তারা সেই ভোজের যোগ্য ছিল না– যেমন যিহূদী জাতি– যারা মণ্ডলীতে প্রবেশ করে নি। আবার যাদের রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাওয়া গিয়েছে– যেমন অযিহূদী জাতির লোক– যেমন আমরা, আমাদের সেই বিয়ে ভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে– আমরা

মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছি। আবার বিশেষ করে প্রকাশিত বাক্যে মণ্ডলী ও মেষ-শিশুর বিবাহ ভোজের কথা বলা হয়েছে। আমরা যারা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে মণ্ডলীভুক্ত অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের দেহের অংশ হয়েছি তারা সবাই এই ভোজে অংশগ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করবো।

পবিত্র আত্মার আগমনের প্রতিজ্ঞা

"তবুও আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেব।" যোহন ১৬:৭

আমরা প্রতি বছরই পুনরুত্থান-পর্ব পালন করি। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান ও স্বর্গে গমন– এই চারটি বিষয়ই খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। আর চারটি বিষয়ের মধ্যে অলৌকিক ভাবে জন্ম, পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু আর সবচেয়ে পরাক্রমী পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের এক বিস্ময়কর পরিকল্পনার প্রকাশ– যা তিনি মানব জাতির কাছে যুগে যুগে প্রকাশ করেছেন– যে পরি-কল্পনা তিনি পৃথিবীর সৃষ্টির আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

যীশু খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর কি কি ঘটেছিল সেই ব্যাপারে অনেক লোকের মধ্যেই অনেক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তবে পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে লিখতে গিয়ে সুসমাচার লেখকগণ অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন সত্যি কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হওয়ার পরে কি কি ঘটেছে সেই ব্যাপারে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আমরা দেখতে পাই যে, যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে অনেকবার তাঁর শিষ্যদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। পুনরুত্থানের পরই তিনি সরাসরি স্বর্গে চলে যান নি। প্রকৃতপক্ষে, প্রেরিত ১:৩ পদ আমাদের বলে যে, পুনরুত্থানের পরে ৪০ দিন পর্যন্ত যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি যখন এই পৃথিবীতেই ছিলেন তখন তিনি কি করেছিলেন? কাদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন? যীশু খ্রীষ্ট এই চল্লিশ দিন এই পৃথিবীতে কি কি কাজ করেছিলেন সেই সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেল আমাদের কাছে কিছু কিছু বিষয়ে প্রকাশ করেছে। পবিত্র নতুন নিয়মে আমরা পুনরুত্থান পরবর্তী ৪০ দিনে যা যা হয়েছে সেই বিষয়ে দেখতে পাই:

- যীশু খ্রীষ্ট মগ্দলীনী মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। মার্ক ১৬:৯-১০ পদ।

- তিনি অন্য দুই স্ত্রী লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন। এই দুই জন স্ত্রীলোক খুব সম্ভবত ইয়াকুবের মা মরিয়ম ও শালোমী। মথি ২৮:৯-১০ পদ।
- তিনি পিতরের সঙ্গে দেখা করেছেন। লূক ২৪:৩৪ পদ।
- যীশু খ্রীষ্ট এগারজন শিষ্যর মধ্যে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। মার্ক ১৬:১৪ পদ।
- সেই এগারজন শিষ্য এবং থোমা যখন একসঙ্গে ছিলেন তখন তিনি তাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে থোমার সন্দেহ ভেঙ্গে দিয়েছেন। যোহন ২০:২৬-৩১ পদ।
- গালীল সাগরের তীরে ৭ জন শিষ্যর সঙ্গে দেখা দিয়ে তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।
- গালীল পাহাড়ে ১১ জন শিষ্যর সঙ্গে দেখা করেছেন।
- যাকোবের কাছে দেখা দিয়েছেন (১ করি ১৫:৭)।
- পৌলকে দেখা দিয়ে তাঁকে সুসমাচার প্রচারের কাজে আহ্বান করেছেন।
- এরপর ৫০০ লোক এক সঙ্গে দেখা দিয়েছেন (১ করি ১৫:৫-৮)।

এসব কিছু করার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট তাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি তাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদের পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সাক্ষী হবার ও শিক্ষা দেবার ও বাপ্তিস্ম দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এত কাজ করার পরে বাকী কাজ মণ্ডলীর হাতে দিয়ে তিনি স্বর্গে চলে গেছেন। আর এই কথাও বলেছেন যে, তিনি চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

পুনরুত্থান সত্যিই একটি বিশাল পরাক্রমী কাজ। প্রভুর পুনরুত্থানের পরবর্তী চল্লিশ দিন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন যেন তিনি আমাদের শক্তিশালী করতে পারেন।

পবিত্র সুসমাচারগুলোর মতই প্রেরিত পুস্তকেও আমরা দেখতে পাই যে, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের 'সত্য' রক্ষা করা হয়েছে এবং তার প্রমাণ দেখানো হয়েছে (পদ ৩)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মহা প্রমাণ হচ্ছে, তিনি প্রেরিতদের কাছে নিজেকে জীবিত

রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে দেখা দিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। শিষ্যদের বিশ্বাস করাবার ব্যাপারে তিনি কোন জোর খাটাননি, বা তাঁর কোন ক্ষমতা প্রকাশ করেন নি। এর কারণ হল: খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ ছিল অলঙ্ঘনীয়, *tekmeria*– স্পষ্ট নির্দেশনা, এর মাধ্যমে একই সাথে দেখানো হয়েছে যে, তিনি জীবিত আছেন। তিনি তাঁদের সাথে হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলেছেন, তিনি তাঁদের সাথে ভোজন-পান করেছেন। তিনি তাঁর ক্ষতের চিহ্ন হিসেবে তাঁদেরকে বার বার তাঁর হাত, পা এবং কুক্ষিদেশের ক্ষত চিহ্ন দেখিয়েছিলেন। যে কারণে শিষ্যদের মনে বিন্দু পরিমাণে কোন সন্দেহ ছিল না যে, তিনি আসল যীশু নন। তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন ইনিই তিনি– তাঁদের প্রাণের প্রভু।

তিনি তাঁদেরকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দেখা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁদের সাথে অবস্থান করেন নি, বরং তিনি প্রায়শই তাঁদের সামনে এসেছেন। তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁর শিষ্যরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল, যাতে করে তাঁর চলে যাবার বেদনা তাঁদের ভেতর থেকে সম্পূর্ণরূপে চলে যায়। খ্রীষ্ট পুনরুত্থানের মহিমা ও গৌরবের উচ্চ স্থানে পদার্পণ করার পর এত দিন পৃথিবীতে অবস্থান করার অর্থ হল, তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। সেই সাথে তাঁদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দান করতে চেয়েছিলেন, যা সকল খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসীদের জন্য এক পরম স্বস্তির বিষয়। যার মাধ্যমে আমরা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, আমাদের একজন মহাপুরোহিত আছেন, যিনি আমাদের সকল অক্ষমতার কথা জানেন।

তিনি এই চল্লিশ দিনে তাঁর শিষ্যদেরকে যে সকল নির্দেশনা দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন সে সম্পর্কে সুসমাচারগুলোতে সাধারণভাবে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। আর তিনি তাঁদেরকে পবিত্র আত্মা দিয়ে সাহায্য করে তাদের উপলব্ধি ও বুদ্ধির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। এতে তাঁরা প্রভুর শিক্ষা ও নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য শক্তি ও সামর্থ লাভ করেছিলেন।

প্রভু স্বর্গে চলে যাবার পরে তাঁদেরকে যে সমস্ত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে, এই চল্লিশ দিন প্রভু তাঁর শিষ্যদেরকে সেই সমস্ত কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। হয়তো প্রেরিতেরা সকলে এই আশা করেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরকে সকল প্রকার রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা দেবেন। কিন্তু তার বদলে তিনি তাঁদেরকে কাজ করার আদেশ দিলেন।

আমরা জানি যে, তিনি যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা দিতেন। তখন তিনি মনিব ও দাসদের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মনিব যখন বিদেশ যাত্রা শুরু করলেন তখন তিনি তাঁর দাসদেরকে কর্তৃত্ব দিয়ে গেলেন এবং প্রত্যেককে তাদের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন (মার্ক ১৩:৩৪)। তেমনি পুনরুত্থান পরবর্তী ৪০ দিন তিনি শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আদেশ প্রদান করলেন। পবিত্র আত্মা তাদের এই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট কী কী বলেছিলেন এবং কী কী তাদের করতে হবে। তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন। তিনি তাঁদের পবিত্র আত্মা দ্বারা সকল দায়িত্ব সীলমোহর করেছিলেন (যোহন ২০:২২)। আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টকে সেই সময় পর্যন্ত স্বর্গে যান নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁদেরকে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য দায়িত্ব না দেন।

শিষ্যদের যে বিষয়ে প্রচার করতে হবে প্রভু সেই বিষয়ে তাঁদেরকে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছেন:

প্রথমত: তাঁদেরকে পবিত্র আত্মা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই ঘটনা সমূহের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত: শিষ্যদেরকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের এক এক জন সাক্ষী হতে হবে।

যদিও তিনি এখন তাঁদেরকে গালীলে বসে আদেশ দিচ্ছেন, তথাপি তাঁদের অবশ্যই যিরূশালেমে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। লক্ষ্য করুন:

১. তিনি তাঁদেরকে অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশনা দিলেন। তিনি এই কাজ করলেন যেন আরও বড় কিছুর জন্য তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।
২. তাঁদেরকে অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যা ঘটতে আর খুব বেশি দিন বাকি নেই।
৩. তাঁদেরকে যে স্থানে অবস্থান করতে বলা হয়েছে ঠিক সেই স্থানেই তাঁদেরকে অবস্থান করতে হবে, কারণ সেখানেই সর্বপ্রথম পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটবে, কারণ খ্রীষ্ট পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপরে রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হবেন।
৪. তাদের যিরূশালেমে যাওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে, প্রভুর বাক্য সর্বপ্রথম যিরূশালেম থেকেই উৎসারিত হবে। যিরূশালেমই হবে আদি মণ্ডলীর উৎপত্তি স্থল। সেখানে খ্রীষ্ট লজ্জিত হয়েছিলেন, আর সেই কারণে সেখানেই আবার তাঁকে সম্মানিত করা হবে এবং যিরূশালেমের প্রতি এই অনুগ্রহ করা হবে। যিরূশালেমই

ছিল সেই আলো জ্বালানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মোমবাতি।

প্রভু তাঁদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করলেন যে, পবিত্র আত্মার জন্য তাঁদের এই অপেক্ষা আর নিষ্ফল হবে না। শীঘ্রই তা ঘটবে।

(১) তাঁদেরকে যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা অবশ্যই দেওয়া হবে এবং তারা দেখবেন যে, তাঁদের এই অপেক্ষা ছিল তাঁদের আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান, যেমন পবিত্র শাস্ত্র বলে, 'তোমাদেরকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেওয়া হবে'। এর অর্থ হল:

১. আমরা জানি যে, তাঁরা ইতিমধ্যে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছেন (যোহন ২০:২২)। তাঁরা এর সুফল ইতিমধ্যে ভোগ করছেন; কিন্তু এখন তাঁরা পবিত্র আত্মার সমস্ত দান, অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনা লাভ করবেন এবং সে সবের দ্বারা বাপ্তিস্ম নেবেন। এটি হচ্ছে পুরাতন নিয়মের সেই অংশের একটি ব্যাখ্যা, যেখানে আত্মা সেচন করার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (যোয়েল ২:২৮; যিশা ৪৪:৩; ৩২:১৫)।
২. "তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিষ্কৃত এবং পবিত্রীকৃত করা হবে," যেভাবে পুরোহিতদেরকে জলে ধৌত করা হতো, যখন তাদেরকে পবিত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হতো।
৩. "পবিত্র আত্মা লাভ করার পর অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরীভাবে তারা প্রভুর পক্ষে কাজ করবে এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে, যেভাবে ইস্রায়েল মেঘ এবং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল।

এখন, তিনি পবিত্র আত্মার এই দানের বিষয়ে কথা বলছেন:

পিতার প্রতিজ্ঞার কথা: পিতার যে প্রতিজ্ঞার কথা তাঁরা শুনেছেন, নিশ্চয়ই সেই প্রতিজ্ঞার উপর তাঁদের নির্ভর করা উচিত। প্রথমত, পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয়েছিল প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে এবং এটি ছিল সেই সময়কার এক মহান প্রতিজ্ঞা, যেমনটা এর আগে ছিল খ্রীষ্টের আগমনের প্রতিজ্ঞা (লূক ১:৭২), আর এখন সেই মহান প্রতিজ্ঞা হচ্ছে অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা (১ যোহন ২:২৫)।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা: খ্রীষ্ট তাঁদেরকে আরও অনেক পেছনে ফিরে তাকাতে বলছেন (পদ ৫): "আমি তোমাদেরকে মন পরিবর্তনের জন্য পানিতে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিমান; আমি তাঁর পাদুকা বইবারও যোগ্য নই; তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তিস্ম দিবেন।"

পবিত্র আত্মার আগমনের প্রতিজ্ঞা

যে পবিত্র আত্মার দানের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং অপেক্ষা করা হয়েছে, তা আমরা পরবর্তীতে প্রেরিতদের উপরে বর্ষিত হতে দেখবো, কারণ সেখানে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা হবে। পবিত্র আত্মার বর্ষণের মধ্য দিয়ে বিশেষ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে, যা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সুসমাচারের প্রথম প্রচারকদের মধ্যে এবং মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সেচিত হবে। এই পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাসে এবং কর্তব্যে টিকে থাকতে সক্ষম রাখবে এবং খ্রীষ্টের সকল শিক্ষা ও মতবাদ লিপিবদ্ধ ও প্রচার করতে এবং তার প্রমাণ হাজির করতে সক্ষম করে তুলবে।

পুনরুত্থান পরবর্তী এই চল্লিশ দিন পরে একটি বিশেষ সময়ে তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়। মার্কের সুসমাচার এই বলে শেষ করা হয়েছে যে, প্রভু যীশু উর্ধ্বে, স্বর্গে গৃহীত হলেন (মার্ক ১৬:১৯) এবং লূকের সুসমাচারেও তেমনটি বলা হয়েছে (লূক ২৪:৫১)। পুনরুত্থানের পরে দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্ট কাজ করে গেছেন এবং শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এর পরেই এসেছিল স্বর্গে তুলে নেবার মহেন্দ্রক্ষণ। তাঁকে স্বর্গে তুলে নেবার ঘটনাটি আমরা প্রেরিত পুস্তকে স্পষ্ট ভাবেই দেখতে পাই। তিনি তাঁর বারোজন শিষ্যর চোখের সামনেই মেঘরথে করে উপরে চলে যান।

এই চল্লিশ দিন যীশু খ্রীষ্টের জন্য একটি বিশেষ সময় ছিল যখন তিনি তাঁর মনোনীত শিষ্যদের বিশ্বাসেকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন, যে বিশ্বাসের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সাক্ষী হবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমেন।

কারণ তিনি আসছেন!

"দেখ, আমি আমার দূতকে প্রেরণ করবো, সে আমার আগে পথ প্রস্তুত করবে; এবং তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছো, তিনি অকস্মাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; নিয়মের সেই দূত, যাঁতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসছেন, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" মাখালী ৩:১

বছরের শেষ কোয়ার্টারের, বিশেষ করে নভেম্বর মাস থেকেই খ্রীষ্টিয় জগতে একটি ভিন্ন রকমের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। শিশু, কিশোর ও যুবক এমন কি পিতা মাতা ও দাদা-দাদীর মধ্যেও তা যেন ক্রমশ ফুটে ওঠে। এটা অনেকটা মনস্তাত্বিক ব্যস্ততার প্রাথমিক পর্যায়। এরকম ব্যস্ততা প্রতি বছরই আসে তবে প্রতি বছরই যেন নতুন করে নতুন বার্তা নিয়ে আসে। এ রকমটা ঘটে অন্য কোন কারণে নয়, এ রকমটা হয়ে থাকে কারণ তিনি আসছেন!!

নভেম্বর থেকেই তাঁকে বরণ করার অপেক্ষা শুরু হয়। সেই অপেক্ষার প্রহর যেন আস্তে আস্তে ঘনিভূত হতে থাকে। আমাদের মনের কোনে যে সমস্ত বাসনা এ দিনকে ঘিরে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় তা যেন শিল্পির আঁকা ছবির মত একটু একটু করে পরিষ্কার হতে থাকে– এর অন্য কোন কারণ নেই, কারণ একটাই আর তা হল তিনি আসছেন!!

এই সময়ে খ্রীষ্টিয়ান জগতে ব্যবসাকেন্দ্র, শপিংমল ও আভিজাত্য দোকানপাটগুলো নতুন সাজে চমৎকার করে সাজানো হয়। বড়দিনের গাছ বা 'ক্রিষ্টমাস ট্রি'-তে নানা রঙ্গের আলোক সজ্জা করা হয়। এসব মণ্ডলীগুলোতে বড়দিনের ক্যারল মৃদু তালে বাজতে থাকে, আর মনের মধ্যে একটা ছান্দিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে শুরু করে। যারা ভিড়ের মধ্যে পড়তে চান না তারা একটু আগেই এসব মলে এসে তাদের প্রয়োজনীয় কেনা-কাটাগুলো সেরে নেন। এটা অন্য কোন কোন কারণে নয়– এর কারণ হলো তিনি আসছেন!!

ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই আমাদের গৃহিনীদের মধ্যে তাদের নিজেদের ঘরদোর পরিস্কার করার, নতুন করে সাজগোজ করার একটা আলাদা তাগিদ লক্ষ্য করা যায়।

কারণ তিনি আসছেন!

পরিবারের কার জন্য কি দরকার বিশেষ করে জামা-কাপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র– তা কেনাকাটা করে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটানোর পরিকল্পনা চলতে থাকে। পরিবারের কর্তাকর্ত্রীরা সকলে চান যেন নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট দিনে তাদের পরিবারের লোকেরা নতুন জামা-কাপড় পরে মণ্ডলীগৃহে বা উপাসনালয়ে উপস্থিত হয়, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। এর অন্য কোন কারণ নেই– কারণ হল নতুন সাজে যাঁর সামনে যেতে হবে তিনি আসছেন!!

খ্রীষ্টিয় জগতে সামাজিক মিলনকেন্দ্র হিসাবে তাদের উপাসনালয় বা মণ্ডলীকেই বুঝিয়ে থাকে। তাই নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মণ্ডলীগৃহ নতুন সাজে সাজানো হয়ে থাকে। মণ্ডলীর যুবক-যুবতীরাই এই কর্মযজ্ঞে সাধারণত এগিয়ে আসে আর দিন-রাত পরিশ্রম করে মণ্ডলীগৃহকে মনমুগ্ধকর নতুন রূপ দেয়। এর অন্য কোন কারণ নেই– কারণ এই গৃহে সেদিন যাঁর উপাসনা করা হবে– যাঁকে বরণ করে নেওয়া হবে হৃদয়ের গভীরে, কারণ তিনি আসছেন!!

সাধারণত মণ্ডলী গৃহেই বড়দিনের নাটক, দলবদ্ধ কীর্তন, নানা রকম অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত করে তোলা হয়। মণ্ডলীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মনের আনন্দে নিজেদের নতুন করে সজীব করে তোলে। সন্ধ্যা নামলেই বাড়ীতে বাড়ীতে কীর্তনের দল বেড়িয়ে পরে আর নেচে নেচে প্রভুর জন্মবারতার কীর্তন গায়। পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা যেন একেবারে সত্যি হয়ে ওঠে, “প্রভুতে যে আনন্দ তাই তোমাদের শক্তি।” হ্যাঁ, এই শক্তিতেই বলিয়ান হয়ে নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খ্রীষ্ট-ভক্তরা নিজেদের প্রস্তুত করে। এর অন্য কোন কারণ নেই, এর কারণ হল যাঁর শক্তিতে ভক্তগণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তিনি আসছেন!!

খ্রীষ্টিয় জগতের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল মণ্ডলীগুলোতেই যুবক-যুবতীরা তাদের যুব-সংগঠনের মধ্য দিয়ে নানা প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে থাকে। এর মধ্য বড়দিনের একটি ম্যাগাজিন, কোন কোন মণ্ডলীতে দেয়াল-ম্যাগাজিনও বের করে। তারা বড়দিনের নাটক করে যে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রভুর জন্মকাহিনী বা কোন সামাজিক গল্প নাটক আকারে প্রদর্শন করে যার মধ্য দিয়ে বড়দিন উপলক্ষ্যেই কোন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। এসবই করা হয় যার অন্য কোন কারণ নেই, কারণ হল যাঁর জন্য এত আনন্দ-অনুষ্ঠান, কারণ তিনি আসছেন!!

মণ্ডলীতে বড়দিনের উপাসনা সভা সাধারণত সারা বছরের মধ্যে সব চেয়ে সেরা

উপাসনা সভা। কারণ এদিনে সাধারণত সকলেই মণ্ডলীতে উপস্থিত থাকে তাই মণ্ডলীগৃহ কোনায় কোনায় পূর্ণ থাকে। এ সভার সব কিছুই স্পেশাল– বড়দিনের গান, উপাসনা সংগীত, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রবাণী প্রচার, শেষ প্রার্থনা, ইত্যাদি। এসবের জন্য প্রধান পুরোহিত বা পালক কর্তৃক মণ্ডলী কমিটিগুলো অনেক আগে থেকেই কাজ শুরু করে যেন উপাসনা-অনুষ্ঠানটি সাধারণ রবিবারের উপাসনা-অনুষ্ঠান থেকে অনেক উঁচু মানের হয় ও সাধারণ লোকের মন প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। এসব প্রস্তুতির অন্য কোন কারণ নেই, কারণ হল যাঁকে ঘিরে এত আনন্দ, তিনি আসছেন!!

বড়দিনকে ঘিরে প্রায় সমস্ত মণ্ডলীতেই বড়দিনের ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। মণ্ডলীর কমিটি অনেক আগে থেকেই এই কর্মসূচি হাতে নেয়– দান ও চাদার পরিমাণ ঠিক করে তা মণ্ডলীর সদস্যদের কাছ থেকে তুলতে শুরু করে। আবার অনেকে দান ও চাদার পরিমাণ ঠিক করলেও তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দান দিয়ে থাকে, কারণ অনেকে আছে যারা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল যেন তারা কোন কিছু না দিতে পারলেও এই আনন্দ ও একত্রে ভোজের সহভাগিতা থেকে বাদ না পড়ে। এছাড়া বড়দিন উপলক্ষ্যে অনেক আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ থাকেন যাদের আপ্যায়ন করতে হয়। সেজন্য একটি বাজেট ঠিক করে সেই বাজেটের লক্ষ্য অর্জন করতে কমিটি কাজ করতে থাকে যেন কোন কিছুরই কমতি না পড়ে আর সকলেই যেন এই আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে। মণ্ডলীর এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের অন্য কোন কারণ নেই, কারণ হল যাঁর জন্য এই প্রীতিভোজ, তিনি আসছেন!!

মণ্ডলীর ক্যারল বা যারা উপাসনা-সংগীত পরিচালনা করে– যাদের অনুসরণ করে উপস্থিত অন্যেরা গীত-গান করে তাদের মধ্যেও একটা ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। শত হলেও এমন একটা দিন মাত্র বছরে একবার ফিরে আসে আমাদেরকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে নেবার জন্য। তাই এই দিনের উপাসনা-সংগীত হতে হবে বছরের সেরা সংগীত যেন উপস্থিত সকলের মন প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। সেজন্য দেখা যায় উপাসনার গান-বইয়ের বড়দিনের গানগুলো থেকে উপাসনার সময়ে কি কি গান গাইতে হবে উপাসনায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য সেগুলো প্রাক্‌টিস করতে শুরু করে। কয়েক দিন ধরেই তারা মণ্ডলীগৃহে এসে সেই বাজনার তালে তালে সেই গানগুলো বার বার করে গেয়ে প্রাক্‌টিস করে যেন নির্দিষ্ট দিনে উপাসনার নির্দিষ্ট সময়কালে একটি আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়– উপাসনা করে যেন লোকদের মন ভরে ওঠে। মণ্ডলীর ক্যারলের নির্দিষ্ট লোকেরা এতসব যে করে থাকে তার অন্য কোন কারণ

নেই, কারণ হল তিনি আসছেন!!

বর্তমান মিডিয়ার এই জগতে বড়দিনের আনন্দ অনুষ্ঠান শুধু বিশ্বাসীদের গৃহে বা মণ্ডলীগৃহেই সংগঠিত হয় না। প্রায় প্রতিটি চ্যানেলেই বড়দিনকে ঘিরে কোন না কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। নাটক, গীত-গান বা সংগীতমালা, ছোটদের বা বড়দের বা কোন আলোচনা অনুষ্ঠান কোন না কোন কিছুতো হবেই। এসব অনুষ্ঠানের পেছনেও অনেক সংগঠন, মণ্ডলী এসব মিডিয়ার জগতের লোকদের সময় দিয়ে থাকে। মিডিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরা বড়দিনের অনেক আগে থেকেই এসব অনুষ্ঠান তৈরি করে থাকে যেন নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে তা প্রচার করতে পারে। এসব করার পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই, কারণ একটাই– আর তা হল, কারণ তিনি আসছেন!!

ডিসেম্বরের শুরু থেকেই খ্রীষ্টিয় প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে ভিন্ন রকমের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। প্রি-ক্রিষ্টমাস পার্টির আয়োজন, সংবাদপত্রগুলোতে বড়দিনের শাস্ত্রবাণী সম্বলিত বিশেষ এ্যড, জাতীয় দৈনিকগুলোতে বিশেষ লেখা ছাপানোর ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের বিশেষ সিজন হিসাবেই এসব করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে জাতীয় দৈনিকগুলো তাদের নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকেই বিশেষ আর্টিক্যাল, বিশেষ লেখা, সম্পাদকীয় ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। এমন কি কোন কোন পত্রিকা থেকে কোন বিশেষ লোককে বড়দিন প্রসঙ্গে কিছু লেখার জন্য এসাইনম্যান্ট দিয়ে থাকে। মিডিয়া জগতে নির্দিষ্ট দিনের জন্য এই যে ব্যস্ততা তার অন্য কোন কারণ নেই– কারণ হল তিনি আসছেন!!

পাঁচ তারকা হোটেলগুলোতে একমাস আগে থেকেই ক্রিষ্টমাসকে উপলক্ষ্য করে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ব্যানার চোখে পড়ে। এছাড়া নানা রকম সাজ-সজ্জায় হোটেলগুলোকে সাজিয়ে একটা উৎসবমূখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে দেখা যায়। এমন কি তারা বড়দিনের বিশেষ বিশেষ খাবার ম্যানূ সৃষ্টি করে যাতে খদ্দেরদেরকে আকৃষ্ট করা যায়। এছাড়া বড়দিনের দিন ও তার আগের রাতে ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, আর স্যান্টাক্লজ শিশুদের উপহার বিতরণ করে অনেক আনন্দ দান করে। এসব কিছুই ঘটে যার বিশেষ কোন কারণ নেই– কারণ শুধু একটাই, যার আসবার কথা ছিল তিনি আসছেন!!

এছাড়া সারা বিশ্বের রাষ্ট্র-প্রধানগণ এ দিনকে কেন্দ্র করে তাদের জনগণকে ক্রিষ্টমাসের বিশেষ শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকেন। যে সমস্ত দেশে খ্রীষ্টানরা একেবারেই

কারণ তিনি আসছেন!

মাইনরিটি, বিশেষ করে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বড়দিনের জন্য বিশেষ কিছু প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ করে খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়কে বিশেষ শুভেচ্ছাবাণী দিয়ে থাকেন। এছাড়া খ্রীষ্টিয়ান নেতৃবৃন্দকে তারা বঙ্গভবন ও গণভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন ক্রিষ্টমাস সেলিব্রেট করার জন্য। এসব করার পেছনে অন্য কোন কারণ নেই– কারণ একটাই যে, যাঁর আসবার কথা আছে তিনি আসছেন!!

বড়দিনকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতেই একটা বড় রকমের মুভমেন্ট লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টিয় জগতের এই একমাত্র বড় উৎসবকে ঘিরে একটা বড় ছুটি উপভোগ কর-ার সময় পাওয়া যায়। তাই সকলেই এই সময়টা পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে একত্রে কাটাবার ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের অন্যান্য সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উৎসবের মতই পারিবারিক ভাবে এ দিনটিকে কাটাতে চায় বলে দেশের বাড়ীতে যাওয়ার একটা হিরিক পড়ে যায়। যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিনকে ঘিরে এই যে পারিবারিক সম্মিলন তা সত্যিই অভূতপূর্ব। এর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে যেমন একটা রিফ্রেসমেন্ট ফিরে আসে তেমনি নতুন বছরের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করি। এসব কিছুই ঘটে যার অন্য কোন কারণ নেই– কারণ শুধু একটাই যে, আমাদের প্রভু এসেছেন!!

জাগো ভ্রাতা-ভগ্নি, এসো গাই তাঁর জন্ম-গীতি কারণ আমাদের প্রভু এসেছেন!! এসো আমাদের গৃহে তাঁকে ঠাই দিই, আমাদের হৃদয়ে তাঁকে বাস করতে দিয়ে নিজেদের ধন্য করি। আমেন।

যাঁরা ‘প্রথম বড়দিন’ উপভোগ করেছিলেন

“দূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে চলে গেলে পর মেষের রাখালরা পরস্পর বললো, চল, আমরা একবার বৈৎলেহম পর্যন্ত যাই এবং এই যে ব্যাপার প্রভু আমাদেরকে জানালেন তা গিয়ে দেখি। পরে তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে মরিয়ম ও যোষেফ এবং সেই যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেল।” লূক ২:১৫,১৬

প্রথম বড়দিন পালিত হবার পর দ্বিতীয় বড়দিন কখন পালিত হয়েছিল তার কি কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণের হিসেব আছে? বোধ হয় নেই। আমাদের জানা নেই, অথবা সুসমাচারে এমন কোন ক্লু নেই যে, দ্বিতীয়বার মরিয়ম ও যোষেফ যীশুর জন্মদিন পালন করেছেন কি না। যিহূদীদের সংস্কৃতিতে জন্মদিন পালন করার কোন রীতি ছিল না বলে হয়তো তারা আর কোন বড়দিন বা যীশুর জন্মদিন পালন করেন নি। সাধারণত যিহূদীরা জন্মের আট দিনের দিন তক্‌ছেদ করা, বারো বছরের সময়ে যিরূশালেমের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে উৎসব করা ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানগুলো খুব যত্ন সহকারে পালন করতো এবং আমরা যীশুর বেলায় সেই সব অনুষ্ঠান পালন করার বিষয়গুলো দেখতে পাই যা মরিয়ম ও যোষেফ নিষ্ঠার সংগেই পালন করেছেন। এমন কি, যীশু যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অর্থাৎ তাঁর প্রচার কার্যের সাড়ে তিন বছরের সময়েও আমরা দেখতে পাই না যে, তাঁর শিষ্যরা তাঁদের প্রিয় গুরুর জন্মদিন পালন করেছেন। তখনও কিন্তু প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিন আসত যে দিন তিনি স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যের এই ধরাধামে নেমে এসেছিলেন। এ দিনটা তাঁরা পালন করেন নি কারণ

যাঁরা 'প্রথম বড়দিন' উপভোগ করেছিলেন

তাঁরাও যিহূদী ছিলেন এবং যিহূদীদের সংস্কৃতির মধ্যে জন্মদিন পালন করার কোন রীতি বা প্রথা ছিল না। প্রথম মন্ডলীর ইতিহাসেও আমরা প্রভুর জন্মদিন পালন করতে দেখি না। তারা সেই সময় প্রভু যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর্ব অর্থাৎ গুডফ্রাইডে ও ইষ্টার পর্ব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যর মাধ্যমে খুব ধুমধামের সংগে পালন করতো। তবে আজকের যে জন্মদিন আমরা পালন করছি তা কেমন করে মন্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করলো সেই প্রশ্নটা হয়তো সবার মধ্যেই জাগতে পারে।

যাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আমরা 'বড়দিন' পালন করছি সেই সময়টি ইতিমধ্যেই দু'হাজার বছর অতিক্রম করেছে। যদিও এই পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টের প্রথম জন্মদিনের পর পরবর্তীতে তাঁর জন্মদিন 'বড়দিন' পালন করা শুরু করতে বেশ কয়েক'শ বছর পার করে দিয়েছিল। এই কয়েক'শ বছর আগে কেউ হয়তো চিন্তাও করে নি এমন একটি দিন বেছে নিয়ে বড়দিন হিসাবে পালন করার ও এতে যে স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দের যোগ আছে তা খুঁজে বের করার। তবুও ভাল যে, আজ পৃথিবী জুরে আমরা আমাদের প্রভুর জন্মদিন আনন্দের সঙ্গেই পালন করছি।

সৃষ্টির শুরু থেকেই, বিশেষ করে ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসে যুগের পর যুগ ধরে মানুষ অপেক্ষা করছিল একজন পরিত্রাণকর্তার যিনি এসে সত্যিকারের শান্তির সন্ধান দিবেন মানব জাতিকে, মুক্তির পথ দেখাবেন সেই সব লোকদের যারা সমাজে অবহেলিত, নির্যাতিত ও শোষিত। সেই সময়কার মানুষ তাদের ভাববাদীদের মুখ থেকেও খ্রীষ্টের আগমন বার্তা শুনেছে। মোশি, যিশাইয়, দায়ূদ, মালাখি, মীখা, সখরিয় প্রমুখ ভাববাদীগণ তাঁদের পবিত্র গ্রন্থাবলিতে খ্রীষ্টের আগমন, তাঁর জন্মের স্থান, তাঁর ধার্মিকতা, রাজ্য ও রাজ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে খ্রীষ্টের জন্মের আগেই বর্ণনা করেছেন। বলা চলে, যীশু খ্রীষ্ট হঠাৎ এই পৃথিবীতে আসেন নি, তিনি এসেছেন ঈশ্বরের পরিকল্পিত পথে। ঈশ্বর মানব জাতির জন্য যা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন তিনি এসেছিলেন তারই পরিপূর্ণতা দান করতে। কিন্তু তবুও মানুষ তাঁকে চিনতে পারে নি, যাদের ধর্মগ্রন্থে এসব কিছু লেখা আছে, তারাও তাঁর খোঁজ করে নি– যদিও পারস্য দেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত লোক এসে তাঁর খোঁজ করেছেন কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তা জানতে। অথচ যারা শাস্ত্র ঘেঁটে বলে দিয়েছিল তিনি বৎলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছেন– কিন্তু তারা নিজেরা তাঁর খোঁজ করতে যায় নি।

তাই প্রশ্ন ওঠে, তবে কি তাঁর প্রথম জন্মদিন পালিত হয় নি? যিনি সব কিছু সৃষ্টি

করেছেন তিনি যখন তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে জন্ম নিলেন তাঁর জন্মদিন হিসাবে কোন 'মার্কিং ডে' থাকবে না। আজকের আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা সেই দিনটির বিষয় নিয়ে।

প্রকৃতির প্রথম বড়দিন উদযাপন

যে সমাজে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন তারা তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হলেও প্রকৃতি সেই দিনক্ষণকে চিনতে ভুল করে নি। সেদিন প্রকৃতি নিশ্চয়ই সুন্দর সাজে সেজেছিল পরিত্রাণকর্তাকে স্বাগতম জানাবার জন্য। ঐতিহ্য থেকে জানা যায় যে, সেদিনটি ছিল শীতের রৌদ্রজ্বোল দিন। রাতের আকাশে উজ্জ্বল তারকা তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উদিত হয়েছিল। আকাশে হাজারো আলোকজ্বোল তারার মধ্যে সেই বিশেষ তারাটি সবাইকে জানান দিয়েছিল পরিত্রাণকর্তার আগমনের সুখবর। পবিত্র বাইবেলের প্রকৃতির এই যে সাড়া দেবার ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি এটা শুধু মাত্র প্রকৃতির একটা তারার ব্যাপার নয় কিন্তু তারা ছিল প্রকৃতির শুভেচ্ছা জানানোর প্রতিনিধি মাত্র। এই আলোক উজ্জ্বল তারা উদয়ের মধ্য দিয়ে সসীম ও অসীম এই দু'ধারার প্রকৃতিই পরিত্রাণকর্তার জন্মলগ্নকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল এবং বড়দিনের আনন্দে মেতে উঠবার জন্য জগতের সকলকে আহ্বান করেছিল।

বর্হিজাগতিক প্রাণীরা প্রথম বড়দিন উদযাপন করেছিলেন

প্রথম বড়দিনের রাতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সংগে বর্হিজাগতিক প্রাণীরা অর্থাৎ স্বর্গদূতেরা আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। স্বর্গে দূতেরা যে আনন্দ করেছিলেন তার হয়তো একটু ছোঁয়া এই পৃথিবীর মাটিতে পড়েছিল। সেদিন দলে দলে দূতেরা স্বর্গ ছেড়ে চলে এসেছিলেন এই ধরাতলে। যারা পরিত্রাণের আশায়, মুক্ত জীবনের বাসনায় অপেক্ষা করছিল সেই হত দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি সেদিনের রাখালদের কাছে মুক্তির বার্তা ও প্রভুর আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিল। তারা সেদিন 'মহানন্দের সুসমাচার' এই পৃথিবীর মানুষের কাছে ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন তারা প্রথম বড়দিন উপলক্ষে পৃথিবীর মানুষকে আশীর্বাদ করেছিল এই কথা বলে:

"উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃথিবীতে [তাঁর] প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।"
এই শুভবার্তা দিয়েই তারা সেই প্রথম বড়দিন উদ্‌যাপন করেছিলেন।

জ্ঞানী পণ্ডিতেরা প্রথম বড়দিন উপভোগ করেছিলেন

যাঁরা ‘প্রথম বড়দিন’ উপভোগ করেছিলেন

তৎকালীন জগতের যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করত তাদের মধ্যে জ্যোতিষীরা অর্থাৎ যারা মহাকাশের তারার গতিবিধি নিয়ে চর্চা করত তারা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। পারস্য দেশের এই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তখন জগৎদ্বিখ্যাত ছিলেন। পরিত্রাণকর্তার জন্মদিনকে স্বাগত জানানোর জন্য যে বিশেষ তারাটি আকাশে উদিত হয়েছিল তা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি বরং তারা তাদের গবেষণায় এর অর্থ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঐতিহ্য থেকে জানা যায় যে, এরা ছিলেন তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত পন্ডিত বেলথেজার, ম্যলকিউর, ক্যাসপার। এঁরা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দিয়ে রাজাধিরাজ পরিত্রাণকর্তাকে এই পৃথিবীতে স্বাগতম জানিয়েছিলেন। প্রভুর প্রথম জন্মদিনে তাদের আনন্দ প্রকৃতির আনন্দ থেকে কোন অংশেই কম ছিল না, তবে প্রকৃতি থেকেই তারা এই আনন্দে ভাগী হবার সুখবর পেয়েছিলেন। তাই তারা নিজেদের দেশ ছেড়ে ইস্রায়েলীয় দেশে এসে রাজ-শিশুর খোঁজ করেছিলেন এই কথা বলে, ‘তিনি কোথায় জন্ম নিয়েছেন।’ তারা তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাদের উপহার দিয়ে প্রথম বড়দিন উদযাপন করেছিলেন।

গরীব শ্রেণীর প্রতিনিধি রাখালগণ বড়দিন উদ্‌যাপন করেছিল

সাধারণত জন্মদিন ধনবানরাই পালন করে থাকে, যদিও তখনকার দিনে সাধারণ যিহূদীরা জন্মদিন পালন করত না কিন্তু নতুন নিয়মে দেখা যায় যে, রাজা হেরোদ তার জন্মদিন পালন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, মানুষের মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিনের সুখবর পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে প্রথম যারা লাভ করেছিলেন তারা ছিল সেই সময়কার সুবিধা বঞ্চিত গরীব শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে গরীব ছিল সেই সব রাখালরা। তারা ছিল সমস্ত জগতের গরীব শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই সুবিধা বঞ্চিত সাধারণ রাখলদেরই সৌভাগ্য হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করার। তাদের কাছে ঘোষিত হয়েছিল শুভবার্তা তা-ও স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে। ঐতিহ্য অনুসারে দেখা যায় যে, তারা তাদের উপহারস্বরূপ মেষ নিয়ে বৎলেহেমের গোয়াল ঘরে গিয়েছিল শিশু যীশুকে উপহার দেবার জন্য। কারণ তাদের কাছেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই আনন্দ জগতের সমস্ত লোকদের জন্যই আর তারা তার সাক্ষী হয়েছিল।

যোষেফ ও মরিয়মের প্রথম বড়দিন উদ্‌যাপন করেছিলেন

খ্রীষ্টের পিতা-মাতা হিসাবে বড়দিনের সবচেয়ে প্রথম আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলেন মরিয়ম ও যোষেফ। তারা জানতেন, যে শিশুটিকে তারা পৃথিবীর আলো দেখালেন

তিনি কে। জন্মের আগেই মরিয়মের কাছে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, আগত শিশুটি হবেন মুক্তিদাতা। তিনি তাঁর লোকদের পরিত্রাণ করবেন। সুতরাং জগতের মুক্তিদাতাকে তাদের পরিবারে স্বাগতম জানাতে পেরে তারা হয়েছিলেন জগতের সত্যিকারের সুখী লোক। যদিও এই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে অনেক গঞ্জনার স্বীকার হতে হয়েছে। মরিয়ম এবং যোষেফ মানসিকভাবে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন তবুও মুক্তিদাতার মা-বাবা হতে পেরে তাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

এর পর যিহূদী ইতিহাসে ৩৩টি বছর এবং খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলীর ইতিহাসে প্রায় তিনশো বছর কেটে গেছে কোন বড়দিন পালন করা হয় নি। অবশেষে ৩ শত শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে প্রভু যীশুর জন্মদিন পালন করা শুরু হয়। এর পূর্বে মন্ডলীতে বড়দিন বলতে কোন দিন ছিল না। অবশ্য এরও একটি প্রেক্ষাপট আছে। সেই সময়ের মন্ডলী প্রধানত অযিহূদী মন্ডলী বলেই স্বীকৃত ছিল। রোমান ও গ্রীক জাতি থেকে আসা অনেক বিশ্বাসী মন্ডলীর নেতৃত্বে ছিল। রোমানরা সাধারণত তাদের সূর্যদেবের জন্ম উৎসব পালন করত খুব ধুমধাম করে। ২৫শে ডিসেম্বর তারা সেই জন্মোৎসব পালন করত। যখন প্রচুর সংখ্যায় গ্রীক-রোমান নাগরিক খ্রীষ্টিয়ান হতে লাগল এবং এক সময় তারাই মন্ডলীর পরিচালক শক্তিরূপে আর্বিভূত হতে লাগল। মূলতঃ এ সময়টাতেই ২৫শে ডিসেম্বর সূর্য দেবের জন্মদিন উপলক্ষে যে আনন্দ-অনুষ্ঠান হতো তখন চার্চেরও কিছু একটা করার অনুভব করতে শুরু করে কারণ যে সমস্ত গ্রীক-রোমান লোকেরা খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল তারা যেন সূর্যদেবের আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আকর্ষণ বোধ না করে তাই তাদের জন্য কিছু একটা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা থেকেই মন্ডলী তখন সূর্যদেবের এই জন্মদিনকেই আত্মিকরণ করে। তারা তখন ধার্মিকতা-সূর্যরূপ যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করতে শুরু করে। প্রথমত এটা নিছকই একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান ছিল কিন্তু তৎকালীন মন্ডলীসমূহ এটিকে বেশ গ্রহণ করতে শুরু করে ফলে এর বিস্তৃতিও ঘটতে শুরু করে। পরবর্তীতে এটি ভীষণ জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে রূপ নেয় এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সব মন্ডলীতেই এর ভীষণ প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং একটি জাতীয় কৃষ্টিতে রূপ নেয়। এভাবেই প্রকৃতপক্ষে সূর্যদেবের জন্মদিন আত্মিকরণের ফলে ২৫শে ডিসেম্বর ধার্মিকতার সূর্য খ্রীষ্টের জন্মদিন হিসাবে পালিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট কোন্ মাসের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা কেউ তা জানি না। তবে সেই প্রাচীন কাল থেকে আত্মিকরণের বা কনটেক্সচুয়ালাইজেশনের ফলে এখন ২৫শে ডিসেম্বরই খ্রীষ্টের জন্মদিন বলে আমাদের বিশ্বাসে জায়গা করে নিয়েছে।

যাঁরা ‘প্রথম বড়দিন’ উপভোগ করেছিলেন

বড়দিন সে যেভাবেই আসুক না কেন– আমাদের বিশ্বাসের ও কৃষ্টিতে সত্যিই বড়দিন অনেক বড়– নিত্য তা-ই হোক এই কামনা করি।

পবিত্র শাস্ত্রের আলোকে শিষ্য-গঠনের প্রয়োজনীয়তা

"তিনি অনেক লোক দেখে পর্বতে উঠলেন; আর তিনি বসলে পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি মুখ খুলে তাঁদেরকে এই উপদেশ দিতে লাগলেন।" মথি ৫:১

যীশু খ্রীষ্ট মানব জাতির হৃদয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন এই কারণে যে, তিনি মানুষকে এবং তার প্রয়োজন কি তা বুঝতে পারতেন এবং তার প্রয়োজন অনুসারে তিনি সাড়া দিতেন। তিনি জানতেন কি তাদের প্রয়োজন, কেন তাদের প্রয়োজন এবং কিভাবে সেই প্রয়োজনের অভাবকে মেটানো যায়। আজ থেকে যে বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটি তেমনই একটি বিষয় যা নতুন নিয়মের একটি বিখ্যাত অংশ হয়ে উঠেছে কারণ এই অংশের মধ্য থেকে আমরা দেখতে পাই যীশু খ্রীষ্ট মানুষের প্রয়োজনকে লক্ষ্য রেখে এমন একটি শিষ্য-মণ্ডলী গঠন করতে চেয়েছিলেন যারা বৃহত্তর পরিসরে মানুষের পরিচর্যায় নিজেদের বিলিয়ে দেবেন। তাঁরা তা করেছিলেন অর্থাৎ প্রভুর শিক্ষা তাঁরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার কাজ করেছেন আর তাঁরা তা করেছেন বলেই আজ আমরা দু'হাজার বছর পরেও যীশু খ্রীষ্টের নামে পরিচিত হতে চাই ও তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ লাভ করার জন্য আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হই।

ইতিহাসে এমন খুব কমই দেখা যায়, যেখানে খুব কম কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ অনেক ও গভীর। বরং এর উল্টোটাই দেখা যায়– কথা অনেক কিন্তু অর্থ কম। পবিত্র শাস্ত্রের যে অংশটুকু নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করছি সেখানে অল্প

কথা বটে কিন্তু এর ওজন পর্বতের মতই বিশাল। যীশু খ্রীষ্টের পর্বতে দত্ত শিক্ষা খুবই শক্তিশালী যেখানে ঈশ্বরের সত্যিকারের শিষ্যদের এক বর্ণনাময় ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বতে দত্ত শিক্ষার মধ্যে মানব জীবনের মহিমাময় আশার কথা নিহিত আছে এবং বিশ্বাসীদের এমন পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে যে পুরস্কার শুধু যে বর্তমান জগতের তা নয় কিন্তু ও অনন্তকালীনও বটে।

আমাদের আজকের শাস্ত্রপাঠে দেখতে পাওয়া যায় যে, যীশু একটি মহা জনতা দেখতে পেলেন (১-২ পদ)। লেখা আছে, **"তিনি অনেক লোক দেখে পর্বতে উঠলেন; আর তিনি বসলে পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি মুখ খুলে তাঁদেরকে এই উপদেশ দিতে লাগলেন– "**

যীশু একটি বৃহৎ জনতার প্রতি চেয়ে দেখলেন। প্রায়শই তিনি এরকম জনতা দেখলে করুণাবিশিষ্ট হয়ে উঠেতেন। মথি ৯:৩৬ পদের আমরা এমনটি দেখতে পাই। কিন্তু এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, পর্বতে দত্ত যীশু খ্রীষ্ট এই শিক্ষা এই বৃহৎ জনতাকে দেন নি যারা তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করছিল কিন্তু এই শিক্ষা তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। "অনেক লোক দেখে" যীশু খ্রীষ্ট করুণাবিশিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মমতা জেগে উঠেছিল তাদের করুণ অবস্থা দেখে ও তাদের প্রয়োজন দেখে। তিনি জানতেন যে, তিনি নিজে তাদের কাছে এখন যেতে পারেন না, তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে বসেছিলেন, যেন তাঁরা এই বিশাল জনতার পরিচর্যা করতে পারেন। প্রশ্ন জাগে তিনি কত সময় তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পর্বতের উপর ছিলেন? এক দিন? এক সপ্তাহ? বা কয়েক সপ্তাহ? কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে মাত্র বলা হয়েছে যে, তিনি পর্বত থেকে নামলেন এবং লোকেরা তাঁর পশ্চাত অনুসরণ করতে লাগল (মথি ৮:১)।

আজকের আলোচনার আলোকে আপনাদের মাথায় কয়েকটি চিন্তা দিতে চাই। আশা করি এসব চিন্তাগুলো আপনারা আপনাদের কর্মক্ষেত্রে, আপনার পরিচর্যা ক্ষেত্রে বা মণ্ডলীতে শিষ্য-গঠনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবেন।

চিন্তা ১: বৃহৎ জনতার পরিচর্যা করার জন্য দু'টি মূল উপকরণের প্রয়োজন ছিল।

(১) করুণাবিষ্ট হওয়া: অনেক লোক দেখে...; আমরা যে লোকদের পরিচর্যা করতে চাই তাদের প্রতি আমাদের চোখ খোলা রাখা প্রয়োজন। তাদের প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখা পরিচর্যাকারীর মানায় না। আপনি একটি দলকে যখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন

তাদের প্রতি আপনার চোখ খোলা রাখা দরকার এই কারণে নয় যে, আপনি তাদের শাসন করবেন কিন্তু চোখ খোলা রাখবেন যেন লোকদের ও তাদের প্রয়োজন কি তা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ প্রয়োজন জানতে পারলেই তা মেটানোর জন্য অগ্রসর হওয়া যায়।

পবিত্র শাস্ত্রে দেখা যায় যে, আমাদের প্রভু করুণাবিশিষ্ট হতেন যখন তাদের দেখতে পেতেন। কারণ তিনি তাদের প্রয়োজন কি তা দেখতে পেতেন। বলা হয়েছে, *"কিন্তু অনেক লোক দেখে তিনি তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল, যেন রাখালবিহীন ভেড়ার পাল"* (মথি ৯:৩৬)।

করুণাবিষ্টি হওয়া ঐশ্বরিক চরিত্রের অংশ। করুণাবিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর ভিতরের ঐশ্বরিক চরিত্রকেই আমরা দেখতে পেতাম। যে মানুষকে তিনি নির্মাণ করেছেন, যে অব্রাহামের বংশকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, যে প্রজাবর্গকে নিজের প্রজা বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাদের কষ্ট দেখে, তাদের প্রয়োজন উপলব্দি করে তিনি করুণাবিষ্ট হতেন। পুরাতন নিয়মে, যিশাইয় পুস্তকে মহান সদাপ্রভুর বিষয়ে তেমনিই বলা হয়েছে। সেখানে লেখা আছে: *"তাদের সকল দুঃখে তিনি দুঃখিত হতেন, তাঁর উপস্থিতির স্বর্গদূত তাদেরকে উদ্ধার করতেন; তিনি তাঁর প্রেমে ও তাঁর স্নেহে তাদেরকে মুক্ত করতেন এবং পুরাকালের সমস্ত দিন তাদেরকে তুলে বহন করতেন"* (যিশাইয় ৬৩:৯)।

(২) শিষ্য-গঠন: এই ছোট্ট অংশটি থেকে আমরা আরেকটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, একাকী সমস্ত কাজ শেষ করা যায় না। আমাদের সম্মুখে কার্যক্ষেত্র অনেক বড় এবং সেই তুলনায় কার্যকরী লোক কম। এজন্য অন্যদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি দলকে তৈরি করা প্রয়োজন যেন সুসমাচারের মহান কাজে, গ্রেইট কমিশনের কাজে তারা সাহায্য দিতে পারে। প্রভু স্বর্গে আরোহন করার পূর্বে তিনি তাঁর শিষ্যদের এই মহান আদেশ দিয়েছিলেন, *"অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও; আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করেছি, সেসব পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমি যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"* (মথি ২৮:১৯-২০)।

এই কাজ একার কাজ নয় কিন্তু অনেকের। আর সেজন্য শিষ্য-গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরী। প্রেরিত পৌল এই সত্য বিশ্বাস করতেন ও তাঁর জীবনে তা প্রয়োগ

করতেন। তিনি তাঁর যুবক শিষ্য তীমথিকে এই কথা বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি শিষ্য-গঠনের কাজ যত্নের সঙ্গে পালন করেন। তিনি তাঁকে বলেছেন, "*আর অনেক সাক্ষীর মুখে আমার যেসব শিক্ষার কথা শুনেছ, সেসব এমন বিশ্বস্ত লোকদেরকে দাও, যারা অন্য লোকদেরকেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে*" (২ তীমথিয় ২:২)।

চিন্তা ২: শিষ্য-গঠন প্রক্রিয়ার কাজের স্থান নির্বাচনের সীমারেখা

আলোচ্য শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখতে পাই তিনি শিষ্য-গঠনে কাজে একটি পাহাড়ের উঁচু স্থানকে বেছে নিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করছিল বিশাল একটি জনতা। হয়তো সেই উঁচু স্থানে সকলের যাওয়া সম্ভবও ছিল না। আর তিনি মাত্র ছোট্ট একটি দলকেই প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন। যে বিষয়টির উপর আমাদের জোর দেওয়া প্রয়োজন তা হল প্রচার করা ও শিক্ষা দেওয়া শুধুমাত্র মণ্ডলীর চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কিন্তু যেখানেই লোক দেখতে পাওয়া যায়– পাহাড়ে, সাগর পারে, রাস্তাঘাটে, বাড়িতে– যে কোন জায়গায়, সমস্ত জায়গায় প্রচার করা ও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র সিনাগগে শিক্ষা দেন নি কিন্তু যেখানে লোকের সমাগম হয়েছে সেখানেই তাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

চিন্তা ৩: একটি ছোট্ট দলকে বৃহৎ দলের জন্য প্রস্তুত করা

লোক বা জনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটি ছোট শিষ্য বা শিষ্যের দল মহান সুসমাচার প্রচারের কাজ বা গ্রেইট কমিশন শেষ করা খুবই দুসাধ্য। আমাদের প্রভুর মিশন-কাজ হল লোকদের শিক্ষা দেওয়া কিন্তু আমাদের প্রভুর মেথড বা পদ্ধতি হল শিষ্য গঠন করা। একটি ছোট দলকে নানা রকম প্রশিক্ষণ দান করা প্রয়োজন যেন তারা বৃহৎ জনতার পরিচর্যায় সাহায্য করতে পারে। পৌল যেমন নিজে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতে পছন্দ করতেন তেমনি তিনি সেই সব শিষ্য প্রস্তুত করেছিলেন যারা অন্যদের শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করতে পারতেন। আজকার দিনেও আমাদের জন্য এই পদ্ধতি খুবই জরুরী। আমাদেরও ছোট্ট ছোট্ট দল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা দরকার যেন তারা আবার অন্যদের প্রস্তুত করতে পারেন। এতে করে একটি বলয় সৃষ্টি হবে এবং গ্রেইট কমিশনের কাজ এগিয়ে যাবে, যেমন প্রভু আমাদের আদেশ করেছেন, "*অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও; আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করেছি, সেসব পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমি যুগের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিদিন*

তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৯-২০)।

এছাড়া দেখুন, *"পরে তিনি দর্বীতে ও লুস্ত্রায় উপস্থিত হলেন। আর দেখ, সেখানে তীমথি নামে এক জন শিষ্য ছিলেন; তিনি এক জন বিশ্বাসী যিহূদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তার ছিলেন পিতা গ্রীক; ... পৌলের ইচ্ছা হল, যেন সেই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে গমন করেন; আর তিনি ঐ সমস্ত স্থানেও যিহূদীদের জন্য তাঁকে নিয়ে তাঁর তক্‌ছেদ করলেন; কেননা তাঁর পিতা যে গ্রীক, তা সকলে জানতো"* (প্রেরিত ১৬:১, ৩)।

"আর অনেক সাক্ষীর মুখে আমার যেসব শিক্ষার কথা শুনেছ, সেসব এমন বিশ্বস্ত লোকদেরকে দাও, যারা অন্য লোকদেরকেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে" (২ তীমথিয় ২: ২)।

আজ খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের একসঙ্গে আহ্বান করা হচ্ছে যেন তারা ছোট ছোট দল করে বিশেষ শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তোলেন ও সুসমাচার অভিযাত্রায় বা গ্রেইট কমিশনের জন্য তাদের প্রস্তুত করেন। মথি কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বলেছেন যে, তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন। কিন্তু মার্ক ও লূক বলেছেন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের একত্রে ডাকলেন তাদের প্রশিক্ষণ দেবার ও প্রস্তুত করার জন্য (মার্ক ৩:১৩; লূক ৬:১৩)।

চিন্তা ৪: প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুত করার জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণের জন্য কিছু মৌলিক জিনিসের প্রয়োজন, যেমন– একটি স্থান, একটি সময় ও একটি শিক্ষা-বিষয় (ম্যাসেজ)। পবিত্র শাস্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছে তিনি পাহাড়ে উঠলেন.... তিনি বসলেন ...। মনে হয় এখানে বলা হয়েছে যে, যীশু ইচ্ছা করেই এই স্থান ও সময়টি বেছে নিয়েছিলেন এই প্রশিক্ষণ কাজের জন্য। তিনি পরিকল্পনা করেই এসব করেছিলেন। যীশু ব্যক্তিগতভাবেই এর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন যার প্রয়োজন আমরা প্রায়শই অবহেলা করে থাকি।

উপসংহার: আমরা আমাদের পাক-শাস্ত্র পাঠে যে অংশ থেকে পাঠ করেছি এবং পরবর্তী যে কয়েকটি শিক্ষামালায় পাঠ করতে যাচ্ছি তা হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরসেই বিখ্যাত অংশ যাকে আমরা 'দি গ্রেইট সারমন অফ দি মাউন্ট' বলে থাকি। এই শিক্ষাগুলো তিনি তাঁর শিষ্যদের দান করেছিলেন তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলবার জন্য। আজকের পাঠে বিশেষ করে আমরা আলোচনা করেছি প্রথম তিনটি পদ যেখান থেকে আমরা মূলত চারটি চিন্তা আবিষ্কার করতে পেরেছি যে চিন্তাগুলো বা পয়েন্টগুলো আমরা আমাদের প্রচার তৈরিতে কাজে লাগাতে পারব। আপনারা যখন শিষ্য-গঠন

কাজে বা মণ্ডলীতে শিক্ষা দেবার কাজে এই অংশ থেকে প্রচার তৈরি করবেন আমি বিশ্বাস করি তখন এই পাঠটিকে কাজে লাগাতে পারবেন।

এছাড়া, আমাদের ঘর ও এর সদস্যরা একটি ছোট দল, একটি মণ্ডলী একটি ছোট্ট দল, একটি সেলগ্রুপ একটি ছোট্ট দল যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করা যায় যেন তারা আর একটি দল তৈরি করার শক্তি পায় ও এভাবে সুসমাচার প্রচারিত হয়, গ্রেইট কমিশন বা শেষ আদেশ পূর্ণতা লাভ করে।